জৈমিনি-ভারত

মহর্ষি জৈমিনি কৃত

(মূলানুগত অনুবাদ)

বঙ্গ-নিবাসী ও ভারতসংবাদের উপহার

(পঞ্চম বর্ষ)

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গ-নিবাসী "কার্য্যালয়," ১৩৬এ, রসারোড, কলিকাতা,

কলিকাতা।

[illegible]ং হরিমোহন বসুর লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩০২

পূর্ব্বাভাষ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে হিন্দুর ন্যায় এমন কোনও জাতি নাই, যাহারা উন্নতমস্তকে জ্ঞান ও ধর্ম্মকাণ্ডের বিশালতার জন্য গর্ব্ব করিতে পারে। এ গর্ব্ব দর্পান্ধের গর্ব্ব নয়, গভীর ধর্ম্মসংপৃক্ত বিরাট জ্ঞানধর্ম্মের গর্ব্ব; সে গর্ব্ব দর্শনে, জগতের ইতর ধর্ম্মসম্প্রদায় দূর হইতে ম্রিয়মান হয়। এমন বিরাট বিশ্বোদর বিশালধর্ম্ম, এহেন দেশকালপাত্রাদি সংশ্লিষ্ট বিবেচনাসমালঙ্কৃত জ্ঞান এবং জ্ঞানধর্ম্মের সংমিশ্রণজনিত এমন ধর্ম্মশাস্ত্র, এ জগতে আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না।—হিন্দু এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের গর্ব্ব করিযা থাকে।

হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে জগতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নিবদ্ধ। তাই, কি সুদূর আমেরিকা, কি বিজয়ী ইংলণ্ড, সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র লোক-শিক্ষার শির্ষচূড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে হাত ধরিয়া ধর্ম্ম-সোপানে তুলিতেছে। বিজ্ঞানমন্দিরের চূড়ায় দাঁড়াইয়া যাহারা জগতের প্রতি অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গি করিতেছে,—সেই মার্কিনও হিন্দুর জ্ঞানমন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। তাই বলিতেছি, হিন্দুর অন্য গৌরব থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাদের প্রখর গর্ব্ব-গৌরব আছে।—সেই গর্ব্বে জগতের সম্মুখে তাহারা গৌরবান্বিত।

সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত, অসীম, অপার। কে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে? হিন্দুর দেবতা যেমন অনন্ত—অসংখ্য, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রও তদ্রূপ অসীম—অভ্রান্ত। হিন্দুর ধর্ম্মকাণ্ড যেমন বিশ্বব্যাপিনী, হিন্দুর জ্ঞানকাণ্ডও তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডময়ী। সেই জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশে, সেই কর্ম্মকাণ্ডের সুশিক্ষায়, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। জৈমিনি-ভারত সেই হিন্দুর একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র। কাব্য ইতিহাস, পুরাণ অলঙ্কার, সমাজ ধর্ম্মনীতি, ব্যবহার বিবরণ, —এই জৈমিনিকৃত মহাভারতে একাধারে।

জৈমিনি-ভারত কাব্য।—যে মধুর বর্ণনায় বর্ণিতবিষয়ের দিব্যচ্ছবি হৃদয়ে প্রকটিত হয়, যে শব্দে শব্দময়ীপ্রকৃতি হৃদয়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, যে বর্ণনামধ্যে মন-প্রাণ ডুবিয়া গিয়া কেবল সেই বর্ণিতসত্ত্বারই উপলব্ধি হইতে থাকে, তাহাই কাব্য। সেই কাব্যের প্রতি লক্ষণই এই জৈমিনিবিরচিত মহাভারতে স্পষ্ট স্পষ্ট প্রতিভাত।

জৈমিনি-ভারত পুরাণ।—স্বর্গাপবর্গাদি পুরাণ লক্ষণে জৈমিনি-ভারত পূর্ণতঃ লক্ষণাক্রান্ত। রাজধর্ম্মপ্রচার এই পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতিবর্গের লক্ষণবর্ণনা এই পুরাণের প্রতিপাদ্য, এবং অসামান্য শৌর্য্য-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপযজ্ঞশ্রেষ্ঠ যে অশ্বমেধ, তাহাই এই পুরাণের প্রাণ।

জৈমিনি-ভারত নীতিশাস্ত্র।—কিরূপ প্রণালীতে সংসারধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এই ত্রিতাপময়ী পৃথ্বীতে শীতল শান্তিচ্ছায়া প্রতিভাসিত হয়, জৈমিনি-ভারতে সে উপদেশ প্রচুররূপে আছে। তৎকালে—যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই ভারতবর্ণিত অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করেন তৎকালে—এ দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, কিরূপ সমাজনীতির বশবর্ত্তিতায় তাৎকালিক হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইত, তাহার দিব্যপ্রমাণ ইহাতে অতি বিশদভাবে নানা স্থানেই উল্লিখিত আছে।

জৈমিনি-ভারত ব্যবহারশাস্ত্র।—হারীতমন্বাদি সংহিতাকারগণের অনুশাসন, এই ভারতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তৎকালে ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল অনুশাসন প্রবর্ত্তিত ছিল, জৈমিনি-ভারতে তাহা বিশিষ্টরূপে স্থান পাইয়াছে।

জৈমিনি-ভারত ভুগোলেতিহাস।—অর্জ্জুনের রক্ষকতায় অশ্ব ধাবিত হইয়া যে সকল রাজধানী জনপদ, অরণ্যপর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়াছিল, এই ভারতে সে সকল স্থানের বিবরণ, সংখ্যা, যুদ্ধ-প্রণালী, উৎপন্ন-দ্রব্য, শাসন-প্রণালী, সকলই আছে। সেই জন্য বলিয়াছি, জৈমিনি-কৃত এই অপূর্ব্ব পুরাণধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত মহাভারত, একাধারে ভূগোল ও ইতিহাস।

জৈমিনি-ভারত অলঙ্কার-কোষ।—অনেক পুরাণই পুরাণপুরুষের গুণকীর্ত্তনের আশ্রয় কিন্তু এমন অপূর্ব্ব কবিতালঙ্কারে অলঙ্কৃত পুরাণ, এমন শব্দচ্ছটা, অন্য পুরাণেও খুব অল্পই আছে। অশ্বমেধের অশ্ব-অতিক্রান্ত জনপদ সকলের বর্ণনা, সে বর্ণনা সুললিত পদবিন্যাসে শ্রুতিসুখকর, বিবিধ শব্দার্থ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; সুতরাং ভাবমাধুর্য্যের সহযোগে জৈমিনি-ভারত পুরাণাদি লক্ষণাক্রান্ত সালঙ্কার মহাকাব্য। এমন মধুর বর্ণনা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয়, এমন দক্ষতার সহিত পদযোজনা, অতি সুলিখিত ধর্ম্মগ্রন্থেও খুব কমই দেখা যায়। তাহাই বলিতেছি, জৈমিনি-ভারত অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

অন্য বিষয়ে না হউক, ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায়ে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তন্নাম যজ্ঞের বিষয় যে প্রকার বর্ণনা বিবরণ লিখিত আছে জৈমিনি-ভারতে তদপেক্ষা অনেক নূতন বর্ণনা, নূতন বিবরণ এবং নূতন বিষয় অতিরিক্ত আছে। আশ্বমেধিক পর্ব্বাধ্যায় ভারতের অবশ্যপাঠ্য বিষয়, সুতরাং উল্লিখিত বিবরণ যাহাতে বিশদ ও বিস্তীর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে তাহা হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। জৈমিনি-মহাভারত সুতরাং হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য।

জৈমিনিকৃত আশ্বমেধিকপর্ব্বের পঞ্চাশৎঅধ্যায় হইতে তিনটী অধ্যায় বোম্বাই ছাপায় নাই, হাতের লেখার পুঁথিতে আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যাতেও ঐরূপ নানা অমিল। আমরা উভয় গ্রন্থের সামঞ্জস্য করিয়াই প্রতি অধ্যায় অনুবাদ করিয়াছি, সুতরাং যাঁহারা বঙ্গদেশে প্রচলিত হাতের লেখা পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখিবেন, তাঁহারা যেন বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সকল স্থান স্মরণ রাখেন। হাতের পুঁথিতে নাই, এমন অনেক শ্লোক বোম্বাই সংস্করণে আছে; সে সকলও প্রয়োজন বোধে স্থানে স্থানে স্থান দিয়াছি। পরন্তু জৈমিনি-ভারতকে সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করি নাই।

হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ, তাহা অনুবাদ করিতে যত দূর সতর্কতার প্রয়োজন, আমরা তাদৃশ সতর্কতার সহিত উহা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি কি না, জানি না। অধুনা পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আর কি করিব? যাঁহার কৃপায় যেরূপেই হউক এই জৈমিনি-ভারত সম্পূর্ণ হইল, ইহার সকল ত্রুটী তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হইতেছি। সংসারের অকৃতকার্য্যরাশি অক্লেশে বহন করিতে তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতেছি না।——

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনোঃ।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ॥
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ।
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্য নাথোহরিঃ॥

নির্ঘণ্ট।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

জৈমিনি ভারত।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীগণপতিকে নমস্কার, শ্রীসরস্বতীকে নমস্কার, শ্রীবেদব্যাসকে নমস্কার।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয়কীর্ত্তন করিবে। (১)

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহ যুধিষ্ঠির কিরূপে সবান্ধবে শ্রেষ্ঠযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। (২) জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। পিতামহ ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলে, ধর্ম্মপুত্র অতীব দুঃখিত হইয়া (৩) যদৃচ্ছাগত ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! কি উপায়ে জ্ঞাতিহত্যাজনিত দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা আমাকে বলুন। পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ এবং দ্রোণ বিরহিত (৪) পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত এই রাজ্য আমার কিছুমাত্র প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। মহারথ কর্ণের যে সুরম্যভবন সতত দানধর্ম্মাদিদ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত, (৫) যেখানে অর্থিগণ প্রার্থনাধিক ধন ও মান লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইত, (৬) এক্ষণে আমি তাহা দানবিবর্জ্জিত এবং শূন্য করিয়াছি; সেই কর্ণ-ভবন শূন্য দেখিয়া আমি শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সেই ভীষ্ম ও কর্ণ বিরহিত রাজ্যে ধিক্! (৭) সেই মার্জ্জিতবুদ্ধির পরামর্শেই রাজ্যের মঙ্গল সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তাঁহাদিগের অভাবে এ রাজ্য চক্ষুহীন দেহবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। (৮) জ্ঞাতিবধজনিত শোকে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। অতএব আমি এই অসার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব। ভীম রাজ্য করুক, (৯) আমি তীর্থপর্য্যটন, দান এবং যজ্ঞাদি শুভকার্য্য করিয়া পবিত্র হইব, কেহই আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। (১০) ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ভীত হইও না। যে উপায়ে তুমি জ্ঞাতিহত্যাজনিত মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হও, তাহা বলিতেছি। (১১) হে পাণ্ডব! জ্ঞাতিহত্যাজনিতশোক তুমি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া নিবৃত্তি কর। (১২) পূর্ব্বকালে রামচন্দ্র বারত্রয় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যেমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই মহাক্রতুর অনুষ্ঠানদ্বারা পবিত্র হইয়া সুখে রাজ্যপালন কর। (১৩) মাধবের অনুরোধে তোমার রাজ্যপালন করা কর্ত্তব্য। রাজধর্ম্মানুসারে লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? (১৪) যাবৎ তোমার বান্ধবগণ বশবর্ত্তী না হয়, (১৫) তাবৎ এবং দেহশুদ্ধি কাল পর্য্যন্ত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। হে পুত্র! সুস্থির হইয়া ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ কর, যেহেতু রাজগণ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চরমে স্বর্গগমন করিয়া থাকেন। (১৬)

জৈমিনি কহিলেন, অমিততেজা ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দীন-বাক্যে কহিলেন, (১৭) বিপ্রর্ষে! আমি এক্ষণে কি প্রকারে উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব! অশ্বমেধযজ্ঞে প্রভূত ধনের আবশ্যক, কিন্তু আমার অল্পমাত্রও ধন নাই; সমস্ত ঐশ্বর্য্য একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। (১৮) দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অর্থলালসায় পৃথিবী বীরশূন্য ও অর্থশূন্য হইয়াছে, এদিকে পিতৃমাতৃহীন অবশিষ্ট নৃপতিগণকেও বধ করিতে পারিব না, (১৯) অতএব আমি অর্থের জন্য কিরূপে পৃথিবীকে পীড়ন করিব? এই মহাযুদ্ধে বান্ধবগণ নিহত হওয়ায় আর কাহাকে সহায়ও দেখিতেছি না, (২০) এই সকল কারণেই আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব এক্ষণে আমার পরিত্রাণের উপদেশ প্রদান করুন। (২১)

ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুভারবশতঃ সমগ্র ধন বহন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণেরা সেই স্বর্ণ ভূতলে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। (২২) ব্রাহ্মণ পরিত্যক্ত সেই সুবর্ণরাশি অদ্যাপি হিমালয়ে পতিত রহিয়াছে; অতএব রাজদত্ত তৎসমুদায় স্বর্ণ আনয়ন করিলেই সচ্ছন্দে তুমি যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। (২৩) যুধিষ্ঠির কহিলেন, সেই তাদৃশ যজ্ঞসম্পাদনকারী মরুত্ত রাজার বদান্যতায় ধন্যবাদ, (২৪) কিন্তু সেই রাজদত্ত ব্রাহ্মণগণের সুবর্ণ আমি কি করিয়া গ্রহণ করিব? (২৫। ২৬) যদি আমি ব্রাহ্মণগণের সেই সুবর্ণরাশি আনিয়া যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা, রাজা আমাদিগের ধন আমাদিগকেই দান করিতেছেন বলিয়া উপহাস করিবেন। (২৭) ব্রহ্মস্ব গৃহে আনয়ন করিতে যে রাজার মতি হয়, তাহার কুল কলঙ্কিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মস্বগ্রহণে আমার অণুমাত্রও প্রবৃত্তি নাই। (২৮।২৯) আমার গুরুগণ, সুহৃদ্বর্গ ও বান্ধব সকল যে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, এই মহতী লজ্জাই আমাকে নিরন্তর অনুতাপিত করিতেছে। (৩০) এখন যদি আবার ব্রহ্মস্ব লইয়া এই যজ্ঞকার্য্যে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে অধিকতর লজ্জাস্পদ হইতে হইবে। (৩১)

ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমাকে ধন্য। তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যখন গৃহীত ধরা ও ধন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের স্বামিত্বও অপগত হইয়াছে। (৩২।৩৩) পূর্ব্বকালে পরশুরামও মহাত্মা কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, পরে দানবগণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে, পাপভীরু ক্ষত্রিয়গণ দানবদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা নির্দোষে হস্তগত করেন। (৩৪। ৩৫) যখন যে অধিপতি ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, তখন সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁহারই অধিকার জন্মিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; (৩৬) অতএব হে পাণ্ডব! তুমি সেই সুবর্ণরাশি আনিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ব্যাসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালী জ্ঞাত হইবার জন্য, (৩৭) যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাভাগ! অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কি পরিমাণ দক্ষিণা ও কি প্রকার অশ্বের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমাকে বলুন। (৩৮) ব্যাস কহিলেন, রাজন্! যজ্ঞীয় অশ্বমোচনদিবসে বেদ-শাস্ত্রার্থবিশারদ বিংশতী সহস্র কুলীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইবে। তাঁহাদের প্রত্যেককে কাঞ্চন সহিত এক এক রথ, এক একটী হস্তী, এক একটি অশ্ব, সহস্র গাভী এবং বহুমূল্য রত্নপ্রস্থ ও এক এক ভার কাঞ্চন দক্ষিণা দিতে হইবে। (৩৯) দক্ষিণার কথা বলা হইল, এক্ষণে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বের আবশ্যক, তাহাও বলিতেছি। গোক্ষীরধবল অথবা পূর্ণেন্দুসন্নিভ বর্ণ, পীতপুচ্ছ, শ্যামকর্ণ, সর্ব্বসুলক্ষণে সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব এই যজ্ঞে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (৪০। ৪৩) চৈত্রপূর্ণিমাতে অশ্বমোচন করিয়া এক বৎসর কাল মহাবল যোদ্ধৃবর্গদ্বারা অশ্ব রক্ষা করিতে হইবে, (৪৪) এবং যুদ্ধকুশল পুত্র অথবা বন্ধুবান্ধবেরা সেই মুক্ত অশ্বের অনুসরণ করিয়া সর্ব্বদা তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে। (৪৫) যজ্ঞকর্ত্তা রাজা স্বয়ং অনন্যকর্ম্ম হইয়া অসিপত্র ব্রতাচরণপূর্ব্বক এক বর্ষ

কাল ভোগবর্জ্জিত হইবেন। (৪৬) এবং অশ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবেন। (৪৭) যে যে স্থানে অশ্ব মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণদ্বারা হোম করাইয়া তাঁহাদিগকে সদক্ষিণা সহস্র গো দান করিয়া পরিতুষ্ট করা কর্ত্তব্য। (৪৮। ৪৯) অশ্বের ললাটদেশে কাঞ্চনপত্রে আপনার নাম এবং প্রতাপের উল্লেখ করিয়া লিখিতে হইবে যে," আমি এই যজ্ঞীয় অশ্ব পরিত্যাগ করিলাম, যদি কেহ বীর থাকেন, তবে ইহাকে গ্রহণ করুন; আমি বাহুবলে তাঁহাকে পরাজয় করিব।" (৫০-৫২) হে বীর! এই রূপে অসিপত্র ব্রতযুক্ত হইয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বহু পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। (৫৩) দেবরাজ ইন্দ্র ব্রতবিহীন হইয়া এই রূপে শতবার অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (৫৪) যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া একবারমাত্র এই অশ্বমেধযজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করেন, তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। (৫৫) মহাত্মা ভীষ্ম ব্যতীত বলপূর্ব্বক অনঙ্গকে পরাজয় করিতে পারে, এমন মনুষ্য আর কে আছে? এই নিমিত্তই ভীত ব্যক্তিরা ব্রতযুক্ত হইয়া এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন না; (৫৬) অতএব হে ভারত! অনঙ্গকে পরাজয় করিতে যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। (৫৭)

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মুনিসত্তম! এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয়ে আমার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইতেছে, কেননা আমার অশ্ব, ধন এবং সহায় কিছুই নাই। (৫৮) বিগতযুদ্ধে ভীম প্রভৃতি ভ্রাতাদিগকে বহুতর ক্লেশ দিয়াছি; কর্ণের পুত্র উদারবুদ্ধি বৃষকেতু বলবান বটে, (৫৯) কিন্তু সে ষোড়শবর্ষীয় বালক; সুতরাং তাহাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কেবল এক মাত্র ঘটোৎকচপুত্র মেঘবর্ণ, এ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র, (৬০) কিন্তু তাহাকে নিযুক্ত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে, কারণ আমার নিমিত্তই তাহার পিতা কর্ণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। (৬১) আর যাঁহার প্রসাদে পাণ্ডবেরা সতত জয়লাভ করিয়া থাকে, সেই মধুসূদনও দূরে রহিয়াছেন। এই বলিয়া যুধিষ্ঠির নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন (৬২) এবং কহিলেন, ভীম! জ্ঞাতিবধজনিতপাপ হইতে মুক্তি লাভের আর উপায় দেখিতেছি না। কিরূপে বহুবিঘ্নকর অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইব, এই চিন্তায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। (৬৩-৬৪) যদি প্রবৃত্ত হইয়া সম্পন্ন করিতে না পারি, তাহা হইলে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অথচ অশ্ব এবং ধন, আমার কিছুই নাই। ভীম কহিলে, (৬৫) রাজন্! আপনার রাজ্যমধ্যে যজ্ঞের উপযুক্ত লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব নাই, অধিক ধন নাই এবং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হৃষিকেশও নিকটে নাই, এই নিমিত্তই সঙ্কুচিত হইতেছি। (৬৬) যদি এখন কৃষ্ণ আমাদিগের নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে আর কোন উদ্বেগেরই কারণ ছিল না; কেননা যাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণ সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, সেই কৃষ্ণ সন্নিহিত থাকিলে আর পাপ ভয় কি! (৬৭) আমার বিবেচনায় আপনি জ্ঞাতিবধজনিতপাপে কলুষিত হন নাই, কারণ সেই অমিতবুদ্ধি কৃষ্ণ তৎকালে আপনার নিকটবর্ত্তী ছিলেন। (৬৮) এবং তাঁহার বুদ্ধিকৌশলেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সেই যজ্ঞনায়ক ভিন্ন অশ্বমেধ অথবা রাজসূয় যজ্ঞজনিত পুণ্য কখনই লোকদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। (৬৯। ৭১) অতএব আপনি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করুন, যজ্ঞের উপযুক্ত অশ্ব কোথায় আছে, তাহা তিনিই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। (৭২)

জৈমিনি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অমিততেজা ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তরে ব্যাসদেব কহিলেন, ভীম! তুমি ধন্য, তোমার মঙ্গল হউক; আমি তোমার রুচিকর বাক্যবিন্যাস শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, বৎস! শ্রবণ কর। (৭৩-৭৪) ভদ্রাবতী নগরীতে মহারাজ যৌবনাশ্বের ভবনে যজ্ঞের উপযুক্ত অশ্ব আছে। মহারাজ

যৌবনাশ্ব অক্ষৌহিণী সেনাদ্বারা তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন ; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও তথায় যাইতে সমর্থ নহেন। (৭৫) কৃপণ যেমন সতত শঙ্কিতমনে আপন সঞ্চিত ধন রক্ষা করে, রাজা স্বয়ং সেইরূপ অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত আছেন। যদি তুমি সমর্থ হও, সেই অশ্ব আনিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন কর।(৭৬) দশ সহস্র হস্তী যদি প্রত্যেকটী রক্ষার জন্য শত রথ, প্রত্যেক রথরক্ষার্থে শত অশ্ব এবং প্রত্যেক অশ্ব রক্ষার নিমিত্ত শত মনুষ্য নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা উহাকে অক্ষৌহিণী বলেন। (৭৭)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত প্রারম্ভ নাম প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভীম সহাস্যমুখে বলিলেন, রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একাকীই ভদ্রাবতীতে গমন করিব এবং সসৈন্য যৌবনাশ্বকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক সেই তুরঙ্গম আনয়ন করিব, আপনি কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। (১। ২) ভগবান বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া মনুষ্যগণ যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। (৩) বাসুদেবকে অনাদর করিয়া তপ যজ্ঞ করিলে, সে সকল ভাগ্য-চেষ্টিতের ন্যায় সমস্তই নিষ্ফল হয়। (৪) অতএব আমি সত্য করিয়া বলিতেছি,যদি সেই অশ্ব আনিতে না পারি,তাহা হইলে আমি যেন ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত এবং পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তারা যে লোক প্রাপ্ত হয়, আমিও যেন সেই লোকে গমন করি।(৫)যদি আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হয়,তবে আমার যেন অধোলোকে গতি হয়। যে গ্রামে একমাত্র কূপ ব্যতীত অন্য জলাশয় নাই (৬) এবং নিত্য বেদাধ্যয়ন ও শিবপূজা হয় না, ব্রাহ্মণেরা তথায় বাস করিলে যে লোকে গমন করিয়া থাকেন, আমিও যেন তথায় গমন করি। (৭) এই বলিয়া ভীম তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন. হে বৃকোদর! তোমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আমার অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে। (৮) অশ্ব আনয়ন নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ যৌবনাশ্ব অতিশয় বলবান এবং তাহার সৈনিকেরাও অতিশয় পরাক্রান্ত। তুমি একাকী তথায় যাইবে, এই সুমহতী চিন্তায় আমি অস্থির হইতেছি। (৯-১০) জৈমিনি কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া কর্ণপুত্র বৃষকেতু কহিলেন, রাজন্! মহাত্মা ভীমসেনের সহিত আমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন। (১১) ভীম কহিলেন, পুত্র! যে সময় হইতে তোমার পিতাকে আমরা বধ করিয়াছি, সেই হইতে তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেই আমাদিগের অত্যন্ত লজ্জা উপস্থিত হয়। (১২) বৃষকেতু কহিলেন, আপনারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে কুৎসিতকর্ম্মা পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার উপকারই করিয়াছেন, ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি? (১৩) তিনি ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্বিনীত, ধর্ম্মবিদ্বেষী দুর্য্যোধনের সেবা করিয়া কি সাধুকার্য্য করিয়াছিলেন? (১৪) নারীকুলের আদর্শভূতা অপমানিতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে গুরুজনসমক্ষে উপহাস করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছিল? (১৫) আমি শুনিয়াছি, পিতা মৎস্যরাজের গোধন হরণ করিলে, মহাবল পার্থ পিতাকে পরাজয় করিয়া তাহা মোচন করিয়াছিলেন, (১৬) অতএব পাপকর্ম্মা পিতাকে নিহত করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই দুষ্কৃতিভাজন হন নাই। (১৭) হে মহামতে ভীমসেন! ইহাতে আপনাদিগের কিছুমাত্র লজ্জার সম্ভাবনা নাই। আপনাদিগের প্রসাদে তিনি সূর্য্যলোকে গমন করিয়াছেন, (১৮) কিন্তু তাঁহার অপকীর্ত্তিসকল অদ্যাপি ভূতলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৃহাঙ্গনে যদি কাহারও ফলহীন তরু বর্ত্তমান থাকে, তাহা

হইলে উহা যেমন সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলে, আপনারা তদ্রূপ করুন। (১৯) অতএব আমি অদ্য ভীমসেনের সহিত যৌবনাশ্বরাজের বলসাগর মন্থনপূর্ব্বক অশ্ব আনয়ন করিয়া পিতার সেই সকল অপকীর্ত্তি অপনয়ন করিব। (২০-২১)

জৈমিনি কহিলেন, কর্ণাত্মজের এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীম তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমীপস্থ নিজ পৌত্র মেঘবর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন. (২২) বৎস! পূর্ব্বে তোমার পিতা ঘটোৎকচ, পাণ্ডবদিগের অনেক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; তিনি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন। (২৩) অতএব যে পর্য্যন্ত আমি কর্ণপুত্রের সহিত ভদ্রাবতী হইতে অশ্ব লইয়া সত্বর প্রত্যাগত না হই, তাবৎ তুমি পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের শুশ্রূষা কর। (২৪।২৫) মেঘবর্ণ বলিলেন, আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পিতা বীর ঘটোৎকচ যে পবিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? জলস্রোত যতক্ষণ সুরনদীর সহিত মিলিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই অপবিত্র থাকে। (২৬-২৭) সাধুসঙ্গে দেহীদিগের কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। পূর্ব্বকালে রামচন্দ্রের চরণসংস্পর্শে শিলা কি পবিত্রতা লাভ করে নাই? আমাকে ভদ্রাবতী লইয়া চলুন, কর্ণপুত্রের সহিত আমিই অশ্ব আনয়ন করিব। (২৮-২৯) আপনি আমাদিগকে লইয়া যুদ্ধে গমন করিলে কর্ণপুত্র যুদ্ধ করিবেন, আমি পৃষ্ঠে করিয়া আকাশপথে অশ্ব লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইব। (৩০) অতএব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র ভদ্রাবতী গমনার্থ নির্গত হউন। আমরা যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিব। (৩১) হরিকে নমস্কার করিলে পুত্র মিত্র কলত্র সর্ব্বরাজ্য এবং মুক্তির কারণ স্বর্গ, কি না পায়? (৩২) হরিকে নমস্কার করিলে ব্যাধি নিরাকৃত হয়, ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে; (৩৩) হরিকে প্রণাম করিলে লোকের কিছুমাত্র দুষ্কৃতি থাকে না। ভীম মেঘবর্ণের এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক। (৩৪) হে পুত্র! তুমি আমার সাহায্যের নিমিত্ত বৃষকেতুর ন্যায় সঙ্গে আগমন কর, (৩৫) আমরা তিন জনে তথায় যাইব। তোমার এই শুভদায়ী বাক্য উত্তম। (৩৬) জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, বৎস! মহর্ষি ব্যাসদেব যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছেন, আমরা কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। তুমি তৎসমস্তের ভার গ্রহণ কর। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, মহর্ষি তপোবন আশ্রমে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন, অতএব আইস, আমরা সকলে কিছুদূর মহর্ষির অনুগমন করি। ব্যাস গাত্রোত্থান করিলেন। (৩৭-৩৮)

ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহর্ষির চরণবন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। (৩৯) ভগবান ব্যাস গমন করিলে, যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে ধন প্রাপ্ত হইব, তাহা কোন্ সুহৃদকে জিজ্ঞাসা করিব? (৪০) ভ্রাতাদিগের সহিত পুনর্ব্বার রাত্রিতে দুঃখিতান্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, হায়! কিরূপে অশ্ব ও ধন আনীত হইবে? মধুসূদন আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে সেই দেবকীসুত বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আর আমার কে হিত চিন্তা করিবে? (৪১-৪২) হা গোবিন্দ! আমি জ্ঞাতিবধজনিত অদ্ভুত দুষ্কৃতি-সাগরে মগ্ন হইতেছি; তুমি উদ্ধার না করিলে, আমি কিরূপে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিব? (৪৩) লজ্জার্ণবে পতিতা দ্রৌপদীকে যেমন রক্ষা করিয়াছিলে, হে মধুসূদন! সেইরূপ আমাকে এই পাপার্ণব হইতে উদ্ধার কর। (৪৪) যুধিষ্ঠির এইরূপ গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একান্তমনে বারম্বার দয়াময় দামোদরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। দয়ার্ণব! হে কৃষ্ণ! গোবিন্দ! আইস!

তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। তুমিই বিধি—তুমিই অচ্যুত। (৪৫) জৈমিনি কহিলেন, এই সমস্ত অমৃতময় কৃষ্ণ কথা কহিয়া চিন্তা করিতে করিতে সেই সর্ব্বব্যাপী রমাপতি স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, (৪৬) এবং প্রতিহারীকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার আগমন সংবাদ জানাও। (৪৭) যথাযোগ্যকালে রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিহারী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল (৪৮) গোবিন্দ! ধর্ম্মনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনার সকলই ত সময়। যেথানে পরাপবাদনিরত, পরদ্রব্যাপহারক এবং পরস্ত্রীকামুকেরা অবস্থিতি করে, তথায় আপনার গমনের বাধা হইতে পারে, (৪৯) কিন্তু আমাদের মহারাজ ত পরদ্রব্যরত এবং কামুক নহেন, পরাপবাদ কখনও ইহার মুখ হইতে নির্গত হয় না, (৫০) অতএব আপনি সচ্ছন্দে গমন করুন। মহারাজ, অর্জ্জুন এবং ভীমের সহিত নিতান্ত বিষণ্ণমণে নিয়ত আপনাকেই চিন্তা করিতেছেন; (৫১) দর্শন দিয়া তাঁহাদের মনোরথ পুর্ণ করুন। জৈমিনি কহিলেন, প্রতিহারী এই বলিয়া কৃষ্ণের বাক্যের উত্তর দিলেন। (৫২) কৃষ্ণ দ্বারদেশে সমাগত হইয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, যুধিষ্টির এই সংবাদ পাইয়া সত্বর বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়া আসিতে কহিলেন। (৫৩। ৫৪) কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সহসা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যুধিষ্টির কহিলেন ভীম! প্রতিহারী কহিতেছে, কৃষ্ণ আসিয়াছেন। (৫৫) আমাদের মঙ্গলার্থ যজ্ঞসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই অর্দ্ধরাত্রি সময়ে যজ্ঞেশ্বর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব শীঘ্র আইস, সেই প্রিয়তমের নিকট গমন করি। (৫৬) এই বলিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নতশিরে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন। (৫৭) যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বাহুদ্বারা উঠাইয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। (৫৮) ভীম ও অর্জ্জুন প্রণাম ও আলিঙ্গণ এবং অর্ঘ্যাদিদ্বারা যথাবৎ অর্চ্চনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। (৫৯)

এই সময়ে দ্রৌপদী আসিয়া কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক সস্মিতমুখে কহিতে লাগিলেন (৬০) দ্রৌপদী কহিলেন বীরগণ! এই অর্দ্ধরাত্রিসময়ে কৃষ্ণের আগমন দর্শনে তোমরা বিস্মিত হইতেছ কেন? বনবাসকালে আমরা যখন মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তখনও অর্দ্ধরাত্রিকালে দর্শন দিয়া আমাদিগের ভয়ভঞ্জন করিয়াছিলেন; (৬১) সভামধ্যে যখন দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের অত্যাচারে বিবসনা হইবার ভয়ে অমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তখনও ত ভয়ত্রাতা মধুসূদন হরি বস্ত্ররূপে আমার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের পরিত্রাণের জন্য এবং বন্ধুবান্ধবহীন বিপদাপন্নগণ তাঁহাকে স্মরণ করিলে ইনি আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যখন পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, গুরু পিতামহ কেহই থাকেন না, ইনিই তখন আশ্রয়। (৬২-৬৩) ইনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে? মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসা এবং দুষ্ট দুর্য্যোধনের অবৈধ অত্যাচারে ইনিই আমাদের ভয়ত্রাতা। (৬৪) শিষ্যপরিবৃত দুর্ব্বাসা-ভোজনে এই দয়াসিন্ধু জনার্দ্দনের কৃপাতেই প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল (৬৫) নতুবা স্থালীর এক পার্শ্বে যে একটু শাক ছিল, হে রাজন! তদ্দারা এত শিষ্য কি ভোজন করিতে পারিত? (৬৬) মুনিগণ তাহা ভোজন করিয়া অপার তৃপ্তিলাভ করিলেন। হে ভারত! বিপন্নগণ যখন তাঁহাকে আহ্বান করে, (৬৭) তখন স্বয়ং কৃষ্ণ পরিত্রাতা রূপে আবিভূত হন। জৈমিনি কহিলেন, দ্রৌপদী এইরূপে স্তব করিলে মহাত্মা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, (৬৮) হরি! আমি এ সময়ে তোমাকে স্মরণ করিয়া অতিশয় কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তোমার আগমনেই আমার কার্য্য সফল হইবে। (৬৯) এক্ষণে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না, তাহা তুমিই বলিতে পার। (৭০)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! বর্ত্তমান সময়ে নরপতিগণ মধ্যে এমন প্রভাবশালী কে? যে

ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়? (৭১) হে রাজেন্দ্র! আমার বোধ হইতেছে, ভীমের মন্ত্রণাতেই আপনি এই কার্য্যে উৎসাহিত হইয়াছেন. কিন্তু অসম্ভব। (৭২) এ বিষয়ে স্থূলোদর ব্যক্তির মন্ত্রণা মঙ্গলপ্রদ নহে। বিশেষতঃ অসবর্ণা রাক্ষসীর সহবাসে ভীম মতিভ্রষ্ট হইয়াছে। (৭৩) ঈদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিলে কি যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে? (৭৪) বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন, বধির, কুযোনিনিরত, এবং নিয়ত শ্বশুরগৃহবাসী, ইহাদিগের মন্ত্রণা শুভফলপ্রদায়িনী হয় না। (৭৫) জরা, কামুক এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তিদের মন্ত্রণা পণ্ডিতগণের পরিত্যজ্য। (৭৬) শ্বশুরগৃহে যে জামাতা কর্ম্ম করে, তাহার মন্ত্রণাও কখন কার্য্যসিদ্ধিকর হয় না। (৭৭) ভীমের সহিত জরাসন্ধ, হিড়িম্বা এবং বক প্রভৃতির পরিচয় আছে, কিন্তু অধুনা যে সকল মহাবল, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য ক্ষত্রিয়নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (৭৮) যাঁহাদিগের সহিত রাজসূয়যজ্ঞে ভীমের সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহাদিগের জীতেন্দ্রিয়তা এবং বলবীর্য্যের বিষয় ভীম অবগত নহেন। এজন্য ভীম আত্মদর্পে বলদর্পিত হইয়াছেন।(৭৯-৮০) এক্ষণে আমার মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথবধে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ এই অশ্বমেধ যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হউন। (৮১। ৮২) হে রাজন্! দেব গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যলোকে অব্যাহতগতি সেই অশ্বকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা আমিই বিশেষ অবগত আছি। (৮৩) যজ্ঞারম্ভকালে দীক্ষিত যজমানকে অসিপত্র ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বে ত্রেতাবতার মহারাজ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে মহাবল ভরত অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া শক্তিমতী নগরীতে উপস্থিত হইলে সুরথ রাজা অশ্ব বন্ধন করেন; (৮৪। ৮৫) ভরত সুরথ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়াতে রামচন্দ্র স্বয়ং পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে পরাজিত এবং অশ্বকে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব রাজন্! আমার সখা অর্জ্জুনকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করুন; (৮৬) তাঁহাকে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? অতএব হে ধর্ম্মনন্দন, তাঁহাকেই নিযুক্ত করুন। (৮৭)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, ভীম বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে উত্তর করিলেন। (১) ভীম কহিলেন, কৃষ্ণ! মহারাজ অবশ্যই তোমার কৃপায় এ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়াই এ বিষয়ে রাজাকে উৎসাহিত করিয়াছি সত্য, (২) কিন্তু তুমি আমাকে স্থূলোদর, মতিহীন, রাক্ষসীভার্য্যা, কামুক প্রভৃতি যে সকল বাক্যে নিন্দা করিলে; আমি তোমাতে সেই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৩। ৪) স্থূলোদর ব্যক্তিরা মতিহীন হয় সত্য, কিন্তু তোমার ন্যায় স্থূলোদর আর কে আছে? তুমি নিখিল ভুবন উদরে ধারণ করিয়া আমাকে স্থূলোদর বলিয়া নিন্দা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ না, আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সরিৎ সাগর সহিত কি পুরাকালে তোমার উদরে বসতি করেন নাই? (৬) তোমার ন্যায় স্থূলোদর এ জগতে আর কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। হে জনার্দ্দন! তোমার উদরে প্রকৃতির নিলয়। (৭) আমার রাক্ষসী ভার্য্যা বটে, কিন্তু বানরী জাম্ববতী মাধবপ্রিয়া কেন? (৮) তুমি গুণজ্ঞ হইয়াও রুক্মিণী দেবীকে কুরূপা বলিয়া, হে কেশব! বরাহ, মৎস্য, ও কূর্ম্মযোনি তোমার প্রিয়তমা; (৯) বামন অবতারেও তোমার ঈদৃশ কীর্ত্তির অভাব নাই। (১০)

কামদেব তোমার আত্মজ; তুমি স্ত্রীর নিমিত্ত সুরতরু পারিজাত উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলে, সুতরাং তোমার অপেক্ষা স্ত্রৈণ ও কামুক আর কে আছে? (১১) তুমি শ্বশুরগৃহ ক্ষীরাব্ধিতে নিয়ত বাস করিয়া থাক। তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ, তুমিই সে সমস্ত গুণের আশ্রয়। (১২) অতএব ভয় দেখাইয়া রাজাকে কি নিমিত্ত যজ্ঞ বিষয়ে নিরুৎসাহ করিতেছ? তোমাকে সহায় করিয়া পূর্ব্বে যেরূপে জরাসন্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়াছি, (১৩) সেই কৃপায় এবারও আমি শত্রুক্ষয় করিতে সমর্থ হইব। আমি সর্ব্বত্র সেই প্রদেশ উৎপাটন করিব। (১৪) রাজা যে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। অশ্বমেধ অবশ্যই সম্পন্ন করিব; (১৫) হে কৃষ্ণ! আমরা সকলে মিলিয়া যে কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়াছি, তুমি আসিয়া কি নিমিত্ত তাহার অন্যথা করিতেছ? (১৬) ইহার সফলতা বিষয়ে তোমার সহায় হওয়া কর্ত্তব্য; নিদাঘকালে পিপাসাপীড়িত চাতক উদ্গ্রীব হইয়া সতৃষ্ণনয়নে বহুদিন পরে মেঘোদয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে যদি মেঘ হইতে খদিরাঙ্গার বর্ষণ হয়, তাহা হইলে সে যেরূপ ক্ষুব্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ হইতেছি। (১৭। ১৮) পঙ্ক নিমগ্ন গাভীর ন্যায় হে কেশব! কেন আমাদিগকে নিমর্জ্জিত করিতেছ। (১৯) হে জনার্দ্দন! তুমি এরূপ কহিতেছ কেন? তোমাকে আশ্রয় করিয়া কি এইরূপে এই ফলাফল ফলিবে? (২০)

জৈমিনি কহিলেন, ভীমসেনের এই বাক্যে জনার্দ্দন আহ্লাদে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন। (২১) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভীম! তুমি ধন্য; তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় সুখী হইলাম। (২২) রাজা কিজন্য কুরুগণকে হত করিয়া এত বিহ্বল হইতেছেন? (২৩) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সুহৃৎ,সম্বন্ধী, বান্ধব এবং কুরুবীরদিগকে বধ করিয়া কি নিমিত্ত পাপীবোধ করিতেছেন? (২৪) তিনি সমস্ত পাপভার আমার করে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করুন, আমি সে সমস্ত দুষ্কৃতি নাশ করিব। ধর্ম্মপুত্র। তুমি পবিত্র হও। (২৫) ভীম কহিলেন, দেব! আপনার করে যাহা অর্পণ করা যায়, তাহা অল্প হইলেও বহু ফলপ্রদ হইয়া থাকে; কিন্তু কেহ কখন স্বকীয় দুষ্কৃতি আপনাকে অর্পণ করে না। দ্রব্যজাতই অর্পণ করিয়া থাকে। (২৬) অতএব রাজা যজ্ঞজনিত সুকৃত আপনার হস্তে অর্পণ করিবেন। রমাপতে! আমি অশ্ব আনিতে যাইব। (২৭) আমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, আপনি সেকাল পর্য্যন্ত রাজাকে রক্ষা করুন। যখন আপনি আসিয়াছেন, তখন সমস্ত কার্য্যই সফল হইবে সন্দেহ নাই। (২৮) সুকৃতি না থাকিলে জীবগণের কোনও কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না, অতএব আমাদিগের সুকৃতিজন্য যে সমস্ত পুণ্য, তাহা আপনি স্বহস্তে গ্রহণ করুন। হে দেবকীসুত! রাজা ফলার্থী নহেন এবং আমরাও তাহা প্রার্থনা করি না। (২৯। ৩০) হরি ভিন্ন লোকের বৈকুণ্ঠ গমনেও অধিকার নাই। হরির কৃপায় প্রিয় জনক কুশল। এবং সদ্গতি বর্দ্ধিত হয়। (৩১)

জৈমিনি কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রীত হইয়া কৃষ্ণের সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন, (৩২) এবং প্রভাতে ভীম, কর্ণাত্মজ বৃষকেতু ও মহাবাহু মেঘবর্ণের সহিত প্রফুল্লচিত্তে ভদ্রাবতী গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন (৩৩) তাঁহারা কুন্তী, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও অপরাপর নমস্যগণকে অভিবাদন করিলে কুন্তীদেবী পথের নিমিত্ত মোদক আনয়ন করিলেন; (৩৪) সেই মোদক আহার করিয়া ভীম পরিতোষ লাভ করিলেন। জননীর করসংস্পৃষ্ট মোদক ভক্ষণ করিয়া ভীম অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন। (৩৫) জননী ভীমতৃপ্তিজনক মোদক মেঘবর্ণের হস্তে দিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, (৩৬) পার্থ! তুমি সাবধান হইয়া রাজাকে

এবং ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা কর, আমি অচিরেই অশ্ব লইয়া প্রত্যাগত হইতেছি; (৩৭) কেশবকে প্রসন্ন দেখিয়া আমার মন অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং হৃষিকেশ পাণ্ডব গণের সহায় হইয়াছেন। (৩৮) এই বাসুদেবকে স্মরণ করিলে সকল উপদ্রব ও পাতক নষ্ট হয়। (৩৯) অতএব যখন ইনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন, তখনঅশ্ব আনয়ন বিষয়ে যে কৃতকার্য্য হইব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। (৪০)

জৈমিনি কহিলেন, ভীম এইরূপ কহিয়া ভদ্রাবতী পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং কতিপয় দিবসের পর তথায় উপনীত হইলেন। (৪১) তিন জনে নগরসন্নিহিত পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক যৌবনাশ্বপালিত সেই নগরীর শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মনোহর কাননে পরিবেষ্টিত (৪২।৪৩) নির্ম্মলসলিলা অসংখ্য সরোবর শোভা পাইতেছে। এই সরিৎ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ নগরী ঐশ্বর্য্যশালিনী। তথাকার বিকীর্ণ যূপকাষ্ঠে এবং হোমধূমে পথ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। (৪৩) নিয়ত বেদধ্বনিতে এবং জ্যানির্ঘোষে তথায় কিছুমাত্র শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে না। রম্ভাদি ফলবতী তরু সকল সর্ব্বকালে সুফলতা প্রতিপাদন করিতেছে। (৪৫) এই প্রকার পরীখা তরুলতা মণ্ডিত নগর ভীমসেন দর্শন করিলেন। সেই সকল তরু সরল, এবং দীর্ঘ সুবৃত্ত এবং সর্ব্বদা বলবান, সে সকল যেন সপ্তপুরুষ একত্রে অবস্থিতি করিতেছে। (৪৬-৪৮) তথাকার লোক সকল সত্যবাদী, এবং কর্ত্তব্য পরায়ণ। (৪৯) পনস প্রভৃতি কণ্টকফল সকল সর্ব্বদাই লোকের তৃপ্তিবিধানে নিযুক্ত, এবং সর্ব্বকালে ফলবান। ভীম আরও দেখিলেন, তথাকার দাড়িম্ব-বৃক্ষে শুকপক্ষী অবস্থিতি করিতেছে, এবং ঐ সকল বৃক্ষ সর্ব্বলোকের হিতকারী। রসাল বৃক্ষে অঙ্গ লুকাইয়া লুব্ধ কোকিল সকল চুত মুকুলে পরিতুষ্ট হইয়া মাধবের গুণগান করিতেছে। (৫০-৫৩) মেদিনী পঞ্চবিধ ফলে তথাকার লোক সকলের রুচিকর ফল প্রসবে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। (৫৪) সরসী সকল পবিত্র বারি রাশিতে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী আতিথ্য সৎকারে নিযুক্ত। (৫৫) তথাকার নারীসকল অলকামালায় অলঙ্কৃতা এবং তথাকার উদ্যানে চম্পক, অশোক, নাগকেশর, বকুল, প্রভৃতি পুষ্পিত কুসুম বৃক্ষোপরি, শুক সারিকা নিয়ত সুখগীতি গানে রত রহিয়াছে। (৫৬) সুদীর্ঘ সরল নারিকেল বৃক্ষ, সুকৃশ গুবাক বৃক্ষ, (৫৭) কণ্টকীফলযুক্ত পনস বৃক্ষ এবং খর্জ্জুর, শাল, পিয়াল, তমাল, বদরী, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল স্বগুণবিনম্র সজ্জনগণের ন্যায় ফলভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। (৫৮) কোকিলকুল নিরন্তর কুহু রবে মাধবের গুণ গানকরিতেছে। (৫৯) সেই নানা পুষ্পের সৌরভে অলিকুল ব্যাকুলিত হইয়া নিরন্তর ঝঙ্কার করিতেছে। (৬০) তথাকার সশস্ত্র বীরপুরুষেরা নগরদ্বার রক্ষণে নিয়ত নিযুক্ত। (৬১) মধ্যস্থলে সুবর্ণময়ী রাজপুরী ভগবান সহস্রাংশুর ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া দর্শকবৃন্দের নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। (৬২) এই সকল দেখিয়া ভীম বৃষকেতুকে কহিলেন বৎস! এখন কর্ত্তব্য কি? (৬৩) এই রাজপুরীর মধ্যদেশে আমাদের অভিলষিত অশ্ব আছে; কিন্তু ইহা যেরূপ সুরক্ষিত দেখিতেছি, তাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; তবে একমাত্র উপায়, (৬৪) মধ্যাহ্নকালে যখন ঐ অশ্ব যুদ্ধবিশারদ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া এই সরোবরে জলপান করিতে আসিবে, সেই সময়ে তাহাদিগকে নিহত করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিব। আমি অগ্রে গমন করিব, তোমরা দুই জনে আমার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবে। (৬৫) অতএব আইস, এক্ষণে আমরা লতা-বৃক্ষসমাকুল এই পর্ব্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া অশ্বের আগমন প্রতীক্ষা করি। (৬৬)।

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে—জৈমিনি কৃত ভীম বাক্য নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণাত্মজ কহিলেন, আমি শুনিয়াছি, রাজা যৌবনাশ্বের দশ অক্ষৌহিনী সেনা আছে। (১) তাহার কোনও এক অক্ষৌহিণী, অশ্বরক্ষার নিমিত্ত আসিবে। আমি আপনার বাহুবল অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে যুদ্ধযাত্রা করিব। (২) গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত হইলে যেমন দেহীদিগের পাপ সকল বিনষ্ট হয়, আপনার বাহু অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে গমন করিলে বিপক্ষগণও সেইরূপ বিনষ্ট হইবে। (৩) কালকূট কি কখনও ভগবান্ রুদ্রের নিকট প্রভাব প্রকাশে সমর্থ হয়? যে পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠের নিকট উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই উহার প্রভাব। (৪) বিষয়বাসনা সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যদিগকে বিমোহিত করিতে পারে, যতদিন মনুষ্য বস্তুবিজ্ঞানে সমর্থ না হয়। (৫) দেহীদিগকে সেই পর্য্যন্তই এই সংসারে গমনাগমন করিতে হয়, যে পর্য্যন্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিতে মতি না হয়। (৬) পিতৃলোক সেই পর্য্যন্তই নরকে বাস করিয়া থাকেন, যাবৎ তাঁহাদিগের বংশধর পুত্রগণ গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড প্রদান না করে। (৭) অতএব আমি ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত, অশ্ব আনয়নে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিব। (৮) বৃষকেতু এইরূপ বলিতেছেন, এমৎ কালে বিবিধ বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্য সকল কোলাহল করিতে করিতে অশ্ব লইয়া সেই দিকেই আসিতেছে, দৃষ্ট হইল। (৯) ভীম বৃষকেতুকে কহিলেন, ঐ দেখ, কজ্জল গিরির ন্যায় মদমত্ত করি, করেণু এবং করভ সকল জলপানার্থ সমাগত হইতেছে। (১০) মদগন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া মধুপেরা ইহাদিগের গণ্ডস্থল আহত করিতেছে। এখনই ইহারা জলপান এবং উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা সরোবর কলুষিত করিবে। (১১) ঐ দেখ, মধুপেরা নাগকুম্ভ মধুহীন দেখিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পদ্মবনে প্রবেশ করিতেছে; কেননা কে পুরাতনকে আদর করে? (১২) দেখ দেখ, মরালগণ বরটার সহিত মৃণাল ভক্ষণে ব্যগ্র হইয়া ষট্‌পদদিগকে স্থির হইতে দিতেছে না। (১৩) ধনহীনেরর ধনপ্রাপ্তির ন্যায় মৎস্যগণ নিরত জলে উল্লম্ফন করিতেছে এবং চক্রবাক আহ্লাদভরে চক্রবাকীর সহিত মিলিত হইতেছে। (১৪) বৃষকেতু এবং মেঘবর্ণকে ভীম, সরোবরের এই সকল শোভা দেখাইতেছেন, এমন সময়ে অশ্বরক্ষক সৈন্যের পাদোত্থিত ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। (১৫) বিবিধ বাদিত্রের মহানিনাদে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পতাকা সকল কাল জিহ্বার ন্যায় গগনাঙ্গনে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। (১৬) তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই যুদ্ধবিশারদ সৈন্যগণের সমাগম লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। (১৭)

জৈমিনী কহিলেন, অনন্তর ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণ, তিন জনেই সৈন্য পরিবৃত সেই অশ্ব দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বিবিধবর্ণের সহস্র অশ্ব গ্রীবা বক্র করিয়া অর্দ্ধ লম্ফে ভূমিতল বিদারিত করিতে করিতে সমাগত হইতেছে। তাহাদের নৃত্য অতি মনোহর। (১৮)

ভীম কহিলেন, বহু অশ্বই দেখিতেছি, কিন্তু কৈ, পীতপুচ্ছ সেই অশ্বটি ত দেখিতেছি না! বোধ হয় রাজা অন্তঃপুর মধ্যেই তাহাকে জলপান করাইয়া থাকেন। (১৯) এখন ভগবান্ বাসুদেব অনুকূল না হইলে ধর্ম্মরাজের নিকট গমন আমাদের সুখপ্রদ হইবে

না। (২০) পুত্রহীন ব্যক্তিরা কোনও লোকেই যেমন সুখলাভ করিতে পারে না, দানহীন ব্যক্তিরা যেমন পুণ্য লাভ করিতে পারে না, দ্বিভাষী বন্ধুর সঙ্গ যেমন মঙ্গলদায়ক হয় না, মন্ত্রি-বিহীন রাজার রাজ্য যেমন অব্যাহত থাকে না, পুণ্যহীন ব্যক্তিদিগের যেমন যশঃ লাভ ঘটে না, পরাপবাদনিরত ব্যক্তি যেমন কোনও লোকেই সুখী হইতে পারে না, বিষ্ণুভক্তি হীন লোকেরা যেমন মোক্ষ লাভ করিতে পারে না; এবং শঙ্করের আরাধনা না করিলে যেমন কেহ বিভব লাভ করিতে পারে না; সেইরূপ আমরাও অশ্ব না লইয়া হস্তিনায় গমন করিলে প্রীতি লাভ করিতে পারিব না। (২১-২৩) ভীম এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, সেই অশ্ব, মদমত্তমহাগজারোহী, অশ্বারোহী এবং বহু সংখ্যক পদাতি পরিবৃত হইয়া আসিতেছে। (২৪) শত শত কিঙ্কর শ্বেতাতপত্র ধারণ এবং চামর ব্যজন করিতেছে। সেই অশ্বের সুবঙ্কিম গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল শোভা পাইতেছে। (২৫) সুগন্ধ চন্দন এবং কুঙ্কুম দ্বারা, তাহার সর্ব্বশরীর চর্চ্চিত এবং বিচিত্র মাল্য দ্বারা সুশোভিত। (২৬) উভয় পার্শ্বে দুই জন কিঙ্কর বল্গা ধারণ করিয়া নিয়ত জয় শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। কৃষ্ণাগুরু ধূপে অশ্বের পুরোভাগ প্রধূপিত হইতেছে, (২৭) এবং নানা বাদিত্র নিনাদ, বীরগণের শ্রবণভৈরব-গর্জ্জন, অশ্বের হ্রেষা ও গজের বৃংহিত দ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিকাশ করিতেছে। (২৮) মেঘবর্ণ সেই অপূর্ব্ব অশ্ব অবলোকনপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া সেই অশ্ব গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইলেন। (২৯) অনন্তর ভীমসেন, মেঘবর্ণকে অশ্বগ্রহণে উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার অভিপ্রায় কি? (৩০) মেঘবর্ণ বলিলেন, প্রভো! আমার অভিপ্রায়, আপনার আজ্ঞা হইলে অশ্বকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইব। (৩১) অতএব আপনি আদেশ করুন, আমি সকলের সাক্ষাতেই সপুত্র যৌবনাশ্বকে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনিতেছি। যদি আপনার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া অবশ্যই অশ্ব আনয়ন করিব। (৩২) ভৃত্য উপস্থিত থাকিতে আপনার যুদ্ধে গমন করা কি কর্ত্তব্য? আপনারা দর্শন করুন; আমি এইক্ষণে অশ্ব আনয়ন করিতেছি। (৩৩) মেঘবর্ণ এই কথা বলিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসী-মায়া বিস্তার করিলেন। (৩৪) তাঁহার মায়াপ্রভাবে নভোমণ্ডল প্রলয়কালের ন্যায় ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত স্থান নিবিড় অন্ধকারময় হইল। (৩৫) মুহুর্মুহু বজ্রপতন এবং বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল, এবং প্রবলবাত্যাবলে বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইতে লাগিল। (৩৬) এই ভয়ঙ্কর সময়ে মেঘবর্ণ পুন পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ গর্জ্জনের প্রতিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। (৩৭) সেই শব্দে দেব,অসুর ও মনুষ্য সকল সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। মেঘবর্ণও শূন্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক জন দেবদূত দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া কহিল, স্বামিন্! মর্ত্ত্যলোকে একজন দৈত্য লোকক্ষয়কামনায় অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক বহুতর প্রজা বিনাশ করিতেছে। আপনি ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা, অতএব এই শত্রুকে বিনাশ পূর্ব্বক লোক রক্ষা করুন। (৩৮-৪১) দেবদূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরন্দর ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া দেবগণকে কহিলেন, এই অহিতকারী ব্যক্তি কে, আপনারা অনুসন্ধান করুন। (৪২) দেবরাজের আদেশে দেবগণ আসিয়া দূর হইতে মেঘবর্ণকে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। (৪৩) দূত তথায় গিয়া মেঘবর্ণকে কহিল, বীর! আপনি কে? আমাকে সত্য করিয়া বলুন। (৪৪) আমি দেবদূত, দেবতারা আপনার এই অদ্ভুত বিক্রমদর্শনে ভীত হইয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; (৪৫) আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রজাক্ষয়কর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন। (৪৬) মেঘবর্ণ

কহিলেন, আমি মেঘবর্ণ, মহাত্মা ভীমসেনের পৌত্র; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞার্থ আমি রাজা যৌবনাশ্বের নিকট অশ্ব সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। আমা হইতে অমরগণের কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। (৪৭। ৪৮)

দূত এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে অমরপুরী গমনপূর্ব্বক দেবেন্দ্রের নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল, (৪৯) তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ নিঃশঙ্ক হইয়া আহ্লাদপূর্ব্বক মেঘবর্ণের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। (৫০) মেঘবর্ণ সেই যজ্ঞীয় অশ্ব গ্রহণাভিলাষে আকাশপথে তথায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসীমায়াবলে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা সৈন্যদিগকে ব্যাকুলিত করিলেন। (৫১) তাহাদিগের কেহ বা অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, কেহ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। (৫২) এই অবসরে মেঘবর্ণ সিংহনাদ করিতে করিতে সানন্দচিত্তে অশ্ব লইয়া প্রস্থান করিলেন। কুণ্ডল, অঙ্গদ, কেয়ূর ও মুকুটাদিবিভূষিত নীলমেঘাকৃতি মেঘবর্ণকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া সৈন্যগণ এ কে? এ কে? কোথা হইতে আসিল; মার, মার,বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া অমরগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং হিড়িম্বানন্দনের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। (৫৩। ৫৬) এদিকে ভীমসেন এবং কর্ণাত্মজ, মেঘবর্ণকে আকাশপথে অশ্ব লইয়া আসিতে দেখিয়া আনন্দে বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। (৫৭) সেই শব্দে বিমূঢ় যৌবনাশ্বের সৈন্যগণ ঘোর অন্ধকার মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। (৫৮) অনন্তর রাজা যৌবনাশ্ব অশ্বাপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, কোন ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া আমার অশ্ব অপহরণ করিল? সে দেবতাই হউক, অথবা মনুষ্যই হউক, তাহাকে নিশ্চয়ই যমনসদনে প্রেরণ করিব। (৫৯।৬০) এই বলিয়া ক্রুদ্ধ রাজা সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে রাজা কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার অশ্ব লইয়া শূন্যমার্গে পলায়ন করিয়াছে, তোমরা সত্বর অনুসন্ধান কর, অণুমাত্রও বিলম্ব করিও না। (৬১-৬৩) এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র চারি সহস্র সৈন্য মেঘবর্ণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল এবং তাঁহার গতিরোধ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিল। (৬৪) বৃষকেতু হাস্য করিয়া ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক সেই যোদ্ধৃদিগকে কহিলেন, যাবৎ আমার হস্তে নিধন প্রাপ্ত না হও, তাবৎ যুদ্ধ কর; কেন না অদ্য তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই বলিয়া বৃষকেতু ভীমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। (৬৫। ৬৬)

যোদ্ধৃগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং কহিতে লাগিল, যিনি আমাদিগের পুরোবর্ত্তী হইয়া কালের ন্যায় যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছেন, ইনি কে; কাহার আত্মজ? (৬৭) এদিকে মহাবাহু মেঘবর্ণ ভীষণ শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আক্রমণকারীদিগকে রণশায়ী করিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (৬৮) মহারথগণ শরনিকরে আচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টির অগোচর হইল, হস্তিগণ বাণবিদারিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইল এবং শত শত পদাতির সহিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ বাসুদেবস্মরণে মহাপাতকের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। (৬৯।৭০)রাজা যৌবনাশ্ব সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়াছে; (৭১) তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দূতকে বিপক্ষ পক্ষের সৈন্য সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। (৭২) দূত কহিল, তিন জনমাত্র। তাহাদিগের মধ্যে এক যুবক অশ্ব লইয়া গগনমার্গে প্রস্থান করিয়াছে, একজন এই সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিয়াছে, অপর জন নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতেছে। (৭৩)

যৌবনাশ্ব কহিলেন, মনুষ্যের এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম কখনই সম্ভাবিত নহে। (৭৪) এই তিন জন যে দেবতা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব আমি স্বয়ং রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া

তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিব। (৭৫) এই বলিয়া রাজা যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং দেখিলেন, বৃষকেতু প্রভূত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি তদ্দর্শনে নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, ধন্য বালক, আমাকে সসৈন্যে সমাগত দেখিয়াও মৃগরাজের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে; আমার যুদ্ধবিশারদ বৃদ্ধ সৈন্যগণ, শিশুর এই অলৌকিক বিক্রম দর্শন করুক। (৭৬। ৭৭) এইরূপ বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলে ভীম সত্বর গদা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। (৭৮) তখন বৃষকেতু তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, যদি ত্রৈলোক্য যুদ্ধে সমাগত হয়, তবেই আপনার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; এ সামান্য যুদ্ধে আমিই জয় লাভ করিতে পারিব, ইহাতে কেন সন্দেহ করিতেছেন? (৭৯) বিশেষতঃ আমি এই সেনাকে প্রথমেই বরন করিয়াছি, সুতরাং এ আমার স্ত্রী এবং আপনার পুত্রবধূ হইল; অতএব আপনার ইহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (৮০) আমি ইহাকে মন্থন করিয়া বংশ উৎপাদন-পূর্ব্বক আপনার করে অর্পণ করিব; আপনি পৌত্র ক্রোড়ে লইয়া সুখী হইবেন। (৮১) যৌবন, বল, বিভব এবং দেহ, কিছুই চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র যশই অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকে। (৮২) অতএব যশঃ রক্ষার্থে যত্নবান্ হওয়াই মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নানামুখ-গামিনী প্রৌঢ়া পরসেনাকে মন্থন করিয়া যাইতে পারে, সেই পরম যশঃ লাভ করিয়া থাকে। (৮৩) ঐ দেখুন, সেনাবধূ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া অস্ত্ররূপ নখরপ্রহারে বক্ষঃস্থল সংবিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বারম্বার কটাক্ষ করিতেছে। (৮৪) সেনামুখ আমার মুখে সঙ্গত হইতে আসিতেছে। আপনি শ্বশুর, আপনাকে অবলোকন করিলে এখনই বিমুখী হইবে এবং লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। (৮৫) অতএব আপনার আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই; যে পর্য্যন্ত আমি উহার সহিত সঙ্গত না হই, তাবৎ আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। (৮৬)

ভীম কহিলেন পুত্র! তুমি সচ্ছন্দে বীরবিলাসিনী সেনাবধূর নিকট গমন কর, কিন্তু যদি তোমাকে বধূজিত অবলোকন করি, তাহা হইলে আমি অবশ্যই দূর হইতে গদা দ্বারা বধূকে শাসন করিব; কারণ গুরুজনেরা যদি বধূদিগকে শাসন না করেন, তাহা হইলে তাহারা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। (৮৭। ৮৯) তুমি এই সমস্ত বিবেচনাপূর্ব্বক সেনার নিকট গমন কর। ভীম এই কথা কহিলে, বৃষকেতু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক সেনাভিমুখে গমন করিলেন। (৯০। ৯১) অরুণনেত্র কামুকেরা যেমন উৎসাহ সহকারে মৃগনাভি ও চন্দনগন্ধে সুবাসিতা, গজকুম্ভপয়োধরা বরবর্ণিনী অবলাদিগের নিকট গমন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে না, তিনি সেইরূপ উৎসাহের সহিত বাহিনীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রোধারুণনেত্রে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বীরগণকে নিপাতিত করিয়াও ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে এইরূপে বলক্ষয় করিতে দেখিয়া গজারূঢ় রাজা যৌবনাশ্ব কহিলেন, হে বীর! আমি তোমাকে রথ প্রদান করিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর। রথস্থ হইয়া বিরথের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ তুমি দেশান্তর হইতে আমার রাজ্যে আসিয়াছ; তাহাতে আবার বহুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ; অতএব তোমাকে এরূপ বিরথ দেখিয়াও আমি কিরূপে যুদ্ধ করিব? তোমার নাম কি, গোত্র কি এবং জনকই বা কে, আমি তাহা কিছুমাত্র অবগত নহি। ব্রাহ্মণ, শত্রু হইলেও পূজ্য। তোমার সংগ্রামনৈপুণ্য দেখিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। (৯২। ১০০)

বৃষকেতু কহিলেন, যিনি কশ্যপকুলসম্ভূত সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূমণ্ডলে যাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় দাতা কেহ ছিল না; যিনি সভামধ্যে দ্রৌপদীকে অপমানিতা দেখিয়াও দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষায় ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাকে অব্যয়

স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সেই মহারথ কর্ণের পুত্র, নাম আমার বৃষকেতু। রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞার্থে আপনার অশ্ব লইতে আসিয়াছি। আমি আপনার দত্ত রথ কখনই প্রতিগ্রহ করিব না; কেন না প্রতিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে আমার অণুমাত্রও প্রবৃত্তি নাই। (১০১-১০৭)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত যৌবনাশ্ব বৃষকেতু বাক্য বর্ণনা নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

যৌবনাশ্ব কহিলেন, হে কর্ণপুত্র! তুমি ধন্য। তুমি চপলস্বভাব বালক, তোমার প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না; অতএব তুমিই অগ্রে আমাকে প্রহার কর। (১) ইহা শুনিয়া বৃষকেতু বলিলেন, রাজন্! আপনি বহুপুত্র এবং বৃদ্ধতম, আপনার দর্শনশক্তি হ্রাস হইয়াছে; আমি যুবা, অতএব আপনি যে আমার বলধারণ করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হইতেছে না। (২।৩) এই কথা বলিবা মাত্র রাজা হাস্য করিয়া বৃষকেতুর প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। বৃষকেতু এক বাণ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অপর বাণ দ্বারা রাজাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সগুণ শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। (৪-৬) রাজা তৎক্ষণাৎ অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন এবং আনতপর্ব্ব ছয় বাণ দ্বারা বৃষকেতুকে বিদ্ধ করিলেন। (৭) বাণ সকল বৃষকেতুর হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণী বক্ষে প্রবেশ করিল। বৃষকেতু ছিন্নহৃদয় হইয়াও অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৮) তিনি ক্ষণকাল মধ্যে রাজার অশ্বচতুষ্টয়, রথ এবং সারথিকে নিপাতিত করিয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক রাজাকে বাণ বর্ষণ দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন করিলেন যে, বাণান্ধকারবশতঃ সৈন্যগণ রাজাকে দেখিতে না পাইয়া নিহত জ্ঞানে মহা কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। (৯।১০) অনন্তর রাজা বহ্নিবাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধকার নিবারণ করিয়া বৃষকেতুকে সন্তাপিত করিলে, বৃষকেতু বরুণাস্ত্র দ্বারা সেই অগ্নি প্রশমন করিলেন। (১১) পরে রাজা পবনাস্ত্র সন্ধান করিলে, বৃষকেতু পর্ব্বতাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। (১২) এইরূপে উভয়েই বিবিধ সমন্ত্রকাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। (১৩) বৃষকেতুকে বাণজালে জড়িত দেখিয়া ভীম গদা গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, কর্ণপুত্র অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাকে বিদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি যৌবনাশ্বের সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ করিব। (১৪।১৫) এই কথায় রাজা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা বৃষকেতুর হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। (১৬) কর্ণপুত্র এইরূপে রণশায়ী হইলে ভীম চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি বৃষকেতুকে হারাইয়া ধর্ম্মরাজ, কুন্তী, পার্থ এবং মহাত্মা কৃষ্ণকে কি বলিব! (১৭।১৮) অতএব আততায়ীকে শাস্তিদান করাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া, মদমত্ত হস্তী যেমন তরুদিগকে বিমর্দ্দন করে, ভীম সেইরূপ গদা গ্রহণপূর্ব্বক যৌবনাশ্বের সৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য পাতিত করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে গদাঘাতে বহুতর গজকুম্ভ বিদীর্ণ এবং রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগকে ভূতলশায়ী করিলেন। (১৯।২০) কত শত পদাতি মুক্তকেশ অসুরের ন্যায় আকাশমার্গে ভ্রমণপূর্ব্বক অধোবক্ত্র ও ঊর্দ্ধপদ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল। (২১) অস্ত্র, বস্ত্র এবং অলঙ্কার হীন রাজপুত্রগণ ভিন্নগাত্র ও রুধিরাক্ত হইয়া প্রেতাধিপের ন্যায় শোভা

পাইতে লাগিলেন। (২২) সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের শরীর হইতে শোণিত নির্গত হইয়া রণস্থলে স্রোত বহিতে লাগিল। (২৩) এই সময় যৌবনাশ্বনন্দন মহাবল সুবেগ যুদ্ধার্থ ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! আর কোথায় যাইবি, আমি মহারাজ যৌবনাশ্বতনয় সুবেগ, আমার বাহুবলের বিষয় তুই হয়ত অবগত নহিস্; আয়, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ, আমি তোর রণকণ্ডূয়ন নিবারণ করিতেছি। (২৪।২৫) এই বলিয়া সুবেগ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের মস্তকে এবং বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। (২৬) বৃকোদরও একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুবেগের প্রতি গদাঘাত করিতে লাগিলেন। (২৭) অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন সুবেগের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে শতবার ঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং সুবেগ তৎক্ষণাৎ উত্থান করিয়া ভীমসেনকে ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। (২৮।৩০) ভীম এক হস্তীকে ধারণ করিয়া সুবেগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, সুবেগও নিক্ষিপ্ত হস্তিকে প্রতিঘাত দ্বারা বৃকোদরের প্রতি প্রতিক্ষেপ করিলেন। (৩১) এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে উভয়েই বসুধাতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। (৩২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বৃষকেতু মূর্চ্ছাপগমে গাত্রোত্থান করিয়া সহসা সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবাণ দ্বারা যৌবনাশ্বকে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। (৩৩।৩৪) রাজা সেই শর প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। (৩৫) বৃষকেতু রাজাকে পতিত এবং সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সত্বর নিকটে আগমনপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা বীজন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, (৩৬) যদি আমার কৃষ্ণারাধনাসম্ভূত কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে ইনি পুনর্জ্জীবিত হউন। (৩৭) হায়! ইনি জিবিত না হইলে আর কে আমার পৌরুষ অবগত হইবে? (৩৮) কর্ণপুত্র এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে তথাবিধ অবলোকন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, (৩৯।৪০) কর্ণাত্মজ! তুমি আমার প্রাণদাতা, তোমার প্রসাদেই আমি জীবন লাভ করিলাম। তুমি আমাকে নিহত দেখিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহা শুনিয়া আর কোন নরাধম তোমার সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে? (৪১-৪৩) আমার সমস্ত রাজ্য তুমি গ্রহণ কর। আমার জীবন তোমার নিতান্ত অধীন হইল। (৪৪) হে পুণ্যপ্রতিম! তোমাকে অবলোকন করিয়াই আমি সমুদয় পাপ হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছি। (৪৫) দিনকরের রশ্মি বিকাশে তামসরাশির যেমন ধ্বংস হয়, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি তদ্রূপ সর্ব্বসন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। (৪৬) তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক। তোমার অসীম পুণ্যরাশির বলে, তোমারই অনুগ্রহে আমি ভগবন্ শ্রীহরির চরণ দর্শন করিতে পারিব। অতএব শত্রুবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে ভীমসেনের নিকট লইয়া চল; (৪৭-৪৮) তোমার পিতা স্বর্গগত মহাপথ কর্ণ দাতৃত্বগুণে ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিলেন; তুমিও অদ্য আমার প্রাণদান করিয়া দাতৃত্ব প্রকাশ করিলে। (৪৯) ঐ দেখ, মহাবল ভীম এবং সুবেগ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই ভূতলে পতিত হইয়াছে, আইস, আমরা গিয়া উহাদিগকে ক্ষান্ত করি। (৫০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত যৌবনাশ্ব পরাজয় নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তদনন্তর রাজা যৌবনাশ্ব, বৃষকেতুর সহিত, ভীম এবং সুবেগের যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। (১) মেঘবর্ণ অশ্ব লইয়া ভীম সন্নিধানে অবস্থিতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবান বাসুদেবের অনুগ্রহে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। রাজা প্রসন্নচিত্তে বৃষকেতু প্রভৃতি পাণ্ডববীরদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, কর্ণপুত্র কুমার বৃষকেতুর কি অদ্ভুত বল বিক্রম! কি অসামান্য দয়া! ইনি ঈদৃশ অনুগ্রহ না করিলে আমি কখনই জীবন লাভ করিতে পারিতাম না। অতএব প্রাণদাতার সহিত কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ করা শোভা পায়? হে পাণ্ডব! তোমার জয় লাভ হউক, তুমি আমাকে গোবিন্দের নিকট লইয়া চল। ধর্ম্মরাজকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; যাহাতে আমার রাজ্য, ধন, পুত্রপৌত্রাদি পরিবার এবং শরীর পর্য্যন্ত কৃষ্ণসাৎ হয়, তুমি তাহার সুবিধান কর। আমার অযুতসংখ্যক শ্বেত হস্তী এবং সমস্ত সৈন্য ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সাহার্য্যার্থে গমন করুক। আমি যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধে মস্তক পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। (৩-৯) বৃকোদর! এক্ষণে আপনি আমার সহিত এই শুভ্র গজে আরোহণ করিয়া এবং বৃষকেতু ও মেঘবর্ণ, সুবেগের সহিত ঐ সুবর্ণ বিভূষিত গজে আরোহণ করিয়া আমার ভবনে গমন করুন। আমার আদেশ ক্রমে অনুচরেরা সত্বর গমন করিয়া বিচিত্র প্রভাকাদি দ্বারা নগর সুশোভিত করুক। রাজবর্ত্ম সকল চন্দনবাসিত শীতল জলে সিক্ত এবং পাংশুরহিত হউক। মহিষী প্রভাবতী ভীমসেনকে প্রত্যুদ্গমন এবং কন্যাগণ লাজা ও শ্বেত মাল্যাদি লইয়া মঙ্গলাচরণ করিতে প্রস্তুত হউক। রাজা অনুচরদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া ভীম, বৃষকেতু এবং মেঘবর্ণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন। (১০।১৫)

অনন্তর ভীমসেন প্রভৃতিকে রাজভবনে সমাগত দেখিয়া রাজমহিষী প্রভাবতী স্ত্রীগণ পরিবার বেষ্টিত হইয়া সুবর্ণপাত্রে পঞ্চাশৎ মঙ্গলপ্রদীপ এবং কর্পূরাদি জ্বালিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন। (১৬) স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, রাজা ভীমাদির সহিত মহার্ঘ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ভোজনান্তে শয়ন করিলেন। (১৭) প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্য পূর্ব্বক রাজা ভীমাদির সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন, (১৮) এবং সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ভগবান্ কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে হস্তিনায় গমন করিব, অতএব পৌরজনেরা সপরিবারে আমার অনুগমন করুক। (১৯) পশ্চিমদিকে আমার গমনসূচক দুন্দুভি সকল ঘোর রবে ধ্বনিত হউক এবং সুবর্ণপূরিত শত শত শকট, করভ এবং বৃষ সকল আমার অনুগমন করুক (২০) প্রভাবতীও বধূদিগের সহিত সহস্র সহস্র নারিগণে পরিবৃতা হইয়া দেবী দ্রৌপদী এবং সুমধ্যমা রুক্মিণী দেবীকে দর্শন করিতে আমার সহিত আগমন করুন। (২১) তথায় ভাগীরথী গঙ্গা এবং যজ্ঞেশ্বর হরি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে, সর্ব্বসন্তাপ বিদূরিত হইবে। (২২) রাজা সুবেগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি আমার জননীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর হস্তিনায় আগমন কর। (২৩) সুবেগ পিতার আদেশক্রমে পিতামহীকে কহিলেন, মাতঃ! রাজা আপনাকে ধর্ম্মরাজভবনে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিয়াছেন, অতএব চলুন, আপনাকে লইয়া যাই। (২৪) রাজমাতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি কখনই তথায়

যাইব না। আমি জীবিত থাকিতে তোমরা এরূপে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিতেছ কেন? (২৫) সুবেগ কহিলেন মাতঃ! সেখানে কলুষনাশিনী ভাগিরথী গঙ্গা এবং মোক্ষদাতা শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন, আর যুধিষ্ঠিরের এই যজ্ঞদর্শনার্থে নানা স্থান হইতে মহর্ষিগণ সমাগত হইবেন। অতএব গাত্রোত্থান করুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিবেন। (২৬-২৮) সুবেগের এই কথা শুনিয়া রাজমাতা কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! তুই এরূপ কথা আর মুখে আনিস্ না। (২৯) আমি কদাপি গমন করিব না। ধর্ম্ম কি? দেবতাই বা কে? আমি এ সকল কথা পূর্ব্বে কখনইত শুনি নাই! (৩০) আমার ভর্ত্তা কখনও ধর্ম্ম করেন নাই, আমি এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি, অতএব কিরূপে ধর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইব? (৩১)

জৈমিনি কহিলেন, বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া সুবেগ নৃপতিসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আপনার জননী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজের যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিতে সম্মতা নহেন। (৩২।৩৩) রাজা ইহা শুনিয়া বৃদ্ধার সন্নিহিত হইলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন, জননি! সকলেই সেই ধর্ম্মরাজ এবং ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত হস্তিনাপুরে গমন করিবে; অতএব আপনিও আমার সহিত তথায় গমন করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করুন। (৩৪।৩৫) তথায় কৃষ্ণ ও বধূপরিবৃতা রুক্মিণীদেবী আছেন এবং অন্যান্য পাপনাশিনী অবলাগণও আসিয়াছেন; তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে পাপ সকল বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব আপনি অণুমাত্র অন্যথা না ভাবিয়া আমার সহিত আগমন করুন। (৩৬।৩৭) বৃদ্ধা কহিলেন, 'না', কোন মতেই আমার যাওয়া হইবে না, কেননা বধূ অতিশয় দুষ্টা; আমি গৃহ ত্যাগ করিলে আমার দ্রব্যজাত এবং গৃহ সমস্তই সে নষ্ট করিবে। (৩৮) সম্প্রতি ক্ষেত্রে যে সকল গোধূম পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা অপরে অপচয় করিবে, গোপালেরা আমার নবনীত সকল ভক্ষণ করিবে এবং দাসদাসিগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবে। (৩৯।৪০) অতএব আমার কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কি হইবে, এবং ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিয়াই বা কি ফল লাভ হইবে? (৪১) হে পুত্র! কৃষ্ণ এবং ধর্ম্মরাজ যেমন আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, আমিও সেইরূপ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছি। (৪২) তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃথা যাইতেছ, ইহাতে সকলেই নিতান্ত ক্লেশ পাইবে, এবং রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। (৪৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক দোলায় আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। (৪৪) বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পুত্রের এই ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিল। (৪৫) প্রাতঃকালে পরিজনগণের সহিত রাজা সৈন্যপরিবৃত হইয়া বিংশতি যোজন দূরস্থিত হস্তিনা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (৪৬) ভীম যৌবনাশ্বকে কহিলেন, রাজন্! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমি অগ্রে গিয়া আপনার আগমনের বিষয় ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করি। (৪৭-৪৯) আমি গমন করিলে বৃষকেতু আপনার শুশ্রূষা করিবেন। রাজা এই বাক্যে অনুমোদন করিলে পর, ভীমসেন সত্বরে হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (৫০) অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃপরিবৃত বিশুদ্ধবুদ্ধি ধর্ম্মরাজকে প্রণাম এবং অনুজদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমরা অশ্ব লইয়া যৌবনাশ্বের সহিত কুশলে আসিয়াছি। রাজা যৌবনাশ্ব বৃষকেতুর যুদ্ধে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সস্ত্রীক সুহৃদ্বর্গসমভিব্যাহারে সৈন্যপরিবৃত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। সুষমাবতী রাজমহিষী প্রভাবতীও সহস্র সহস্র বিলাসিনী স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া দ্রৌপদীদর্শনে আগমন করিতেছেন। (৫১-৫৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ভীমাগমন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, বৃষকেতুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ধর্ম্মরাজ পরমাহ্লাদিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, বৃকোদর! তুমি দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া বল, তিনি যেন প্রভাবতীকে প্রত্যুদ্গমনার্থ প্রস্তুত থাকেন। (১।২) অনন্তর ভীম দ্রৌপদীসন্নিধানে গমন করিলে, তিনি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরমাহ্লাদভরে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। (৩) ভীম আসন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে বসিতে আদেশ করিলেন। দ্রৌপদী ভীমসেনের গাত্রে বিবিধ অস্ত্রের ক্ষত সকল অবলোকন করিয়া পুনঃপুনঃ বৃষকেতু এবং মেঘবর্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (৪।৫) ভীম কহিলেন প্রিয়ে! রাজা যৌবনাশ্ব পুত্র, কলত্র এবং আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। সর্ব্বগুণসম্পন্না রূপলাবণ্যবতী মহিষী প্রভাবতী সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা সহস্র সহস্র নারিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। অতএব ভদ্রে! নিজ পরিজনবর্গের সহিত সুসজ্জিতা হও; আমরা সকলে রাজা যৌবনাশ্বের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত যাইতেছি। দেবি! কৃষ্ণ কোথায়? তিনি না থাকিলে তোমার সেইরূপ লোকবিস্ময়করী শোভার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যদি তিনি ধর্ম্মরাজকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভাবতী তোমার সেরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন না। (৬-১২) দ্রৌপদী হাস্য করিয়া কহিলেন, বৃকোদর! গোবিন্দ অন্তর্ভবনে অবস্থিতি কবিতেছেন, সুতরাং সে শোভার কিছুমাত্র অসদ্ভাব ঘটিবে না; তুমি সত্বর গমন কর। (১৩) অনন্তর বহুলপুষ্পিত চম্পকতরুমূলে অবস্থিত রাজা যৌবনাশ্বের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ, কৃষ্ণ এবং অনুজগণের সহিত গমন করিলেন। (১৪) রাজা যৌবনাশ্ব, বৃষকেতু ও যজ্ঞতুরঙ্গম অগ্রবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন (১৫) এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের কোলাহল ও নানা বাদিত্রনিনাদে মেদিনী কম্পিতা হইতেছিল, (১৬) এমন সময়ে ধর্ম্মরাজ সগণে সমাবৃত হইয়া সসৈন্য যৌবনাশ্বকে অবলোকনপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যৌবনাশ্বকে আলিঙ্গন করিলেন। যৌবনাশ্বও তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। (১৭-১৯) যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় আমার অতিশয় স্নেহাস্পদ, অধুনা তুমি তাহাদের পঞ্চম হইলে। (২০) এখন এই পাণ্ডব-সখা মহাবুদ্ধি কৃষ্ণকে দর্শন কর এবং তোমার মহিষী প্রভাবতী অচিরে কুন্তীসন্নিধানে গমন করুন। (২১)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা যৌবনাশ্ব ভগবান অনন্তকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রফুল্লবদনে কহিতে লাগিলেন, (২২) দেব! যে কারণে ভীমাদি বীরত্রয় ভদ্রাবতীতে গমন করিয়া আমার পুরী পবিত্র করিয়াছেন এবং যে জন্য আমি অদ্য আপনার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতেছি, সেই অশ্বই ধন্য। (২৩) আর যাঁহার প্রসাদে আমি রণপাতিত হইয়াও রক্ষা পাইয়াছি, আমার সেই প্রাণদাতা বৃষকেতুকেও ধন্যবাদ। (২৪) কৃষ্ণ! যিনি আপনার সর্ব্বপাপপ্রণাশন নাম জগতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনার সেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রিয়সুহৃৎ পার্থ কোথায়? অর্জ্জুন, রাজার পুরোবর্ত্তী হইয়া যথাবিহিত নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ

আপনার এখানে আগমন হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, আপনিও তদ্রূপ। (২৫-২৭)

জৈমিনি কহিলেন, যৌবনাশ্বতনয় সুবেগও কৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরাদিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা বৃষকেতুর মাহাত্ম্য আর কি বর্ণনা করিব? তাঁহার প্রসাদেই অদ্য আমাদিগের কৃষ্ণদর্শন হইল। (২৮। ২৯) মূঢ় জনেরাই কৃষ্ণ ভিন্ন রাজ্য, ধন, জন এবং শরীর ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সুখী বোধ করে, ফলতঃ কৃষ্ণহীন সকলই অকিঞ্চিৎকর। অতএব হে বিশ্বরূপ! আমি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিব না; ধর্ম্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্ব মোচিত হউক; যজ্ঞকার্য্যের সাহায্যার্থে আমাকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন, আমি প্রাণপণে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। (৩০-৩২) কৃষ্ণ এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বৃষকেতুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রাজপুরে গমন করিলেন। (৩৩) অনন্তর এক মাস কাল হস্তিনায় অবস্থান করিয়া ভগবান বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! চৈত্র পূর্ণিমা অতীত হইয়াছে, সুতরাং যজ্ঞার্থে এখনও একাদশ মাস কাল অপেক্ষা করিতে হইবে; অতএব আমি এক্ষণে উগ্রসেনপালিত দ্বারকানগরীতে গমন করি, যথাকালে আপনি আহ্বান করিলেই আমরা সকলে উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনি রাজা যৌবনাশ্বের সহিত যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞের অশ্ব পালন করুন। (৩৪। ৩৫) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গমন বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। (৩৬) সর্ব্বনিয়ন্তা কৃষ্ণ গমন করিলে, যৌবনাশ্ব এবং অর্জ্জুনের সহিত ধর্ম্মরাজ যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। (৩৭) একদা ধর্ম্মরাজ, অনুজগণ এবং সভাসদ্বর্গের সহিত সভামণ্ডপে আসীন হইয়া ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাজা মরুত্তের অশ্বমেধযজ্ঞ কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের নিকটে কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। (৩৮) পূর্ব্বকালে রাজা মরুত্ত, বৃহস্পতিকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে মানবদিগের যাজনক্রিয়া করিতে নিবারণ করেন। (৩৯) রাজা মরুত্ত দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র সম্বর্ত্তকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে ব্রতী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। (৪০) সম্বর্ত্ত রাজার প্রার্থনানুসারে যজ্ঞে ব্রতী হইয়া সংস্তম্ভনী বিদ্যাবলে ইন্দ্রের বজ্রাস্ত্র এবং পাবককে স্তম্ভিত করিয়া, সচ্ছন্দে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করেন। এদিকে রাজাও যজ্ঞান্তে সফল স্নান করিয়া পরম পবিত্রতা লাভপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। (৪১।৪২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত মরুত্তযজ্ঞ কথন নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি ব্যাসদেব মরুত্ত রাজার যজ্ঞের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ব্যাসকে বিবিধ ধর্ম্মকথা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (১) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! সংসার-ভয়-ভীরু মানবগণের কি করা কর্ত্তব্য? কোন্ কার্য্য করিলে মানবের ইহকালে কীর্ত্তি এবং পরকালে সুখ লাভ হইয়া থাকে? (২) ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া বিধিবোধিত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই ইহকালে কীর্ত্তি এবং

পরকালে সুখ লাভ করিতে পারেন। (৩।৪) যে ক্ষত্রিয় পরাপবাদে ভীত, পরধন গ্রহণ এবং পরস্ত্রীকামনা পরিত্যাগী, পরনিন্দা শ্রবণে বিরত, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, যুদ্ধপরায়ণ এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, সেই ক্ষত্রিয় ইহকালে মহতী কীর্ত্তি ও পরকালে বিপুল সুখ লাভে অধিকারী হয়। (৫।৬) যে সমৃদ্ধ বৈশ্য, সত্যবাদী, অতিথিপ্রিয়, নিত্য গোসেবাপরায়ণ এবং প্রাণিদিগের হিতসাধনে নিরত থাকে, সেই বৈশ্যই ইহলোকে যশঃ এবং পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারে। (৭) যে শূদ্র, প্রকৃষ্টরূপে ব্রাহ্মণের সেবা, দ্বিজাতিগণের বহুমাণ এবং কৃষ্ণে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, সেই শূদ্র ইহকালে কীর্ত্তি এবং পরকালে সুখ লাভ করে। (৮) যে নারী বিধবা হইয়া কামাসক্তা, বিলাসরতা, বহুবাদকারিণী, পরপুরুষানুরক্তা এবং ধনগর্ব্বিতা; সেই সর্পিণী; রণ্ড, স্বর্গগত পতিকে আশু পতিত করে এবং আপনিও অশেষ দুষ্কৃতি ভোগ করিয়া থাকে। যে মন্দবুদ্ধি এরূপ স্ত্রীতে অভিলাষ করে, সে অচিরে কালকবলে নিপতিত হয় (৯) যে স্ত্রী, নিয়ত নিত্যকর্ম্ম এবং গৃহকার্য্যে নিরত থাকে; শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও দেবরদিগের শুশ্রূষা করে, সেই পতিব্রতাই পরলোকগামী ভর্ত্তার উদ্ধার ও স্বয়ং স্বর্গ গমন করিতে পারে। (১০) বিধবা স্ত্রীদিগের পিতৃগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কেশবিন্যাশ এবং শরীর সংস্কারাদি রহিত হওয়া ও ভোজনকালে শুচিবস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। (১১) বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকা স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য; স্বাতন্ত্রতাবলম্বন কখনই উচিত নহে। কেননা যোষিৎদিগের স্বাতন্ত্রতা কোনও কালেই শুভফলদায়িনী হয় না। (১২।১৩) যে নারী কৃচ্ছ্র, অতি কৃচ্ছ্র ও পরাক ব্রতাচরণ দ্বারা শরীর শোষিত করে, সেই সাধ্বীই সদগতি লাভ করিয়া পতিলোকে পূজিতা হয়। (১৪) তাহার ব্রতাচরণ ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি অন্য কোনও শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই। (১৫) চিত্তসংযম করাই প্রাধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুঃশীলা অবলাগণ সকল দোষের নিদান, অতএব মৃতা এবং চিতাসমাশ্রিতা হইলেও বুদ্ধিমান্ লেকেরা এরূপ স্ত্রীদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। (১৬।১৭) যে নারী অতিশয় হাস্যশীলা, যে রমণী অন্য পুরুষকে অবলোকন করিলে অঙ্কগত শিশুকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুগমন করে, গমন কালে অনুচ্চস্বরে গীত গায়, এবং সেচ্ছায় কুন্তল উন্মোচন পূর্ব্বক পুনরায় তাহা বন্ধন করে, কর্ণ এবং কটি কণ্ডুয়ন করে, মস্তকে অঞ্চল দিয়া বৃথা লজ্জা প্রকাশ করে, কার্য্য না থাকিলেও যে পরগৃহে গমন করে, যাহারা পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষ এবং পারগমনার্থীর নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় দুতীদিগের প্রতি পরম সমাদর করে, যাহারা মালাকরী, নাপিতী, নটী, লতাপত্রাদ বিক্রয়কারিণী, সৈরিন্ধ্রী, কাপালিনী ও দাসী প্রভৃতি স্ত্রীদিগের সঙ্গ ভাল বাসে, তাহাদিগকে স্বৈরিণী কহে। (১৮-২৪) এইরূপ দুঃশীলা স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। ধর্ম্মনন্দন! তুমি সাবধান হইয়া রাজ্য পালন কর। রাজ্যমধ্যে স্ত্রীগণ দুঃশীলা হইলে রাজ্যের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। অসূয়াপরবশ, খল, নাস্তিক, ও দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ রাজার সহচর হইলে প্রজাদিগের মহদানিষ্ট সংঘটিত হয়। যাহারা পরহিংসা, ও পরচর্চ্চা করে, পরশ্রীকাতর যে অন্যের খ্যাতিতে কষ্ট পায় এবং তৎখ্যাতি প্রক্ষ্যাপনে যত্নবান হয়, তাহাদিগের সঙ্গ সদাসর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। (২৫-৩০) যাহারা সনাতন স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহাদিগের ছায়াও স্পর্শযোগ্য নহে। (৩১) যাহারা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হয়, এবং দেবেশ দেবকীনন্দন হরিকে চিন্তা না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। (৩২-৩৩) অতএব তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ বা সংস্পর্শ সর্ব্বথা গর্হিত। (৩৪) চাণ্ডালও যদি মুক্তিদাতা ভগবান্

হরির আরাধনায় তৎপর হয়, তাহা হইলে সেও তাঁহার প্রিয় হইয়া তৎসাযুজ্য লাভে অধিকারী হইয়া থাকে। (৩৫)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ব্যাসবাক্য নামক অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবান্! কিরূপে মনুষ্যদিগের গৃহে কমলা অচলা হয়েন এবং কিরূপেই বা নারায়ণের অনুগ্রহ লাভ ঘটে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কীর্ত্তন করুন। (১)

ব্যাস কহিলেন. বৎস! যাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণের সমাগম হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (২) যেখানে সত্য, শৌচ, লজ্জা এবং প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠান আছে, যথায় পুত্র, পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুশ্রূষা আছে, যে স্থানে বান্ধবগণ সমুচিত সম্মানে সম্মানিত, ভার্য্যা পতিসেবায় নিরত এবং পুরুষগণ জীতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং কূটসাক্ষ্যদানে অসম্মত; সেই স্থানেই লক্ষ্মীদেবী অচলা থাকেন, সুতরাং নারায়ণেরও সেই স্থান অতি প্রিয়। (৩।৪) যিনি যথাকালে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোককে পরিতুষ্ট করেন, এবং পৈতৃকধনে কাহাকেও বঞ্চিত না করেন; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কর্ম্ম করেন, এবং দান করিয়া মধুরবাক্যে গ্রহীতাকে পরিতুষ্ট করেন; (৫) যিনি সংগ্রামে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াও শ্লাঘা প্রকাশ না করেন, এবং সমাগতা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করেন; (৬) যিনি উদ্যান, মঠ, বিপ্রমন্দির, প্রাসাদ, বাপী, এবং কূপ ও তড়াগাদি খনন করান, এবং গৌরী বরণ করেন; (৭) যিনি সদা দানশীল ও পাপভীক, তিনিই হরি-প্রিয়া কমলার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। (৮) যে দুরাত্মা, কপটচারী, বৃষলীপতি এবং দ্যূতাসক্ত; তাহার প্রতি কখনই কমলার কৃপাদৃষ্টি হয় না। (৯) পূর্ব্বে তুমি যখন বন্ধুবর্গকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও শকুনির সহিত অক্ষক্রীড়া করিলে, সে ছলপূর্ব্বক জয় লাভ করিল; তখনই আমি কুরুকুলের অবশ্যম্ভাবী পতন অবগত হইয়াছিলাম। (১০) অতএব যে দ্যূতক্রীড়াসক্ত, নিত্যপরান্নভোজী, মদিরাপানমত্ত, মৃগয়ারত, সাধুনিন্দক, গৃহপ্রাকার-ভঙ্গকারী এবং ধান্যাদির অপহারক; লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; আর যে ব্যক্তি পর্ব্বদিনে, সংক্রান্তিতে, ব্যতিপাত ও বৈধৃতিযোগে স্ত্রীগমন করে, তাহার প্রতিও লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয় না। (১১।১২) রাজন্! যাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তুমি ভগবান গোবিন্দকে আনাইয়া যজ্ঞের আয়োজন কর। বাসু-দেব উপস্থিত না থাকায় আমাদের এই প্রকার অবস্থান সুখজনক হইতেছে না। (১৩।১৪)

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, বৃকোদর! আমার আদেশক্রমে তুমি শীঘ্র কৃষ্ণসন্নিধানে গমন করিয়া সপুত্র-পৌত্র গোবিন্দ, যশোদা, দেবকী এবং বরবর্ণিনী রুক্মিণীদেবীকে আনয়ন কর। (১৫।১৬) ধীমান্ ধর্ম্মরাজের এই ধর্ম্মাদেশ শ্রবণে মহাবাহু ভীম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণান-য়নার্থ গমন করিলেন, (১৭) এবং দ্বারকায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, হরি পরিবারপরিবৃত হইয়া সুরম্য কাঞ্চনপাত্রে দেবকীদত্ত বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন এবং মোদকাদি ভোজন করিতেছেন। (১৮।১৯) চারুলোচনা রুক্মিণী, সত্যভামা এবং জাম্ববতী নূপুরবলয়াদি বিবিধালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক ব্যজন

করিতে করিতে সহাস্যমুখে বিবিধ কৌতুককর বাক্যে পরিহাস করিতেছেন। (২০।২১) পারিজাতকুসুমাভরণা দেবী সত্যভামা সস্মিতমুখে কহিতেছেন, কৃষ্ণ! যখন তুমি গোপ-বালকগণের সহিত কালিন্দীকূলে পত্রপুটে দুগ্ধদোহন করিয়া পান করিতে; তখন তক্র তোমার অতিশয় প্রিয় ছিল। (২২।২৩) তুমি তখন গোপালদিগের অন্ন হরণ করিতে বড় ভালবাসিতে, কিন্তু এখনত সে সকল বিস্মৃত হইয়া বেশ ভদ্রবৎ ভোজন করিতে শিখিয়াছ। (২৪) রুক্মীণি! দেখ, বাসুদেব মনুষ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়া সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। (২৫) যাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীবগণের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়, তিনিই নিজে সুশোভন এবং তোমাকে পট্টমহিষী করিয়া তোমার সহিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। (২৬) আমিও ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া গমনাগমনরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। (২৭) বেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি এবং সতত ইহঁার সেবায় নিরত আছি, তথাপি কর্ম্ম আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। (২৮) সত্যভামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকী কহিলেন, সুভগে! যখন আমি কৃষ্ণের জননী এবং বসুদেব জনক হইয়াও কর্ম্মবন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলাম না, তখন আর কথা কি? (২৯।৩০) দেখ, কর্ম্মের গতি অতি বিচিত্র; নতুবা কৃষ্ণ আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র বীর বসুদেব লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন কেন? (৩১) অতএব কৃষ্ণের জনকজননী, অথবা ভার্য্যা হইলেই যে সুখলাভ হইবে, তাহার স্থিরতা কি? এ জগতে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। (৩২)। সত্যভামা কহিলেন, ভগবতি! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু যদি জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলই ভোগ করে, তবে কেন বিপ্রগণ আপনার পুত্রকে জগদ্গুরু, কর্ম্মনাশ-কৃৎ ও ফলদাতা বলিয়া প্রশংসা করেন? (৩৩।৩৪) এই বিষয়ে আমার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে। বনে, গোপগণ অল্পমাত্র কর্ম্ম করিয়া ইহঁাকে জানিয়াছিল, কিন্তু গৃহস্থেরা সুমহৎ কষ্ট স্বীকার না করিলে জানিতে পায় না, ইহাও সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। পূর্ব্বে আপনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, দর্শন করেন নাই, কিন্তু আমি হৃদয়ে ধারণ ও নিয়ত পরিদর্শন করিতেছি; তথাপি কেন তিনি আমার কর্ম্মবন্ধ ছেদন করিতে-ছেন না? (৩৫-১০) সত্যভামার এই বচনবিন্যাস শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া শ্রীহরি বলি-বার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভীম তথায় উপস্থিত হইলেন। (৪১) হৃষীকেশ ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া, এখন ভীমকে এখানে আসিতে নিবারণ করিলে ইনি কি বলেন, এই কৌতুকজনক বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সৈরিন্ধ্রী দ্বারা তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিলেন। (৪২-৪৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ভীমাগমন নামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া মহাবাহু বৃকোদর মেঘগম্ভীর বাক্যে কহিতে লাগি-লেন, অদ্য কৃষ্ণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সচ্ছন্দে ভোজন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? দেবকী দেবী এবং সত্যভামা কি জীবিতা নাই? ধান্য কি মহার্ঘ হইয়াছে? (১।২) মেঘ কি যথাকালে ইহঁার রাষ্ট্রে বর্ষণ করেন না? না স্ত্রীদিগের সঙ্গে একত্রে ভোজন

করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছেন? অথবা পুত্রপৌত্রাদি রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায়, ইনি বিবেকশূন্য হইয়াছেন? (৩।৫) বাসুদেব ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ভীমের বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া বিবিধ মুখভঙ্গী ও নানাপ্রকার শব্দ সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। (৬।৭) ভীম দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কিছুকাল আর কোনও শব্দাদি শুনিতে না পাইয়া পরিহাসচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, (৮) কৃষ্ণ! আপনার গলদেশে কি কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে বলুন, আমি গদা দ্বারা তাহা বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি। (৯।১০) আর যদি আমি স্থূলোদর, সুতরাং অধিক ভোজন করিব, এই ভাবিয়া আমার সমাগমে কাতর হইয়া থাকেন, বলুন; আমার ক্ষুধা নাই। আপনাকে দর্শন করিলেই পরিতৃপ্ত হইব। (১১।১২)

মহাবল ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব সস্মিতমুখে কহিলেন, ভীম! তোমার সার্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? ধর্ম্মরাজ এবং প্রিয়সুহৃৎ ধনঞ্জয় ত কুশলে আছেন? ভাই ভীম! আইস, আমার সহিত ভোজন কর। (১৩।১৪) ভীম কহিলেন, জগন্নাথ! আপনার তৃপ্তি-তেই জগৎ পরিতৃপ্ত হয়, অতএব আপনি যখন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তখন আর আমার ভোজনের আবশ্যক কি? (১৫) অতি অপূর্ব্ব আত্মীয়তা! স্বয়ং অগ্রে ভোজন করিয়া পরে আত্মীয়কে ভোজনের কথা জিজ্ঞাসা, এ কুটুম্বিতার রীতি মন্দ নহে। (১৬) কৃষ্ণ কহিলেন, ভাই! পাণ্ডবেরা আমার অতিপ্রিয়। বিশেষতঃ পৃথাপুত্র ধনঞ্জয় অপেক্ষা জগতে কি পুত্র কলত্র, কি বন্ধুবান্ধব, কেহই আমার প্রিয়তর নহে। (১৭) এই বলিয়া ভীমের দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভোজন করিতে বসাইলেন এবং ভোজ-নান্তে উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণ কুসুমকর্পূরবাসিত তাম্বুল আনয়ন করিয়া স্বয়ং ভীমসেনকে প্রদান করিলেন। (১৮-২০) অনন্তর শ্রীদ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীপুত্র ক্রুর, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নিশঠ, শর ও কৃতবর্ম্মাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা দুন্দুভিতাড়নে ঘোষণা কর যে, আমার আদেশক্রমে মহাজনগণ অশ্বমেধযজ্ঞ দর্শনার্থ ধর্ম্মরাজপুরে গমন করুন। দেবকী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি বধূগণ তথায় গমন করুন, কেবল পিতা বসুদেব, বলরামের সহিত পুরে অবস্থান পূর্ব্বক রাজধানী রক্ষা করুন, আমরা সকলেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। আমরা তথায় গমন করিলে যজ্ঞীয় উৎসব আরম্ভ হইবে, অতএব আর কাল নাই। আমার সুবর্ণ, মণিমাণিক্য, রৌপ্য মুক্তা প্রভৃতি যাহা কিছু বিত্ত আছে, তৎসমুদায় শকট, হস্তী, অশ্ব ও অশ্বতর দ্বারা ধর্ম্মরাজ নিকেতনে নীত হউক। আমি অতি দরিদ্র, আমার দ্বারা ধর্ম্ম-রাজের আর কি সাহায্য হইবে? (২১।২৫)

জৈমিনি কহিলেন রাজন্! কৃতবর্ম্মা কৃষ্ণের আদেশানুসারে দুন্দুভিনিনাদ দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, প্রকৃতিবর্গ, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ এবং ধর্ম্মজ্ঞ কার্য্যনিপুণ সমদর্শী মুনিগণ, পুত্র-কলত্র ও শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করুন। (২৬) ধনাঢ্য বৈশ্যগণ, দ্বিজসেবক শূদ্রগণ, বহুভাণ্ডদর্পিত কাংস্যোপজীবিগণ, কাঞ্চন রত্নপরীক্ষক সাধুগণ, স্বর্ণকার ও মণি-কারগণ, ধান্য ও বস্ত্রব্যবসায়িগণ, তাম্বুলকার, মালাকার ও তৈলকারগণ স্ব স্ব যন্ত্রাদি লইয়া তথায় গমন করুক; বেমা এবং তুরীর সহিত তন্তুবায়গণ, শস্ত্রকার, চিত্রকর, বস্ত্ররঞ্জক, কুলাল, নট এবং অন্যান্য সুদক্ষ শিল্পিগণ যে যথায় আছে, সকলেই হস্তিনাপুরে গমন করুক। (২৭-৩০) কৃতবর্ম্মার এই ঘোষণা বাক্য শ্রবণে যজ্ঞদর্শনোৎসুক নাগরিকগণের আনন্দধ্বনিতে নগর কোলাহলময় হইয়া উঠিল। (৩১) কৃষ্ণের অনুগমনার্থ চতুরঙ্গিনী সেনা সুসজ্জিত

হইয়া নগরপ্রান্তে বহির্গত হইল; তাহাদিগের পাদোত্থিত ধূলিপটলে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়ায় প্রভাকর অগোচর হইলেন। (৩২) চনকাদি ভোজ্যবস্তুপূর্ণ শত শত শকটে রাজপথ সকল আকীর্ণ হইয়া গেল। (৩৩) অনন্তর কৃষ্ণ হস্তিনাগমনার্থ শুভ্রবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে স্বপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক স্বয়ং পুরোবর্ত্তী হইয়া সকলের পথপ্রদর্শক হইলেন। দ্বারকাবাসিগণ কৃষ্ণকে সপরিবারে ভীমসেনের সহিত ধর্ম্মরাজসদনে গমন করিতে দেখিয়া, সকলেই আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। কারণ দ্বারকাবাসিগণ কৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষণকালও দ্বারকায় অবস্থান করা ক্লেশকর বোধ করিতেন। (৩৪-৩৭) গমনকালে এক মালাকারপত্নী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিল, দ্বারকানাথ! পুরবাসিগণ স্ব স্ব দ্রব্যজাত লইয়া এই মধ্যাহ্নকালে নির্গত হইল কেন? (৩৮) আমরা বহুযত্নে পুষ্পসঞ্চয় করিয়া আপনার নিমিত্ত যে মাল্য রচনা করিয়াছি, তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে; অতএব আপনি এই কুসুমমালা গ্রহণ করিয়া কণ্ঠস্থ মৌক্তিক মালা প্রদান করুন। (৩৯।৪০) অনন্তরূপ কৃষ্ণ, মালাকারিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বাঞ্ছিত মৌক্তিক ধন প্রদান করিব। (৪১) এইরূপ মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া মালাকার-পত্নীকে বিদায় করিলে, এক তৈলকারপত্নী তথায় উপস্থিত হইল। (৪২) সে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিল, বাসুদেব! আমরা শত শত তৈলপূর্ণ শকট লইয়া হস্তিনায় যাই-তেছি, কিন্তু আপনার অনুগামী লোকসাধারণের জনতায় শকট সকল পথ পাইতেছে না। (৪৩।৪৪) ওই দেখুন, তৈলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ ভাণ্ড সকল পথিমধ্যে ভগ্ন হইয়া তৈল অপচয় হইতেছে; যন্ত্র দ্বারা যে কত ক্লেশে আমরা তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকি, তাহা আপনি অবগত নহেন। (৪৫) অতএব নাথ! যাহাতে আমাদিগের গমনের কোনও ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। (৪৬)।

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত শ্রীকৃষ্ণ প্রয়াণ নামক দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ভীম পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমার সকলের প্রতিই সমান স্নেহ। মালা-কারী, তৈলকারী, নাপিতী ও শম্ভলীকে স্ব স্ব পতি অপেক্ষা তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্তা দেখিতেছি। (১-২) কৃষ্ণ কহিলেন, বৃকোদর! তুমি স্থূলোদর এবং পুরুষকার সম্পন্ন; অতএব শম্ভলী তোমাকে বরণ করুক। শম্ভলি! তুমি শীঘ্র গিয়া ভীমকে পতিত্বে বরণ কর। (৩-৪) শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্যোত্তর শ্রবণ করিয়া ভীমসেন সস্মিতমুখে উত্তর করিলেন, কৃষ্ণ! তুমি জান, আমার গৃহে রাক্ষসীভার্য্যা অবস্থিতি করিতেছে। যদি ইহাকে আমি পত্নীরূপে গৃহে লইয়া যাই, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে; সুতরাং এ কার্য্যে শম্ভলী কখনই সম্মত হইবে না। তোমার গৃহে রুক্মিণী প্রভৃতি মধুরভাষিণী ভার্য্যাগণ সদ্ভাব সহকারে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সপত্নী-জনসুলভ কলহাদিও নাই, বিশেষতঃ ত্বদ্‌গতচিত্ত হইলে সকলেই পরম সুখলাভ করিয়া থাকে, অতএব তোমারই ইহাকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (৫-৮) কেননা তোমাকে লাভ করিলে, এ অনন্তসুখভাগিনী হইয়া আর গমনাগমনের ক্লেশ ভোগ করিবে না। (৯) কৃষ্ণ কহিলেন,

ভান, ইঁহাকে আমিই গ্রহণ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে দেখিলেন, আশুগামী এক রথে আরোহণ করিয়া তথায় ধাত্রী আসিতেছে। (১০) ধাত্রী কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, দেবকীপুত্র! আমি বসুদেব প্রভৃতি যাদবদিগের ধাত্রীকার্য্য করিয়াছি; কেবল তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেবকী আমাকে আহ্বান করেন নাই। তুমি সকলই অবগত আছ, কিন্তু তোমার স্বরূপ কেহই জানে না। জীব সকল তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিত রহিয়াছি। প্রভো! এখন যাহাতে আমি সদ্গতি লাভ করিতে পারি, তাহা কর। (১১-১৪) কৃষ্ণ কহিলেন, ভীম! ইহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া পিতা বসুদেবের নিকট লইয়া যাও। (১৫) কৃষ্ণের আদেশক্রমে ভীম তাহাকে বসুদেবের নিকট লইয়া গেলে, ধাত্রী তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিল, পরন্তপ! আমাকে কৃষ্ণের সহিত ধর্ম্মরাজ ভবনে গমন করিতে আদেশ প্রদান করুন। (১৬।১৭) ধাত্রীর এইরূপ বিনীত বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বাসুদেব কহিলেন, শুভে! তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। (১৮) কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ দর্শনার্থ হস্তিনায় যাইতেছেন। অতএব কৃষ্ণপ্রসবিনী সেই দেবকীই ধন্যা। (১৯) অনন্তর বসুদেব পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবিধ আশীর্ব্বাদ এবং নানাপ্রকার পিতৃজন-কর্ত্তব্য উপদেশ দান করিতে করিতে কহিলেন, হৃষীকেশ! তুমি কুশলে গমন কর। তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত দেখিয়া আমি সুখী হইব। (২০-২২) তথায় গিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে আশাতীত ধন দান করিবে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ, শাস্ত্রদর্শী, শিষ্টপরায়ণ ও পরাপবাদপ্রিয় নহেন, তাঁহাদিগকে বহুমানপূর্ব্বক সমভিব্যবহারে আনিবে; অন্য প্রকারে অনর্থ বিত্তক্ষয় করিও না। (২৩-২৫) যুদ্ধকুশল দানশীল ক্ষত্রিয়দিগকেও যথোচিত সম্মান করিবে, কিন্তু যাহারা বৃথাভিমানী, স্ত্রীজিত এবং আত্মশ্লাঘাকারী; কদাচ তাহাদিগের সঙ্গ করিও না (২৬) যাহারা শ্বশুরের নিকট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, অথবা জামাতৃ ধনে উদর পোষণ করে, যাহারা অপুত্র মৃতব্যক্তির ধন গ্রহণ করে, এবং সর্ব্বদা দ্যূতকর্ম্মে রত ও অপরীক্ষিতকারী হয়, যাহারা কামমোহিত হইয়া বলপূর্ব্বক বৃদ্ধানারী কামনা করে, ঋতুকালে স্বকীয় ভার্য্যা অভিগমন করে, এবং নারীদিগের সহিত ভোজন করে; যাহারা কুযোনীতে বীর্য্য নিক্ষেপ করে, পরস্ত্রী দর্শনে কাতর এবং খল স্বভাব হয়, যে পাপাত্মারা রণস্থলে প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যে প্রভু সুভৃত্যকে পরিত্যাগ করে, যে নরাধমেরা মাসোপবাসিনী সাধ্বী স্ত্রীকে কামনা করে, এবং ধনবান্ হইয়াও যাচকদিগকে বিমুখ করে; যে মূঢ় তপস্যাবিহীন, দরিদ্র এবং বহুভাষী হয়; কখনও তাহাদিগের সংসর্গে থাকিও না। (২৭-৩২) আর যে সকল স্ত্রী পতিবঞ্চনতৎপরা, ধর্ম্মকার্য্যবিমুখী. এবং কলহপ্রিয়া; তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেও সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। (৩৩) পিতার এই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমি আপনার হিতকর এই নীতিবাক্য অবশ্যই রক্ষা করিব। আমি কখনই দুষ্টের আদর করি না এবং তাহারাও আমার সঙ্গ লাভ করিতে পারে না। (৩৪।৩৫) কৃষ্ণের বাক্যাবসানে ভীম কহিলেন, বৃদ্ধ বসুদেবের উক্তি শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। কৃষ্ণ! দুষ্টলোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাধুদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই কি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? যে ব্যক্তি অপকারীর উপকার করে, বিজ্ঞজনেরা তাহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব তোমার সকলের প্রতিই সমদর্শী হওয়া আবশ্যক। ভীমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রবৎসল বসুদেব তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। (৩৬-৩৮)

অনন্তর কৃষ্ণকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলরামের সহিত বসুদেব অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার বিরহে আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব! (৩৯) পূর্ব্বে রাজা দশরথ যেমন রামচন্দ্রের বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, আমারও বোধ হয় সেই অবস্থা ঘটিবে। (৪০) এই বলিতে বলিতে স্নেহভরে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া,দ্যূতক্রীড়াপর ব্যক্তি যেমন জয়াশা পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মত হয়,তদ্রূপ হইলেন।(৪১)কৃষ্ণ কহিলেন, পিতঃ! আপনি কেন অস্থির হইতেছেন? আমি অচিরেই প্রত্যাগমন করিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। (৪২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বসুদেব পুরীপ্রবেশ করিলে, কৃষ্ণ বিবিধ দ্রব্যজাত, পৌরজন, অমাত্যবর্গ, দাসদাসী, সৈন্যসামন্ত এবং স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া ভীমসেনের সহিত হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (৪৩) কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহারা পথিমধ্যে এক বৃহৎ সরোবর অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। (৪৪) দেখিলেন, সেই সরোবরে হংস ও কারণ্ডবগণ ক্রীড়া করিতেছে এবং অম্লান পঙ্কজ সকল শোভা বিস্তার করিয়া সরোবরকে পরম সুশোভিত করিয়াছে। (৪৫।৪৬) রুক্মিণীকে আহ্বান করিয়া মাধব মধুরবচনে কহিলেন, সুভগে! দেখ দেখ, সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মিনী নিজ পতিকে বঞ্চনাপূর্ব্বক হস্তী এবং মরালগণকে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে। (৪৭) এই ত সাধ্বীপণা, কিন্তু এখনই নিশাগমে পতির অদর্শনে ম্লান হইবে এবং পুনর্ব্বার পতিসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া প্রণয় প্রদর্শন করিবে। বলিতে কি, স্ত্রীদিগের এই বিচিত্র চরিত্র দর্শনে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি! (৪৮) ঐ দেখ, নলিনী বায়ুকর্ত্তৃক বিঘূর্ণিত হইয়া সংঘাতভয়ে দিবানিশি কাঁপিতেছে। ইহার অন্তর অতিশয় কলুষিত, অথচ মুখে কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করিতেছে। কদর্য্য পঙ্ক হইতে জন্ম, কাজেই মৌলিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। (৪৯।৫০)

কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিশালাক্ষী রুক্মিণী তদুত্তরে সস্মিতমুখে কহিতে লাগিলেন, হরি! পদ্মলোচনা পদ্মিনী কদাচ পরপুরুষাভিলাষিণী নহেন. ইনি মহাগজ এবং মরালদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পোষণ করিয়া থাকেন; ভ্রমরগণ স্নেহপালিত পুত্রের ন্যায় ইহার স্তন-পদ্ম পান করে। পদ্মিনীর ইহাতে দোষ কি? (৫১।৫২) পতিসন্নিধানে পুত্রকে স্তনপান করাইলে অথবা স্নেহ করিলে কি কোনও দোষের সম্ভাবনা আছে? (৫৩) পতি দূরস্থ হইলে পতিব্রতা-দিগের মন চঞ্চল হইবে ইহারই বা বিচিত্র কি? সুতরাং পদ্মিনীর প্রকম্পনও দোষাবহ নহে। পতি অন্যাসক্ত হইলে, পতিপরায়ণা যে ম্লান হয়, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? (৫৪।৫৫) সুতরাং বিরহিণী পদ্মিনী রজনীতে ষট্পদ-সন্তানকে উৎসঙ্গে লইয়া যে নিদ্রা যায়, তাহা কি সনাতন ধর্ম্ম নহে? ভ্রমরেরই পাপ মন। (৫৬) ইন্দ্রিয়পরদিগের সম্বন্ধ বিচারই বা কোথায়? পদ্মিনীর স্তন্য পান করিতে গিয়া পাপবাসনায় হৃদয়স্থ বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই ত অলি ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। (৫৭) আরও দেখ, কৃষ্ণমুখ কুচ অবলম্বন করিয়াই যদি ষট্পদ বিপন্ন হইল, তবে কৃষ্ণহৃদয় মানবগণের জীবিতাশা কোথায়? (৫৮) হে গোবিন্দ! পদ্মিনী প্রিয়োদয়ে বিকশিত হইলে ইহার প্রসর শঙ্করশিরে আরোহণ করে এবং হরিপদনিঃসৃতজল ও রজঃ এই উভয়দ্বারা যে পঙ্ক জন্মিয়াছে তাহাতেই তাহার জন্ম, সুতরাং পঙ্কজিনীর নিদান দূষ্য নহে (৫৯।৬০) তুমি যেমন সর্ব্বগত, আমাকে সেইরূপ মনে করিও না। আমি একমাত্র তোমাকেই চিন্তা করিয়া থাকি। (৬১) জগতে যে কিছু বস্তু দর্শন করি, তৎসমুদায় ত্বন্ময় বলিয়াই আমার বোধ হয়। (৬২)

জৈমিনি কহিলেন, রুক্মিণীর এই সপ্রেমমধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, (৬৩) এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র ভেরীধ্বনি দ্বারা অন্ধকার নিমিত্ত সৈন্যগণের গমন নিবারণ কর। (৬৪) সেনাপতি

কৃতবর্ম্মা আদেশানুরূপ কার্য্য সমাধা করিলে, শ্রীহরি সপরিবারে তথায় শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। (৬৫) প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাহ্নিক হইয়া শ্রীহরি সৈন্য-গণকে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে ধর্ম্মরাজের অধিকারমধ্যে উপস্থিত হইলেন। (৬৬) গমনকালে পথিমধ্যে গুঞ্জাফলরচিত ভূষণে বিভূষিত পশুপালক ও ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্ব স্ব শিঙ্গা ও যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। (৬৭) পুষ্টাঙ্গগোপগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বাদিত্রবাদনপূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিল, অহো! আমাদের সখা নন্দনন্দন গোপাল আসিতেছেন। আইস, আমরা গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া কেহ দধিমিশ্রিত অন্ন, কেহ ক্ষীর, সর, নবনীত, প্রভৃতি লইয়া কৃষ্ণসন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং ভক্তিযোগ সহকারে সেই সেই বস্তু তাঁহাকে প্রদান করিতে লাগিল। (৬৮-৭০) কেহ কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তোমার মঙ্গল ত? পূর্ব্বে তোমার সহিত গোচারণ করিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইতাম, এখন ত আর তুমি গোপাল নহ! কেহ কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! দেখ; আমার সেই মনোহর বংশী এবং যষ্টি অদ্যাপি কেমন সুন্দর রহিয়াছে। (৭১।৭৩) কেহ কহিতে লাগিল, কৃষ্ণ! আমাদিগের গোবৎস সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল, ঐ দেখ, তোমাকে দেখিয়া তাহারা স্বয়ংই ফিরিয়া আসিতেছে। (৭৪) কেহ কহিতে লাগিল, গোবিন্দ! আমার ধেনুগণ বনে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া পরম মিত্রের কার্য্য করিয়াছিলে, আজি স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কোথায় যাইতেছ?(৭৫) তোমার বক্ষঃস্থিত ঐ মণিটি এবং এই সকল হস্তী কোথায় পাইলে? তোমার হৃদয়ে ওরূপ পদচিহ্ন কেন? (৭৬) ইহা শুনিয়া বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ গোপাধ্যক্ষ রাখালবালকগণকে তীরস্কার করিয়া কহিল, মূঢ়! তুই কেশবের মাহাত্ম্য কি বুঝিবি? যে অবধি শ্রীবৎসের পদচিহ্ন ইহাঁর বক্ষঃস্থলে অঙ্কিত হইয়াছে, তদবধি আমাদের শ্রীহরি শ্রীমান্ ও সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। (৭৭।৭৮)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ হরি গোপালদিগের এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহা-দিগের যথেষ্ট সম্মাননা করিলেন। (৭৯) এদিকে কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা কামিনীরা প্রদীপপাত্র হস্তে করিয়া তৎসন্নিধানে আসিতে লাগিল। (৮০) কোনও সুন্দরীকে আপনার গৃহকার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে আসিতে দেখিয়া কোনও নারী যাইতে যাইতে কহিতে লাগিল, শুভে! অঙ্গের ধূলি সকল প্রক্ষালণ করিয়া গমন কর। এরূপে কৃষ্ণদর্শনার্থ গমন করিতে তোমার কি লজ্জা বোধ হইতেছে না? (৮১।৮২) সে কহিল, মুগ্ধে! জল দ্বারা মলিনতা ক্ষালণ করিলে কি হইবে? ইহাতে কর্ম্মজন্য আভ্যন্তরিক মলিনতা কখনই বিদূরিত হয় না। (৮৩) সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন ক্ষয় করিলাম, কিন্তু মালিন্য ক্ষয় হইল না, সেই হেতু আজি তদবস্থাতেই গোবিন্দসন্নিধানে যাইতেছি। (৮৪) মলিনেরাই কলুষ নিবারণার্থ প্রশস্ত জলাশয়ে গমন করে এবং শিলাতলে হরিপদচিহ্ন অবলোকন করিয়া কলুষ ক্ষয় করে। অদ্য আমি হরির সজল পাদপীঠে কলেবর সমর্পণ করিয়া পাপশূন্য হইব; এজন্য এই বেশে সভাস্থলে গমন করিতেও আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিব না। (৮৫।৮৬)

জৈমিনি কহিলেন, কোনও অবলা দধিমন্থন করিতে করিতে কৃষ্ণের আগমন শ্রবণে মন্থনদণ্ড হস্তে করিয়াই ধাবিত হইল। (৮৭) কোনও নারী গো-গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে গোময়লিপ্ত গাত্রেই গমন করিতে লাগিল। (৮৮) কোনও কামিনী কৃষ্ণদর্শনে

বিমোহিত হইয়া আপনার মাল্য কৃষ্ণ করে অর্পণ করিল। (৮৯) কোনও স্ত্রী নবনীত লইয়া হাসিতে হাসিতে পুনঃপুনঃ কৃষ্ণকে কহিতে লাগিল, কেশব! আমি তোমার নিমিত্ত এই নবনীত প্রস্তুত করিয়াছি, গ্রহণ কর। পূর্ব্বে যশোদা তোমার মুখে নবনীত প্রদান করিয়া যেমন সর্ব্বলোক দর্শন করিয়াছিলেন, আমাকেও সেইরূপ শুভলোক প্রদান কর। (৯০।৯১) গোবিন্দ! বাসনা তোমাতে সমর্পণ করিলে, তুমি ভিন্ন আর কে তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকে? (৯২) সেই সময়ে অপর কোনও স্ত্রী তথায় উপস্থিত হইল এবং কৃষ্ণ দর্শনে সাতিশয় পুলকিতা হইয়া কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! গোবিন্দ সন্নিধানে আসিয়া আমার ভয়োদয় হইল কেন? (৯৩।৯৪) অনন্তর মহাবুদ্ধি ভগবান বাসুদেব কালিন্দীতটবর্ত্তী সুরম্য কাননে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশণার্থে আদেশ করিলেন এবং পৌরবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজভবনে গমন করিয়া মাতা দেবকী, যশোদা এবং রোহিণী, যত্নপূর্ব্বক কুন্তীদেবী এবং অন্যান্য বৃদ্ধাদিগের শুশ্রূষা করিবেন। (৯৫।৯৬) ঋষিভার্য্যা অনুসূয়া ও অরুন্ধতীও যেন সম্যক্ পূজিতা হয়েন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুক; তাহারা যেন সমাগত বহুলোকসমাকীর্ণ এবং বহুবীরযুক্ত ধর্ম্মরাজ ভবনে গমন করিয়া আহূত জনগণের সম্মান এবং রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হয়। (৯৭) প্রদ্যুম্ন যেমন আমার রাজ্যে বাল-ক্রিড়ায় কাল যাপন করে, এখন এখানে সেরূপ করিলে চলিবে না। (৯৮) প্রদ্যুম্ন! সদাশুচি মহাবুদ্ধি ভীষ্ম বিদ্যমান থাকিতে তুমি কখন ও হস্তিনায় আইস নাই; অতএব সাবধানতাপূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবে। (৯৯) আমি অগ্রেই স্বজনসহিত ধর্ম্মরাজের সৎ-কার করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। তোমরা আমার অনুবর্ত্তী হও। (১০০) সকলকে এইরূপ আদেশ করিয়া, ভীমসেনের প্রতি অনুযাত্রিকগণের তত্ত্বাবধানের ভার প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ একাকী অশ্বারোহণে হস্তিনাভিমুখে গমন করিলেন। (১০১) শ্রীহরিকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নাগরিকগণ পরম অহ্লাদে রাজার নিকট গমন করিতে লাগিল। (১০২) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কহিতে লাগিলেন, আমরা ভূতলে স্বর্গ কামনায় অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিলে যিনি স্বর্গাধিকার প্রদান করেন, সেই যজ্ঞভূক্ কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞানায়ক দেবকীপুত্রকে ধূমান্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছি কেন? ভক্ত পার্থ যেরূপে সকলকে কৃষ্ণ দর্শন করাইয়াছিলেন, আমরা বহুধা আহুতি প্রদান দ্বারা অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিলেও তিনি সেরূপ দেখাইতে পারিলেন না কেন? (১০৩।১০৬) এই কথা শুনিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণ কহিলেন, বহ্নির কিছুমাত্র দোষ নাই, আমরা কর্ম্ম সকল কৃষ্ণে অর্পণ না করিয়া, নিজ দোষেই তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হইতেছি না। (১০৭) এই সময়ে অপর ব্রাহ্মণ কহিলেন, আইস, আমরা এই দেবকীপুত্রকে স্ব স্ব যজ্ঞজনিত সুকৃত সকল অর্পণ করি। (১০৮) কর্ম্মফলজন্য স্বর্গও আমাদের কামনীয় নহে, কেননা স্বর্গ হইতেও পতন ভয় আছে। (১০৯) যদি কৃষ্ণ আমাদিগকে স্থান দান করেন, তাহা হইলে আমরা অনন্তকাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিব। (১১০)

জৈমিনি কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! আপনি চরাচরের দেবতা, আপনার কৃপাদৃষ্টি হইলে কিছুই অসম্পন্ন থাকে না। (১১১) জগৎপতে! আমরা গমনাগমনরূপ ক্লেশকর কার্য্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছি, তাহা ছেদন করিয়া চরিতার্থ করুন। (১১২) আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার মঙ্গল হউক। অনন্তর কৃষ্ণদর্শনার্থী কতকগুলি সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন। (১১৩।১১৪) সন্ন্যাসিগণ কহিলেন, আপনি স্বয়ং নারায়ণ, আপনিই আপনাকে

নমস্কার করিলেন, কিন্তু আমরা 'নারায়ণ' বাক্য বলিতে সমর্থ নহি। (১১৫) যিনি মনের অগোচর এবং বেদান্তবেদ্য, তিনি আমাদের চরণে প্রণত, 'আজি আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে উপাসনা করিতেছি। বাসুদেবের 'চল ও অচল' এই দ্বিবিধ রূপ। প্রথম রূপ চল, সন্ন্যাসী; দ্বিতীয় রূপ অচল, প্রতিমাদি। প্রণবভ্যাসনিরত সন্ন্যাসিগণ প্রণব স্বরূপ সেই জন্যই তাঁহার 'পদাম্বুজ নিয়ত চিন্তা করেন। (১১৬-১১৮) কৃষ্ণ কহিলেন, আপনারা ধ্যানযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সমর্পণ দ্বারা বিষ্ণুর বিশ্বময়রূপ পুষ্ট করিয়াছেন। আপনারা হংসরূপে এবং আমি কৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে এই রমণীয় ধর্ম্মরাজপুরে আমাদিগের সদা সঙ্গত হউক। (১১৯।১২০)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্ সন্ন্যাসিগণের অনুজ্ঞা পাইয়া রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। (২১) প্রাসাদস্থিত চারুনেত্রা যোষিদ্বর্গ তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। (১২২) বারবিলাসিনিগণ গোবিন্দকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, ঐ পরম সুন্দর কৃষ্ণ কেন আসিতেছেন? একবার উহাঁকে হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। (১২৩) ঐ কোমললোচন শ্রীকৃষ্ণ দানশীল, কর্ম্মঠ, ধূর্ত্ত, স্নেহবান্, বলিষ্ঠ এবং নিরন্তর নারীলোভপরবশ। উনি জীবের বাঞ্ছিতফলদাতা, আমাদের বাসনা কি পূর্ণ করিতে পারেন না? (১২৪।১২৫) দূতী কহিল, মুগ্ধে! এই পুরাণ পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ, ইহা তোমাদের দুরাশা। স্বয়ং মুক্ত কৃষ্ণকে মুমুক্ষুরাও ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। (১২৬) পূর্ব্বকালে যৌবনাবস্থায় তিনি ষোড়শ সহস্র স্ত্রী সম্ভোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধ ও বহুপুত্রের জনক। তাঁহাকে ধরিয়া ফল কি? (১২৭) তবে তিনি নাকি বাঞ্ছিতফলদাতা, তাই যে সকল স্ত্রী সকামা হয়, তাহারা সেই পুরাণপুরুষ হইতে পরমার্থ লাভ করিতে পারে। (১২৮) পুরুষ যুবাই হউক বা বৃদ্ধই হউক, তৎসংসর্গলাভে আমরা তাদৃশ স্পৃহাবতী নহি, পরমার্থলাভেচ্ছাই আমাদের বলবতী। (১২৯) অতএব কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, কাহারই পরমার্থদাতা জনার্দ্দনকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। জগতে কৃষ্ণ অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ? যে নারী সকামা হইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে, তিনি তাহাকে কখনই অভীষ্ট ফল প্রদানে বিমুখ হয়েন না। অতএব কৃষ্ণগ্রহণে যত্নবতী হও, অবশ্যই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। (১৩০-১৩২) অনন্তর বারাঙ্গনাগণ দূতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কৃষ্ণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। (১৩৩) কৃষ্ণ মধুরবাক্যে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি বন্দী কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। (১৩৪) তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধতম কোনও স্তাবক পুনঃপুনঃ শ্রীপতির স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আমাদের ভাগ্যবলে কংশনিসূদন দেবকীতনয় কৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন, আজ আর অর্থিগণের দৈন্য থাকিবে না। (১৩৫।১৩৬) যে সকল মোহরোগাভিভূত ব্যক্তি, "আমি কর্ত্তা, আমার গৃহ, আমার পুত্রকলত্র," এইরূপ প্রলাপবাক্য সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকে, কৃষ্ণবৈদ্য নামরূপ ঔষধদান দ্বারা তাহাদিগকে নিরাময় করেন, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণচিন্তনে জীবগণের কামজন্য ব্যাধি সকল বিদূরিত হয়। (১৩৭।১৩৮) হরিকে ব্রহ্মা বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কারণ পিতামহ ইহারই নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ইহাঁর পিতা কে, পিতামহই বা কে এবং ইনিই বা কাহার, তাহা আমরা কিছু মাত্র জানি না। (১৩৯।১৪০) তবে এই মাত্র অবগত আছি যে, ইহাঁর নামগ্রহণে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাঁর অসংখ্য নামের মহিমা বর্ণন করিতে আমরা সমর্থ নহি। মহর্ষি শংখ আগম নিগমাদি পরিদর্শন করিয়াও যাঁহারা স্বরূপবর্ণনে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন,

মীন, কূর্ম, কোল, নৃসিংহ ও বামনাদি রূপধারী সেই ভগবান কৃষ্ণের রূপবর্ণন করিতে মাদৃশ জনের সাধ্য কি? (১৪১।১৪২) যদি আমি তাঁহার এই সকল রূপ বর্ণনা করি, তাহা হইলে, বন্দী কুরূপ বর্ণনা করিল ভাবিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন এবং আমার বাক্য হরণ করিবেন। (১৪৩) অথবা যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ব'লয়া চরমে সমুদায় সংহরণপূর্ব্বক আপনাতে নিহিত করেন, তিনি আমার দেহ মন সকলই হরণ করুন।(১৪৪) এ সকলে আমার অধিকার কি, তাঁহার বস্তু তিনিই লইবেন। আমি বারংবার রামনাম উচ্চারণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। ১৪৫ এই প্রকার প্রথিত আছে, সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর শঙ্করও এই রামনাম কীর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব মূর্ত্তিমান শ্রীগোপাল এই নামকীর্ত্তনে কি সন্তুষ্ট হইবেন না? (১৪৬) যোগিগণ তাঁহাকে ধ্যানবশে চিন্তা করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন, সেই প্রাণারাম শ্রীমধুসূদন এই প্রকারে রাম নামে প্রথিত হইয়াছেন। (১৪৭)

জৈমিনি কহিলেন, বৃদ্ধতম বন্দী এই প্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, কেশব তাহাকে প্রতিবোধ করিয়া প্রসাদস্বরূপ আপনার কণ্ঠবিলম্বি মুক্তামালা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য সকলকে ভুক্তফল দান করিয়া, ধর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (১৪৮-১৫০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত শ্রীকৃষ্ণ-হস্তিনাপুর প্রবেশ নামক একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, অতঃপর স্মার্ত্তগণ তদীয় সম্ভাষণার্থ কি বলিয়াছিলেন, তিনিই বা তদুত্তরে কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন? হে তপোধন! আপনি তৎসমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। (১।২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! ভগবান্ গোবিন্দ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে পদার্পণ করিলে, স্মার্ত্তগণ নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। (৩) স্মার্ত্তগণ কহিলেন, আমরা যথাবিধানে আচার নিয়ম পরিপালন, সংসার মার্গে অধিষ্ঠান এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছি, সেই পুণ্যবলে তোমাকে দর্শন করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। অদ্য আমাদের জন্মসার্থক ও দিবস সার্থক। (৪।৫) পিতামহপ্রমুখ দেবগণও যাঁহাকে দেখিবার জন্য সতত সমুৎসুক এবং যাঁহার দর্শন পাইলে তাঁহারা শত সহস্রবার সার্থক ও কৃতার্থ বোধ করেন, সেই দুর্লভদর্শন তোমাকে দর্শন করিয়া কাহার না অভীষ্ট ও সকলের সিদ্ধি হয়? (৬।৭) হে বিভো! তুমিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। মায়াবশে মানুষীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোহান্ধ আমাদিগকে মোহিত করিতেছ। অহো! তোমার কি বিচিত্র লীলা! কি বিশ্বমোহিনী মহীয়সী শক্তি! হে সত্যপুরুষ আদিদেব! যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তোমাকে দর্শন করিয়া তদনুরূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৮।৯) তুমি সূর্য্যরূপে তাপ দান করিয়া আবার চন্দ্ররূপে শীতল কর। হে বিশ্বময়! তুমিই বিষ, তুমিই অমৃত এবং তুমিই ভয়, তুমিই অভয়, তুমিই সমুদায় সংসারের অন্তক। মৃত্যুও তোমার ভ্রূকুটির অভ্যন্তরে বাস করে। (১০।১১) হে চৈতন্যস্বরূপ স্বস্বরূপ! লোক সকল রাজ আজ্ঞায় যে ধর্ম্ম-

মার্গে নিয়োজিত রহিয়াছে; তুমি সেই ধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে রক্ষণার্থ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছ। (১২) তোমার আশ্রয়চ্ছায়া প্রাপ্ত না হইলে, ধর্ম্মও কখনও স্বপদে অবস্থিতি করিতে পারেন না। (১৩) কলিযুগে দারুণ কর্ম্মবিপাক বশতঃ বুদ্ধি বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া পাপাচারের স্রোতের প্রাদুর্ভাব হইলে, লোক সকল তদীয় প্রসন্নদৃষ্টির অভাব প্রযুক্ত যখন আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া উঠিবে, তখন ধর্ম্মও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। (১৪।১৫) অতএব হে নাথ! তুমি ভিন্ন ধর্ম্মের গতি নাই এবং লোকেরও মুক্তি নাই। আমরা তোমকে বারংবার নমস্কার করি। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অমৃত ও অভয় প্রদান কর, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। (১৬-১৮) হে হরে! যাহারা ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণহরণ, সুরাপান, গুরুতল্পগমন, মিথ্যাকথন, পরদারমর্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরপরিবাদ সংঘটন ও পরমানচ্ছেদন ইত্যাদি পাতকপরম্পরার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পতিত হইয়া থাকে, তাহারা তোমার পরমপবিত্র নাম গ্রহণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ নিরতিশয় শুদ্ধিলাভ করে। (১৯।২০) হে বিভো! লোক সকল সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার নামই যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, এরূপ ব্যবস্থা প্রদান করি না। কেন না যাহার যেরূপ পাপ, তাহাকে তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তোমার নামমাহাত্ম্যে উল্লিখিত পাতক সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি সূর্য্যের উদয় মাত্রে সুনিবিড় কুজ্ঝটিকাও যেমন তিরোহিত হইতে থাকে, তোমার নাম গ্রহণকালে তেমনি ব্রহ্মহত্যাদি পাপপরম্পরাও নিঃশেষিত হইয়া যায়; ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বেদে, উপনিষদে এবং শ্রুতিতে; সর্ব্বত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে, তুমিই পাপরূপ অন্ধকারের নিত্যোদিত প্রচণ্ড প্রভাকর। অধিক কি, তোমার নামগ্রহণে নিগৃহীত হইয়া পাপসকল লোকের কলেবর ও ইহলোক এককালেই পরিহারপূর্ব্বক পলায়ন করে। হে কৃষ্ণ! সর্ব্বদা এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত প্রদান দ্বারা পাপ সকলের ক্ষালন হয় কি না, এ বিষয়ে আমাদের অন্তঃকরণে ঘোরতর সংশয় আছে। দেখুন, যে সকল মূঢ় নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিষ্ণুর নাম স্মরণে বিমুখ হয়, তাহারা আত্মঘাতী। তাহাদের এই মহাপাপের কোনও রূপ প্রায়শ্চিত্ত আমাদের বিদিত নাই। আমরা বারংবার সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে অন্যান্য পাপমাত্রেরই বিনাশ হইতে পারে এরূপ প্রায়শ্চিত্ত আমাদের পরিজ্ঞাত হইয়াছে, কিন্তু হে জনার্দ্দন! যে সকল নরাধম পুরুষোত্তম বাসুদেবকথা পরিহার করিয়াছে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কুত্রাপি শ্রবণ বা দর্শন করি নাই। নরকেও সেই সকল দুরাচারের স্থান হয় কি না সন্দেহ; তাহারা কৃমিকীট অপেক্ষাও নিতান্ত নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (২১।৪২)

জৈমিনি কহিলেন, পরমেশ্বর হরি স্মার্ত্তগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত যাইতে যাইতে অবলোকন করিলেন, নর্ত্তকীরা তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষায় যথাবিধানে নৃত্য করিতেছে। (৪৩) তন্মধ্যে মনোহর নন্দন বিহারিণী পুষ্পভার-সমলঙ্কৃতা ষট্‌পদসেবিতা লতার ন্যায় কোনও নর্ত্তকী কেশবকে সমাগত দেখিয়া বিচিত্র বিলাসভরে বারংবার পরিভ্রমণপূর্ব্বক বংশী ও সুমধুর মৃদঙ্গধ্বনি সহকারে কহিতে লাগিল, হে দেব! ঐ দেখ, আমরা তোমার অগ্রে ভ্রমণ করিতেছি দেখিয়া এই সকল লোক হাস্য পরিহাস করিতেছে। (৪৪।৪৫) ইহারা মূঢ়, কেননা ইহারা জানে না যে, আমাদের এই প্রকার ভ্রমণে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক। (৪৬) যে অনুষ্ঠানে ভগবান গোবিন্দ দৃষ্টির বিষয় না হন, সে ধ্যান, তপস্যা, দান বা ব্রতে কি প্রয়োজন? (৪৭) আমাদের এই প্রকার ভ্রমণে যোগিগণ যেরূপ অনায়াসে পরমপুরুষ বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করেন, ধ্যানযোগ সহকারে কখনও সে প্রকার কৃতকার্য্য হন না। (৪৮) হে জনার্দ্দন! তোমার হস্তে একমাত্র সুদর্শন চক্র, কিন্তু

আমার করচরণে চারিটি চক্র বিরাজমান হইতেছে। তুমি চরণে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ, কিন্তু আমি মস্তকে ইঁহাকে ধারণ করিতেছি। (৪৯।৫০) হে হৃষিকেশ! তুমি অচল, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই চলা ও চঞ্চলা। হে কৃষ্ণ! শুনিতে পাওয়া যায়, তুমি একমাত্র গোলক চালনা কর, কিন্তু এই দেখ, আমি তোমার অগ্রে যুগপৎ সপ্তগোলক চালনা করিতেছি। হে আদিদেব! তোমাকে অদ্য এখানে সমাগত দেখিয়া আমার নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। (৫১-৫৪)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অয়ি বরাননে! আমি তোমার এই তত্ত্বপূর্ণবাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। (৫৫) বাস্তবিক, যাহারা ভক্তি-সুধাপানে সাতিশয় মত্ত হইয়া আমার উদ্দেশে এই প্রকার প্রেমভরে পরিভ্রমণ করে, আমি সতত তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদস্বরূপ অভয় ও অমৃত প্রদান করিয়া থাকি। (৫৬) বলিতে কি, যোগিগণও সর্ব্বদা ধ্যানধারণাযুক্ত অবিকল্প যোগবলসহায়েও আমাকে ঐরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন না। (৫৭) ভক্তি ও প্রেমবিহ্বলতায় অলঙ্কৃত এই প্রকার ভ্রমণ ভিন্ন এমন সাধনা কি আছে, যাহার দ্বারা আমার প্রসাদ সুসাধ্য হইতে পারে? (৫৮) দেবর্ষি নারদ বীণাতন্ত্রীর বিশ্ববিমোহন ঝঙ্কারধ্বনিতে তন্ময় হইয়া মদীয় নাম-সুধাপান করতঃ পবিত্রহৃদয়ে অবশ অঙ্গে যে নৃত্য করত ভ্রমণ করেন, আমি তদ্দ্বারাই তাঁহার প্রতি সর্ব্বাধিক প্রীতি বিতরণ করিয়া থাকি। (৫৯।৬০) মহাভাগ মতিমান প্রহ্লাদও এইরূপ প্রেমভরে অবশ ও অধীর হইয়া আমার উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার মুক্তিপথ অনায়াসে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৬১) যাহা হউক, তুমি সর্ব্বদা মদীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক আমার পদাবলী গান করিয়া নৃত্য কর; আর অন্যত্র গমন করিও না। (৬২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভগবান গোবিন্দ ধর্ম্মরাজের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্তীনন্দন বীর্য্যশালী যুধিষ্ঠির, মহাত্মা বিদূর, ধৃতরাষ্ট্র ও কৃপের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। (৬৩) দেখিলেই বোধ হয়, স্বয়ং দেবরাজ পুরন্দর, বরুণ, কুবের ও যম, এই লোকপালত্রয়ের সহিত বিরাজমান হইতেছেন। (৬৪) শ্রীহরি তাঁহাদের সকলকে যথাবিধি নমস্কার এবং অর্জ্জুন, সহদেব, নকুল ও অন্যান্য সকলকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলে বোধ হইল, সহস্র সূর্য্য যেন তথায় আবির্ভূত হইয়াছে। (৬৫) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, পরম প্রীতিভরে অতিমাত্র সমাদরপূর্ব্বক প্রণয়াস্পদ কৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। (৬৬) পৌর্ণমাসী-নিশাকর-দর্শনে সাগরের ন্যায়, তদীয় হৃদয়ে আহ্লাদের শতধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। (৬৭) বহুদিনের পর প্রিয়তম কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দেবী কুন্তী ও পতিব্রতা দ্রৌপদীও আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। (৬৮) প্রণষ্ট নিধির পুনঃপ্রাপ্তিতে দরিদ্রের যেমন আনন্দ হয়, ভক্তিভাজন শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে মহাভাগ বিদুরেরও তদ্রূপ আনন্দ হইল। (৬৯) পাণ্ডবগণের অন্যান্য আত্মীয় ও বান্ধবেরাও কৃষ্ণনামে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। (৭০) ফলতঃ বাসুদেবের সমাগমে ক্ষণমধ্যেই সমুদায় পাণ্ডবপুরী আনন্দময় ও উৎসব হইয়া উঠিল। (৭১) যুধিষ্ঠির প্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবকীনন্দন! তোমার কুশল ত? বসুদেবপ্রমুখ অন্যান্য বন্ধুজনেরা ত নিরাময় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন? (৭২) আগমনকালে পথিমধ্যে তোমার কোনও ক্লেশ বা অসুখ হয় নাই ত? (৭৩) ভীম তোমাকে আমার এই যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছে। তুমি যজ্ঞেশ্বর, এক্ষণে আমার এই যজ্ঞ পূর্ণ কর। (৭৪) অয়ি বসুদেবানন্দবর্দ্ধন! দেবকী, যশোদা ও রোহিণী প্রভৃতি মাতৃগণ, বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া তোমার সমভিব্যাহারে

আগমন করিয়াছেন ত? (৭৫) তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা কায়মনে আমার হিতকামনা করিয়া থাকেন, আমিও তাঁহাদিগকে জননীর ন্যায় প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করি। (৭৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন পিতঃ বসুদেব, অগ্রজ বলদেবের সহিত রাজধানী রক্ষা করিতেছেন; তাঁহারা ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই আপনার যজ্ঞে সমাগত হইয়াছেন। (৭৭) তাঁহারা সকলে ভীমসেনের সহিত পরমপবিত্র ভাগীরথীতটে অবস্থিতি করিতেছেন। (৭৮) ভবদীয় দর্শনলালসা নিতান্ত বলবতী হওয়ায় তাহার দুর্ব্বরবেগপরিহারে অসমর্থ হইয়া, আমিই কেবল সকলের অগ্রে আগমন করিয়াছি। (৭৯।৮০) ধর্ম্মরাজ এই কথা শ্রবণে পার্শ্ববর্ত্তী অর্জ্জুনকে প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই! অবলোকন কর। স্বয়ং কৃষ্ণ বলিতেছেন, যাদবগণ সকলেই আগমন করিয়াছেন। (৮১) বিশেষতঃ, কৃষ্ণ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ও পরম সহায়, অদ্য ইহাঁর সমাগমে আমরা ধন্য হইলাম। (৮২) এক্ষণে সেই সকল সুহৃদবর্গ যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, চল আমরা তথায় গমন করি। (৮৩) দেবী কুন্তীও দ্রৌপদী, দেবকী ও অন্যান্য স্বজন বর্গের সৎকারবিধানার্থ গমন করুন এবং এই মহাজন সকলও আমার নিয়োগে বিনির্গত হউন। (৮৪)

জৈমিনি কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুহৃৎসমাগমজনিত বিপুল হর্ষের বশম্বদ হইয়া, এইপ্রকার আদেশ বিধানপূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব ও বীর্য্যশালী যৌবনাশ্বের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর এইরূপ আত্মীয়সমাগমে সর্ব্বপ্রকার বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। (৮৫।৮৬) সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা দ্রৌপদী পরমপ্রীতিভাজন পুরুষোত্তম বাসুদেবের সহিত প্রস্থান করিলেন; (৮৭) চামর বিরাজিত তুরঙ্গম তাঁহাদিগের পুরোভাগ অলঙ্কৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। (৮৮) গায়ক সকল গান ও সুনিপুণ নট সকল নৃত্য আরম্ভ করিল; সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তবপাঠ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, আর সেই শব্দে—শঙ্খ ও দুন্দুভির গভীর নিনাদ মিলিত হওয়াতে, দ্বিগুণিত বেগে প্রতিধ্বনি সকল সঞ্চারিত হইতে লাগিল। লোক সকল নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইল, পতিদেবতা প্রভাবতী, দেবী দেবকী-ও মহাভাগা রুক্মিণী বিবিধ মণিরত্ন উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, পরম পুলকিত অন্তঃকরণে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। (৮৯-৯২) সকলে বন্ধুদর্শনসমুৎসুক হইয়া প্রয়াণপরায়ণ হইলে বোধ হইল, যেন সমুদায় পাণ্ডবপুরী স্বয়ং প্রস্থান করিতেছে। (৯৩) এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উল্লিখিত পরিবার ও আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া বাসুদেবের সহিত গঙ্গাতটাভিমুখে যাত্রা করিলে, অন্যান্য অযুত ললনা সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। (৯৪।৯৫)এদিকে যাদবগণ সৈন্যগণে ব্যূহরচনা করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। (৯৬) দেবকী প্রমুখ রমণিগণের জন্য সজ্জিত শিবির সকল কৌশেয় বসনে সমাবৃত করিয়া সন্নিবেশিত হইল; (৯৭) মৃদুমন্দ সমীর-হিল্লোলে তাহাদের পতাকা সকল পত পত শব্দে আন্দোলিত হইয়া গগনমণ্ডলে যেন নৃত্য করিতে লাগিল। (৯৮) সৈন্য সকল কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ ঘোটকী ও কেহ করেণুতে আরোহণ এবং কেহ বা পাদচারে বিচরণ করিয়া চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিল; ক্ষণমধ্যেই সমুদায় গঙ্গাতট শিবিরময় ও সৈন্যময় হইয়া উঠিল। (৯৯।১০০) ভগবতী জহ্নুনন্দিনীর সুশীতল-সলিল-শীকর-সংপৃক্ত সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিয়া, সকলের বাহ্যন্তর শীতল হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন দেহের সমস্ত সন্তাপ প্রক্ষালিত হইল। (১০১।১০২) হে নৃপ! যেখানে একমাত্র শিবিকা, তথায় শত শত ললনা চামর ও ব্যজন হস্তে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল। (১০৩) ঐ শিবিরে স্বয়ং পুরুষোত্তমজননী দেবকনন্দিনী দেবকী অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। (১০৪) হে জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

সাক্ষাৎ ভগবজ্জননী দেবকীকে নয়নগোচর করিয়া, পুলকপূর্ণ কলেবরে করযোড়ে নমস্কার করিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সবিনয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। (১০৫) মহাবল বৃকোদর পরমপূজ্য যুধিষ্ঠিরকে এইরূপে অবস্থিত দেখিয়া হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। (১০৬) ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মরাজ গুরুবৎসল ভীমকে স্নেহভরে উত্থাপিত করিয়া প্রীতিভরে বারংবার তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন; তথাপি যেন তাঁহার তৃপ্তি হইল না। (১০৭) তৎকালে প্রদ্যুম্নপ্রমুখ যদুবিরগণও সমুচিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে নমস্কারপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভ্যর্থনা করিলেন। (১০৮) ধর্ম্মরাজও প্রীতিভরে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। (১০৯) এইরূপে উভয়পক্ষে স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিশ্রদ্ধার বিনিময় যথাবিধি সম্পন্ন হইলে, ধনঞ্জয়-প্রমুখ পাণ্ডবগণ পরম ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমপ্রসূতি দেবকী দেবীকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবকনন্দিনী যশোদার সহিত মিলিত হইয়া সবিশেষ সমাদর সহকারে গান্ধারী ও কুন্তীর হস্তে বিবিধ রত্ন ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। (১১০-১১২) পৃষৎকুমারী দেবী প্রভাবতী কৃষ্ণজন-নীকে প্রণাম-পুরঃসর বহু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। (১১৩) হে রাজেন্দ্র! রুক্মিণীপ্রমুখ পরম সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যশালিনী যে সকল কৃষ্ণদয়িতা উপস্থিত মহোৎসব উপলক্ষ্যে তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুন্তীকে পুরস্কার পুরঃসর প্রণিপাত সহকারে তাঁহাকে তত্তৎ ধনরাশি প্রদান করিলেন। (১১৪) পাণ্ডবজননী পৃথানন্দিনী ধনলাভে যেরূপ হর্ষিত হইলেন, কৃষ্ণের প্রেয়সী মহিষীদিগকে দর্শন করিয়া ততোধিক আহ্লাদিত হইলেন এবং আন্তরিক স্নেহভরে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলের মনঃপ্রসাদ সম্পাদন করি-লেন। (১১৫।১১৬) দেবী রুক্মিণী পাণ্ডবকামিনা দ্রুপদনন্দিনীকে দেখিবার জন্য সত্বর গমনে তথায় সমাগত হইলেন এবং সত্যভামা প্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় রমণিগণ সমবেত হইয়া দ্রৌপদীকে যথাযথ প্রণাম করিয়া বিবিধ রত্নজাল ও বস্ত্র সমূহ প্রদান করিলেন। (১১৭।১১৮) দ্রৌপদীও যথাযোগ্য অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সমুচিত সম্মাননা করিলেন। তাঁহার বাক্য, মনও চেষ্টা, সমুদায়ই অলৌকিক ভাবে অলঙ্কৃত। (১১৯) তিনি পাণ্ডবকুলের দেবীরূপে পদার্পণ করিয়াছেন। তদীয় সুপবিত্র পদার্পণে কুরুবংশের বহুমান বর্দ্ধিত হইয়াছে। (১২০) নিরতিশয় সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামা স্মিতমুখে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি কিরূপে পঞ্চপাণ্ডবকে বশ করিয়া রাখিয়াছ? আমার একমাত্র পতিকেও বশ করিতে পারিলাম না। (১২১) তুমি কিরূপ মন্ত্র ও ঔষধবলে অথবা অন্য কোন উপায়ে ঐরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছ, বল। (১২২) অয়ি বরাননে! আমার বোধ হয়, তুমি বাসুদেবকেও আয়ত্ত করিয়াছ। তুমি তাঁহার ভগিনী, কিন্তু কিরূপে তিনি তোমার হৃদয় গ্রহণ করিলেন? (১২৩) তিনি ক্ষণমাত্রও তোমার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তুমিও সেই হরি বিনা ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণে সমর্থ হও না। (১২৪) তুমি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও নিত্য পঞ্চপাণ্ডবের সন্নিহিত আছ তথাপি কি উপায়ে গোবিন্দকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিলে, বল। (১২৫) ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই সকল মহাজনের নিকট তোমার কি লজ্জাবোধ হয় না? অথবা আমাদিগকেও কি তোমার ভয় হয় না? (১২৬) দ্রৌপদী কহিলেন, অয়ি সত্যে! স্বামী বশীকরণে স্ত্রীই স্বয়ং মন্ত্র ও ঔষধ এবং অন্যান্য সাধনোপায় সমস্ত। তদ্ব্যতীত অন্যবিধ মন্ত্র, ঔষধ বা উপায়ান্তর নাই। (১২৭) নিজের গুণ থাকিলে পঞ্চপাণ্ডব কেন, সমস্ত সংসার বশ করা যায়। অসৎ স্ত্রীরাই ঐরূপ অসৎ উপায়ে স্বামী বশীকরণে সচেষ্ট হইয়া থাকে। (১২৮) তুমি প্রাক্তন কর্ম্মফলে ক্রূর প্রকৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই জন্যই কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তোমার মন একমাত্র সপত্নীর প্রতি ধাব-মান। (১২৯) তুমি অবমাননা করাতে কৃষ্ণ আমার আশ্রয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন;

কেবল আমার হৃদয় কেন, সমস্ত বিশ্বসংসারই ইহাঁকে আপনার হৃদয়সংস্থিত দেখিয়া থাকে। (১৩০) একমাত্র কৃষ্ণই সংসারে আমার লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ, দুরাচার দুর্য্যোধনের সভামধ্যে গুরুজন প্রভৃতির সমক্ষে দুর্ব্বৃত্ত দুঃশাসন যখন বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তিনিই অক্ষয় বস্ত্র প্রদান করিয়া, তাদৃশ বিষম সঙ্কটে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার নাম দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১৩১-১৩৪) অধিক কি, সামান্য কার্পাসনির্ম্মিত চেলখণ্ড প্রদান করিতেও তোমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু আমার ভ্রাতা হরি তোমাকে প্রতারণা করিয়া, আমাকে রাশি রাশি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। (১৩৫) হে সুন্দরি! তুমি বহুজন সমক্ষে তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ পতি মাধবকে নারদ হস্তে প্রদান করিয়াছিলে, কিন্তু পতিব্রতা রমণিগণের এরূপ অনুষ্ঠান কখনও কর্ত্তব্য নহে। (১৩৬) আরও দেখ, পূর্ব্বে তুমি দেবগণের নিসেবিত পারিজাতে স্বীয় শরীর মণ্ডিত করিয়াছিলে, ইহাও কখন বিধেয় নহে। কেন না, পণ্ডিতগণ দেব, দ্বিজ ও গুরুজনের বিত্ত প্রতিগ্রহে সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। সুভগে! তাদৃশ প্রতিগ্রহ করিয়াও কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? (১৩৭।১৩৮) আমি নারদেরও নিন্দা করিতেছি। জগৎপতি জনার্দ্দনকে প্রতিগ্রহ করিয়া পুনরায় কি জন্য তিনি প্রত্যর্পণ করিলেন? (১৩৯) শুনিয়াছি, তিনি বুদ্ধিমান; কিন্তু ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক কি দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হইল? (১৪০) তিনি রত্নের বিনিময়ে অসার পাংশুমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, সংসারে তোমারও অনন্ত অযশ ঘোষণা হইয়াছে। ফলতঃ ঐকান্তিকী নিষ্ঠা না থাকিলে, কোনও ব্যক্তিই কৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে না। (১৪১।১৪২) যে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা থাকাতেই কৃষ্ণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই স্বামীবশীকরণের উপায়। (১৪৩) তুমি আমার আদেশ ও উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য কর, অনতিকাল মধ্যেই অভিমত ফল প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (১৪৪)

জৈমিনি কহিলেন, কর্ম্মনিষ্ঠা দ্রৌপদী এবম্বিধ বাক্য বিন্যাসে ব্যাপৃত হইলে, কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কুন্তীকে প্রণাম করিবার জন্য তদীয় সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। (১৪৫) পরে তাঁহাকে বিবিধ বস্ত্র ও মণিকাঞ্চণ প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া সখিগণে পরিবৃত হইয়া, তাঁহার সমীপে সমাসীন হইলেন, (১৪৬) এবং কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, নাথ! বাসনা হইয়াছে, আমরা সকলে দেবী দেবকীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞীয় তুরঙ্গমের অর্চ্চনা করিব। (১৪৭) এক্ষণে তোমার অভিমতি ও অনুমোদন প্রাপ্ত হইলে, আমাদের মনোরথ পূর্ণ ও অপার পরিতৃপ্তি উপস্থিত হয়। এক্ষণে আশু অনুমোদন কর। (১৪৮) ভগবান্ বাসুদেব প্রিয়তমা সত্যভামার প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ। জননী দেবকনন্দিনী তুরঙ্গমদর্শনে অভিলাষিণী হইয়াছেন; তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (১৪৯) যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই আদেশ করিলেন, রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী, শস্ত্রপাণি, পদাতী এবং অন্যান্য বীরগণ সকলেই কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে সংযত হইয়া অবস্থান করুক। রমণিগণ অশ্ব দর্শন ও পূজা করিয়া পরিতুষ্ট হউন এবং তপোধন ধৌম্যের সহায়তায় অশ্বের যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করুন। (১৫০।১৫১)। অনন্তর রমণীরা একত্র সমবেত হইয়া বীরবেষ্টিত সেই যজ্ঞীয় অশ্বের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। (১৫২) তুরঙ্গম আহ্লাদভরে নৃত্য করিতে লাগিল এবং অন্যান্য যোদ্ধ্বর্গ শিবির-গবাক্ষে সমারূঢ় হইয়া প্রফুল্লনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। (১৫৩) ঐ সময়ে মহীপতি অনুশাল চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন এবং বাসুদেবকে নয়নগোচর করিয়া নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। (১৫৪) নৃত্যপরায়ণ যজ্ঞীয় তুরঙ্গমও তাঁহার

নেত্রপথে পতিত হইল। তখন তিনি সহাস্য আস্যে সেই অশ্বকে গ্রহণ ও পশ্চাদ্দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক (১৫৫) সৈন্যমধ্যে গৃধ্রব্যূহরচনান্তে সুরথনামক সচিবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই কৃষ্ণ আমাদের চিরবৈরী। সৌভাগ্যক্রমে অদ্য ইহার দর্শন পাইলাম। (১৫৬) এই যাদবাধম আমার ভ্রাতা মহাবাহু শাল্বকে সংহার করিয়াছে; তদবধি আমি জাতবৈর হইয়া ভ্রাতার ঋণমোচনার্থ ইহার অন্বেষণ করিতেছিলাম। (১৫৭) অদ্য সেই ভ্রাতৃনিহন্তা কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ও পৌত্র সমভিব্যাহারে এখানে সমাগত হইয়াছে। (১৫৮) সাবধান, এই কেশব কোনমতেই যেন পলাইতে না পারে। (১৫৯) ইহার বাহন পতগপতি গরুড় গৃধ্রকে দর্শন করিয়া অবশ্যই সংগ্রামে নিরস্ত থাকিবে। (১৬০) অয়ি মতিমন্! আমি যাবৎ কৃষ্ণ ও রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়কে নিজের আয়ত্ত করিতে না পারি, তাবৎ তুমি আমার সৈন্য সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। (১৬১) ঐ, দেখ কৃষ্ণপ্রমুখ বৃকোদরাদি বীরগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে আপনাদের সুবিপুল সৈন্য রক্ষা করিতেছে। (১৬২) অতএব আমার 'এই সংগ্রামে তোমরা সকলে যত্নপরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃহন্তা কৃষ্ণকে ধারণ কর, কোনমতেই তাহাকে ছাড়িও না। (১৬৩) যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে ধারণ করিতে সমর্থ, তাহাকে বহুধন দান করিব এবং যাহার সম্মুখ দিয়া কৃষ্ণ পলায়ন করিবে, আমি সেই দুষ্টের শিরশ্ছেদ করিব। (১৬৪) পুত্রই হউক, মিত্রই হউক, সখাই হউক, আর সুহৃদই হউক, সে যদি ভ্রাতৃহন্তা বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে আত্মীয়মধ্যে গণনা করিব না। (১৬৫) বাসুদেবকে দর্শন করিয়া গ্রহণ না করিলে, আমার তত্তৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণেও কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। (১৬৬) ভৃত্যগণ কুৎসিতকর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক মদীয় বিত্তাপহরণ করিলেও আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু বাসুদেবকে দেখিয়াও ছাড়িয়া দিলে আমি কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিব না; আমি সাধ্যানুসারে তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। (১৬৭) ভৃত্যগণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে আমি রাজ্য শাসনানুরোধে তাহাদের এই অপরাধের যদি সমুচিত দণ্ড বিধান করি, তাহা হইলে আমার অণুমাত্রও দোষ সমুদ্ভূত হইবেনা। (১৬৮) কুলীন, ধর্ম্মকুশল, বীর, যুদ্ধপরায়ণ ও সংগ্রামে শত্রুজয়ে সমর্থ, এবংবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যথাসর্ব্বস্বদান করিয়া স্বীয় অধিকারে স্থাপন করা মহীপতির সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু কেশবের কোন গুণই নাই। (১৬৯) প্রত্যুত তিনি আমার বিপক্ষ, এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই আমার সুখনাশক নহেন। (১৭০) অতএব তোমরা অনেকে একত্র হইয়া একমাত্র রমাপতিকে ধারণ কর; ইহাতে কিছুমাত্র দোষাপত্তির সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (১৭১) এই কেশব সর্ব্বদা দান করেন, কখন প্রার্থনা করেন না। ইনি বিমুখ হইলেও সম্মুখ, রথারূঢ় হইলেও আকাশগামী এবং নিরন্তর শস্ত্র হস্তে বিরাজমান হইতেছেন। (১৭২) ইহাঁকে ছেদ করা, ভেদ করা, কলুষিত করা, কোনও মতে কাহার সাধ্য নাই; অতএব আমি একাকী কিরূপে ইহাঁকে ধারণ করিতে সমর্থ হইব? (১৭৩) ইনি চক্রী ও চতুরের চূড়ামণি এবং মায়াবিগণের অগ্রগণ্য। ইহাঁর মন্ত্রণা ভেদ করা নিতান্ত দুর্ঘট; (১৭৪) কত শত ব্যক্তি ইহাঁকে ধরিতে গিয়া যে স্বয়ং ধরা পড়িয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। (১৭৫) উত্তানপাদতনয় ধ্রুব যেরূপে ইহাঁকে ধরিতে হয়, অবগত আছেন। তিনি ইহাঁকে ধরিয়া, বাল্যাবস্থাতেই বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। (১৭৬) কেশব কৌশলপূর্ব্বক প্রলোভিত করিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছেন। (১৭৭) দৈত্যরাজ বলিও ইহাঁর ধারণ বিষয় বিশেষ বিদিত আছেন, কিন্তু এই মায়ার আধার বাসুদেব তাঁহাকেও পাতালতলে সন্নিহিত করিয়াছেন। (১৭৮) রাক্ষসরাজ বিভীষণও এ বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে বিদিত

আছেন, কিন্তু নিখিল কৌশলনিদান এই হরি তাঁহাকেও অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্যে মোহিত করিয়া লঙ্কাপুরে রুদ্ধ করিয়াছেন। (১৭৯) মহাত্মা মহাভাগ পরম ভাগবত প্রহ্লাদ এ বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছেন; কেহ কেহ দেবর্ষি নারদকেও হরির গৃহিতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন; (১৮০) কিন্তু তাঁহাদের এই বাক্য সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই বোধ হয়। কেননা, সত্যভামা পারিজাত-তরুবরে হরিকে বদ্ধ করিলে, নারদ তাহাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (১৮১) এইরূপে দেবর্ষি নারদও যখন এ বিষয়ে পরিহার স্বীকার করিয়াছেন, তখন এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি সংগ্রামে গোবিন্দকে সসৈন্যে গ্রহণ করে। (১৮২) অতএব আমি স্বয়ং পুরুষকারপ্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাঁকে ধারণ করিব। (১৮৩)।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল অনুশাল্ব এই প্রকার বচনবিন্যাসপুরঃসর গৃধ্রব্যূহমধ্যে অবস্থান করিয়া, রণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (১৮৪) তদ্দর্শনে মদমত্ত মাতঙ্গ সকলের বৃংহিত, হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ তুরঙ্গমগণের হ্রেষিত, রথচক্রসমূহের ঘোর ঘর্ঘরিত এবং পদাতিগণের কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল। (১৮৫) স্বর্ণবিনির্ম্মিত কোষ হইতে বিনিষ্কাশিত সুশাণিত করবাল ফলকে ভাস্কররশ্মি প্রতিফলিত হইয়া, সুনিবিড় জলদমণ্ডলে বিদ্যুন্মণ্ডলের বিলাসলীলার অভিনয় করিতে লাগিল। (১৮৬) বীরগণ বিবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া, দিব্যবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলীর ন্যায় লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইল এবং সকলে সমবেত হইয়া যত্নসহকারে অশ্বরক্ষা ও বাসুদেববর্ত্ম বিলোকন করত অর্জ্জুন কোথায়, ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। (১৮৭-১৯০) তাহাদের মহোৎসাহপূর্ণ গভীর গর্জ্জন বজ্রবিস্ফূরণতবৎ বাহ্বাস্ফোটের সহিত সম্মীলিত ও বহুধা বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বত্রই প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। (১৯১) ক্ষণমধ্যেই সমুদায় পাণ্ডবপুরী হস্তিময়, অশ্বময়, রথময়, শব্দময় ও গর্জ্জনময় হইয়া উঠিল। (১৯২) ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন তাদৃশ বীরসমবায় সন্দর্শনে প্রাকৃতিব্যক্তিরা স্পষ্টই প্রতীতি করিল, মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে! (১৯৩) মহাবল অনুশাল্বের সচিব সুবুদ্ধি সুরথ উৎসাহ সহকারে অনবরত বাহ্বাস্ফোটন করিয়া প্রভুর অনুগামী হইলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য সৈনিকপ্রধান মহারথগণও কেহ তুরঙ্গমের রক্ষায় ব্যাপৃত, কেহ অর্জ্জুনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত এবং কেহ বা বাসুদেববর্ত্মে ধাবমান হইল। (১৯৪ ১৯৫)

ইতি অশ্বামেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত অনুশাল্ব-আগমন নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! তুরঙ্গম নীত হইলে পর কি ঘটিয়াছিল? ভগবান্ বাসুদেব কিরূপে ঐ অশ্ব মোচন করিলেন? (১) এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। শুনিবার জন্য আমার মনে সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। (২) বিশেষতঃ শাস্ত্রে বাসুদেবকথাই সাক্ষাৎ অমৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি তাহা পান করিতে সমুৎসুক না হয়? (৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! ভগবান্ বাসুদেব যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৪) পাণ্ডবগণের তুরঙ্গম অপহৃত হইল দেখিয়া পাণ্ডব সুহৃৎ বাসুদেব আন্তরিক লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন। (৫) রোষামর্ষে তদীয় বদনমণ্ডলের স্বাভাবিক শোভা মেঘোদয়ে শশাঙ্করেখার ন্যায় প্রতিভাত হইল। আপনার দুর্ভর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, বাতাহত লতার ন্যায় তদীয় সুকুমার শরীরযষ্টি যেন কম্পিত হইয়া উঠিল; (৬।৭) মৃদুমন্দ ঘর্ম্মবারি বিনিঃসৃত হইয়া তদীয় সুবিশাল কপালফলক অভিষিক্ত করাতে, শিশিরসম্পৃক্ত সরোজের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। (৮) তিনি দুর্নিবার অমর্ষভরে অভিভূত ও অসহমান হইয়া তৎক্ষণাৎ দারুক কর্ত্তৃক নিযন্ত্রিত স্বকীয় সুরম্য রথে অধিরোহণপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যশঙ্খনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, বীর্যশালী অনুশাল্ব সমস্ত যদুবীর ও পাণ্ডবগণের সমক্ষে অশ্ব হরণ করিয়াছে; (৯।১০) বিশেষতঃ, স্ত্রীগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াছে; ইহাতে আমার যার পর নাই লজ্জা হইয়াছে। (১১) আমি ইহার প্রতীকার না করিয়া কখনই নিরস্ত হইবনা। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় আমার প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। (১২) যাবৎ অশ্ব প্রত্যাহৃত না হইবে, তাবৎ কোন মতেই মদীয় চিত্তবৃত্তি স্বাস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইবে না। (১৩) আমি প্রতিষেধ করিব, আপনি রথারোহণ পূর্ব্বক অদ্য সংগ্রাম কৌতুক অবলোকন করুন। (১৪) মহাবীর সাত্যকি, কৃতিমান্ কৃত বর্ম্মা, প্রবলপরাক্রান্ত প্রদ্যুম্ননন্দন, জয়শীল যৌবনাশ্ব, মহাবল মেঘবর্ণ, মহাযশা যমজযুগল এবং অন্যান্য বীরবর্গ আপনার মণ্ডল রক্ষা করুন। (১৫) আমি বৃকোদর, অর্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন সুজয়, বৃষকেতু, জাম্ববতীতনয় শাম্ব ও সুকেতুর সহিত মিলিত হইয়া, দারুণ সংগ্রাম করতঃ তুরঙ্গম মোচন করি। (১৬) বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সমর সাজে যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। (১৭) অনন্তর সেই পরমার্থবিৎ স্বীয় তনয় প্রদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, যাহার ক্ষমতা থাকে, সে আমার হস্ত হইতে এই তাম্বূল গ্রহণ করুক। (১৮)।

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান বাসুদেব এই প্রকার বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পুনরায় মধুরস্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, (১৯) হে বলবান মহীপতিবর্গ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর; তোমাদের মধ্যে যে অশ্ব আনয়নে, সমর্থ, সে আমার হস্তস্থিত এই পর্ণবীটক গ্রহণ করুক। (২০) বাসুদেবমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন অপহৃত হইল; কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। (২১) সকলেই বারংবার চিন্তা করিতে লাগিল এবং চিত্রিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল, কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। (২২) সেই পর্ণবীটক মুহূর্ত্তমাত্র কৃষ্ণের করকমল আশ্রয় করিয়া রহিলে, তাঁহার পরম প্রীতিভাজন পুত্র প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন তাহা গ্রহণ করিয়া, সমবেত বীরগণসমক্ষে সাহসভরে কহিলেন, আমি অশ্ব আনয়ন করিব। (২৩।২৪) যদুপতি প্রদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং সভাস্থ বীরগণ ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিলেন। (২৫) প্রদ্যুম্ন দুর্ভেদ্য কবচ পরিধানপূর্ব্বক স্বকীয় রথারোহণে রণাঙ্গনে প্রস্থান করিলেন। (২৬) পরম শোভমান ব্যজনযুগল তাঁহার দুইপার্শ্বে দোদুল্যমান হওয়াতে, সেই শ্রীমান মীনকেতনের শ্রী আরও বৃদ্ধি পাইল। (২৭) বীরবর প্রদ্যুম্ন, মহাকাশমধ্যে ভাস্করের ন্যায়, সেই সুবিপুল সৈন্যমধ্যে বিরাজমান হইতে লাগিলেন। কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত তদীয় আভরণসমূহের সমুজ্জ্বল প্রভায়, দশ দিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! (২৮।২৯) ভগবান বাসুদেব তদ্দর্শনে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, যাহার পৌরুষ আছে, সে আমার হস্তস্থিত এই পর্ণবীটক গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের অনুসরণ করুক। (৩০)

জৈমিনি কহিলেন, উদারবুদ্ধি শ্রীমান বৃষকেতু ভগবানের এই বাক্যে কশাহত সুশিক্ষিত

অশ্বের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া সেই পর্ণবীটক গ্রহণ করিলেন (৩১) এবং সমুচিত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। হে নরদেব! বৃষকেতু সেই বীরগণসমক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। (৩২) বৃষকেতু বলিলেন, হে গোবিন্দ! আমি প্রদ্যুম্নের সহায়স্বরূপ যুদ্ধযাত্রা করিব। (৩৩) মহাবীর অনুশাল্বকে বন্ধন করিয়া যদি আপনার নিকটে আনয়ন করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। (৩৪) শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে যে দারুণ গতি প্রাপ্ত হয়, শাল্বানুজকে আনিতে না পারিলে আমার যেন সেই গতি লাভ হয়। (৩৫) শ্রাদ্ধভুক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধবাসরে স্ত্রীসংসর্গ করিলে তাহার যে গতি হয়, আমি যেন সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হই। (৩৬) ঋতুমতী স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে যে গতি হয়, আমার যেন সেইরূপ গতি প্রাপ্তি হয়। (৩৭) মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাতপূর্ব্বক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিলে যে গতি হয়, আমার যেন সেইরূপ গতি লাভ হয়। (৩৮) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে, অথবা জানিয়াও সৎপরামর্শ প্রদান না করিলে লোকের যে গতি হয়, আমি শাল্বানুজকে আনিতে না পারিলে যেন সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হই। (৩৯) প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইলে আমার যেন পরলোকেও স্থান না হয়। আমি যেন সাধুলোকভ্রষ্ট হই। (৪০)

জৈমিনি কহিলেন, উদারবুদ্ধি বৃষকেতুর এই বাক্যে সকলেই বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিল। (৪১) এদিকে সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন বাসুদেব বৃষকেতুকে পরম প্রীতিভরে হস্তস্থিত বীটক প্রদান করিয়া কহিলেন, (৪২) তাতঃ! আমি তোমার এই বীরবাক্যে বিশিষ্টরূপ সন্তোষলাভ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি নিরাপদে গমন ও স্বীয় অভিলষিত সাধন কর। (৪৩) অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বৃষকেতু বীটক গ্রহণ করিয়া ভক্তিভরে শ্রীহরিকে নমস্কার করিলেন এবং স্বীয় স্বাভাবিক পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবীর প্রদ্যুম্নের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। (৪৪) অনন্তর কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন, কর্ণনন্দন বৃষকেতুর সহিত মিলিত হইয়া রণমধ্যে অবতরণ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইত্যাকার বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক পরবল বিদারণে প্রবৃত্ত হইলে, শাল্বানুজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমি তোমাদের দৃঢ় শত্রু, তোমরা ইহা জানিয়াও আপনার রমনীয় পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক কি জন্য সংগ্রামে সমাগত হইলে? আমাকে পরাজয় করা কি তোমাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে? (৪৬।৪৭) আমি শুনিয়াছি, তুমি কুসুমশর অনঙ্গ। হরনেত্রসমুদ্ভূত হুতাশনে স্বীয় শরীর বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ; সুতরাং তোমার সুকোমল কুসুমশর কি বীরবক্ষ ব্যথিত করিতে সমর্থ হইবে? (৪৮) যেখানে নিরীহস্বভাব তপস্বিগণ, শান্তপ্রকৃতি পতিব্রতাগণ এবং বিবেকবর্জ্জিত মানবগণ অবস্থিতি করে, সেই স্থানেই তোমার পৌরুষ প্রাদুর্ভূত হয় (৪৯) কিন্তু বীরগণের বিহারক্ষেত্র রণস্থলী কখনও তোমার বিচরণের স্থান নহে। (৫০) অতএব এখনও বলি, তুমি স্বীয় সুকোমল কুসুমশর তূণীর মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া এই বেলা পলায়ন কর। (৫১)

জৈমিনি কহিলেন, প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন, শাল্বানুজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সবেগে পঞ্চ সায়কপ্রয়োগপূর্ব্বক অনুশাল্বকে তাড়না করিলেন। (৫২) হে ভারত! অনুশাল্বও একমাত্র বাণে সেই বাণপঞ্চ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া প্রদ্যুম্নের হৃদয় ভেদ করতঃ কহিতে লাগিল, (৫৩) কৃষ্ণনন্দন! এ কুসুমশর নহে; বীরগণ মন্ত্রপূত যে সকল অমোঘ শর ব্যবহার করেন, আমি যথাবিধানে তাদৃশ শরই প্রয়োগ করিয়াছি। (৫৪)

জৈমিনি কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! হৃদয় বিদীর্ণ হইলে, মতিমান প্রদ্যুম্ন অবসন্ন ও অবশ হইয়া কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া পতিত হইলেন। (৫৫) বাসুদেব পুত্রকে তদবস্থ দর্শন করিয়া তাঁহাকে রথে উত্তোলনপূর্ব্বক নিরতিশয় রোষভরে পদাঘাত করতঃ কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! রে কুলকলঙ্ক! বুঝিলাম, প্রমোদ-ভবনবাসিনী ডাকিনীগণের সুকোমল বিলাস-

শয্যাই তোর উপযুক্ত। (৫৬) রে পাপ! এ দ্বারাপুরী নহে, ভীষণ রণক্ষেত্র; এ স্থান কোন মতেই তোর যোগ্য হইতে পারে না (৫৭) অতএব তুই সত্বর উত্থানপূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি আর তোর ন্যায় কুলাঙ্গার কুপুত্রের মুখদর্শনে অভিলাষী নহি। (৫৮) আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, তোর প্রভাবে আমাকে কুত্রাপি কোনও কালে ভয় প্রাপ্ত হইতে হইবে না, কিন্তু আজি তাহার বিপরীত দেখিলাম। (৫৯) তোর ন্যায় দুর্ব্বল পুত্রের পিতা হইয়া আজি আমাকে বীরগণসমক্ষে যুগপৎ লজ্জা ও ভয় প্রাপ্ত হইতে হইল। (৬০ ইহার অপেক্ষা তোর জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। তোর জন্মগ্রহণে বসুমতী ভারবতী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। (৬১) পূর্ব্বে শম্বরাসুর মদীয় ভবন হইতে তোকে হরণ করিয়া রক্ষা করিল কেন? (৬২) পরন্তু তুই যেরূপ কাপুরুষ, তাহাতে লোকালয়ে বাস করা তোর কোন মতেই উচিত হয় না। (৬৩) অতএব তুই ধনুঃ, শর ও কবচের সহিত পুরীপরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিয়া ফলমূলে জীবন যাপন কর্। (৬৪) রে যদুকুলের মূর্ত্তিমান কালিমা! তোকে গর্ভে ধারণ করিয়া রুক্মিণীও কলঙ্কিতা হইয়াছেন। (৬৫) রে মূঢ়! তুই শঙ্করের শত্রু। তদীয়পূজাপরায়ণ পুরুষগণ কোনমতেই তোকে রক্ষা করিবেন না। তুই জন্মিয়াই মরিস্ নাই কেন? তাহা হইলে পৃথিবীতে যদুকুলের কলঙ্ক প্রথিত হইত না এবং আমাকেও সজ্জনসমাজে লজ্জা পাইতে হইত না। (৬৬।৬৭) বুঝিলাম, নিতান্ত অশুভক্ষণেই আমি রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্য বিষ্ঠারাশিস্বরূপ তোর জন্ম হইয়াছে। (৬৮) রে পাপ! তুই কি লোষ্ট্রকাষ্ঠাদি অপেক্ষাও জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিস্? সেই জন্য পরকৃত অবমাননা সহ্য করিয়া এখনও প্রাণধারণ করিতেছিস্। (৬৯) ইহাতে কি তোর কিছুমাত্র লজ্জা হইতেছে না? এই মূর্চ্ছাই তোর প্রকৃত মৃত্যুরূপে পরিণত না হইল কেন? (৭০) মহাবল বীরগণ আমার হস্ত হইতে পর্ণ গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই, তুই কি বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা গ্রহণ করিলি? (৭১) বুঝিলাম,চিরনির্ম্মল যদুকুলে এইরূপ কলঙ্ক বিলেপনের জন্যই তুই ঐরূপ করিয়াছিলি। (৭২) ভগবান হরি রোষভরে প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্নকে এই প্রকারে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে বুদ্ধিমান বৃকোদর শান্তবাক্যে কহিলেন. (৭৩) হৃষীকেশ! প্রদ্যুম্নের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। (৭৪) দেখ, ইনি শত্রুর ভয়ে রণে ভঙ্গ দেন নাই; বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়াই আগমন করিয়াছেন; সুতরাং রোষের বশম্বদ হইয়া ইহাকে পদাঘাত করা তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।(৭৫) তুমি সকলের সুখ বিধান কর বটে, কিন্তু পরের দুঃখ অবগত নহ। হে কেশব! সংসারে তুমি তুলনা রহিত। (৭৬) তুমি শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম, বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান, সকল বিষয়েই সকলকে অতিক্রম করিয়াছ, তবে কি জন্য তুমি পলাইয়াছিলে? (৭৭) ফলতঃ সংসার যেরূপ ভীষণ স্থান, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন জয় বা উৎকর্ষ লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। (৭৮) মুনিগণেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়, মেঘাবৃত হইয়া ভাস্করেরও জ্যোতি মলিন হয়, ঝটিকার আঘাতে অতীদৃঢ় মেরুচূড়াও বিশীর্ণ হইয়া থাকে। অথবা তুমি সর্ব্বস্থ ও সর্ব্বান্তর্যামী, তোমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। (৭৯। ৮০)

জৈমিনি কহিলেন, ভীমের সান্ত্বনা-সলিলে রোষহুতাশন প্রশমিত হইলে, প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবান্ বাসুদেব কহিতে লাগিলেন, (৮১) ভীম! আমি তোমার অনুরোধে এই কুলাঙ্গারকে ক্ষমা করিলাম। তুমি মহাবল অনুশাল্বের সহিত যুদ্ধার্থ গমন ও কর্ণনন্দন বৃষকেতুর বলবীর্য্য অবলোকন কর। (৮২)

জৈমিনি কহিলেন, রণশ্লাঘী ভীম, অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, প্রদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে গমন করিলেন এবং বিপক্ষপীয় সৈন্যসকল সংহার করিতে

লাগিলেন। (৮৩) হে রাজেন্দ্র! মৃগের নিমিত্ত সিংহের সহিত সংগ্রামপরায়ণ মহাবল শার্দ্দূলের ন্যায় বৃকোদর পদব্রজেই ঘোরসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। (৮৪) তদীয় গুরুতর গদার দারুণ আঘাতে গজসকল ছিন্ন ভিন্ন, রথসকল চূর্ণ, তুরঙ্গমসকল হত ও পিষ্ট এবং মনুষ্যসকল মর্দ্দিত হইতে লাগিল। (৮৫) তিনি কখনও হস্তিদিগকে আকাশে নিক্ষেপ এবং কখনও অশ্ব ও সারথির সহিত রথসকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। (৮৬) কখনও বা রোষাবিষ্ট হইয়া অবলীলাক্রমে অশ্ব, গজ ও রথ গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ এবং সৈন্যদিগকে পদতলে পেষণ করিতে লাগিলেন। (৮৭) অনেকের শরীর বিবর্ণ ও মুখ হইতে শোণিতধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। (৮৮) সৈন্যদের বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের ন্যায় বিরাজমান হইল। (৮৯) কাহারও হস্ত বিগলিত, কাহারও শরীর বিদলিত, কাহারও মস্তক চূর্ণিত, কাহারও অস্থিপঞ্জর মথিত, কাহারও পদযুগল নিষ্পিষ্ট এবং কাহারও বক্ষঃস্থল বিমর্দ্দিত হইয়া গেল। (৯০) তুমুল হাহাকারে চতুর্দ্দিক্ আকুলিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ প্রলয়কাল সমুপস্থিত! (৯১) ভীমপরাক্রম ভীমসেন মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় যমদণ্ড স্বরূপ প্রচণ্ড গদা ঘূর্ণায়মান করিয়া, গর্ব্বিত শার্দ্দূলের ন্যায় ক্ষিপ্র পদে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। (৯২) তাঁহার শোণিতদিগ্ধ রৌদ্রমূর্ত্তি দর্শনে অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত এবং কেহ বা মূর্চ্ছিত হইল। (৯৩) তাঁহার গভীর গর্জ্জন শ্রবণে অশ্ব ও মাতঙ্গসকল ভয়বশতঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। (৯৪) তিনি রোষপূরিত ঘূর্ণিত নয়নে যে দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই দিক্‌ই যেন দগ্ধ হইয়া গেল। (৯৫) তিনি অনবরত প্রবল পদাঘাতে বিপক্ষগণের মস্তক চূর্ণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে পৃথিবী কম্পিত এবং শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইল। (৯৬) হে রাজন্! বায়ুকম্পিত ধ্বজসমূহের শব্দ উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। (৯৭) ভীম কৃতান্তের ন্যায় রাশি রাশি সাদী, নিষাদী, রথী ও পদাতিগণকে পদদলিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (৯৮) আমিষগ্রহণোন্মত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় তৎকালে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাব আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। (৯৯) তিনি বর্ষাকালীন উচ্ছ্বাসোন্মুখ বারিপ্রবাহের ন্যায় নিতান্ত সমুদ্ধত হইয়া প্রবল পরাক্রমে যদৃচ্ছা-ক্রমে সমররঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। (১০০) হে ভরতর্ষভ! কর্ণাত্মজ বৃষকেতু ভীমসেনকে তদবস্থ দর্শনে সবিনয়বচনে কহিতে লাগিলেন, (১০১) হে পরন্তপ! আমি বালক, বহুযত্নে এই সংগ্রামরূপ ফল সংগ্রহ করিয়াছি। পিতা কখনও বালকের হস্ত হইতে তাহার সঞ্চিত ফল গ্রহণ করেন না, কিন্তু আপনি তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন, ইহা নীতিবিরুদ্ধ। অপিচ এই সামান্য ফলে আপনার তৃপ্তি লাভ হইবে না। (১০২। ১০৩) আপনার সম্মুখস্থ এরূপ ফলের কথা দূরে থাক, ঈদৃশ সহস্র ফল সংগ্রহ করিলেও আপনার পক্ষে তাহা সামান্য; (১০৪) সুতরাং এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আপনার অযশ ঘোষিত হইবে। লোকে বলিবে, পাণ্ডুনন্দন ভীম পুত্রের সংগৃহীত একমাত্র ফল গ্রহণ করিয়াছেন। (১০৫) অতএব তাত! আপনি ইহা পরিত্যাগ করুন, বৃথা কণকসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় প্রথিত গৌরব নষ্ট করিবেন না। (১০৬) আপনার ন্যায় বীরগণ কখনও অন্যের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন না। (১০৭) আরও দেখুন, কেশরী স্বল্পমাত্র আমিষ সংগ্রহ করে না। সে ক্ষুধাতুর হইলে, গজরাজকেই বিনাশ করে, সর্প সম্মুখস্থ হইলেও তাহাকে সংহার করে না। (১০৮) মহাপুরুষগণের পুরুষকার লোকের হিতসাধনকল্পেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (১০৯) সামান্য দীপালোকে যদি অতি মহান্ চন্দ্রালোক তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রের সহিত মহানের প্রভেদ কি? (১১০) অতএব আপনি নিবৃত্ত হউন। ইতঃপূর্ব্বে যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (১১১) বিপুল-

বিক্রম বৃকোদর মহাবল বৃষকেতুর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, (১১২) বৎস! পিতা ফলনিষ্পীড়ন করিয়া পুত্রের হস্তে প্রদান করেন, ইহাই সনাতন রীতি। (১১৩) অতএব তুমি আমার নিকট ঐ ফল গ্রহণ কর। আমি এক্ষণে বীর অনুশাল্বের প্রতিগমন করিতেছি। (১১৪) তুমি স্বভাবতঃ বুদ্ধিশীল, অতএব এই সনাতন নিয়মভঙ্গ করিয়া ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিও না। (১১৫) বিশেষতঃ পিতা পরম পূজ্য ও সম্মানভাজন। তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। (১১৬) এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতসমুদায় নিপাতিত করিয়া প্রবলপরাক্রমে অনুশাল্বের অভিমুখীন হইলেন। (১১৭) অনুশাল্ব তাঁহাকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া এককালে তদীয় বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত করিলেন। (১১৮) বৃকোদর সেই দারুণ প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। (১১৯) তদ্দর্শনে স্বপক্ষীয়গণের অন্তঃকরণ বিষাদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং বিপক্ষগণের হৃদয়কন্দর আহ্লাদভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। (১২০) মধ্যম পাণ্ডবকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বাসুদেব নিরতিশয় রোষাবিষ্টচিত্তে স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। (১২১) সারথি দারুক প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় গরুড়ধ্বজ রথ সজ্জীকৃত করিয়া সম্মুখে আনয়ন করিলেন। (১২২) কেশব সেই বিচিত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমরে অবতরণ করিলে, অনুশাল্ব সেই প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুকে কুপিতকেশরীর ন্যায় সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্যে প্রতিগ্রহ করিয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তুমি আমার ভ্রাতাকে নিহত ও নিপাতিত করিয়াছ। (১২৩। ১২৪) হে যদুপতে! তৎকালে আমি অনুপস্থিত ছিলাম; এক্ষণে পার্শ্বস্থ হইয়াছি। (১২৫) তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছ; কিন্তু গোবিন্দ! আমি তোমার সম্মুখে তোমার পুত্রকে নিপাতিত করিলাম। (১২৬) দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনকেও আমি ঐরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছি। (১২৭) আমি তৎকালে সম্মুখে ছিলাম না, তাই তুমি আমার পূর্ব্বজদিগকে হত্যা করিয়াছ; কিন্তু কৃষ্ণ! আমি তোমার জ্ঞাতসারে এই দুই জনকে নিপাতিত করিলাম। (১২৮) মহাজনগণ বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ সম্মুখে থাকিলে কাহাকেও পতিত হইতে হয় না; কৃষ্ণ যাহাদের বিমুখ, তাহাদেরই পতন হইয়া থাকে। (১২৯) আমি রণগত যুবা, তুমি পুরাণপুরুষ; কিন্তু তোমার কোন সামর্থই লক্ষিত হইতেছে না, অতএব তুমি কিরূপে যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিবে? (১৩০) হে কেশব! আমি তোমাকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলে, তুমি তখন কোথায় যাইবে? (১৩১) কৃষ্ণ! আমি জানি সাধুগণের হৃদয় তোমার আশ্রয় এবং উহাই তোমার একমাত্র মুক্তি-দুর্গ। (১৩২) যাহারা লোভমোহাদি প্রবলপরাক্রম রিপুগণের পরতন্ত্র, তাদৃশ প্রপঞ্চপদদর্শী পুরুষগণ কোনকালেই তোমার ঐ দুর্গে গমন করিতে পারে না। (১৩৩) পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ হৃদয়গুহা মধ্যে সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (১৩৪) শুনিয়াছি, পরম ভাগবত মতিমান প্রহ্লাদ তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া মুক্তিসোপানে আরোহণ করিয়াছেন। (১৩৫) হে গোবিন্দ! সরলহৃদয় সাধুগণই তোমার গুপ্তপ্রকাশক। যাহারা মোহে আচ্ছন্ন ও সন্মতিবিবর্জ্জিত, তাদৃশ নরপতিগণ কখনও সাধুসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয় না। সেই জন্য তাহারা তোমার গুপ্তপ্রকাশকও হইতে পারে না। (১৩৬। ১৩৭)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! শাল্বানুজ এই প্রকার কহিয়া চারিবাণে কৃষ্ণের অশ্বকে বিদ্ধ করিলে, তাহারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে পলায়ন করিল। (১৩৮) তন্নিবন্ধন কেশব দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে অনুশাল্ব পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বাসুদেব এই নয়নপথে বিরাজ করিতেছিলেন, (১৩৯) কি জন্য অদৃশ্য হইলেন? তিনি অদৃশ্য হন, আমার বা আমার পক্ষীয়গণের ত তেমন কোনও দুষ্ক্রিয়া দেখিতেছি না? (১৪০) তবে কি

আমার অধিকার মধ্যে কোনও শূদ্র, ব্রাহ্মণী গমন করিয়াছে? না কোনও দুরাচার পিতা শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান করিয়াছে? (১৪১) মদীয় রাষ্ট্রমধ্যে কি কোনও স্বল্পবুদ্ধি জনক স্বীয় রজঃস্বলা কন্যাকে সম্প্রদান না করিয়া গৃহে রক্ষা করিতেছে? না আমার ভৃত্যগণ ক্রূরস্বভাবপরতন্ত্র ও পাপাচারপরায়ণ হইয়া পুত্রহীন মৃতব্যক্তির অর্থজাত মদীয় কোষগত করিয়াছে? (১৪২) কোনও ব্যক্তি ঋতুকাল পর্য্যবসিত করিয়া কি স্বীয় ভার্য্যাতে সঙ্গত হইয়াছে? না নিশাসমাগমে কোনও ব্যক্তি সুস্নাতা কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই প্রকার ব্যভিচারপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের ভ্রূণহত্যাপাতক সঞ্চিত হইয়া থাকে। (১৪৩।১৪৪) আমার রাজ্যে কোনও ব্যক্তি ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় নাই? সাধুদিগকে লঙ্ঘন করিয়া কোনও দুরাচার তাঁহাদের স্থান ত অধিকার করে নাই? (১৪৫) কাচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করিয়া কোনও ব্যক্তি ত লোকাচার নিয়ম ভঙ্গ করে নাই? কিংবা মদীয় মন্ত্রিগণের মধ্যে উৎকোচাদির প্রলোভন প্রযুক্ত ন্যায় বিহিত ব্যবস্থার ত কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই? (১৪৬) রাজ্যমধ্যে কোনওরূপ পাপ প্রবর্ত্তিত হইলে, রাজা তাহার ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকেন। (১৪৭) হয় ত আমারও তত্তৎ পাপের ষষ্ঠাংশভোগ সংঘটিত হইয়াছে; নতুবা বাসুদেব দর্শনে সহসা বঞ্চিত হইলাম কেন? (১৪৮) এই জন্যই কি তিনি স্বপ্নসম অদৃশ্য হইয়া আমার হৃদয়াগার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন? (১৪৯) আমি বহুযত্ন ও বহুল আয়াসে অমূল্য মণির সন্ধান করিলাম, কিন্তু ভোগকালে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। কেন এই বিড়ম্বনা, বলিতে পারি না। পুনরায় কি মাধবকে দেখিতে পাইব? তিনি কোথায় গেলেন, কাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব? যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে দেখাইয়া দিতে পারিবে, যদি আমার কোনরূপ সুকৃত থাকে, আমি যথার্থই তাহাকে প্রদান করিব। (১৫০।১৫২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভাগীরথীতীর্থ-সলিল পান করিয়া সমস্ত পাপক্ষয়পুরঃসর লোকে যেমন শুদ্ধ হইয়া থাকে, শ্রীহরিকে দর্শন করিলে তদনুরূপ শুদ্ধি সমাগত হয়। (১৫৩) বিশেষতঃ সৎকথা শ্রবণ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সার্থকতা, মিষ্টবাক্যের অনুশীলন যেমন রসনার ভূষণ এবং সৎপথে গমন যেমন পদদ্বয়ের সুসিদ্ধ প্রয়োজন; ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করাও তেমনি। (১৫৪।১৫৫) সংসার আজি আছে, কালি নাই; ইহার উপর আবার স্নেহ মমতা কি? মূঢ়েরাই পুত্রদারাদি আত্মীয়ও বিষয়বিভবকে স্থায়ী ভাবিয়া তৎপ্রতি প্রগাঢ়তর আগ্রহ প্রদর্শন করে. (১৫৬) কিন্তু সাধুশীল সদ্বুদ্ধি পুরুষগণ সমস্ত সংসার জলবিম্ববৎ ভঙ্গুর ভাবিয়া একমাত্র বাসুদেবের আশ্রয় লাভে উৎসুক হইয়া থাকেন। (১৫৭) ইহাই পণ্ডিত ও মূর্খের এবং সাধু ও অসাধুর প্রভেদ। অনুশাল্ব উল্লিখিত কারণেই বাসুদেবদর্শনে সমুৎসুক হইয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, ভক্তপ্রাণ ভগবান আর লুকায়িত ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিচিত্র কৌমুদীলীলা বিস্তার পূর্ব্বক অনুশাল্বের নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বাণত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। (১৫৮-১৬০) অনুশাল্ব একশরে অর্দ্ধ পথে সেই বাণত্রয় ছেদন করিয়া মহোৎসাহপূর্ণ গর্ব্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, কেশব! আমার পরাক্রম দর্শন কর। আমি একমাত্র বাণ সন্ধান করিয়া তোমার খরসাণ শরত্রয় ব্যর্থ করিলাম, এক্ষণে যদি তুমি আমার আর এক বাণ সহ্য করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অবস্থান কর। এই বলিয়া তিনি বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে নারাচের আঘাত করিলে, কেশব সেই প্রহারে মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী হইলেন। মহাপ্রাজ্ঞ দারুক প্রভুকে লইয়া রণস্থল হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমাগত হইলেন। (১৬১ ১৬৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ

অবস্থা ক্ষণমধ্যেই তুমুল হাহাকার তুলিয়া সমরভূমি ব্যাকুলিত ও প্রতিধ্বনিত করিল। (১৬৫) বিপক্ষগণের হর্ষের একশেষ এবং স্বপক্ষগণ বিষাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। (১৬৬) সহসা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইলে মহাসাগরের যেরূপ ভয়ঙ্কর ভাবান্তর সংঘটিত হয়, বাসুদেবের অপসরণে রণভূমির তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। (১৬৭) কে কোথায় পলায়ন করিবে, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না। সকলেই কবন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। (১৬৮) সৈনিক সকল সহসা সাতিশয় ভীত ও বিত্রত হইয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষেই পলায়ন-পর হইল। (১৬৯) তাঁহারা যত্ন প্রকাশ করিয়াও সৈন্যগণের সে বেগ রোধ করিতে পারিলেন না। (১৭০) বহুসংখ্য লোক দারুণ ভয়ে অভিভূত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া রণপতিত পিতা, পুত্র, বন্ধু, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল। (১৭১) কেহ বা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গত্যন্তর বা উপায়ান্তর না দেখিয়া অনুশাল্বেরই শরণাপন্ন হইল, (১৭২) এবং দেখিতে দেখিতে রণভূমি অন্তকনগরীর ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। হে রাজন! রুক্মিণী প্রভৃতি বাসুদেবের মহিষিগণও হায়! কি হইল! বলিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। অনর্গল নির্গলিত শোকাশ্রুপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেল। (১৭৩ ১৭৪)

অনন্তর অমাবস্যা অবসানে পৌর্ণমাসী শশাঙ্কের ন্যায়, ভগবান্ বাসুদেব সংজ্ঞালাভ করিয়া সকলের আনন্দবিধান করিলে, (১৭৫) সত্যভামা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! রণপণ্ডিত প্রদ্যুম্নকে সংগ্রাম হইতে বিনিবৃত্ত দেখিয়া রোষভরে বিপুল-দুঃখজনক পরুষবাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিয়াছিলে, (১৭৬) এক্ষণে তুমি নিজে কি বলিয়া অনুশাল্বভয়ে ভীত হইয়া, রণভূমি হইতে পলাইয়া আসিলে? (১৭৭) যাহা হউক, তুমি যাহার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছ, সেই অনুশাল্বের সংহারার্থ আমি কি স্বয়ং প্রচণ্ডবেশে যুদ্ধে গমন করিব? (১৭৮) আমি কি সেই দর্পান্ধের দর্পচূর্ণ করিতে চামুণ্ডা সাজিব! নাথ! যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, বিধান কর। (১৭৯।৮০)।

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত সত্যভামা বাক্য নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব সত্যভামার এই কথা শুনিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। সাতিশয় বলবান্ বৃষকেতু তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অনুশাল্বকে আহ্বানপূর্ব্বক থাক, থাক এই প্রকার বাক্যে কহিলেন, (১।২)

যোধকুলকলঙ্ক! শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদলাভে অবশ্যই তোমার বীরাভিমান বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু মেঘের ছায়ার ন্যায় তাহা এই মুহূর্ত্তেই লোপ প্রাপ্ত হইবে। (৩) আমি ভগবানের দ্বি আত্মদর নহি যে, তোমাকে ক্ষমা বা অনুগ্রহ করিব! (৪) এই প্রকার সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তিনি সপ্তশরে দৈত্যপতিকে আহত করিলেন। (৫) দৈত্যরাজ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোর শাণিত দশ শর সন্ধান পূর্ব্বক তদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং অপর শরচতুষ্টয়ে সারথির মস্তক ও তুরগসকল ছেদন করিয়া ভূমি-তলে নিপাতিত করিলেন। (৬।৭) দৈত্যগণের বিকটশব্দে সমস্ত রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কিন্তু বীর বৃষকেতু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত তৎক্ষণাৎ

দ্বিতীয় রথে দিব্য তুরঙ্গম সংযোজিত করিয়া দ্বিগুণিত উৎসাহে তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ সায়কপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক রথস্থ দৈত্যপতিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। (৮-৯) তিনিও পর্ব্বতপ্রতিম দৈত্যপতিকে শরধারায় আকীর্ণ করিয়া দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করত, আমিষলুব্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (১০) অনন্তর সেই মহাবল কর্ণনন্দন সারথিও অশ্বদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলে, দৈত্যপতি কোপপূর্ণ নয়নে সবেগে সমুপাগত হইয়া রথস্থ বৃষকেতুকে ভুজাগ্রে ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। (১২) উদারবুদ্ধি বৃষকেতু তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া, মুষ্টিপ্রহারে দৈত্যপতিকে জ্ঞানশূন্য ও ঘূর্ণিত করিলেন এবং দৃঢ়করে গ্রহণ করিয়া বাসুদেব সান্নিধ্যে সমাগত হইলেন। (১৩।১৪) পরে আত্মীয়গণের বিপুল আনন্দ বিধান পূর্ব্বক ভগবান্ কেশবের হস্তে তাহাকে ন্যস্ত করিয়া স্বগর্ব্বে ও সোৎসাহে কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন! ইনিই তুরগ গ্রহণে আসিয়াছিলেন। আপনার আশীর্ব্বাদে অধুনা আমার আয়ত্ত হইয়াছেন, অবলোকন করুন। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আপনার অনুগ্রহে তাহা সফল হইল। (১৫-১৮)।

শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার ন্যায় বীরগণের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না। (১৯) সূর্য্য যেরূপ চিরকালই প্রাতে উদিত হয়েন, মেঘ যেমন চিরকালই বারিবর্ষণ করে এবং অগ্নি যেমন চিরকালই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ বীরগণ চিরকালই আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেন, ইহা সনাতন নিয়ম। কোনও কালেই এ নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। অয়ি কর্ণনন্দন! তুমিই ধন্য। যেহেতু তুমি নিজ বাক্য সফল করিলে। (২০-২৩) হে বীর! এই শাল্ব যেরূপ দুর্দ্ধর্ষপরাক্রম সম্পন্ন, তাহাতে তুমি ভিন্ন অন্যের সাধ্য কি, এই প্রবল রিপুকে সংগ্রামে বন্ধন করে। বৎস! তুমি এই অসাধ্য সাধন করিয়া স্বনামধন্য পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলে, সন্দেহ নাই। তোমার পিতৃবংশও উজ্জ্বল ও বহুমানবিশিষ্ট হইল। (২৪-২৬) বাসুদেব এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে দৈত্যপতি অনুশাল্ব সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহসা অবলোকন করিলেন, নবজলধরের ন্যায় সুকোমল শ্যামলবর্ণে সমলঙ্কৃত ভগবান্ জগৎপতি জনার্দ্দন সম্মুখে বিরাজন করিতেছেন। (২৭।২৮) তিনি ভক্তির পবিত্র নয়নে সেই মনোহর শ্যামরূপের তুলনা দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। (২৯) অনন্তর আপতিত মনোবেগ অনেকাংশে সংযত হইলে, ধীরে ধীরে বৃষকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, (৩০) বীর! তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলে। (৩১) দেখ, ত্রিভুবনপাবনী জহ্নুনন্দিনী যে পদের অভিলাষিণী, তুমি আমাকে অদ্য সেই পদে পাতিত করিলে। (৩২) অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ন্যায় সাধু পুরুষের সহিত আমার যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার শক্রতা সংঘটিত হয়। কথিত আছে, সাধুগণ শত্রু হইলেও অকপট মিত্রের ন্যায় সর্ব্বথা উপকার বিধান করেন। অদ্য ইহা চাক্ষুষ দেখিলাম। (৩৩।৩৪) জনক জননী, গুরু, বন্ধু ও দেবগণ, কেহই এই সনাতন পুরুষ বাসুদেবকে দর্শন করাইতে সক্ষম হয়েন নহে; কিন্তু তুমি শত্রুভাবে পরাজয় করিয়া তাহা সাধন করিলে। (৩৫) আহা! বান্ধবগণ যাঁহার প্রভাবে পরমপদে উন্নীত হইতেছেন, সেই কমলাপতির সহিত অদ্য আমার সন্দর্শনলাভ হইল, আমার পরম সৌভাগ্য! (৩৬) হে অনঘ! শ্রীহরিকে দর্শন করাইয়া অদ্য তুমি আমার পরম সন্তোষ সম্পাদন করিলে। (৩৭) তোমার সহিত যাহার শত্রুভাব সংঘটিত হইয়াছে, তুমি স্বীয় পৌরুষসহায়ে তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন

করিলে। (৩৮) অথবা প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে সঙ্গত অসঙ্গত, উভয়ই সমান। তাঁহার নিকট বিষও অমৃতরূপে লক্ষিত হয়। (৩৯) যাঁহারা প্রকৃত দাতা, তাঁহারাই ভগবান্ বাসুদেবের চরণাম্বুজ প্রদর্শন করেন। (৪০) বৃষকেতু কহিলেন, বীর! তুমি বাসুদেবের চরণসরোজে সঙ্গত হইয়াও যে বাক্য বিন্যাস করিতেছ, ইহাতে আমার সাতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইতেছে। (৪১) কেননা যোগিগণ যে এই বাসুদেবের সাক্ষাৎকার লাভে মূকবৎ অবস্থান করেন, কি বলিবেন কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, তুমি অনায়াসেই তাঁহার দর্শন পাইয়াও নানাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ, ইহাতে আমার লজ্জা হইতেছে। (৪২-৪৪) অনুশাব কহিলেন, মতিমন্! ভগবান্ হরিকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া আমার এইরূপ বাক্স্ফূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে সত্য, কিন্তু এই সনাতন পুরুষ স্বয়ংই যে বাক্যের প্রয়োজক। (৪৫) সৃষ্টির আদিতে ইহাঁরই প্রভাবে পিতামহের মুখপরম্পরা হইতে বিশ্বজননী বাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তদবধি লোকে কথা কহিতে শিখিয়াছে। (৪৬) অধিক কি, এই জনার্দ্দন ভক্তের প্রাণ; ইনিই ধ্রুবকে অক্ষয় শুভলোক সকল দান করিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর নিকট মৌনী হইয়া বাক্য সংযত করা উচিত নহে। (৪৭) যিনি আমার প্রহারে ভীত হইয়া, রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়াছেন, আমি তোমার সমক্ষে সেই হৃষীকেশের স্তব করিতেছি না। (৪৮) যিনি পাণ্ডবগণের সম্মুখে কোনও কালেই যুদ্ধে কিছুমাত্র পীড়িত হয়েন নাই, সেই শত্রুনাশন ধীমান্ কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়াছেন? (৪৯) যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণমাত্রে লোক সকল চতুর্ভুজবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক গরুড়ে আরোহণ করে, সেই বিষ্ণুর বিশ্বময় বপু কি মদীয় সরনিকরে পীড়িত হইয়াছে? (৫০) এই পুরাণ পুরুষ জনার্দ্দন স্বয়ং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আহা! ইহাঁর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। (৫১) ইহাঁর কি বিশ্বমোহিনী মহীয়সী শক্তি! ইহাঁরই প্রসাদে দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র সহস্র সুরাঙ্গনার পতি হইয়াছেন, কিন্তু ইনি গোপবেশধারণপূর্ব্বক কুব্জিকাকেও পরিগ্রহ করিয়াছেন। (৫২) আহা, যাঁহার প্রদত্ত বিবিধ অন্ন দ্বারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড পরিপালিত হইতেছে, তিনি নিশাগমে দ্রৌপদীর সামান্য শাকান্ন ভোজন করিয়াও পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। (৫৩) যে সকল ব্রাহ্মণ পৃথুক প্রদানপূর্ব্বক পরম পুরুষ বাসুদেবের সন্তোষ সাধন করেন, তাঁহারা নন্দনাদি দিব্য স্থান সকল লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু হরি স্বয়ং সামান্য তুলসীকাননেই বিহার করেন। (৫৪) নরপতি অনুশাব এই প্রকার কহিলে, ভগবান্ মাধব তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন ও দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট পরিচয় প্রদান করিলেন। (৫৪) তখন দৈত্যপতি বিনতি সহকারে নমস্কার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, (৫৫) ভদ্র! তুমি আমার ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় মধ্যে পঞ্চম ও অন্তরঙ্গ বান্ধব হইলে। অধুনা, পুরুষোত্তম মাধব যেমন বন্ধুপ্রীতির বশংবদ হইয়া আপনার জ্ঞানে এই যজ্ঞ পালন করিতেছেন, তুমিও নিয়ত তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। আমি তোমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। (৫৬) কুরুপতির এই কথা শুনিয়া দৈত্যপতি ভীমপ্রমুখ সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মহামতি যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, (৫৭) সময় উপস্থিত হইলে, আমি যেখানে সেখানে আপনার জন্য স্বকীয় বাহু ও মস্তক পর্য্যন্ত প্রদান করিব। এই বলিয়া দৈত্যপতি বিরত হইলে, সকলে তাঁহার এই প্রকার মৈত্রীদর্শনে একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। (৫৮।৫৯) এদিকে মহাবল বৃষকেতু সমস্ত পার্থিবমণ্ডল জয় করিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট যজ্ঞীয় তুরঙ্গম

আনয়ন করিলে, তিনি পুরুষোত্তম বাসুদেবের সহিত মিলিত হইলেন এবং (৬০) সস্নেহে মধুর বাক্যে কর্ণনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ধন্য, কেননা স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। (৬১) অধিক কি, তোমার সংশ্রব বশতঃ দৈত্যপতি অনুশাল্ব আমাদের মিত্রপক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং আমাদেরও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইল, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। (৬২) বৎস! তুমি ও কৃষ্ণ, তোমরা উভয়েই আমার পরম প্রীতিভাজন ও নিরতিশয় স্নেহপাত্র। ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকেও কুশলী দেখিলাম। (৬৩) বীরপরিবৃত ধর্ম্মনন্দন হর্ষভরে উভয়ের এই প্রকার প্রশংসা করিয়া পুলকিতান্তঃকরণে হস্তিনানগরে প্রবেশ এবং প্রিয়তম মাধব ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সভামধ্যে রাজাসনে উপবেশন করিলে, (৬৪) তিনি বিবুধগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, নক্ষত্র ও তারাগণের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায়, অথবা ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসঙ্গত বিনয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। (৬৫) তাঁহাকে অদ্ভুত মহাভূত বলিয়া সর্ব্বভূতের অনুভূত হইতে লাগিল। (৬৬) অনন্তর দেবকী, যশোদা, কুন্তী, রোহিণী, রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি অঙ্গনাগণ এবং অনসূয়া ও অরুন্ধতী প্রভৃতি পৌরজন ও দেবিগণ সম্মান সহকারে সেই অশ্বের পূজা করিতে লাগিলেন। (৬৭) এদিকে যজ্ঞারম্ভসময়ে সমস্ত নরপতিবর্গ ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। রাশি রাশি বস্ত্র, খাদ্য, অগুরু, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তী সকল আগমন করিতে লাগিল। ঐ সকলবস্তু যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিবার জন্য আনীত হইয়াছিল। (৬৮) এইরূপে বাসুদেবের হস্তিনা আগমনের বিংশতিদিন পরে চৈত্রী পূর্ণিমা উপস্থিত হইলে, দারুণ অসিপত্র ব্রতাবলম্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত দীক্ষিত হইয়া অশ্বকে যজ্ঞমণ্ডপে স্থাপন ও বিহিতবিধানে পূজা করিয়া সমবেত দ্বিজাতিমণ্ডলে অসংখ্য ধনবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন। (৬৯।৭০) গীতবাদিত্রের মধুরধ্বনি পরম পুণ্যাবহ বেদধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া দিক্ বিদিক্ শব্দিত করিয়া তুলিল। (৭১) অনন্তর ধর্ম্মনন্দন চামর কুঙ্কুম ও চন্দনচর্চ্চিত অস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট ধূপে ধূপিত করিয়া সেই যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন ও অর্জ্জুনকে তাহার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। (৭২) ধনঞ্জয় অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্নান, শুভ্রবসন পরিধান ও গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। (৭৩) তাঁহার গলদেশে দূর্ব্বাচম্পকনির্ম্মিত দিব্যমাল্য দোদুল্যমান ও মস্তকে চামর সহিত ছত্র ধ্রিয়মান হইল। (৭৪) তিনি তদবস্থায় মহোৎসাহে সম্মুখীন হইলে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, (৭৫) পার্থ! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে এই অশ্বের রক্ষা করিবে। বাসুদেবের আশীর্ব্বাদে তোমার যেন কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। (৭৬) তুমি নিরাপদে গমন কর। পথিমধ্যে তোমার যেন কুত্রাপি ভয় উপস্থিত না হয়। (৭৭) তুমি পুনরায় সহায় ও পরিচ্ছদের সহিত কুশলে আগমন কর। হে পার্থ! যাহারা অনাথ, দীন, সচ্চরিত্র, শরণাগত, বদ্ধাঞ্জলি ও যাচমান, তাহাদের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিও না। হে মতিমন্! পিতৃহীন বালকদিগকেও তুমি সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। (৭৮।৭৯) ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে ও অন্যান্য গুরুজনকে নমস্কার করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কৃষ্ণজননী দেবকী, জননী কুন্তি, প্রদ্যুম্নজননী রুক্মিণী, দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী এবং অনসূয়া, অরুন্ধতী ও ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া পরে কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, (৮০-৮২) মাতঃ! ধর্ম্মরাজ আজ্ঞাদিত হইয়া আমাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। (৮৩) পুত্রবৎসলা কুন্তী পরম প্রীতিভাজন অর্জ্জুনের এই বাক্যে তাঁহাকে স্নেহভরে দৃঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুরস্বরে কহিলেন,

বৎস! তুমি ধর্ম্মরাজের অশ্বরক্ষার্থ গমন করিতেছ, উত্তম। (৮৪) কিন্তু তিনি তোমাকে কিপ্রকার সহায় ও সৈন্য প্রদান করিয়াছেন? হে পুত্র! আমার নিকট সেই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। (৮৫) অর্জ্জুন কহিলেন, মাতঃ! মহাত্মা বাসুদেব প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নকে স্বীয় সৈন্য সমুদায় সম্প্রদানপূর্ব্বক আমার সহায় স্বরূপ নিয়োগ করিয়া কহিয়াছেন (৮৬) বৎস! অর্জ্জুন আমার প্রাণসম প্রিয়সখা। তুমি ইহাঁর সহায়তা কর; প্রাণপণে অশ্বকে আমার ন্যায় রক্ষা করিবে। (৮৭) পিতা আপনার সর্ব্বস্ব পুত্রহস্তে ন্যস্ত করেন, পুত্র সাধুশীল হইলে পিতৃধন রক্ষা করিতে পারে; অসাধু হইলে নষ্ট করিয়া থাকে। (৮৮) অনন্তর পুরুষোত্তম বাসুদেব কর্ণতনয় বৃষকেতুকে সৈন্যমণ্ডলে পরিবৃত করিয়া অশ্বরক্ষার্থ আমার সহায় হইতে আদেশ করিয়াছেন। (৮৯) মহাবল পরাক্রান্ত অনুশাল্ব এবং সপুত্র যৌবনাশ্ব তদীয় আদেশে আমার সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন, অতএব আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। (৯০) ভগবান্ জনার্দ্দন যখন আমার প্রতি প্রসন্ন, তখন আর চিন্তার বিষয় কি? সেই সনাতন শ্রীহরি যাহার প্রতি প্রসন্ন, তাহার কোনও বিপদ ঘটে না। (৯১) তিনি ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অতএব আপনি ভয়, বিষাদ ও চিন্তাত্যাগ করিয়া, প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় প্রদান করুন। (৯২) পতিব্রতা কুন্তী কিরীটির এই বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সকল যুদ্ধেই বৃষকেতুকে রক্ষা করিবে। (৯৩) তুমি বৃষকেতু বিনা প্রত্যাগত হইলে এই যজ্ঞ নিরতিশয় শোচনীয় হইবে। বৎস! তুমি সর্ব্বত্র জয় লাভ পূর্ব্বক বিজয়ী হইয়া, অশ্ব রক্ষা করত সংবৎসর অবসানে পুনরায় আগমন কর। এই বলিয়া তিনি ধনঞ্জয়কে গমনে অনুমতি করিলেন। (৯৪।৯৫) মহাবল পার্থ ভগবান্ বাসুদেবকে বারংবার দর্শন ও নমস্কার করিয়া, সৈন্য সমভিব্যাহারে দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। (৯৬) তৎকালে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল এবং তদীয় সর্ব্বশরীর হোমধূপে সুবাসিত হইল। (৯৭) কুমারিগণ লাজা মাল্যে তাঁহাকে আচ্ছন্ন এবং পুরবাসীরা প্রসন্নদৃষ্টিসহকারে জয় ও আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে লাগিল। (৯৮) অনন্তর স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব মধ্যাহ্ন সময়ে সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মোচন করিলেন। তাহাতে ঐ অশ্ব তদীয় সমক্ষে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলে, কর্ণনন্দন বৃষকেতু বৃদ্ধগণের অভিবাদনান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, (৯৯) এবং তৎকালসমুচিত মৃদুবাক্যে আপনার একমাত্র পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত অশ্বের রক্ষণার্থ গমন করিতেছি। (১০০) তুমি পরম প্রযত্নে গৃহবাসিনী কুন্তী প্রভৃতি মাননীয়া রমণিগণ ও পুরবাসী বৃদ্ধাদিগের সেবা করিবে। (১০১) সাধুগণের পরিচর্য্যায় পরম সৌভাগ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভাবিনি! তুমি গৃহে রহিলে, আমি বিদেশে চলিলাম; দেখিও, যেন আমাকে বিস্মৃত হইওনা। (১০২) বৃষকেতুর পত্নী ভদ্রা স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, নাথ! আপনি আমার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, তবে যদি স্বায় মন ত্যাগ করিয়া যাইবার অভিলাষ হয়, গমন করুন; কিন্তু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমা দ্বারা কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। (১০৩,০৪) শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বামীই স্ত্রীর পরম দেবতা ও সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থ এবং সনাতন সম্পত্তির নিদান। (১০৬) যাহা হউক, আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বের রক্ষা করিবেন। পশ্চাৎ সংগ্রামে কদাচ বিমুখ হইবেন না। (১০৭) এই পুরমধ্যে কৃষ্ণের যে সকল স্ত্রী বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত পৌরুষ গুণের পরিচয় বিদিত আছেন। অতএব আপনি কোনও মহাযুদ্ধে বিমুখ হইয়াছেন শ্রবণ করিলে, ইহাঁরা আমাকে দেখিয়া,

হাস্য করিবেন। (১০৮) শ্রীমুখসমুদ্ভূত সেই হাস্য সহ্য করা আমার সাধ্য হইবে না। কেন না, আমি আপনার গুণানুরাগিণী ভার্য্যা। (১০৯)

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর কর্ণসুত প্রিয়তমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি ভীরু! যদি সমস্ত ভুবন যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হয়, তুমি শুনিতে পাইবে, আমি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সাধনার্থ তাহাও বিদলিত করিয়াছি। (১১০) আমি প্রথিত-যশা কর্ণের পুত্র, সুতরাং সংগ্রামে বিমুখ হইলে, বাসুদেবের মাহাত্ম্য এক কালেই বিলুপ্ত হইবে। (১১১) কাশীতে মরণে, গয়ায় পিণ্ডদানে এবং প্রয়াগে মাঘ মাসে স্নান করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। আমি সংগ্রামে বিমুখ হইলে, এই সকলের বৈপরিত্য ঘটিবে। (১১২) অধিক কি, তোমার এই বিম্বাধরবিমণ্ডিত মুখমণ্ডলও পুনরায় আমার দর্শনসুখ সম্পাদন করিবে না। (১১৩) এই বলিয়া মহাবল বৃষকেতু অসংখ্য বীরে বেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। (১১৪) বৃষকেতু পুরী পরিত্যাগ করিলে, বাসুদেব ও ভীমাদি সকলেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (১১৫) এদিকে অর্জ্জুনের অশ্ব মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিল। বীর নীলধ্বজ সেই নানাজনসমাকীর্ণ, নিত্যোৎসব-বিলাসপূর্ণ, দুর্গমণ্ডিত ও লিঙ্গাকৃতি পুরী রক্ষা করেন। (১১৬) তত্রত্য লোক সকল সরিদ্বরা নর্ম্মদার নির্ম্মল সলিল পান করিয়া জীবন ধারণ করে। (১১৭) তৎকালে নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর তত্রত্য রমণীয় কাননে পুষ্পিত লতাকুঞ্জে চম্পকতরুমূলে দিব্য আসনে আসীন হইয়া সহস্র রমণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। (১১৮) হে জনমেজয়! গৌরী, শ্যামা ও বরবর্ণিনী রমণিগণ সেই রাজনন্দনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। (১১৯) যাহার রজোদর্শন হয় নাই, তাহাকে শ্যামা, রজোদর্শন হইয়াছে, তাহাকে বরবর্ণিনী এবং যে নারী অপ্রসূতা তাহাকে গৌরী ও প্রসূতারমণীকে ভাবিনী বলে। তৎকালে প্রবীর বিচিত্র রত্নমালায় বিভূষিত স্বীয় মহিষী মদনমঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! রমণিগণ পুলকিতচিত্তে লতানিচয় হইতে কুসুম চয়ন করুক। (১২০) তাঁহার নির্দেশ শ্রবণ করিয়া বিলাসিনিগণ সুমধুরস্বরে প্রাণনাথের মনোহর চরিতগাথা গান করিতে করিতে কুসুমচয়নে প্রবৃত্ত হইল। (১২১) এমন সময়ে অর্জ্জুনের সেই বদ্ধপত্র চন্দনচর্চ্চিত রত্নমালাবিমণ্ডিত কামিনীকরকুঙ্কুমে অলঙ্কৃত ও বিবিধমাল্যে সুশোভিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম তথায় যদৃচ্ছাক্রমে প্রবেশ করিল। (১২২) প্রবীরের মহিষী মদনমঞ্জরী সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিয়া স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, নাথ! দেখুন, গোক্ষীরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মুক্তামালাবিমণ্ডিত ও সুন্দরস্কন্ধবিশিষ্ট এক অশ্ব উদ্যানমধ্যে সমাগত হইয়াছে। (১২৩) উহার অধর তাম্রবর্ণ, খুর সকল রক্তবর্ণ, নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও পুচ্ছ পীতবর্ণ। (১২৪) উহার ললাটে ঐ যে সুলিখিত পত্র আবদ্ধ রহিয়াছে, নাথ! উহা পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও এবং অশ্বকে ধারণ করিয়া আমার প্রীতিসাধন কর। (১২৫)

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর প্রবীর প্রিয়তমার এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক হর্ষভরে অশ্বের মাল্যদামমণ্ডিত কেশপাশ গ্রহণ করিয়া ললাটপত্র প্রণয়িনীর নিকট পাঠ করিলেন। (১২৬) উহার মর্ম্ম এই, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য এই অশ্ব মোচন ও অর্জ্জুনকে উহার রক্ষণার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। (১২৭) যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, সে ব্যক্তি প্রভাবে ইহাকে ধারণ করুক। এই প্রকার পত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবীর সেই অশ্বকে ধারণ ও পুরমধ্যে প্রেরণ করিলেন (১২৮) এবং সমস্ত স্ত্রীমণ্ডলী পুরপ্রবেশ করিলে, তিনি স্বয়ং পুরপ্রতীকারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (১২৯) ধনঞ্জয়কে তাঁহার তৃণ তুল্য জ্ঞান হইল এবং সুবিপুল সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিল। (১৩০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত প্রবীর সংবাদ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবল ধনঞ্জয় অশ্বের পরিদর্শনক্রমে অনুশাল্ব, প্রদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ধীমান্ বৃষকেতুর সহিত তথায় সমাগত হইলেন। (১) তন্মধ্যে মহাবল বৃষকেতু সকলের অগ্রেই আগমন করিয়া দেখিলেন, প্রবীর ব্যূহসংস্থান পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। (২) বৃষকেতুকে অবলোকন করিয়া প্রবীর কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং থাক, থাক, এইপ্রকার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, (৩) আমি নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর, তোমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব পুরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছি। অদ্য অর্জ্জুন তাহাকে মোচন করুক। (৪) প্রথমে তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর; পশ্চাৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে। অন্যান্য মহাবল বীরগণের সহিতও ঐরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। (৫) এই বলিয়া তিনি পাঁচবাণে বৃষকেতুকে পীড়িত করিয়া, চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও একবাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। (৬) কর্ণনন্দন বৃষকেতুও সহাস্য আস্যে তাঁহাকে সপ্ত শরে আহত করিয়া, নিরতিশয় রোষভরে অপর শর-চতুষ্টয় প্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় শুকপক্ষীসন্নিভ অশ্বসকলকে শমনসদনের অতিথি করিলেন এবং সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। (৭।১০) প্রবীর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর প্রয়োগ করিলে, তাহার দারুণ আঘাতে বৃষকেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (১১) অনন্তর প্রবীর অনুশাল্বকে এক বাণে বিদ্ধ করিলে, অনুশাল্ব তাহার প্রতি এরূপ শরজাল বিস্তার করিলেন যে, প্রবীর এককালেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। (১২) তদ্দর্শনে হাহাকারে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মহা বাহু নীলধ্বজ পুত্রের অবস্থা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (১৩) পাবকপ্রতিম নীলধ্বজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত সমাগত হইয়া প্রবীরকে মুক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক বীরকে দশ দশ বাণে সমাহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। (১৪) সব্যসাচী ধনঞ্জয় নীলধ্বজ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য নিপীড়িত হইতে দেখিয়া, দারুণ ক্রোধে তিক্ত তিক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাঁচবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। (১৫) মহিষ্মতিপতি নীলধ্বজও সহাস্য আস্যে সেই সকল শর অর্দ্ধপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১৬) তদ্দর্শনে অপ্রমেয় অর্জ্জুন অতিমাত্র পৌরুষপ্রদর্শনপূর্ব্বক এককালে সহস্র শর পরিত্যাগ করিলে, বিষ্ণুভক্ত যেমন বিষ্ণুর স্তবমালা পাঠ করিয়া ভয়ঙ্কর যমদূতকে অদৃশ্য করে, ক্রোধমূর্চ্ছিত নীলধ্বজও তেমনি অলক্ষিত হইলেন। (১৭) অনন্তর বিষ্ণুর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক গর্জ্জনশীল লোকের দর্শনে দূতগণ যেরূপ উত্থিত হয়, মূর্চ্ছার অবসানে নীলধ্বজ সেইরূপ পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক স্বীয় জামাতা অগ্নিকে যুদ্ধার্থ বরণ করিলেন। হুতাশন নীলধ্বজের করমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। (২০) মত্ত মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সকল অগ্নির জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। (২১) রথি ও পদাতিসকলও সেই উত্তাপে অসহমান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। (২২) করভসকল, বহ্নিতেজে শরীর দগ্ধ হওয়াতে ভারত্যাগ-পূর্ব্বক বনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং বামীসকলও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। (২৩) ধনপূর্ণ শকট, চামর, ছত্র ও কদাচন দগ্ধ হইয়া গেল এবং রণভূমি ক্ষণমধ্যেই অগ্নি-ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। (২৪)

সমরশ্লাঘী পার্থ অগ্নির উপশম বাসনায় বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। (২৫) তখন নিরুপায় ভাবিয়া প্রজ্বলিত পাবকের স্তব করিয়া কহিলেন, হে হব্যবহ! তুমি দেবগণের মুখ, তোমাকে নমস্কার। (২৬) ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমারই প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তুমিই আমাকে গাণ্ডীব ধনু ও দিব্য রথ প্রদান করিয়াছ। (২৭) হে বিভো! তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহপরায়ণ, এক্ষণে তুমি অতিমাত্র প্রদীপ্ত হওয়াতে আমার সৈন্য সকল হত ও যজ্ঞীয় অশ্ব হৃত হইয়াছ। তুমি আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া প্রজ্বলিত: হইয়াছ, আমি কি করিব? (২৮-৩০) জনমেজয় কহিলেন, ভগবান্! হুতাশন কিরূপে মহারাজ নীলধ্বজের জামাতা হইয়াছিলেন? তিনি ভগবান্ অগ্নিকে আপনার কোন কন্যা সম্প্রদান করেন? এই সমস্ত শুনিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। (৩১।৩২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহারাজ নীলধ্বজের জ্বালানাম্নী সুমধ্যমা সহধর্ম্মিণী স্বাহা নামে ধর্ম্মচারিণী পরমসৌন্দর্য্যশালিনী এক কন্যা প্রসব করেন। (৩৩) বন্ধুবর্গের প্রীতিজননী, নিরতিশয় রূপশালিনী ও ত্রিভুবনের মোহকারিণী স্বাহা, পিতৃগৃহে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। (৩৪) দুহিতাকে বর্দ্ধিতবয়াঃ দর্শন করিয়া কাহাকে সম্প্রদান করিবেন, এই চিন্তায় নীলধ্বজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সেই সুলোচনা কন্যাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! আমার পটমণ্ডপে সহস্র সহস্র রাজা ও রাজপুত্র অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তোমার কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ হয় বল। (৩৫।৩৮) স্বাহা লজ্জানম্রবদনে উত্তর করিলেন, তাত! মানুষ লোভের বশীভূত ও মোহে আচ্ছন্ন; আমি তাহাকে পতীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনি দেবলোকে আমার উপযুক্ত বর অনুসন্ধান করুন। (৩৯) নীলধ্বজ কহিলেন, অয়ি শোভনে! তুমি মহাবাহু দেবরাজকে পতীত্বে বরণ কর। শুনিয়াছি তিনি মানুষীর প্রতি কামনাপরতন্ত্র। (৪০) অবশ্যই তোমার বরণার্থ মদমত্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সেই অনন্তলোচন সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র মর্ত্তে আগমন করিবেন। (৪১) স্বাহা পিতৃবাক্যশ্রবণে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তপস্বিগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া থাকেন, পরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারেন না, মহর্ষি গৌতমের ভার্য্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অনুজ কেশবকে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব কোন্ রমণী তাঁহাকে কামনা করিবে? বিশেষতঃ যাঁহার প্রভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কনিষ্ঠ জগন্নাথ বিষ্ণুকে নিতান্ত মোহিত করিয়া তিনি কৃতঘ্নতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে কদাচ বরণ করিব না। এক্ষণে যে কারণে মানুষদিগকে ত্যাগ করিলাম, শ্রবণ করুন। (৪২-৪৫) স্ত্রীদিগের শরীর স্বভাবতই সরল সুতরাং যে রমণী প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পতি বরণ করে, শুনিয়াছি, শীলভঙ্গপ্রযুক্ত তাহার ঘোর নরক লাভ হইয়া থাকে। (৪৬) ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যিনি অপবিত্র না ভাবিয়া তদীয় গাত্রস্পর্শ করেন, তাত! সেই দেবগণের মুখস্বরূপ পাবক অগ্নিকেই পতিত্বে বরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। (৪৭) অন্য দেবতা, অসুর, পন্নগ বা উরগ কাহাকেও আমি বরণ করিব না। হুতাশন যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে বরণ করেন, তাত! আমি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিব। (৪৮)

জৈমিনি কহিলেন, নরপতি নীলধ্বজ কন্যার এই প্রকার কথা শ্রবণে বিস্মিত ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন, (৪৯) কিন্তু পৌরজনেরা হাস্য করিয়া পরুষবাক্যে কহিতে লাগিল, অয়ি বালে! তুমি রাজাকে কি বিপরীত কথাই বলিতেছ। হায়, কি কষ্ট। যিনি সকলকে দাহ ও ভক্ষণ

করেন, সেই কৃষ্ণবর্ত্মা, মেঘবাহন, আতুরভাবাপন্ন, সপ্তজিহ্ব, ধূম্রমুখ অগ্নিকে তুমি কিরূপে বরণ করিবার কথা কহিতেছ? অথবা স্ত্রীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ অতি কদর্য্য লোকেরই অনুসরণ করে। দেখ, পদ্মিনী অতি কুৎসিত ভ্রমরে আশক্ত হয় এবং জগত্রয়ের পাবনী জাহ্নবী নীচপথে গমন করেন। (৫০-৫৪) স্বাহা তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উপবনে গমন করিলেন এবং স্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত বহ্নি স্থাপন করিয়া, নিরন্ত তাঁহার ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৫) দ্বিজাতিগণ স্বাহার নিদেশ-পরতন্ত্র হইয়া অগুরু, চন্দন, ঘৃত, পায়স, শর্করা, ইক্ষুখণ্ড, দ্রাক্ষা, তিল, কর্পূর, তাম্বূল, শক্তু, মোদক ও রম্ভাফল অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। (৫৬) শব্দায়মান-বলয়কঙ্কণ-বিভূষিতা মুক্তমালামণ্ডিতা বালিকা স্বাহা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া হুতাশনের এই প্রকার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৭) অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, ব্রাহ্মণবেশে ভগবান্ হব্যবাহন দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া মহারাজ নীলধ্বজের নিকট সমাগত হই-লেন। (৫৮) রাজা অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া আদরসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, দ্বিজ! কোথা হইতে আসিলেন? আদেশ করুন, আপনার কি করিতে হইবে। (৫৯) ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্রে আমার জন্ম হইয়াছে, কন্যালাভকামনায় আসি-য়াছি; তোমার গৃহে সেই কন্যা অবস্থিতি করিতেছেন; আমাকে সম্প্রদান কর। (৬০) রাজা কহিলেন, মদীয় কন্যা হুতাশনে অভিলাষিণী হইয়াছেন, মানুষে তাঁহার শ্রদ্ধা ও স্পৃহা নাই। অতএব যদি রুচি হয়, তাহা হইলে অপর কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিব। (৬১) ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমিই সেই হুতাশন, আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছি এবং স্বাহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নৃপোত্তম! আমাকে স্বাহা সম্প্রদান করুন। (৬২) জৈমিনি কহিলেন, তত্রত্য জনগণ সকলেই এই কথায় স্মেরবদন হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল, এই ব্রাহ্মণ কপটবাদী। হে নৃপোত্তম! ইনি কন্যার্থী ব্রাহ্মণ, বাস্তবিক অগ্নি নহেন; কিন্তু অগ্নি ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণের হস্তে স্বাহাকে সম্প্রদান করা হইবে না। আপনার সচিব কি ব্রাহ্মণের সম্যক্‌রূপ পরীক্ষা করিতে জানেন না? (৬৪.৬৫) মন্ত্রিগণ এই কথায় আগন্তুক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আপনাকে অগ্নি বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইতেছে না, অতএব আপনি আত্ম প্রকাশ করুন। (৬৬) তখন অগ্নি শিখাপরম্পরা বিস্তার করিয়া সেই ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া রোষভরে প্রথম মন্ত্রীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৬৭) সচিব দগ্ধ হইলে সমুদায় লোক কম্পিত হইয়া উঠিল। নরপতি নীলধ্বজ তৎক্ষণাৎ বহ্নিসূক্ত প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। (৬৮)

এই অবসরে কন্যার মাতৃষসা রাজাকে কহিল, তুমি কোনমতেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিও না। (৬৯) ইনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এই অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করাইলেন, বাস্তবিক ইনি অগ্নি নহেন। (৭০) রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ব্রাহ্মণ স্বগৃহে লইয়া যাও। (৭১) অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরাননে! তথায় লইয়া গিয়া বিশ্রম্ভরূপে এই জামাতার পরীক্ষা কর। (৭২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণের সহিত স্বগৃহে গমন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! শীঘ্র আমার নিকট পরীক্ষা প্রদান কর। (৭৩) তখন অগ্নি কুপিত হইয়া তিক্ত তিক্ত বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার মন্দির, মনোহর তোরণ, সুশোভন প্রচ্ছাদন ও পট্ট-শালা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৭৪) মাতৃষসাও অর্দ্ধদগ্ধ এবং দহ্যমান বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া সবেগে পলায়ন করিলেন। (৭৫) হে সুরেশ্বর! তদর্শনে তথায় তুমুল কোলাহল সমুপস্থিত হইল এবং লোক সকল বহ্নিভীত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। (৭৬) কন্যার

মাতৃস্বসা রোদন করিতে করিতে রাজভবনে সমাগত হইয়া কহিলেন, রাজন্! বহ্নি আমার গৃহদাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে নিবৃত্ত কর। (৭৭) রাজা কহিলেন, ভদ্রে! তুমি স্বল্প-সময়ের মধ্যেই পাবকের পরীক্ষা করিয়াছ। আর ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি বিশেষরূপে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিয়া লই। (৭৮) রাজ্ঞী কহিলেন, তোমার বেশ পরীক্ষা করা হইয়াছে, অতএব ইনিই তোমার জামাতা হউন। (৭৯) রাজা নীলধ্বজ অগ্নিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তুমি কখনও আমার পুরী পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাকে কন্যা দান করি। যে সকল রাজা আমার বৈরী হইয়া যুদ্ধে সমাগত হইবে, তাহাদিগকে তুমি দগ্ধ করিবে। (৮০।৮১) ঐ সময়ে মন্ত্রী তাঁহাকে কহিল, রাজন্! আপনি কি করিতেছেন? অগ্নিকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া সর্ব্বদা গৃহে রক্ষা করিতেছেন? হে নরাধিপ! ইনি স্বাহাকে লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করুন। (৮২) রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মন্ত্রি! যতদিন জামাতা আমার গৃহে থাকিবেন, তাবৎ আমার নিরতিশয় তেজস্বিতা প্রকাশ পাইবে। বিশেষতঃ আমি নগররক্ষার জন্যই অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহাঁকে স্বাহা সম্প্রদান করিলাম। (৮৩।৮৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর নীলধ্বজ শুভলগ্নে অগ্নিকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পাণিগ্রহ সম্পন্ন হইলে, বহ্নি রাজগৃহে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। (৮৫) হে রাজেন্দ্র! সেই হইতে অগ্নি রাজার সেই পুরোত্তমে উল্লিখিত নিয়মানুসারে বাস করিতেছেন। (৮৬) রাজা এক্ষণে সেই জামাতা বহ্নিকেই অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। হে মহাবুদ্ধি জনমেজয়! পুনরায় অগ্নির কথামৃত শ্রবণ কর। (৮৭) অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া ভগবান্ পাবক পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে পৃথানন্দন ধনঞ্জয় নারায়ণাস্ত্র স্মরণ করিলে উহা তাঁহার করগত হইল। (৮৮) অগ্নি নারায়ণাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থিত হইয়া কহিলেন, হে পার্থ! সকল শুদ্ধির হেতুভূত পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব সমীপে থাকিতে, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধিলাভে উদ্যত হইয়াছেন, এই কারণেই তোমার প্রতি উক্তরূপ দণ্ড প্রয়োগ করিলাম। (৮৯।৯০) বেদ, যজ্ঞ, বা মন্ত্র কিছুই হরিবিনা শুদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ নহে, এই কারণে কেশবে বিশ্বাস স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (৯১) তুমি ক্ষীরসাগরে অধিকারী হইয়া, কি জন্য ছাগী-দোহনে উদ্যত হইয়াছ, অথবা সমুদিত ভাস্করকে পরিত্যাগ করিয়া, কিজন্য খদ্যোতের সেবা করিতেছ? (৯২) হে বীর! তুমি আমার সখা; আমি তোমার প্রতি কখনই কৃতঘ্ন নহি। তুমি সর্ব্ব প্রথমে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে এ দুর্নিমিত্ত ঘটিত না। যাহা হউক, তোমার মৃত সৈন্যসকল পুনরায় উত্থিত হউক। হে পার্থ! রাজা আমাকে প্রয়োগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে অশ্ব প্রত্যাহৃত হয়, তাহার বিধান কর। (৯৩-৯৫) অগ্নি এই বাক্যে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া, স্বয়ং নীলধ্বজের সমীপে গমন করিলেন। রাজা হুতাশনকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, জয়লাভে তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ ত। (৯৬) হে বিভো! অদ্য রণে ধনঞ্জয়ের সৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিয়া, তুমি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছ ত? (৯৭)।

জৈমিনি কহিলেন, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া, হুতাশন হর্ষভরে কহিলেন, সর্ব্ব-পাপ বিনাশন দেব বাসুদেব সর্ব্বদা যাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজমান, কাহার সাধ্য, তাঁহার সৈন্য সকল দগ্ধ বা নিপাতিত করে। (৯৮) অতএব হে রাজশার্দ্দূল! উত্থান করিয়া অর্জ্জুনকে পরিতুষ্ট ও তুরগ প্রত্যার্পণ কর, তাহাতে অবশ্য মঙ্গললাভ করিবে। (৯৯) বজ্রপাণি দেবরাজ নিবারণ করিলেও আমি এই হরিসখা ধনঞ্জয়ের সমক্ষে খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিয়াছিলাম। (১০০) অদ্য তোমার গৃহজামাতা হওয়াতেই সেই সৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অতএব গৃহজামাতার জন্মে ও নিরর্থক জীবনে ধিক্! ১০১।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজা নীলধ্বজ তদীয় বাক্য হিতকর বিবেচনা করিয়া, স্বীয় মহিষীকে কহিলেন, অধুনা অর্জ্জুনকে অশ্ব অর্পণ কর। (১০২) মহিষী কহিলেন, তোমার পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, বান্ধব ও ভয়াবহ বাহিনী বিদ্যমান থাকিতে কি জন্য অশ্ব প্রদান করিব? (১০৩) তুমি স্বয়ং সাতিশয় শৌর্য্যশালী ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কোষেও কোন কালেই অর্থের অভাব নাই, বিশেষতঃ মনুষ্যের জীবন অনিত্য। তবে কেন অশ্বপ্রদানে উদ্যত হইয়াছ? (১০৪) রাজা নীলধ্বজ মহিষীর এই কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া, পুনরায় হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে কর্ণহন্তা ধনঞ্জয়ের সান্নিধ্যে গমন করিলেন। (১০৫) অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া, অস্ত্র সকল মোচন করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ নারাচ সকল প্রয়োগ করিয়া বহুতর সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। (১০৬) পার্থ রাশি রাশি শরসন্ধানপূর্ব্বক নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে, লোকমাত্রেরই বিস্ময় জন্মিল; (১০৭) মহাবল নীলধ্বজের মহাবল পুত্র ও ভ্রাতৃগণ নিহত, রথ ভগ্ন ও সারথি নিপাতিত হইল। স্বয়ং নীলধ্বজও মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সারথি তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিল। (১০৮-১১০) অনন্তর রজনী সমাগমে রাজা নীলধ্বজ সমাগত হইয়া রোষভরে জালাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, দুষ্টবুদ্ধে। তোমার আমার সুহৃদগণ নিহত হইয়াছেন। অতএব রে দুষ্টে! তুমি যাও বা থাক, আমি অশ্ব প্রদান করিব। (১১১।১১২) এই বলিয়া রাজা যজ্ঞাশ্ব রাশি রাশি রত্ন, কাঞ্চন ও বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রীর সহিত অর্জ্জুনের নিকট সমাগত হইয়া নমস্কার করিলেন। (১১৩) অনন্তর অর্জ্জুনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাবাহু পার্থ! আজ্ঞা করুন; আমি কি কবিব। (১১৪) অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর কহিলেন, আপনি পৃথিবীমধ্যে বীর। আমার সহিত মিলিত হইয়া এই বৎসর আমার অশ্বের রক্ষা করুন। (১১৫)।

জৈমিমি কহিলেন, অনন্তর যজ্ঞীয় অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলে, অর্জ্জুন নীলধ্বজের সহিত তাহার পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। (১১৬) এদিকে নীলধ্বজের মহিষী মহারাজের এই প্রকাব ব্যবহারে ক্ষুন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ভ্রাতা উল্মুকের পুরীতে গমন করিলেন। (১১৭) তিনি ভ্রাতাকে নমস্কার করিয়া ক্রন্দন করত কহিলেন, অর্জ্জুন স্বীয় তেজে আমার গৃহ দগ্ধ, পুত্র সকল নিহত, দেবর ভাসুরকে বিনষ্ট, সৈন্য সকল ক্ষয়, অশ্ব প্রত্যাহরণ এবং রাজাকে বশীভূত করিয়াছেন। (১১৮) হে বীর। আপনি যদি আমার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে নিপাত করেন, তাহা হইলেই জানিব, আমার যথার্থ ভ্রাতা ও সুহৃদ। (১১৯) যদি না করেন, তাহা হইলে আমি এজীবনে আর অশ্রু মার্জ্জন করিব না। (১২০)

জৈমিনি কহিলেন, হে ভারত! উল্মুক এই সকল অনুযোগ শ্রবণ করিয়া ভগিনী জালাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! অতঃপর তুমি এই পুরীতে বাস কর (১২১) আমার এই রাষ্ট্রমণ্ডল তোমারই জানিবে। আমি কিয়ৎকাল মধ্যেই তোমার সম্যক্ প্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি। (১২২) জালা কুপিত হইয়া কহিলেন, আপনি আমার সহোদর, তবে কি জন্য আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন না? আপনি কি জন্য অদ্যই শত্রু বধে গমন করিতেছেন না? (১২২) উল্মুক কুপিত হইয়া কহিলেন, রে দুষ্টে! তুমি যেমন আপনার গৃহ নষ্ট করিয়াছ, সেইরূপ আমারও করিতে অভিলাষিণী হইয়াছে। শীঘ্র আমার গৃহ হইতে প্রস্থান কর। (১২৩) জালা ক্ষুন্ন মনে ভ্রাতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। (১২৪) এবং পরপারগমন সময়ে কহিতে লাগিলেন, আমার বাম চরণে ভাগীরথীসলিল সংলগ্ন হইয়াছে, সুতরাং গঙ্গাম্বু স্পর্শ বশতঃ আমার পাতক সঞ্চিত

হইয়াছে, সন্দেহ নাই। (১২৫) তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া লোক-সকল কহিতে লাগিল, তুমি নৌকায় আরোহণ করিয়া এ কি বলিতেছে? পৃথিবীতে যাঁহার সলিল সমস্ত পাতক নাশ করে, যাহাতে একবার নিমজ্জনমাত্রে মহাপাতকিরাও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে, যে গঙ্গার নামগ্রহণমাত্র লোকে নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তুমি বলিতেছ, তাঁহার সলিলস্পর্শ করিলে পাতক জন্মে? রে দুষ্টে! তোকে ধিক্। (১২৬ ১২৮)

জৈমিনী কহিলেন, লোক সকল এই প্রকার কহিতেছে, এমন সময়ে সুমঙ্গলা গঙ্গা সলিলমধ্য হইতে আবির্ভূতা হইয়া জ্বালাকে কহিলেন তুমি এ কি কথা বলিলে? (১২৯) জ্বালা কহিলেন, রে অপুত্রে! শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বে জলমধ্যে মগ্ন করিয়া সপ্ত পুত্র নিহত করিলে, মহারাজ শান্তনু তোমার নিকট একমাত্র জিতকাম পুত্র প্রার্থনা করেন। (১৩০) পার্থ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তোমার একমাত্র পুত্র ভীষ্মকে বিনষ্ট করায় তুমি পুত্রহীন হইয়াছ এবং তোমার সংস্পর্শে এই জলও নিতান্ত দূষিত হইয়াছে। (১৩১-১৩২) ভাগীরথী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনকে অভিশপ্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন আমার পুত্র পাণ্ডবগণের পিতামহ, হিতকারী এবং ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য। যে ব্যক্তি তাহাকে নিহত করিয়াছে, অদ্য হইতে ছয় মাস মধ্যে তাহার শির ভূপতিত হউক। (১৩৩।১৩৪) অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া সুমতি জ্বালা হৃষ্টচিত্তা হইলেন এবং তিনি অগ্নিতে পতিত ও ভয়ঙ্কর বাণরূপে আবির্ভূত হইয়া, ধনঞ্জয়ের সংহার বাসনায় বভ্রুবাহনের তূণীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১৩৫)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত গঙ্গাশাপ পঞ্চদশ নামক অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, এদিকে সেই অশ্ব আকাশ আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মাহিষ্মতী হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করিল এবং ক্রমে গমন করিয়া রাশি রাশি অর্জ্জুনবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত ও দেবগণের সহিত বিরাজমান বিন্ধ্যপর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইল। (১।২) অর্জ্জুন তাহার পশ্চাতে এবং তৎপশ্চাৎ তদীয় সুবিপুল সৈন্য বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। (৩) সৈন্যগণের সমাগমে বিষম পথও সমান হইয়া গেল। বনবাসী দেবতাগণ বনচর অর্জ্জুন ও তদীয় অশ্বকে দেখিতে লাগিলেন। (৪) অনন্তর যজ্ঞাশ্ব যোজনায়তা মহতী শিলা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সেই শিলাতে আপনার অঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। (৫) পূর্ব্বে হরিপাদস্পর্শে শিলাকে স্ত্রী করিয়াছিলেন; এই প্রকার চিন্তা করিয়াই যেন সেই দুর্বুদ্ধি অশ্ব ঐ শিলা স্পর্শ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বরং বজ্রলেপময় ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। হরিনাম সাধনে কেহ কেহ সদগতিলাভ করে, কেহ তদীয় আরাধনাপরাঙ্মুখ হইয়া, ঐরূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে। (৬।৭) হরিসেবকগণ অশ্বকে জড়ীভূত অবলোকন করিয়া কেহ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ কৈতবব্যাপ্ত করিয়া কহিতে লাগিল, অশ্ব কি সংঘর্ষণবশে লীন হইয়া গেল! কেহ বা অর্জ্জুনের নিকট তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া কহিল, শিলাঘট্টনবশে আপনার অশ্ব জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। (৯) অর্জ্জুন প্রদ্যুম্নের সহিত দ্রুতপদে সমাগত হইয়া অশ্বকে দর্শন করিলেন এবং বিষাদে মলিন ও বিস্মিত হইলেন। (১০) অতঃপর ভীমানুজ পার্থ, নিশাগমে পঙ্কজের ন্যায় ম্লান হইয়া বারংবার অশ্বের উদ্ধার করিতে

করিলেন। (১১) অশ্বসেবকেরা অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে স্থূলাকৃতি কশাসকল গ্রহণ করিয়া বিবিধ উপায় প্রয়োগ সহকারে সবলে অশ্বকে তাড়না করিতে লাগিল; (১২) হে নৃপসত্তম! তাহারা কশাসহযোগে শিলাও কর্ষিত করিল, তথাপি, বিষ্ণুসেবনে বৈষ্ণবগণের ন্যায়, অশ্ব শিলা হইতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হইল না। (১৩) অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন, ইহা শিলারই কার্য্য কিম্বা রাক্ষসের চেষ্টিত, জানিবার জন্য চরদিগকে প্রেরণ করিলেন। (১৪) হে রাজন্! চরগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ত্বরিতপদে গমন করিয়া মুনিদিগকে ঐ শিলার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করতঃ পর্ব্বতগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। (১৫) অনন্তর তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিনিবেশিত এক রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইল। (১৬) শাল, তাল তমাল, কর্ণিকার, রসাল, বকুল, চম্পক, নারিকেল, কেশর প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ এবং বিচিত্র সরোবরসমূহে ঐ আশ্রম সুশোভিত। (১৭) তথায় পশুগণের কোনও রূপ বিঘ্ন বা বিপদ নাই। তথাকার ব্যাঘ্রগণ ধেনুগণের সহিত মিলিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। (১৮) মার্জ্জার সকল ইন্দুরের দশনদ্বারা স্ব স্ব গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে এবং সর্পসকল নকুলের সহিত বৈরভাব ত্যাগ করিয়াছে। (১৯) তথাকার বৃহৎ মৎস্যেরা ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে না, উলূকেরা তথায় দিবাভাগে কাকগণের সহিত ক্রীড়া করে। (২০) অন্যান্য ক্রূর ও হিংস্র পশুগণও অমিততেজা মহর্ষি সৌভরির প্রভাবে সৌম্যত্ব অবলম্বন করিয়াছে। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। (২১) মহর্ষি স্বীয় তপোবলে তথাকার সমস্ত পার্থিব উপদ্রব দূরীকৃত ও স্বর্গের যাবতীয় সৌভাগ্য একত্রিত করিয়াছেন। কাহার সাধ্য, তথায় কোনওরূপ অত্যাচার করে। চরগণ সেই আশ্রম অবলোকন ও মহর্ষি সৌভরিকে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে আসিয়া নিবেদন করিল। (২২।২৩)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন, মহীপতি যৌবনাশ্ব ও কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, (২৪) মহর্ষি সৌভরি ঋষিসভামধ্যে সমাসীন হইয়া শিষ্যদিগকে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন এবং বহুসংখ্য ঋষিকে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করাইতেছেন (২৫) অর্জ্জুন মুনিগণের সহিত মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা, নাম অর্জ্জুন। (২৬) বোধ হয়, ভগবান এ অধীনের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে ঋষিসত্তম! সেই যজ্ঞীয় অশ্ব দৈবাৎ এই তপোবনে আসিয়া পাষাণে পরিণত হইয়াছে। তাহার আর চলৎশক্তি নাই। (২৭) আমরা যুদ্ধে দুর্দ্দম কুরুদিগকে সংহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই পাপের শান্তি জন্য ধর্ম্মরাজ এই অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (২৮) কিন্তু অশ্ব পাষাণে বদ্ধ হওয়াতে সেই যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে বিভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পাপ শান্তি ও অশ্বমোচনের উপায় বলিয়া দিন। (২৯)

জৈমিনি কহিলেন, নিখিলশাস্ত্রকর্ত্তা সৌভরি অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেব কুরুক্ষেত্র-সমরে যে অধ্যাত্ম উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহা সমগ্র স্মরণ পূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি বন্ধুদিগকে সংহার করিয়াছ বলিয়া বৃথা শোচনা করিতেছ (৩০।৩১) সাক্ষাৎ বাসুদেব যখন তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছেন, তখন এই অশ্বমেধশ্রমও নিরর্থক। (৩২) হে পার্থ! আমি কুরুদিগকে নিপাতিত করিয়াছি, তোমার এ ভ্রমও বৃথা। দেখ, কে কাহার হন্তা, কে কাহার হিংসক? আর কেই বা কাহার রক্ষা? অতএব তুমি আমাকে বলিতেছ কেন? (৩৩।৩৪)

অর্জ্জুন কহিলেন, বিপ্র! আপনি যে কুরুক্ষেত্রে ভগবানের কথা শুনাইলেন, তাহাতে অনবরত বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব হে মহামুনে! যাহাতে আমার এই ভ্রম অবনীত হয়,

ত'হা করুন। (৩৫) সৌভরি কহিলেন, এই সংসার ভগবান্ হরির মায়া। নদী, সমুদ্র পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্যমান চরাচরই অনিত্য; কেবল একমাত্র বাসুদেব নিত্য। (৩৬) অতএব সেই জগন্নাথেরই ধ্যান কর। শত শত অশ্বমেধযজ্ঞেও কোন ফল নাই। (৩৭) তুমি যখন ভগবান্ হরিকে পশ্চাৎ করিয়া এই সামান্য অশ্বের পুরো-বর্ত্তী হইয়া বহির্গত হইয়াছ, তখন তোমাকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছে। (৩৮) বুঝিলাম, তুমি কল্পবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া চূতবৃক্ষে অভিলাষী হইয়াছ; কিম্বা চিন্তামণি পরিহার করিয়া সামান্য কাচের কামনা করিতেছ। (৩৯) এই অসার সংসারে শরীরী-মাত্রেরই ক্ষয় আছে। জন্মিলে নিশ্চয়ই মরিতে হয়। মানুষ কেবল বিষয় লোভে ইহা বুঝিতে পারে না। (৪০) এই দেহ রক্ত, পূয, শ্লেষ্মা ও দুর্গন্ধ ইত্যাদির আধার। ইহাতে কিছু-মাত্র সার নাই। হে অর্জ্জুন! জল, বায়ু, আকাশ, তেজ ও পৃথিবী এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ বায়ু একত্র মিলিত হইয়া, এই দৃশ্যমান দেহকে বিভাগ ক্রমতঃ ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক দেহ বলিতে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নাই। (৪১।৪২) এই ভূতাধীন দেহ আবার ত্রিদোষের আধার। সেই ত্রিদোষ হইতে বহুল দোষের আবি-র্ভাব হইয়া থাকে। (৪৩) হে সব্যসাচিন্! পঞ্চভূত হইতে উন্মথিতরূপে এই যে স্বরূপ দেহের উৎপত্তি, নিরাকার পুরাণপুরুষ এই সাকার দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক লীলা করিয়া থাকেন। (৪৪) তিনি তোমার সখা, সুহৃৎ ও হিতকারী এবং তিনিই তোমার একমাত্র শরণ্য। অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হও। (৪৫) তোমরা তাঁহারই প্রেরণানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অত-এব এক্ষণে ধর্ম্মতৎপর হইয়া, তাঁহার আদেশ পালন কর। (৪৬) তিনি ভিন্ন সংসারের যখন গতি নাই, তখন তোমাদেরও তিনিই একমাত্র গতি। (৪৭) ছায়ার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এই অসার সংসারে কাহারও কিছুমাত্র আশ্বাস বা অবলম্বন নাই, কিন্তু পরিণামে যাহাতে শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন হইতে না হয়, তজ্জন্য অবলম্বন সংঘটন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (৪৮) মৃত্যুর পর কি হইবে, কেহ বলিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই দেহ মৃত্যুর পর একবারে না থাকিবার জন্য গঠিত হইয়াছে এ কথা কোন্ সাহসে বলিতে পারা যায়। অতএব তোমরা একমাত্র বাসুদেবেরই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাদের নিস্তার করিবেন। (৪৯।৫০) অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবান্! আপনার প্রসাদে আমার সংশয় নিরাকৃত হইল। হে সৌভরি! এক্ষণে এই শিলার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করুন। (৫১) সৌভরি কহিলেন, মহাবাহু পার্থ! শ্রবণ কর। এই শিলা পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি উদ্দা-লকের ভার্য্যা চণ্ডী নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণী ছিলেন। (৫২) বিবাহসময়ে বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণ অগ্নিসমীপে ইহাকে সর্ব্বদা পতিব্রতিপরায়ণা হইও এই প্রকার নিয়োগ করিলে, ইনি বালস্বভাবপ্রযুক্ত উত্তর করিলেন, হে ব্রাহ্মণবর্গ! সত্যই বলিতেছি, আমি কখনই স্বামী সহবাস করিব না। (৫৩) এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, বালস্বভাবপ্রযুক্ত ইহার মুখ হইতে যখন এই প্রকার বাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তখন এবিষয়ে কোনরূপ বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে। (৫৪) হে মানদ! মহর্ষি উদ্দালকও সেই চণ্ডীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া, বালিকা বলিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন না, তিনি স্বয়ংই অগ্নিহোত্রের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। (৫৫) কিয়দ্দিন অতীত হইলে চণ্ডীকে প্রৌঢ়া অবলোকন করিয়া, মহর্ষি উদ্দালক মৃদুবাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! অতঃপর তুমি অগ্নির পরিচর্য্যা কর। ইহাতে তোমার গর্ভে বীর্য্যবান্ ও বহুশ্রুতবান্ পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করিবে। (৫৬।৫৭) চণ্ডী স্বামীর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া কহিলেন, আমি অগ্নির পরিচর্য্যা করিব না; আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই। (৫৮) অনন্তর একদা উদ্দালক চণ্ডীর নিকট আপনার কমণ্ডলু

প্রার্থনা করিলে, চণ্ডী অকারণ রোষভরে তাহা ভূমির উপরে ফেলিয়া দিয়া একবারে চূর্ণিত করিলেন; উদ্দালক বিস্মিত হইলেন। (৫৯) অনন্তর মহর্ষি রাত্রিতে একাকী শয্যায় থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমাকে কিছুই বলিব না। তুমি দূরে শয়ন করিও না। (৬০) এই কথায় চণ্ডী গৃহ হইতে বাহিরে গিয়া শয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব উদ্দালক চণ্ডীর এই প্রকার ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে এরূপ বিহ্বল হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আর সন্ধ্যাদিকার্য্য এবং পর্ব্বদিনে তর্পণাদি পর্য্যন্ত করিতে বিস্মৃত হইলেন। (৬১।৬২)

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, একদা মহর্ষি কৌণ্ডিন্য তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শিষ্যগণে-পরিবৃত হইয়া মহর্ষি উদ্দালক আশ্রমে সমাগত হইলেন। (৬৩) উদ্দালক অর্ঘ্যাদি প্রদান-পূর্ব্বক সমুচিত বিধানে তাঁহার পূজা করিলে কৌণ্ডিন্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, (৬৪) হে দ্বিজ! তুমি কি জন্য কৃশ হইয়াছ? তোমার কীদৃশী চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। তোমার কয়টী কন্যা এবং কয়টীই বা পুত্র? (৬৫) উদ্দালক কহিলেন, আমার কন্যাও নাই, পুত্রও নাই; স্ত্রী স্বভাবতঃ কটুভাষিণী। (৬৬) যাহা বলি, তাহা শুনে না বা করে না; সে কোটিকল্পেও আমার কথামত কার্য্য করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। (৬৭) আগামী কল্য অমাবস্যা; আমাকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কি করিয়া কি করিব, তাহাই ভাবিয়া এরূপ দুঃখিত, চিন্তিত ও কৃশভাবাপন্ন হইয়াছি। আমি স্ত্রীর একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ করুন। (৬৮।৬৯)

কৌণ্ডিন্য এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি ধীরে ধীরে চণ্ডীর কাণের কাছে গিয়া বল, তোমাকে অগ্নির শুশ্রূষা বা কমণ্ডলু প্রদান করিতে হইবে না; শুদ্ধ বসিয়া থাকিও। (৭০) হে উদ্দালক! তুমি স্বীয় বধূকে এই সকল কথা বলিবে। আমি এখন মহর্ষি গৌতমের তীর্থে যাইতেছি, প্রত্যাগমন কালে দেখিয়া যাইব। তুমি শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হও। (৭১) মহর্ষি উদ্দালক কৌণ্ডিন্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডীকে কহি-লেন, কৌণ্ডিন্য প্রাতে আসিবেন, আসিলেই তাঁহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিব। ভোজনবস্ত্রাদি কিছুই দিব না; সুশোভন পুষ্পাদি দ্বারাও পূজা করিব না। (৭২) হে পার্থ! স্বামীর এই কথা শুনিয়া চণ্ডী ক্রোধসংরক্তলোচনে কহিলেন, আমি সুশোভন ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা মহর্ষি কৌণ্ডিন্যকে ভোজন করাইব ও উত্তম শয্যা প্রদান করিব। (৭৩) উদ্দালক চণ্ডীর কথা শুনিয়া, আনন্দিত হইলেন এবং চণ্ডীর যখন মত ফিরিয়াছে, তখন পরদিন অবশ্যই শ্রাদ্ধ করিতে পারিব। এই ভাবিয়া রাত্রিতে ভার্য্যার নিকটে গিয়া বলিলেন, অয়ি চণ্ডীকে! আগামী কল্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ, কিন্তু আমি করিব না। (৭৪।৭৫) চণ্ডী কহিলেন, আমার শ্বশুরের যাহাতে অক্ষয় তৃপ্তি হয়, এরূপ যথোচিত বিধানে কল্য প্রাতেই তোমাকে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। (৭৬) স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া স্বামী পুনরায় কহিলেন, আমি কিন্তু রাত্রিতে কোথায় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে যাইব না। আতুর, কাণা, খঞ্জ, শ্যাবদন্ত, কুব্জ, মূর্খ, সূচক, অপ্রীত, বেদহীন, অবৈষ্ণব, বিকলাঙ্গ, দ্যূতরত, কুষ্ঠী ও বৃষলীপতি, এই সকল কুব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করিব। (৭৭।৭৮) স্ত্রী কহিলেন, তুমি না পার আমি স্বয়ং প্রাতে বেদশাস্ত্রপরায়ণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, পুত্রপৌত্রভার্য্যাসমন্বিত কুলীন ব্রাহ্মণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিব। তাঁহাদিগকে রাত্রিতেই আমন্ত্রণ করিয়া, প্রভাতে আনয়ন করিব; তোমার কথা কদাচ শুনিব না। (৭৯।৮০) স্বামী কহিলেন, চণ্ডি! তুমি যদি আমার কথা না শুনিয়া হঠাৎ শ্রাদ্ধ কর, তাহা হইলে ও কোন মতেই আমার সুখদায়ক হইবে না। (৮১) তাহা হইলে, আমি প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিষিদ্ধ বস্তু সকল আনয়ন করিয়া শ্রদ্ধারহিত শ্রাদ্ধ করিব, কোন মতেই ইহার অন্যথা হইবে না। (৮২) বিশেষতঃ, চণক, কোদ্রব, মসূর, রাজমাষা কুলত্থ, যাবনাল,

নিষ্পাব, বরট, মট, খর্জ্জুর, চিত্রপুত্র, কুৎসিত, শাক, বৃন্তাক, গুঞ্জন, শাড়কীফল, কুষ্মাণ্ড, কলিঙ্গ, পীতচণ্ডাল, বর্ত্তুলাকৃতি অলাবু এবং তণ্ডুলীয় পণক ইত্যাদি অশ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল আহরণ করিব। (৮৩।৮৪) স্ত্রী কহিলেন, গোধূম, তণ্ডুল, মুদ্গ, মাষ, পায়স, মণ্ডক, মোদক, ফেণিকা, কুসুমসন্নিভ সুক্ত, গব্য, ঘৃত, ক্ষীর, সিতা, রম্ভাফল ও শিখরিণী; এই সকল বিশুদ্ধ সামগ্রী আমি আহরণ করিয়া যথাকালে শ্রদ্ধাসহকারে বস্ত্র, দক্ষিণা ও পবিত্র শাকসম্ভার দ্বারা শ্রাদ্ধ করিব এবং ধেনু দান করিব। (৮৫)(৮৬) স্বামী কহিলেন, তুমি এইরূপ হঠাৎ আমার পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে, আমার অনিষ্ট করা হইবে। আমিও নীলময় বস্ত্র গৃহমধ্যে আস্তীর্ণ এবং দুষ্ট তৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিব। (৮৭) স্ত্রী কহিলেন, আমি নীল বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, শুভ্র শ্বেতবস্ত্রে গৃহ সজ্জিত ও তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিব। (৮৮)

জৈমিনি কহিলেন, স্ত্রীর মন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে দেখিয়া স্বামীর মন হর্ষিত হইল। তখন তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলেন। (৮৯) সেই শ্রাদ্ধে ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে চণ্ডী ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং অন্ন, ধন ও বস্ত্রাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। (৯০) অনন্তর নিশাগমে উদ্দালক মোহবশতঃ চণ্ডীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই পুটক ও পরমার্চ্চিত পিণ্ড সকল সত্বর গ্রহণ করিয়া জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ কর। (৯১) চণ্ডী এই কথা শুনিয়া সে সকল তৎক্ষণাৎ গোময় হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন। (৯২) তদ্দর্শনে উদ্দালক কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন, রে দুরাচারিণি! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শীলা হইবে। (৯৩) বহুকাল পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৃত অশ্বমেধ যজ্ঞীয় তুরঙ্গমের অঙ্গস্পর্শ ঘটিলে তোমার পাপমুক্তি হইবে। (৯৪) হে পার্থ! সেই চণ্ডীই এই মাহাশিলা রূপে বিরাজমান হইতেছেন। হে মহাবল! স্বীয় করস্পর্শে ইহাকে মুক্ত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অর্জ্জুন ঋষিশ্রেষ্ঠ সৌভরির আদেশানুসারে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে অশ্ব মুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গমন করিতে লাগিল; চণ্ডী তদীয় অঙ্গস্পর্শে শাপভয়ে মুক্ত হইলেন এবং মহর্ষি উদ্দালকও পুনরায় পত্নীর সহবাসে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। (৯৫-৯৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত সৌভরি আদেশ নামক ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অশ্ব মুক্ত হইবামাত্র সত্বর গমনে চম্পকা নগরীতে প্রস্থান করিল। বীর্য্যশালী হংসধ্বজ প্রমদার ন্যায় ঐ নগরী রক্ষা করেন। (১) কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় আশু অশ্বের অনুধাবন করিলেন এবং প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মুক্তামালাধ্বজসমলঙ্কৃত সুমরসহিষ্ণু বীরগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। (২) এদিকে ধনঞ্জয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে নিজ অধিকার মধ্যে আগমন করিয়াছেন, দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা হংসধ্বজ মন্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের অশ্ব আমার অধিকারমধ্যে আসিয়াছে। আমি কি প্রথমে যুদ্ধে সেই অশ্বকে গ্রহণ করিব, না সৈন্য ব্যূহিত করিয়া নিজরাজ্য সেই মহাবল অর্জ্জুনের হস্ত হইতে রক্ষা করিব? অথবা যেখানে অর্জ্জুন, সেখানে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন, সেই হরিদাস ধনঞ্জয়কে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। আমি যুদ্ধ

হইয়াছি, তথাপি এ পর্য্যন্ত স্বচক্ষে কখনও ভগবান্‌কে দর্শন করিলাম না। অতএব আমি যুদ্ধে যাইব, বীরগণ সকলে নির্গম হউক। (৩-৬)

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া ধীমান্ হংসধ্বজ আহ্লাদিত হইয়া সপ্তপতি সেনানায়ক সমভিব্যাহারে তাহাদের অগ্রণী হইয়া প্রস্থান করিলেন। (৭) হে রাজেন্দ্র! প্রত্যেক নায়কের অধীনে কত সৈন্য ছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। একবিংশতি সহস্র উচ্চ রথ, এক অযুত মদমত্ত মাতঙ্গ, সিন্ধুদেশ সমুদ্ভূত এক লক্ষ সুশোভন অশ্ব এবং নয় লক্ষ পদাতি প্রত্যেক নায়কের অধীনে গমন করিল। (৮) নায়কগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত, বীর ও দানধর্ম্মনিরত এবং সকলেই একপত্নীব্রত, কৃতজ্ঞ ও প্রিয়ংবদ। (৯) দূরদেশ হইতে কোনও ব্যক্তি কর্ম্ম প্রার্থনায় আগমন করিলে রাজা হংসধ্বজ তাহাকে স্বয়ংই জিজ্ঞাসা করেন, হে তাত! সত্য বলিতেছি, তুমি যদি একপত্নীব্রত হও, তাহা হইলে তোমাকে পালন করিতে পারি। (১০) হে বীর! শৌর্য্য, কুল বা বিক্রমে আমার প্রয়োজন নাই; আমি সদাচাররসিক, বীর ও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকেই গৃহে স্থান দিয়া থাকি। (১১) যে সকল মহাবল সৈনিক ঐরূপ একপত্নীব্রত পুরস্কার সহ পালন করে, তাহাদিগকেও আমি আশ্রয় প্রদান করি। (১২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা হংসধ্বজ যুদ্ধে বহির্গত হইয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে যথাযোগ্যরূপে ধনদান করিতে লাগিলেন। (১৩) তাহার সেনানায়কগণ সকলেই সুবুদ্ধি, সৎপথপ্রবৃত্ত, সদাসিক্ত ও শ্রদ্ধালু। সচিবগণও ঐরূপ সৎস্বভাববিশিষ্ট। (১৪) তাঁহার ভ্রাতৃ চতুষ্টয় বিদূরথ, চন্দ্রসেন, চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব, এবং সুবল, সুরথ, সম, ও সুদর্শন সুধন্বা নামক পাঁচ পুত্র, সকলেই বলবান। এবম্বিধ সৈন্য লইয়া রাজা হংসধ্বজ ধনঞ্জয়বলের প্রতি অভ্যুত্থান করিলেন। (১৫।১৬) অনন্তর রাজা তৎক্ষণাৎ দুন্দুভিতাড়না করত সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আদেশ মাত্র বীরগণ পুরীর বাহির হইতে লাগিল। (১৭) কেহ কবচ গ্রহণ, কেহ দিব্য অস্ত্র সকল ধারণ এবং কেহ বা হুতাশনে আহুতি-দান করিয়া যুদ্ধে প্রয়াণ করিল। (১৮) অন্যান্য সমরসাহসী বীরগণও ঘৃত ও পায়স দ্বারা দ্বিজাতিগণের পূজা করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারী হইল; (১৯) কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া সমরাভিলাষে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল। (২০) তৎকালে তাহাদের স্ত্রী সকল কৌতুকভরে প্রাসাদচূড়ায় আরোহণপূর্ব্বক এই ব্যাপার দর্শন ও পরস্পর নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। (২১) কোনও সুন্দরী অপ্সরাকে কহিতে লাগিল, সখি! তোমার স্বামী যখন কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিপ্রয়াণ করিতেছে, তখন তোমার অধরে এই কৃষ্ণ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে কেন? এই ব্রণ দর্শনে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? (২২) অপরা কহিল, সখি! তোমার অধর বড় দুষ্ট; একবার ভুলিয়াও কৃষ্ণ নাম করে না, তাই তোমার স্বামী উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন? (২৩) আর এক জন কহিল, সুন্দরি! তোমার কেশপাশ কি জন্য আলুলায়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে তুমি কি ইহা দেখিতে পাইতেছ না? (২৪) বুঝিলাম, স্থূলবুদ্ধি লোকের দৃষ্টি পদ্মের প্রতিই পতিত হয়; আর বুদ্ধিমানেরাই কৃষ্ণে দৃষ্টিপাত করেন; ইহাতে আর কোনও বৈধাপত্তি নাই। (২৫) সাধুলোকের নিকট অতি কষ্টেও বাস করা ভাল, তথাপি অসাধুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিবে না। সংসারে কৃষ্ণ বিনা গতি কি আছে? (২৬) যে ব্যক্তি কৃষ্ণে বিমুখ, সমস্ত দেবতা তাহার বিমুখ এবং যাহার দেহ, মন, প্রাণ সকলই কৃষ্ণে, একমাত্র মাধবই সংসারের সার। (২৭) দেখ, গোপীগণ তাঁহার প্রেমে অন্ধ ও আকুল হইয়া তাঁহাকেই আত্মদান করে; পরিণামে তদনুরূপ

গতিও লাভ করিয়াছিল। (২৮) ফলতঃ সাধুগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তার নিমগ্ন তজ্জন্য তাঁহারা যে অমৃত ও অভয় প্রাপ্ত হয়েন, অসাধুর ভাগ্যে কখনই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (২৯) আর একজন কহিল, সখি! আর বাক্যপ্রয়োগে প্রয়োজন নাই। সম্মুখে অবলোকন কর, নরপতি হংসধ্বজের সুনিপুণ সৈন্য সকল অর্জ্জুনের অশ্বগ্রহণমানসে সংগ্রামে গমন করিতেছে। (৩০)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর দৃপ্ত বাঞ্ছিত সেই দুন্দুভিশব্দ শ্রবণমাত্র যোদ্ধৃগণ পরম উৎসাহে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। (৩১) ঐ সময় রাজার আজ্ঞায় তপ্ততৈল পরিপূর্ণ এক কটাহ আনীত হইল। (৩২) যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থ বহির্গত না হয়, পুত্র ভ্রাতা ও সহোদর হইলেও, তাহাকে ঐ তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। (৩৩) এই জন্য কোনও ব্যক্তি কখনই রাজার এই কঠোর শাসনের ভয়ে আজ্ঞাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় না। (৩৪) মহর্ষি শঙ্খ ও লিখিত পুরোহিতপদে নিয়োজিত আছেন। যে রাজা নীতিজ্ঞ মন্ত্রী ও কুশলজ্ঞ পুরোহিতের মন্ত্রণা লইয়া পৃথিবী পালন করেন, তিনি যুদ্ধে শত্রুকুল জয় করিয়া থাকেন। (৩৫।৩৬) রাজার প্রথম পুত্র সুধন্বা উল্লিখিতরূপ কটাহ ও রাজশাসন সন্দর্শনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট শরাসন লইয়া সংগ্রামে যাত্রা করিলেন। (৩৭) যুদ্ধযাত্রাকালে বীরবর সুধন্বা জননীকে নমস্কার করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছি, আমি অর্জ্জুনকে পরাভূত করিয়া তাহার হরিকে আনয়ন করিব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভিলাষ যেন সিদ্ধ হয়। (৩৮-৪০)

মাতা কহিলেন, বৎস! গমন কর; আশীর্ব্বাদ করি, মুক্তিদাতা হরিকে যুদ্ধে জয় করিয়া আনয়ন কর। (৪১) দেবর্ষি নারদের মুখে অনেকবার আমি হরিচরিত শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই। (৪২) আমার স্বামী রণাঙ্গনে অনেক বীরকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই কংশনিসূদনকে চক্ষুতে কখন দেখি নাই। (৪৩) লোকে রাত্রিদিন সেই হরির কথা কহিয়া থাকে। অতএব যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাহা কর। (৪৪) সেই বিশ্বমূলাধার সর্ব্বজন বন্দনীয় কেশব যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। (৪৫) তিনি সহজ বশীভূত হয়েন না; কায়মনে আহ্বান করিলেও তিনি দূর হইতে দূরে পলায়ন করেন। (৪৬) হে মহাবল! অদ্য আমাদের কি সৌভাগ্য, তিনি এতদিনে আমাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবেন। (৪৭) বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অর্জ্জুনকে ধারণ কর, তাহা হইলেই হরি তোমার বশীভূত হইবেন। (৪৮) আমি শুনিয়াছি, তিনি ভক্তবৎসল। সৌরভী যেমন বনগত বৎসকে ত্যাগ করিয়া গমন করে না, ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ তাহা অপেক্ষাও অধিক। (৪৯) তিনি কোনরূপ অস্ত্রের, বলের, বিক্রমের তেজের, কৌশলের, চাতুর্য্যের, অধিক কি দুষ্কর তপস্যার, অখণ্ডিত যোগের, কিংবা দুরতিক্রম ব্রহ্মচর্য্যেরও বশীভূত বা আয়ত্ত নহেন। একমাত্র অকপট ও অকৃত্রিম ভক্তিই তাঁহাকে বশ করিবার প্রধান উপায়। (৫০-৫২) অতি শিশু প্রহ্লাদের বলবুদ্ধি বা পরাক্রমাদি কি ছিল? সে কেবল ভক্তিবলেই তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিল। (৫৩) বনবাসী পাণ্ডবদের দশাও ভাবিয়া দেখ। ফলতঃ, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্, তিনি তাহাকে নিতান্ত স্বজন ভাবিয়া সকল সংকটে রক্ষা করেন; এই জন্য তাঁহাকে ভক্তের প্রাণ ও আত্মা বলিয়া থাকে। (৫৪) অতএব আমি আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিতেছি, যেন কৃষ্ণের সম্মুখে তোমার আজি গৌরব হয় এবং যেন তাঁহাকে দেখিয়া কোনমতে তোমার প্রাণে ভয় উপস্থিত না হয়। (৫৫) তুমি ভীত হইলে লোকে, বিশেষতঃ সপত্নীরা আমাকে উপ-

হাস করিয়া বলিবে, তোমার পুত্র কৃষ্ণকে দেখিয়া বিমুখ হইল। (৫৬) অতএব, বৎস! কদাচ সেরূপ করিও না। অদ্য তোমার পতন বা জয় যাহাই হউক, তাহাতেই আমার হর্ষবিধান করিবে। (৫৭) বৎস! যাহাদের পুত্র ও মিত্রবর্গ হরির প্রতিগমন না করে, পৃথিবীতে সেই সকল স্ত্রীকেই রোদন করিতে হয়। (৫৮) সুধন্বা কহিলেন, জননি! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই আমি করিব ও হরিকে আনিব। (৫৯) আমি সর্ব্বতোভাবে পুরুষকার প্রদর্শন করিব; কিন্তু জয় একমাত্র দৈবেই প্রতিষ্ঠিত। (৬০) আপনার উদরে আমার জন্ম হইয়াছে; অতএব হরিকে দেখিয়া যদি বিমুখ হই, তাহা হইলে কোনকালে আমার সদ্গতি হইবে না। (৬১)

জৈমিনি কহিলেন, বীর্য্যবান্ সুধন্বা এইমাত্র কহিয়াই প্রস্থানের উপক্রম করিলে, তদীয় ভগিনী কুবলা তাঁহার কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিয়া বারংবার লাজ, পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা যথাবিধিরূপে অভিনন্দন করিতঃ, কহিতে লাগিল, ভ্রাতঃ! তুমি যেমন ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ তেমনি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় কর। (৬২।৬৩) শ্বশুর-গৃহে বাস করা আমার বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; কেননা জ্যেষ্ঠাদি দেবরগণ সকলেই যখন তখন আমাকে উপহাস করিয়া থাকে। (৬৪) তথায় বাসকালে তাহারা আমাকে যাহা কহিয়াছিল, শুন। তাহারা কহিয়াছিল কুবলে! তোমার পিতাকে মূর্খ বোধ হইতেছে। (৬৫) কেন না তিনি বলিয়া থাকেন, আমি কাশীরাজকে যেমন জয় করিয়াছি, তেমনি কৃষ্ণকেও জয় করিব; কিন্তু এই শরীরে সশরীরে দ্বারাবতী গমন করিতেও তাঁহার সাধ্য নাই, তবে তিনি কি রূপে তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন? (৬৬) সুধন্বা কহিলেন, ভগিনি! আমি আয়ুধ-স্পর্শ করিয়া সত্যসাক্ষাৎ দিব্য করিতেছি, পিতার বাক্য ও তোমার দেবরগণের কথা, সমস্তই সত্য করিব। (৬৭) অধুনা আপনাকে নমস্কার করিয়া হরির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছি, আশীর্ব্বাদ ও বিদায় প্রদান কর। (৬৮)

জৈমিনি কহিলেন, সুধন্বা এই প্রকার কহিয়া বহিরাঙ্গনে গমন করিয়া দেখিলেন, চারুশ্রোণি-পয়োধরা প্রিয়তমা প্রভাবতী অক্ষত পদ্মচম্পকপূর্ণ কাঞ্চনপাত্র হস্তে লইয়া সম্মুখেই দ্বারদেশে রহিয়াছেন। (৬৯) তাঁহার করদেশে লাজ, দূর্ব্বাঙ্কুর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও উৎকৃষ্ট প্রজ্বলিত দীপ, কণ্ঠে মনোহর মুক্তামালা, নিতম্বে সুচারুমেখলা, চরণে মনোহর নূপুর, প্রকোষ্ঠে শব্দায়মান বলয়, পরিধানে কৌস্তুভরঞ্জিত মহামূল্য কৌষেয়বস্ত্র, এবং তাঁহার মুখরাগ অরুণবর্ণ। (৭০-৭২) পতিপরায়ণা প্রভাবতী তদবস্থায় স্বামিপার্শ্বে সমাগত হইয়া অতীব বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। (৭৩) অনন্তর মনস্বিনী তথাবিধ কাঞ্চনপাত্র দ্বারা পুনরায় নীরাজন করিয়া কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, কৃষ্ণদর্শনে তোমার বাসনা হইয়াছে; কিন্তু এখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথা যাইবে? অধুনা তোমার একপত্নীব্রত [illegible] হইয়াছে দেখিতেছি। (৭৪।৭৫) তুমি যে মুক্তিলাভ প্রত্যাশায় গমন করিতেছ, সে মুক্তি [illegible] আমার তুল্য নহে। (৭৬) দেখ সেই মুক্তি সর্ব্বগামিনী [illegible]; সাধুগণ কি জন্য তাঁহার গুণ বর্ণন করেন, বলিতে পারি না। (৭৭) [illegible] যাহার নিকটে গমন করে, তাদৃশী মুক্তি সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে [illegible] রহিয়াছে। (৭৮) গোবিন্দ তোমাকে সেই মুক্তি প্রদান করিবেন, এই ভাবিয়া তুমি সত্বর গমন করিতেছ? পুরুষের মন ক্ষণে ক্ষণে নূতন ললনার সহবাস-লাভে [illegible] তুমিও সেই পদবী গ্রহণ করিতেছ? (৭৯) যাহা হউক, নাথ! তুমি অন্য রমণীর নিকট গমন করিও না। সে কখনই তোমার প্রিয় হইবে

না। (৮০) হে মহাবাহো! আমিই তোমার গৃহে একমাত্র প্রিয়া। দেখ, আমা সহবাসে তুমি বিবেক নামে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছ। (৮১) তোমার দেহজ সেই বিবেক তোমায় গমন করিতে নিষেধ করিতেছে। অতএব ক্ষান্ত হও। (৮২) পুরুষ যেমন পরস্ত্রীয় আসক্ত হয় স্ত্রী তেমন নহে। তুমি মুক্তির নিকট গমন করিলেও আমি কখনও মোক্ষের নিকট গমন করিব না। (৮৩) তুমি পুত্র বিবেকের সহিত আমায় গ্রহণ করিলে, এই মহাঘোর সংসারে নিশ্চয় কৃতকৃত্য হইবে। নাথ! বিবেক নিত্য আমার কলেবর রক্ষা করিতেছে। (৮৪) অপর রমণীগণও বিবেকরহিত হইলে, পরপুরুষে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু আমার প্রিয় পুত্র বিবেক এখনও পরিণাম দশা প্রাপ্ত হয় নাই। (৮৫) তোমায় মুক্তির নিকট গমন করিতে দেখিয়া আমার এই জন্যই মোহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব হে বীর তুমি মুক্তির নিকট গমন করিলে আমিও মোক্ষের নিকট গমন করিব। (৮৬) কেননা, বক্রের প্রতি বক্রোক্তি এবং ধন্যের প্রতি ধন্য ব্যবহার করিবে, ইহাই সনাতন নিয়ম। (৮৭) আমি তোমার মুখপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে তোমার অগ্রেই প্রস্থান করিব। তখন মুক্তি নিশ্চয়ই আমার ভয়ে ভীত হইয়া এই বলিয়া তোমার প্রতি হাস্য করিবে যে, এই ব্যক্তি আপনার সাধ্বী ও বিবেকবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। (৮৮-৯০) সুধন্বা কহিলেন, ভদ্রে! তোমার সংসর্গে আমার সেই মুক্তিলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। হে শোভনে! আমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি, তাহাতে তুমিও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। (৯১।৯২) প্রভাবতী কহিলেন নাথ! তুমি মহাবল পার্থের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছ, পুত্র বিবেক আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছে। (৯৩) যাহা হউক, তুমি গমন করিলে আমি যখন ঋতুস্নান করিব, তখন কে আমার ঋতু রক্ষা করিবে। (৯৪) সুধন্বা কহিলেন, অয়ি প্রভাবতী! আমি কৃষ্ণ পার্থকে দর্শন এবং পঞ্চবাণে সেই সর্বগামী দুইজনকে জয় করিয়া পুনরায় তোমার নিকট শীঘ্র আগমন করিব। (৯৫) প্রভাবতী কহিলেন নাথ! যাহারা মাধবকে দেখিয়াছে, বা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা কোন ক্রমেই প্রত্যাগমন করে না। (৯৬) সুধন্বা কহিলেন দেবি! কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলে কেহই ফিরিয়া আইসে না, যদি ইহা সত্যই জানিয়া থাক, তবে বৃথা আমার নিকট ঋতু ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছ কেন? (৯৭) প্রভাবতী কহিলেন, লোকে পুত্রবান্ হইলেই বিষ্ণুপদপ্রাপ্ত হয়। কেননা, শুক ও নারদ পুত্র উৎপাদন করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল সাধু পরের আশা সফল করিয়া প্রস্থান করেন, তাঁহাদের অভীষ্ট কার্য্য সফল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। (৯৮।৯৯) সুধন্বা কহিলেন, ভদ্রে! রাজার সেই অতি কঠোর শাসন, তুমি কি জান না? ঐ দেখ সেই দুন্দুভি সকলের ভয় উৎপাদন করিয়া মৃদু মন্দ শব্দ করিতেছে। (১০০) বিশেষতঃ, বিমুখ সৈন্যগণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সেই তৈলপূর্ণ নির্দ্দয় কটাহও বাহির করা হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রকুশল ও সাধু, তাঁহারাই রাত্রিতে ঋতুদান প্রশংসা করেন; দিবাভাগে কখনো স্ত্রীসঙ্গম বিধেয় নহে। আরও দেখ, সমুদায় বীরগণই পিতার আজ্ঞায় অর্জ্জুনের সহি যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছে। আমি কি বলিয়া বিলম্ব করিব। (১০১-১০৩) প্রভাবতী কহিলেন, অমি একাকিনী, অনঙ্গে অভিভূত, ও রাগে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাকে অগ্রে জয় না করিয়া তুমি কিরূপে সেই সুবিপুল বাহিনী জয় করিবে? (১০৪) হে নাথ! কৃষ্ণের সম্মুখে সেই কালান্তক যমোপম বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার কি গতি হইবে বলিতে পারি না (১০৫)- সুধন্বা প্রিয়ার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, অয়ি বিশালাক্ষি! ওকথা বলিও না। তুমি অনেক দিন পাইবে, আজি যুদ্ধ যাত্রার আজ্ঞা প্রদান

কর? (১০৬) প্রভাবতী কহিলেন, নাথ! অদ্য আমার ষোড়শ দিন। এই প্রকার স্ত্রীর ঋতুভঙ্গে যে পাপ, তুমি তাহা স্বয়ং অবগত আছ। (১০৭) পিতার শ্রাদ্ধে স্ত্রী যদি ঋতুস্নাতা হয়, অথবা একাদশী ব্রতে যদি পিতৃশ্রাদ্ধ, স্ত্রীর ঋতুস্নান, এই উভয়বিধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংশয়স্থলে লোকের কি করা কর্ত্তব্য? ফলতঃ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য; কোন ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয় না। (১০৮-১১০) সুধন্বা কহিলেন, দেবি! এই প্রকার ধর্ম্মসংকটে কি করা কর্ত্তব্য, ঋষিগণ তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একাদশীর দিন পিতৃশ্রাদ্ধ হইলে, কৃষ্ণভক্ত পুরুষগণ পিণ্ডাঘ্রাণ করিয়া উপবাস করিলেই ফললাভ হইবে। (১১১) আর ঐ দিন স্ত্রী ঋতুস্নান করিলে, অর্দ্ধরাত্রের পর ঋতুদান করিবে। অয়ি বরাননে! ইহাই গৃহস্থগণের পরম ধর্ম্ম। (১১২) প্রভাবতী সুধন্বার কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমার পিতা স্বয়ং যুদ্ধে যাইতেছেন, এবং অদ্য কোন ব্রতও নাই, অতএব নাথ! তুমি ঋতুদান করিয়া যুদ্ধে গমন কর। (১১৩)

জৈমিনি কহিলেন, বরাননা প্রভাবতী এই প্রকার কহিয়া সুকোমল বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক প্রাণনাথকে কণ্ঠদেশে গ্রহণ করিয়া দিব্য শয্যায় উপবেশন করিলেন। (১১৪) প্রিয়ার বাহুপাশে বদ্ধ হওয়াতে ব্যাধের পাশবদ্ধ হরিণের ন্যায়, সুধন্বার গতিশক্তি রহিত হইয়া গেল। (১১৫) তখন তিনি ভূমিতলে কবচ কিরীট নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্য আস্যে প্রিয়ার সহিত রত্ন-বিরাজিত বিচিত্র শয্যায় দিবাভাগেই নীধুবনলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। (১১৬) বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী শক্তি! শত শত লৌহসায়কে ও বজ্রসারময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেও যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কেহ পরাজয় করিতে পারে না, কুসুমবাণ ক্ষুদ্র প্রাণ হইয়াও, এক উদ্যমেই তাঁহাকে সামান্য ললনার ক্রীড়ামৃগ করিয়া তুলিল! (১১৭।১১৮) পরন্তু বিশালনয়না প্রভাবতী ঐরূপ স্বামিসহবাসে উভয়লোকসুখাবহ দিব্য গর্ভ ধারণ করিলেন। (১১৯) অনন্তর সুধন্বা রথে আরোহণ করিয়া মন্দির হইতে যেমন বহির্গত হইবেন, ঐ সময়েই রাজা হংসধ্বজ বলাধ্যক্ষকে কহিলেন, দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকল বীরই সমাগত হইয়াছে, কেবল সুধন্বাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমার আদেশ অবগত নহে? এই ভীষণ কটাহ-জ্বালাই বা সে কিরূপে বিস্মৃত হইল? (১২০-১২২) সে আমার পুত্র হইয়াও কি এই প্রস্থানসূচক দুন্দুভিধ্বনি লঙ্ঘন করিল, না এ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। (১২৩) আমার অশ্ব ও মদমত্ত মাতঙ্গসকল যথাক্রমে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিপ্রস্থান করিয়াছে, সুধন্বা কিজন্য পৃষ্ঠপ্রদানপূর্ব্বক কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল? (১২৪) অতএব বলবান পুরুষসকল মুদ্গরহস্তে গমন করিয়া কেশে আকর্ষণ ও ভূমিতে লুণ্ঠিত করতঃ সেই কৃষ্ণপরাঙ্মুখ দুরাত্মাকে কটাহের পার্শ্বে আনয়ন করুক। (১২৫)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর মল্লগণ তদীয় আজ্ঞামাত্র অতিমাত্র বেগে সুধন্বার রত্নরাজিবিচিত্রিত রমণীয় মন্দিরে গমন করিল, (১২৬) এবং তিনি স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া আগমন করিতেছেন, দর্শন করিয়া, প্রভু হংসধ্বজের বজ্রপাতোপম দারুণ আজ্ঞা তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল, (১২৭) মহাবাহু! আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি কিজন্য রাজার আজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। (১২৮) আপনি পৃষ্ঠপ্রদানপূর্ব্বক নিশ্চয়ই সকলকে বঞ্চনা করিয়াছেন ভাবিয়া আপনার পিতা বলপূর্ব্বক আপনাকে ধরাতলে লুণ্ঠিত করতঃ যুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। (১২৯) অতএব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করুন। তিনি এক্ষণে পদ্মব্যূহ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধবীরগণের মধ্যদেশে বিরাজ করিতেছেন। (১৩০)

জৈমিনি কহিলেন রাজনন্দন সুধন্বা, দূতগণের মুখে পিতা হংসধ্বজ কুপিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রথারোহণে প্রস্থান করিলেন (১৩১) এবং দেখিলেন, পিতার সেই রথবাজিসমাকুল বিপুল সৈন্য সুদুস্পার পারাবার সদৃশ চতুর্দ্দিকে যোজনত্রয় আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজমান হইতেছে। (১৩২) অনন্তর তিনি কুপিত পিতার সম্মুখে উপনীত হইয়া, চরণ বন্দনা পূর্ব্বক সবিনয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। (১৩৩) রাজা হংসধ্বজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে? (১৩৪) সুধন্বা কহিলেন, বিভো! ভবদীয় পুত্রবধূ নিতান্ত উৎসুক হইয়া আমার নিকট ঋতুপ্রার্থনা করাতে, এই বিলম্ব হইবার কারণ হইয়াছে। (১৩৫) হংসধ্বজ কহিলেন, তুমি অতি মূর্খ। যে যুদ্ধে স্বয়ং কৃষ্ণ অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি যদি সাক্ষাতে তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমা হইতে আমাদের কুল বঞ্চিত হইল। (১৩৬) তুমি স্বীয় প্রিয়াকে ঋতুদানপূর্ব্বক পুরীর বাহির হইয়াছ সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের তৃষ্ণা কখনই পূর্ণ হইবে না। (১৩৭) হরি বিনা তোমার পুত্র কি আমাদের জলদান করিবে? হরি বিনা বরুণেরও সাধ্য নাই যে, লোকের পিপাসা দূর করেন। (১৩৮) রে অধমপুত্র! পুত্রবান হইলেই যদি লোকে স্বর্গভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে শূকর ও অশ্বাদির স্বর্গলাভ হয় না কেন? (১৩৯) সব্যসাচী ধনঞ্জয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে এখানে আসিয়াছেন, জগন্নাথ হরি ক্ষণমাত্রও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করেন না বলিয়া তিনিও সমাগত; (১৪০) তোমার বল বীর্য্যে ধিক্, বিবেচনায় ধিক্, যে কার্য্য করিয়াছ তাহাতেও ধিক্ এবং তোমার ন্যায় কুলাঙ্গার পুত্রের জনক জননীকেও ধিক্! (১৪১) কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন শুনিয়াও তুমি কিরূপে কামে চিত্ত অর্পণ করিলে? তুমি যখন এইরূপে কৃষ্ণে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তখন তোমাকে নিশ্চয়ই তপ্তকটাহে নিক্ষেপ করিব। (১৪২) রে কুসন্তান! তুমি অতি মলিন ও কামরোগে আক্রান্ত; অতএব তোমাকে তিলতৈলপূর্ণ তপ্তকটাহে আকণ্ঠ মগ্ন করিব। (১৪৩) শঙ্খ ও লিখিত আমার পুরোহিত। দূতগণ তাঁহাদের সন্নিধানে গমন করিয়া এবিষয়ের কর্ত্তব্য কি, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুক। (১৪৪) তাঁহারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব; আপনার জীবন, রাজ্য বা ধন, কিছুরই জন্য আমি তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিব না। দূতগণ ও ভৃত্যবর্গ পুনরায় তৈল তপ্ত করুক এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলে মদীয় প্রভাব অবলোকন করুক। (১৪৫।১৪৬)

জৈমিনি কহিলেন, দূতগণ রাজার আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ সুবিখ্যাত রাজপুরোহিতদ্বয়ের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল, (১৪৭) ব্রহ্মন! মহীপতি হংসধ্বজ ধর্ম্মসংকটে পতিত ও নিতান্ত সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আপনাদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। (১৪৮) রাজকুমার সুধন্বা পত্নীর ঋতুদানসমুৎসুক হইয়া রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই পাপিষ্ঠ সুধন্বার কি করা কর্ত্তব্য। আপনারা আদেশ করিলে, তাঁহাকে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করা হইবে, সংশয় নাই। (১৪৯।১৫০) লিখিত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা রাজার নিকটে গিয়া বল, যে দুরাত্মা ভয় বা লোভবশতঃ আপনার বাক্যরক্ষা না করে, তাহাকে চিরকাল ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। (১৫১) মহীপতি হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে রাজ্যদান ও ভার্য্যাপুত্র বিক্রয় করিয়া, স্বীয় সত্যপালন করিয়াছিলেন। (১৫২) অধিক কি, তিনি তৎকালে স্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য ভাগীরথীতটে অবস্থান ও বারাণসীতে পুত্রের গাত্র হইতে বস্ত্রখণ্ড হরণ করিয়াছিলেন। (১৫৩) রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, তৎপালনার্থ প্রিয়পুত্র রামকে

বনে দিয়াছিলেন। (১৫৪) রাজা হংসধ্বজ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর, যে কেহ আজ্ঞাভঙ্গ করিবে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ সুতপ্ততৈলে নিক্ষেপ করিবেন। (১৫৫) এক্ষণে তিনি স্নেহ বা অনুরোধ বশে পুত্রকে যদি তৈলে নিক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। (১৫৬) যে ব্যক্তি রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে দর্শন করিতে বিমুখ হইয়া গৃহে অবস্থিতি করে, সেই কামার্ত্তকে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে? (১৫৭) মিথ্যাবাদী রাজার রাজ্যে বাস করা উচিত নহে। কেননা সৎসংসর্গে বাস করিলে যেমন পুণ্য সঞ্চয় হয়, অসৎসঙ্গে তেমনই পাতকসঞ্চার হইয়া থাকে। (১৫৮) অধিক কি, পাপির সহিত একত্র অসন, শয়ন, গমন, সম্বন্ধসংঘটন ও ভোজন করিলেও, জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় পাপ সঞ্চারিত হয়। অতএব আমরা উভয়েই রাজার রাজ্য হইতে বহির্গত হইব। (১৫৯।১৬০)

জৈমিনি কহিলেন, এই প্রকার কহিয়া, মহর্ষি লিখিত শঙ্খের সহিত রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। (১৬১) এদিকে দূতগণ রাজার নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করত কহিল, রাজন্! মহর্ষি লিখিত রোষান্বিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র! আপনি সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষিকে যত্নপূর্ব্বক আনায়ন করুন। (১৬২।১৬৩) রাজা হংসধ্বজ দূতগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান মন্ত্রিকে অনুমতি করিলেন, বীর! আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি অন্যান্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া মদীয় আজ্ঞানুসারে দুরাত্মা সুধন্বাকে অত্যুষ্ণ তিল তৈলে নিক্ষেপ ও যুদ্ধে মহাবল অর্জ্জুনেরও তত্ত্বাবধান করিও। আমি পরম ধীমান্ পুরোহিতদ্বয়কে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি; পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত হইব। এই বলিয়া রাজা প্রস্থান ও পুরোহিতদ্বয়কে নমস্কারপূর্ব্বক যেখানে কটাহ প্রস্তুত ছিল, তথায় আনয়ন করিলেন। (১৬৪-১৬৬) এদিকে প্রধান মন্ত্রী সুমতি প্রভুর আজ্ঞা পালনে সমুদ্যত হইয়া রাজকুমার সুধন্বাকে কহিতে লাগিলেন, রাজনন্দন! আপনাকে দেখিয়া আমার নিরতিশয় করুণাসঞ্চার হইতেছে। অথচ রাজার শাসনও লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। অতএব হে মহাভাগ! আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন। (১৬৭।১৬৮) সুধন্বা কহিলেন, মন্ত্রীন্! তুমি পরবশ, অতএব রাজার আজ্ঞা পালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। (১৬৯) দেখ, পরশুরাম পিতৃবাক্যে আপনার জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। হে মতিমন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি; সমুদায় পুণ্যক্রিয়াই আমার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। সুতরাং মরণে আমার ভয় নাই। তুমি আমাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কর। (১৭০-১৭২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজনন্দন সুধন্বা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, স্নানান্তে দিব্যাম্বর পরিধান ও বিশালবক্ষস্থলে তুলসীমাল্য ধারণপূর্ব্বক ভক্তিভরে ভগবান গোবিন্দের পদারবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলেন। (১৭৩) মন্ত্রী রাজাজ্ঞার বশীভূত হইয়া, তাঁহাকে সুতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিলেন। (১৭৪) পরের অভ্যুদয় দর্শনে দুর্জ্জনের মন যেমন জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ আবর্ত্তসংকুল তপ্ততৈলপূর্ণ সেই কটাহ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। (১৭৫) সুধন্বা নিরুপায় ভাবিয়া, এক মনে বিপদভঞ্জন ভগবান্ শ্রীমধুসূদনকে সেই দারুণ সংকটে আহ্বান করিতে লাগিলেন, (১৭৬) বলিলেন হে অনাদি দেব! হে করুণাময়! আমি বারংবার রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া আহ্বান করিলেও তুমি আসিতেছ না কেন! (১৭৭) বুঝিলাম, আমি তোমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক কামে মোহিত হইয়া স্ত্রীসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ। (১৭৮) কিন্তু নাথ! লোকে দারুণ সংকটে পতিত ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হয়; সুখের অবস্থায়

কেহ কখনও স্মরণ করে না। (১৭৯) প্রহ্লাদ, ধ্রুব, দ্রৌপদী ও গোপগোপিনীরা আপৎ কালে তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তুমিও তাঁহাদিগকে তত্তৎ বিপদে উদ্ধার করিয়াছ। (১৮০) হে অনন্ত! অন্তকালে তোমাকে চিন্তা করিলে, তুমি লোকের মুক্তিবিধান কর। হে জনার্দ্দন! আমি এই চরমসময়ে তোমাকে চিন্তা করিতেছি। আমাকে মুক্তি দান কর (১৮১) কিন্তু সে মুক্তি আমার সুখের হইবে না। লোকে উপহাস করিয়া বলিবে সুধন্বা সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনকে সন্তুষ্ট না করিয়াই তপ্তকটাহে প্রাণত্যাগ করিল। (১৮২) সামর্থ্য সত্ত্বেও চোরের ন্যায় তাহার গতি হইল। অতএব নাথ! অদ্য এই অনল হইতে আমাকে রক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে। (১৮৩) দ্রৌপদি লজ্জাসাগরে পতিতা হইলে তুমি বস্ত্ররূপে তাহাকে সভামধ্যে দ্রোণ ও ভীষ্মের সমক্ষে রক্ষা করিয়াছিলে, অতএব হে শরণাগতবৎসল! দ্রৌপদীর ন্যায় অদ্য আমাকে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন সংসারে আর গতি নাই। (১৮৪)

জৈমিনি কহিলেন, বীর সুধন্বা এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণ প্রযুক্ত সেই সুতপ্ত তৈল, সজ্জনের মনের ন্যায় শীতল হইয়া উঠিল। (১৮৫) জলমধ্যে পদ্ম যেমন প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ সুধন্বা তৈলমধ্যে প্রফুল্লভাবে অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া, লোকমাত্রই অপার বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। তাহারা রাজার ভয়ে অশ্রুমোচন, ভূমিতে পতন, করদ্বয়ে বক্ষস্থল তাড়ন, হাহাকারে চীৎকার, ঊর্দ্ধে কিরীটক্ষেপণ ও সবলে বাহু কম্পন করত বলিতে লাগিল, রাজা হংসধ্বজ এই সুধন্বার জন্য আমাদিগকে অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন, অতএব চল, সকলে এইবেলা যদুনন্দন কৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জু-নের শরণাপন্ন হই। (১৮৬-১৯০) ঐ সময়ে হংসধ্বজ পুরোহিত শঙ্খের সহিত তথায় সমাগত হইয়া অবলোকন করিলেন, তদীয় আত্মজ সুধন্বা গোবিন্দ, দামোদর ও মাধব ইত্যাদি নামপরম্পরা জপ করিতে করিতে প্রফুল্লবদনে প্রজ্বলিত কটাহমধ্যে সুখে সঞ্চরণ করিতেছেন। (১৯১) তাহার দেহের কোনও রূপ বিকার উপস্থিত হওয়া দূরে থাক্, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অলৌকিক লাবণ্য সমাগত হইয়াছে। (১৯২) তদ্দর্শনে মহর্ষি শঙ্খ কহিলেন রাজন্! অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, তথাপি তৈল তপ্ত হইল না, ইহার কারণ কি? (১৯৩) আপনার পুত্র কি মন্ত্র ঔষধ অথবা কোনরূপ কৈতব অবগত আছেন, নতুবা তৈল প্রজ্বলিত প্রায় হইলেও ইহার মুখ প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে কেন? যাহাহউক, দূতগণ তৈলে নূতন নারিকেল নিক্ষেপ করুক, তাহা হই-লেই, তৈলের পরীক্ষা হইবে। (১৯৪।১৯৫) এই কঠোর বাক্যে দূতগণ ভয়বশতঃ তৎক্ষণাৎ নূতন নারিকেল ফল আনয়ন ও শঙ্খের সমক্ষে কটাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষেপমাত্র সেই ফল দুই খণ্ডে স্ফুটিত হইয়া, কটাহ হইতে পতিত ও একখণ্ড শঙ্খের অপরখণ্ড লিখিতের কপালে গিয়া সংলগ্ন হইল এবং উত্তপ্ত তৈলধারা তাহাদের গাত্রে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। (১৯৬-১৯৮)

ইতি অশ্বামেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত সুধন্বাগমন নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, মহাবল সুধন্বা কিরূপে কটাহ হইতে উদ্ধার পাইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন এবং শঙ্খকে দর্শন করিয়াই বা কি করিলেন, শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব কৃপা পূর্ব্বক সেই সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করুন। (১।২)

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি শঙ্খ সুধন্বাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তৈলমধ্যে পতন সময়ে সুধন্বা কি কাহাকেও স্মরণ অথবা ঔষধমূল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তোমরা বলিতে পার? (৩।৪) ভৃত্যেরা কহিল, মহর্ষে! এই সুধন্বা কৃষ্ণকে স্মরণ না করিয়া কখনও কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না? এক্ষণেও সেই ভগবান্ বাসুদেবকে ভক্তিভরে যথাবিধানে স্মরণ করিয়াছেন। (৫) ঐ দেখুন, সুদারুণ জলন্ত তৈলে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবল সুধন্বা ভগবানের নাম জপ করিতেছেন, তাহাতে উঁহার অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছে। (৬) শঙ্খ কহিলেন, সুধন্বাই সাধু। ইনি ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন। আমি ইঁহার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিয়াছি। (৭) আমার ন্যায় ন্যায়হীন, দুরাচার দ্বিজাধমকে ধিক্! এক্ষণে আমি মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই পাপ দেহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। (৮) এই বলিয়া তিনি তৈলমধ্যে পতিত হইয়া, বিষ্ণুপ্রিয় সুধন্বাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমিই ক্ষত্রিয় মধ্যে বীর ও সাধু এবং আমিই অব্রাহ্মণ ও অসাধু। (৯) হায়! আমি পাপবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে তৈলমধ্যে কেন নিক্ষেপ করিলাম! (১০) যাহারা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতিভক্তি ও অনুরাগ শূন্য এবং তজ্জন্য তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না, তাহারাই পাপে লিপ্ত, শ্রীভ্রষ্ট, মূর্খ ও দুঃখগ্রস্ত হইয়া জীবন ধারণ করে; (১১) কিন্তু যাহারা ভক্তবৎসল বাসুদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বদা তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা চিরত্রিতাপবর্জ্জিত ও নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্পন্ন হইয়া চিরকাল পরমানন্দ সম্ভোগ করে। সে আনন্দ পিতামহপ্রমুখ দেবগণও অভিলাষ করিয়া থাকেন। (১২।১৩) তুমি পরমবৈষ্ণব, তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা কি সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে? যিনি সুরাসুর সকলের গুরু ও নিরতিশয় বিভবসম্পন্ন এবং মুনিগণও দুশ্চর তপশ্চরণ দ্বারা যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি এই চরমসময়ে সেই বিশ্বকারণ বাসুদেবকে মন ও বাক্যে আশ্রয় করিয়াছ; (১৪।১৫) তোমার শরীর সেই অশরীরী মহাভূতের সর্ব্বভূতসুখাবহ পাদপদ্মে চির বিক্রীত, কাহার সাধ্য তোমার কেশমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে? (১৬) যাহারা আমার ন্যায় জ্ঞানবর্জ্জিত, মূর্খ ও হিতাহিতবিচারশূন্য, তাঁহারাই না জানিয়া তোমার ন্যায় ভগবৎপ্রাণ মহামতির প্রতি বিরুদ্ধ মতি অবলম্বন ও পোষণ করিয়া থাকে। (১৭) কিন্তু হায়! পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন ও বামনের অত্যুচ্চ ফলপ্রাপ্তি কি কখনো সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে? (১৮) অয়ি ভগবতাগ্রগণ্য স্ববংশভূষণ সুধন্বন্! আমি না জানিয়া তোমার ন্যায়, ভগবৎ-পুরুষের প্রতিকূলে দারুণ দুর্ব্যবস্থা প্রদান করিয়া যে উভয়-লোকদূষণ পাতকরাশি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার কর। (১৯।২০) যিনি তাদৃশ ভীষণ হুতাশন হইতে প্রহ্লাদকে প্রীতিভরে রক্ষা করিয়াছিলেন,

এই সামান্য তৈলরাশি হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে তাঁহার কি বিশেষ ভারবোধ হইবে, কথনই না। (২১) অতএব তুমি অবশ্যই উদ্ধার পাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আমার উদ্ধারের উপায় কি, বল! (২২) তোমার এই পরম-পবিত্র শরীর সম্পর্কেই আমার পাপমলিন কলেবর পবিত্র হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এ পাপ দেহের পবিত্রতাসিদ্ধির অন্যবিধ উপায় নাই। (২৩) হে সুব্রত! রাজা, রাজপুত্র ও সৈন্য সকল সমবেত হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তুমি উত্থান করিয়া তাহাদের পরিপালন ও আমাকে উদ্ধার কর। (২৪) স্বয়ং কৃষ্ণ পাণ্ডবের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সারথ্য করিবেন; অতএব বৎস! তুমি অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যথাবিধানে যুদ্ধ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ও শাশ্বত লোক সকল লাভ কর। (২৫) ভাগ্যক্রমেই ভগবান্ যথন তোমাদের অধিকার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, তথন নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে আপনার পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। (২৬) আহা, কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি তোমার ন্যায় পরম ভাগবত মহাপুরুষের পরম পবিত্র কলেবর স্পর্শ করিয়া পাপে তাপে মলিন ও জর্জ্জরিত দগ্ধ দেহ শীতল ও সুস্থ করিলাম। (২৭) প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্ম এই প্রকার সৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়। সাধুপুরুষের সহিত একত্র অধিষ্ঠানই সংসারীর প্রকৃত সুখ, সন্দেহ কি? (২৮)

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি শঙ্খ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সুধন্বাকে তৈলমধ্য হইতে গ্রহণপূর্ব্বক কটাহ হইতে উত্থান করিলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ। আপনার ভাগ্যের সীমা নাই। অবলোকন করুন, আপনার এই সাধু পুত্র আনন্দ সহকারে স্বকীয় মুখে নৃসিংহ নাম জপ করত শরীর রক্ষা ও আমার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। (২৯-৩২)

অনন্তর রাজা হংসধ্বজ প্রীতিভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন বৎস! আমি মহর্ষি লিখিতের আদেশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম. তুমি কেবল ভগবান্ কেশবের প্রভাবেই দগ্ধ হও নাই। (৩৩।৩৪) বৎস! তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া অধুনা অনন্ত পুরুষ বাসুদেবের মহাত্ম্য নিঃসংশয়ে অবগত হইলাম; তোমার কল্যাণ হউক। (৩৫) এক্ষণে তুমি রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের সারথি মহারথি কেশবকে যুদ্ধ প্রদর্শন এবং আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর। বলিতে কি, তোমার ন্যায় পরমভাগবত সৎপুত্রের পিতা হইয়া আজি আমার জীবন ও জন্ম, উভয়ই সার্থক হইল। প্রার্থনা, যেন জন্ম জন্ম তোমার ন্যায় পুত্রের পিতা হই। (৩৬-৩৮)

জৈমিনী কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর রাজপুত্র সুধন্বা হৃষ্টচিত্তে পিতা ও শঙ্খ মহোদয়ের পদারবিন্দ বন্দনা করিয়া রত্নময় রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন। (৩৯) তাঁহার রথ সুবর্ণখচিত, সুন্দর-কূবরবিশিষ্ট, সুদীর্ঘ ধ্বজে অলঙ্কৃত, মনোহরশোভাসম্পন্ন, গবাক্ষপরম্পরায় পরিবৃত, স্বর্ণবর্ণ তুরঙ্গসমূহে সংযোজিত, সুচারু-চামরবিরাজিত, নিরতিশয় দ্রুতগামী, সুবর্ণময় মাল্যদামে পরিমণ্ডিত, বিচিত্র-কুসমস্রক্‌শোভিত সারথিশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কিঙ্কিণীশব্দে যেন নৃত্যপরায়ণ। (৪০-৪২) ঐ সময়ে মহীপতি হংসধ্বজের সুবিপুল সৈন্যমণ্ডলী দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থিতি করিল। (৪৩) বীরগণের আনন হইতে রাশি রাশি তাম্বূল পতিত হওয়াতে বসুমতী রসবতী যুবতীর ন্যায় শোভমানা হইলেন। (৪৪) রাজন্! আকাশ যেমন নিশামুখে নক্ষত্রমালায় পরিবৃত হইয়া শোভা পায়, বীরগণের অঙ্গ হইতে নিপতিত চন্দনসহায়ে ভূতলের তদ্রূপ শোভা হইল। (৪৫) পরস্পরের সংঘর্ষবশতঃ কণ্ঠ হইতে মুক্তা

মালা ছিন্ন ও পৃথিবীতে পতিত হইয়া আকাশে খেচরগণের ন্যায় সুষমাবিস্তার করিল। (৪৬) বিচিত্র কিরীট ও কবচ সমূহের বিচিত্র প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া পৃথিবী শরৎ-কালের নভস্তলের ন্যায় বিরাজমান হইল। (৪৭) সমীরণ পতিত চন্দন আকাশে আনয়ন এবং কুসুমসকল মনুষ্যগণের মস্তক হইতে উৎপতিত হইয়া পৃথিবী অতিক্রমপূর্ব্বক স্বর্গে উত্থান করিল; বোধ হইল, তাহারা যেন কল্পপাদপের সুগন্ধি মাল্যদাম জয় করিবার জন্য ঐরূপ করিতেছে। সেই সৈন্যগণের সৌরভপূর্ণ মুখবাসে পরাজিত হইয়া মলয়ানিল বিহ্বলের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। (৪৮-৫০) মাতঙ্গগণের মদজলে অভিষিক্ত হইয়া সমতল ভূভাগও বিষণ্ণভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং তুরঙ্গমগণের খুরপাতসমুত্থিত ধূলিপটলে পুনরায় তাহা পরিপূরিত হইল। (৫১) মেঘ ও সাগরের গভীরগর্জ্জন জয় করিয়া স্যন্দনসমূহের ঘোর ঘর্ঘরনির্ঘোষ সহসা সমুত্থিত হওয়াতে নিতান্ত অদ্ভুতবৎ প্রতীতি হইতে লাগিল এবং পদাতিগণের প্রবলপদবিন্যাসপ্রযুক্ত পৃথিবী পদে পদেই প্রকম্পিত হইতে লাগিলেন। (৫২।৫৩) রাজা হংসধ্বজ এইরূপে সৈন্যবিন্যাস সমাধা করিয়া সহর্ষে সমবেত বীরগণের সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া অশ্বগ্রহণ কর। (৫৪) বীরগণ রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সেই উৎকৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত, বিচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত এবং ধূপাবাসে ধূপিত অশ্বগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিল। (৫৫) অনন্তর রাজা হংসধ্বজ সহোদর ও পুত্রগণে সমবেত হইয়া ভারতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। (৫৬) সুধন্বা, সুরথ, সুমতি, সুমতির পুত্র বীরকেতু, তীব্ররথ, শতধন্বা এবং অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি সকলে সম্মিলিত হইয়া পার্থের সহিত সংগ্রামাভিলাষে অগ্রে প্রস্থান করিলেন। (৫৭) তখন ভূরি ভূরি দুন্দুভি, শৃঙ্গ, পটহ, মর্দ্দল, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, পণব, আনক, ঢক্কা, ঢোল, ভেরী, গোমুখ, কামুল, ঝর্ঝর, শঙ্খ, মুরলি ও কারু প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বাদ্যশব্দে পর্ব্বত ও সমুদ্রসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল এবং ভীরুগণের মন দ্বিধা হইয়া গেল। (৫৮-৬০) নরপতি হংসধ্বজ এই-রূপে হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সুবিশাল সৈন্য রক্ষা করিতেছেন, অবলোকন করিয়া অর্জ্জুন সকলের সমক্ষে প্রদ্যুম্নকে কহিতে লাগিলেন, বীর! রাজা হংসধ্বজ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্বহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে কোন্ কোন্ বীর সেই অশ্ব মোচন করিতে যাইবে, বল। (৬১-৬৩) অয়ি মহাবল! তুমি, সপুত্র যৌবনাশ্ব, অনুশাল্ব, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, বৃষকেতু, মেঘবর্ণ এবং স্বয়ং হুতাশন যাঁহার জামাতারূপে রাজ্যে বাস করিতেছেন, সেই মহাবীর্য্য নীলধ্বজ, তোমরা সকলে আমার সহিত অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছ। (৬৪।৬৫) স্বয়ং বাসুদেব যুধিষ্ঠির ও ভীমের সহিত মিলিত হইয়া তোমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। (৬৬) অধুনা, আমরা পররাষ্ট্রে, বিশেষতঃ একজন বলশালী রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ও সহায়। দেখ, কৃষ্ণ যখন যাহা আদেশ করেন, তুমি তাহা পালন করিয়া থাক। (৬৭।৬৮) প্রদ্যুম্ন কহিলেন, মহাভাগ! এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। আপনি পিতৃদেবের বাক্য বিস্মৃত হইয়াছেন। (৬৯) পিতা কৃষ্ণ তাঁহার পাণ্ডবরূপ সর্ব্বস্ব আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি কি তাহা নষ্ট করিব? (৭০) দেখুন, মহানুভব ভীম ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে পিতা আমাকে যাহা দান করিয়া-ছেন, আমি কোন্ মুখে ও কি সাহসে তাহার রক্ষায় প্রাণ থাকিতেও অযত্ন করিব? (৭১) হে অর্জ্জুন! অদ্য আপনি সংগ্রামে আমার ভুজবীর্য্য অবলোকন করিবেন। আমি-সুশাণিত শায়কপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে রাজা হংসধ্বজকে সন্তুষ্ট করিয়া, সুধন্বা, সুরথ, সুমতি, সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিব। (৭২-৭৪)

জৈমিনী কহিলেন, মহাবল প্রদ্যুম্নের কথা শুনিয়া, পরমবাগ্মী বৃষকেতু নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনাদের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। (৭৫) দেখুন, আপনি ও অর্জ্জুন প্রলয়ের উৎপত্তি করিতে পারেন; সুতরাং হংসধ্বজের এই সামান্য সৈন্য আপনাদের নিকট, অতি সামান্য। (৭৬) যখন মুখবাষ্পেই সমুদায় সৈন্য তৃণতুল্য দগ্ধ হইতে পারে, তখন কোন্ প্রজ্ঞাবান পুরুষ তদর্থে বাড়বানলকে নিয়োগ করিবে? (৭৭) যদি নেত্রপক্ষ্মের প্রহারে মশক নিহত হয়, তাহা হইলে কোন্ মূঢ়মতি তাহার সংহার জন্য জাল বিস্তার করিবে? (৭৮) অথবা স্বল্পমাত্র নিহারবর্ষণে যে ধূলি নিরাকৃত হয়, তাহার উপশমজন্য বরুণদেব কি গমন করিয়া থাকেন? (৭৯।৮০) আপনারা আজ্ঞা করিলে আমি কি ঘোটক আনয়ন করিতে পারিব না? বিষ্ণুদূতগণ যেমন যমদূতগণকর্তৃক পাশবদ্ধ গতাসু হরিসেবককে আনয়ন করে, আমিও তেমনি ঘোটক আনয়ন করি। হে অর্জ্জুন! দেখুন, এই আমি আপনার অরাতিগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছি। (৮১।৮২)

জৈমিনি কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন নিষেধ করিলেও, মহাবল বৃষকেতু সুন্দরধ্বজ-বিশিষ্ট রথারোহণে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন এবং হংসধ্বজের সেই বিপুল সৈন্য-গণের প্রতিকূলে শংখধ্বনি করিতে লাগিলেন। (৮৩,৮৪) অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বৃষকেতু সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূত! তুমি তিত্তিরিসন্নিভ তুরগদিগকে সুদারুণ পদ্মব্যূহ মধ্যে পরিচালিত কর। (৮৫) সারথি তৎক্ষণাৎ সবেগে কশা উদ্যত করিয়া যুদ্ধবিষয়ে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বদিগকে ব্যূহ সান্নিধ্যে প্রেরণ করিল। (৮৬) মহাবীর সুধন্বা প্রবলপ্রতাপ কর্ণাত্মজকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতিষ্ঠিত এই পদ্মব্যূহ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে? (৮৭) যখন বৃষচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তখন এ ব্যক্তি ধনঞ্জয় নহে; অপর কোন বীর হইবে, সন্দেহ নাই। (৮৮) ধনঞ্জ-য়ের শরানলে নরপতিগণ কি আর দহ্যমান হয়েন না, সেইজন্য এ ব্যক্তি এই সমবেত বহুসংখ্য রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া একাকী সমাগত হইল? (৮৯) অদ্য আমি এই রণবিশারদ বীরের সহিত যুদ্ধকৌতুকে প্রবৃত্ত হইব। সূত! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সত্বর আমাকে এই বীরের রথসম্মুখে লইয়া যাও। (৯০) সূত এই বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বেগে অশ্বদিগকে কশাঘাত করিয়া রথিপ্রবর সুধন্বাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করিলে, বৃষকেতু ও সুধন্বা উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই আমিষলুব্ধ কেশরীর ন্যায়, নিরতিশয় তেজঃপ্রতাপ ও পরাক্রমবিশিষ্ট। সুধন্বা সবিনয় বাক্যে বৃষকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুব্রত! তুমি কে, কাহার পুত্র, তোমার নাম কি, অগ্রে এই সকল সবিশেষ নির্দ্দেশ কর, পশ্চাৎ যুদ্ধ করিব কি না, বিচার করা যাইবে। (৯১-৯৪) বৃষকেতু কহিলেন, যিনি দাতৃগণের অগ্রগণ্য, অতিশয় বীরত্বসম্পন্ন ও ধৈর্য্যগুণে অলঙ্কৃত, সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা কর্ণের ঔরষে আমার জন্ম। (৯৫) মহাভাগ মহর্ষি কশ্যপ আমাদের গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা, এবং আমার নাম বৃষকেতু। (৯৬) আমি যুধিষ্ঠিরের আদেশবহ ভৃত্য এবং অর্জ্জুনের পরম প্রীতিভাজন সখা। (৯৭) মহাবল! অধুনা তোমার নামাদি নির্দ্দেশ কর। কারণ, সিংহ কখনও শৃগালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। (৯৮) সুধন্বা কহিলেন, আমি মহারাজ হংসধ্বজের পুত্র, নাম সুধন্বা। মধুচ্ছন্দ ঋষি আমাদের বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। (৯৯) সুপ্রশস্ত সরোবরে সুজাত পদ্মের ন্যায়, ভুবনবিদিত উল্লিখিত বংশে আমার শুভ জন্ম সংঘটিত হইয়াছে। (১০০) অধুনা যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হইয়া তোমার প্রকৃত পুরুষত্ব প্রদর্শন কর। (১০১) তেজস্বী ভাস্কর যেমন তিমিররাশি তিরোহিত করেন, তুমি তেমনি সংগ্রামে শত্রুসৈন্যের প্রতিষেধ কর।

(১০২) পৌরুষহীন নির্ব্বোধ পুরুষেরাই আপনার কুলমর্য্যাদা বর্ণনা করিয়া শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, অনর্থক আড়ম্বর প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়। (১০৩) ধীমান্ বৃষকেতু সহাস্য আস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, এই দেখ, আমি বর্ষাকালীন জলদের ন্যায়, সার্থক আড়ম্বর প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। (১০৪) আমি এই মুহূর্ত্তেই সুশাণিত সায়কসহায়ে স্বীয় পুরুষকার প্রদর্শন করিব। আমার এই তীক্ষ্ণধার নারাচসকল নিশ্চয়ই তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বকার্য্যসাধন করিবে। (১০৫) তুমি সাবধান হও; আমি কথায় যাহা বলিলাম, কার্য্যে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। কোনমতেই ইহার অন্যথা হইবেনা। (১০৬) সর্ব্বভুবনপ্রকাশক পিতামহ ভাস্করদেবের সুপ্রদীপ্ত কিরণমালা হইতে এই সকল অগ্নিকল্প নারাচের তীক্ষ্ণতা সমুদ্ভাবিত হইয়াছে এবং স্বয়ং মৃত্যু ইহাদের মুখে অধিষ্ঠান করিতেছেন। (১০৭) এই বলিয়া তিনি রাশি রাশি শরবর্ষণপূর্ব্বক সৈন্য-সহিত সুধন্বাকে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহনাদ করিলেন। (১০৮) তাঁহার শরসকল সুধন্বার গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের শরীর ভেদ করিয়া জীবনহরণ করিল। (১০৯) হে রাজেন্দ্র! উদ্ধারবুদ্ধি বৃষকেতু এই প্রকারে রথযূথপতি সুধন্বাকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ করিলেন, এবং সুধন্বার সৈন্য সকলও শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া পলায়ন করিল। (১১০) অনন্তর মহাবল কর্ণাত্মজ তেজঃপ্রকাশপুরঃসর সহাস্য বদনে পঞ্চশর প্রয়োগ করিয়া সুধন্বার সারথি ও অশ্বসকল ছেদন এবং পুনরায় শত শত সুশাণিত সার্দ্ধপত্র বাণ দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যদিগকে পৃথিবীতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। (১১১।১১২)

অনন্তর মহাবাহু কর্ণপুত্র রোষাবিষ্ট হইয়া রাশি রাশি ছত্র, চামর, ধ্বজ, বাদিত্র, ভূষণ ও আয়ুধ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন! (১১৩) বীরবর সুধন্বা স্বীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণাত্মজের পুরুষত্বের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার অশ্ব, সৈন্য, বিশাল ধ্বজ ও পতাকাসহিত রথ এবং শরাসন ছেদন করিলেন। (১১৪।১১৫) অনন্তর সুধন্বার শর-নিকরে সংবিদ্ধ হইয়া বৃষকেতু আহত হইলে লোক সকল বিস্মিত হইল। (১১৬) ধর্ম্মাত্মা কর্ণাত্মজ মূর্চ্ছার অবসানে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দৃষ্টি-লাভ করিয়া সুধন্বার প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। (১১৭) তিনি আপনাকে শত্রুসৈন্যের মধ্যস্থ, বহুতর বিপক্ষবীরে পরিবেষ্টিত ও রথহীন অবলোকন করিয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হেমরত্নবিরা-জিত সুশাণিত নারাচসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং রাশি রাশি শরপ্রয়োগপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শত্রুসৈন্য বিদ্ধ করিয়া অনেককে পাতিত করিলেন। (১১৮।১১৯) অনন্তর তিনি ভূরী ভূরী শক্তি, তোমর, ভল্ল, ভিন্দিপাল, মুদ্গর ও অসিপ্রহারে বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্য-সকল সংহার করিতে লাগিলেন। (১২০) ঐ সময়ে শত শত নারাচ, করপত্র, অয়োমুখ ভূশণ্ডী, গদা, পট্টিশ, পরিঘ, ত্রিশূল প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধে স্বীয় শরীর সমাচ্ছাদিত সন্দর্শন করিয়া, শৌর্য্যশালী বৃষকেতু সমাহিতচিত্তে সবিশেষ নিষ্ঠাসহকারে সনাতন পুরুষ শৌরির সর্ব্বশোকবিনাশন সুপবিত্র নাম জপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শরীরে সহসা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। (১২১-১২৪)

অনন্তর সারথি অন্য রথ যোজনা করিয়া নিকটে আনয়ন করিলে, মহাবল বৃষকেতন তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিলেন, (১২৫) এবং হাসিতে হাসিতে সুশাণিত সায়ক-সহায়ে সুধন্বাকে বিদ্ধ ও চারিদিকে বাণবৃষ্টি করিয়া সুধন্বার সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করি-লেন। (১২৬) তদ্দর্শনে সুধন্বা সরোষে পাঁচ বাণে বৃষকেতুর হৃদয় বিদ্ধ করিলে, তিনি গাঢ়বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলেন! মহাবল বৃষকেতুকে তদবস্থ নিরীক্ষণ

করিয়া, সারথি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রণস্থল হইতে যেমন অপসারিত করিল, অমনি কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন থাক্ থাক্ বলিয়া সুধন্বাকে সবেগে আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর পঞ্চ শরে নিপীড়ন করিয়া, এক বাণে তাঁহার সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ, চারি বাণে রথের চারি অশ্বের প্রাণসংহরণ, আট বাণে দুর্ভেদ্য যুগ বিদারণ এবং তিন বাণে তাঁহার বিচিত্র শরাসন ছেদন করিলেন। (১২৭-১৩০) এইরূপে প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন অতি তেজস্বী সুধন্বার সমুদায়ই ছিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড করিলে, হংসধ্বজতনয় সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশপুরঃসর তদীয় অতিপৌরুষের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (১৩১।১৩২) অনন্তর রোষাবেশে প্রচণ্ড কোদণ্ড ও সুতীক্ষ্ণ সায়ক গ্রহণ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য সন্ধানযোগে শরদ্বয়মাত্রপ্রহারে প্রদ্যুম্নের অশ্ব, যুগ, চক্র ও রজ্জু, এই সকল অষ্টধা ছেদন এবং একবারে তদীয় দুর্ভেদ্য শরাশন পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। (১৩৩।১৩৪) পরে তিনি আর এক শরে সারথির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ এবং অপর শরত্রয় প্রহারে স্বয়ং প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া, কুপিত কেশরীর ন্যায় সুগভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে অতি অদ্ভুত হইল। (১৩৫।১৩৬) তাঁহারা উভয়েই বীর, বলবান্ ও রণবিশারদ। উভয়েই ভূচর হইয়া খেচরের ন্যায়, অলৌকিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর ভয়ঙ্কর শরবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন (১৩৭) এবং উভয়ে উভয়ের শরপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন। (১৩৮)

সুধন্বা সহসা সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক সমুত্থিত ও সরোষে রথে সমারূঢ় হইয়া দুর্ভেদ্য শরাসনে সুশাণিত শরসন্ধান করত অর্জ্জুনের অধীনস্থ বীরবর্গকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। (১৩৯) তিনি প্রথমেই কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণপূর্ব্বক একবারে নবতিশরে তদীয় কলেবর রুধিরশিক্ত করিলেন। (১৪০) কৃতবর্ম্মা ও সুধন্বা নিক্ষিপ্ত শরসকল দ্বিধা ছেদন করিয়া, পাঁচবাণে তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। (১৪১) সুধন্বা তৎক্ষণাৎ নয় বাণে তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথি সমুদায় নষ্ট করিলে, কৃতবর্ম্মা শক্রশরে নিপীড়িত হইয়া, রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান হইলেন। (১৪২)

অনন্তর মহাবীর অনুশাল্ব সমরাঙ্গণে সমুদ্যত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুধন্বাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অদ্য তুমি আমার সমক্ষে স্বকীয় বিক্রমে অনেক বীরের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছ, এক্ষণে সকলের সম্মুখে আমার একমাত্র শর সহ্য কর। (১৪৩।১৪৪)

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া প্রবলবিক্রম অনুশাল্ব বাড়বানলসন্নিভ নারাচ প্রয়োগ করিলে, সুধন্বা তাহা ছেদন করিতে কৃতযত্ন হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সুতরাং ঐ নারাচ সবেগে তদীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। (১৪৫।১৪৬) তদ্দর্শনে অনুশাল্ব একান্ত উৎসাহিত হইয়া সতেজে তদীয় সৈন্যসকলকে বাণবিদ্ধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সুধন্বাকে রথহীন করতঃ ধরাতলে নিপাতিত করিলেন এবং দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া বিপক্ষগণের হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিলেন। (১৪৭।১৪৮) অনন্তর রথিপ্রবর সুধন্বা মূর্চ্ছার অবসানে আশু গাত্রোত্থান করিয়া, মহাবল দৈত্যপতি শাল্বানুজের হৃদয়দেশ একবাণে বিদ্ধ করিলেন। (১৪৯) বাণবিদ্ধ অনুশাল্ব ধরাতল আশ্রয় করিলে সুধন্বা দ্বিগুণ উৎসাহে বিবিধ নারাচ নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের শত শত সেনা সংহার করিতে লাগিলেন। (১৫০) রাজন্! তিনি বহুসংখ্য সৈন্য ছেদন করিয়া বসুমতীকে রুধিরশালিনী, মাংসকর্দ্দমময়ী ও বিষমভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। (১৫১) সহস্র সহস্র গজ ও শত শত অশ্বের মস্তক ছিন্ন ও একত্র মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সমুদ্ভাসিত করিল। (১৫২) অশ্বসকল দ্রুতবেগসম্পন্ন অশ্বারোহীর সহিত শরপ্রহারে দুইভাগে ছিন্ন হইলে, তাহাদের

পূর্ব্বভাগ গমন ও অপরভাগ ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। (১৫৩) সুধন্বা স্বীয় সুবিপুল বিক্রমে অনেককে পাতিত ও অনেককে আহত করিলে লোকে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। (১৫৪) বিচিত্র সায়ক সমূহে বহুধা বিদারিত মনুষ্য, অশ্ব, গজ, রথী ও পদাতিকগণের রুধির প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া প্রচণ্ডপ্রলয়লীলা বিস্তার করিল। (১৫৫) বীরগণ ছিন্নবাহু, ছিন্নাঙ্গ ও ছিন্নভূষণ হইয়া সুধন্বাকর্তৃক সর্ব্বসমক্ষে পাতিত হইতে লাগিল। (১৫৬) তাহাদের সুবিশাল শরীরসমূহের সন্নিপাতে সংগ্রামভূমি অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের অগম্য হইয়া উঠিল। (১৫৭) পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সেই সুবিপুল সৈন্য এইরূপে ইতস্ততঃ ভগ্ন, বিদ্রুত ও বিরথ হইয়া পড়িল। (১৫৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত অর্জ্জুন-পরাভব নামক অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল সুধন্বা অর্জ্জুনসৈন্য সংহার ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপ্ততি নারাচে প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলে, (১) কৃষ্ণনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় কুপিত হইয়া, পঞ্চসপ্ততি ভল্লে তাঁহার রথ, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, ছত্র, চামর ও রথাধিকৃত বীরপুরুষদিগকে ছেদন করিয়া নিপাতিত করিলেন। (২) ঐ সময়ে সুধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে রথহীন করিলেন এবং উভয়েই পুনরায় দিব্যরথে আরোহণ করিয়া সহস্র সহস্র শরবর্ষণপূর্ব্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। (৩) উভয়েরই শরীর ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতপ্রবাহে পরিপ্লুত হওয়ায় বসন্তকালীন কুসুমভূষিত কিংশুক পাদপদ্বয়ের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। (৪) মহাবল সুধন্বা কুপিত হইয়া মহাশক্তি মোচন করিলে, তাহার গুরুতর আঘাতে শিনিপুত্র সাত্যকি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। (৫) তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, তুমুল হাহাকারে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। (৬) সৈন্যসকল ভয়মোহে অভিভূত হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলে বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে ভূতগণ উপদ্রুত হইয়া সবেগে পলায়ন করিতেছে। (৭) মহাবল সব্যসাচী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমাগত সুধন্বাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! কোথা যাইতেছ, এই স্থানে অবস্থিতি কর। (৮) অহে মহাবল! তুমি যুদ্ধে অনেককে জয় করিয়াছ। মহাত্মা ইন্দ্রের ন্যায় তোমার বলবীর্য্যের সীমা নাই। (৯) আমি পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কালকেয়গণ এবং সাক্ষাৎ মহাদেব ও অন্যান্য অনেক মহাবলপরাক্রম বীরের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তোমার অলৌকিক পুরুষকারসহ অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিয়া অন্তরে যেরূপ বিস্মিত হইয়াছি, সেই সকল যুদ্ধে এরূপ সংঘটিত হয় নাই। (১০।১১) সুধন্বা কহিলেন, পার্থ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছ, সে সকলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার হিতকর্ত্তা সারথি হইয়া রণে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। (১২) অধুনা, তুমি কৃষ্ণহীন হইয়াছ বলিয়া তোমার ঈদৃশ বিস্ময় সমুদ্ভূত হইয়াছে। (১৩) তুমি যদিও হরিকে ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু তিনি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিলেন? (১৪) যাহাহউক, যদি ইচ্ছা থাকে, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। রাজশ্রেষ্ঠ হংসধ্বজ মদীয় যজ্ঞাশ্ব যথাবিধানে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। (১৫) অদ্য দেবগণ

সকলে সমবেত হইয়া, আমার যুদ্ধ অবলোকন করুন। আমি ভগবান্ বাসুদেবের সম্মুখে তোমাকে বধ করিব। (১৬)

জৈমিনি কহিলেন, অর্জ্জুন এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া একবারে শত শর সন্ধান করিলে, সুধন্বা হাস্য করিতে করিতে সে সকল ছেদন করিলেন। (১৭) অনন্তর সুধন্বা পুনরায় দশ শরে কুন্তীপুত্রকে বিদ্ধ করত শত শত সায়ক প্রয়োগে তাঁহাকে একবারেই আচ্ছন্ন করিলেন। (১৮) অর্জ্জুনও দশ শরে তাঁহার শর সমস্ত ছিন্ন করিয়া, পরিশেষে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। (১৯) তদ্দর্শনে মহাবল সুধন্বা ক্রোধভরে বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের শরপাতভয়ে ভীত হইয়া খেচরগণ আকাশ মার্গ বিহারে প্রতি নিবৃত্ত হইল। (২০) ঘোরতর বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডল অদৃশ্য প্রায় হইলেন এবং অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে সুধন্বার সৈন্য সকল দগ্ধ হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। (২১) সুধন্বা পার্থপ্রেরিত প্রজ্বলিত শিখাসমন্বিত হুতাশন সন্দর্শন করিয়া, তাহার প্রতিবিধানজন্য বরুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহা হইতে করকাসহ সুবিপুল সলিলবৃষ্টি সমুদ্ভূত হইয়া, একবারে আকাশ ও অবনি প্লাবিত করিয়া ফেলিল। (২২) সেই দুর্নিবার শিলাবৃষ্টিতে গুরুতর আহত হইয়া অর্জ্জুনের সৈন্যসকল একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল, এবং ভয়ঙ্কর শীতে কাতর হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে ইতস্ততঃ সবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই আর স্থির থাকিতে পারিল না। (২৩।২৪) শীতে মুষ্টী শিথিল হওয়াতে, হস্ত হইতে সহসা শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িল এবং বীরগণ চকিতের ন্যায় স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। (২৫) অনবরত শিলা ও বৃষ্টিপাত হওয়াতে, ময়ূর ও চাতকগণের আহ্লাদের একশেষ উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে বর্হিগণ স্ব স্ব প্রিয়তমার সহিত সমবেত হইয়া সুখভরে বর্ষাসমাগম মনে করিয়া, বিচিত্র বর্হভার বিস্তার করত নৃত্য করিতে লাগিল। (২৬।২৭) বীরগণের কনকচম্পক সদৃশ কলেবরে নানাজাতীয় যে সকল বস্ত্র ছিল, তৎসমস্ত যেন অঙ্গের সহিত লিপ্ত হইয়া গেল। সেই প্রবল জলপাতে চামর, বর্ম্ম ও করিগণের কুম্ভস্থল শোভাহীন এবং চর্ম্মবাদিত্র সকল নষ্ট হইল। (২৮।২৯) শর সকল দুর্জ্জয় শিলাঘাতে পক্ষবিহীন হওয়াতে, লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইল এবং অতিমাত্র বৃষ্টিপাতনিবন্ধন গগনমণ্ডল অদৃশ্য হইয়া উঠিল। (৩০) তদ্দর্শনে মহাবীর পার্থ প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন পুর্ব্বক সরোষে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলে, তৎপ্রভাবে জলদমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, শত্রুপক্ষের ধ্বজ সকল নিপাতিত এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর হইতে লাগিল। (৩১।৩২) এই অবসরে বীর্য্যশালী সুধন্বা অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সহসা ধনঞ্জয়ের ধনু ও জ্যা ছিন্ন এবং শরত্রয়প্রহারে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, স্বয়ং অর্জ্জুনকে শরহীন করত বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, পার্থ! ভগবান্ বাসুদেব কোথায়? কৈ, তিনিত তোমার সারথ্য করিতেছেন না; (৩৩।৩৪) তুমি এখন আমার শরসংঘাতে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছ; এখন তোমার সেই পুরুষকার কোথায় গেল? তুমি সেই সর্ব্বগামী সারথিকে ত্যাগ করিয়া ইতর সারথির আশ্রয় লইয়াছ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ, যাহারা কোনরূপে ভগবানের আশ্রিত, তাহাদের কোনও কালেই বিপদ নাই এবং যাহারা পরের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে, তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারেনা। অতএব তুমি সেই বাসুদেব সারথিকে স্মরণ কর; নতুবা আমার সম্মুখীন হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত হইতে হইবে। (৩৫-৩৮)

জৈমিনি কহিলেন, মাহাবাহু অর্জ্জুন নিরুপায় হইয়া একহস্তে শরাসন ও অন্যহস্তে স্বীয় তুরগদিগকে গ্রহণ করিয়া, সেই সঙ্কট কালে ঐকান্তিকী হৃদয়ে মধুসূদনকে স্মরণ

হইলে, বসুমতী কম্পিত ও সাগরসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। (৮৭) ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি আর শর যোজনা করিও না। (৮৮) আমি পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি করিব, তুমিও দেবদত্ত শঙ্খ বাদন কর এবং আমার সহিত মিলিত হইয়া বীরবর সুধন্বার অলৌকিক পৌরুষ অবলোকন কর। (৮৯) যাহারা স্বর্গকাম হইয়া আপনার মুখ হইতে বিনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করে, তাহারাই কির্ত্তিমান্ এবং তাহাদেরই জীবন সার্থক। (৯০) আমিই পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যরাশি প্রদান করিয়া, এই বীরকে নিপাতিত করিব। তুমি কখনো ইহাকে সংহার করিতে পারিবে না। (৯১) এই বলিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পাঞ্চজন্যপরিপূরণে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবল অর্জ্জুনও আপনার দেবদত্ত নিনাদিত করিতে লাগিলেন। (৯২) এই রূপে শঙ্খপূরণ করিয়া পুরুষোত্তম শৌরি পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সত্বর শর সন্ধান কর। (৯৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ বাণ গ্রহণ করিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন সেই দেবপ্রশংসিত সুদৃঢ় শরের পশ্চিমাংশে ব্রহ্মাকে এবং মধ্যদেশে সাক্ষাৎ কালকে যোজনা করিয়া, স্বয়ং তাহার ফলকে অধিষ্ঠান করিলেন এবং পূর্ব্বে রামাবতারে যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাতে সংযোজিত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সেই শর সন্ধান করিলে, সমস্ত সংসার হাহাকার করিয়া উঠিল। (৯৪-৯৬) মহাবীর সুধন্বা তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া প্রফুল্লবদনে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি যাহা করিয়াছ, আমি তাহা জানি। (৯৭) তুমি অর্জ্জুনের জন্য সহসা সংগ্রামে সমাগত হইয়া অধুনা তাহার শরমধ্যে স্বয়ং অধিষ্ঠান করিলে। (৯৮) তুমি বিশ্বমূর্ত্তি, তোমাতে সকলই সম্ভব ও শোভা পায়, কিন্তু এতাদৃশ বন্ধুপ্রিয়তা তোমার উচিত নহে। বিশেষতঃ অর্জ্জুন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাও একবার স্মরণ করিয়া দেখ। (৯৯।১০০) অর্জ্জুন কহিলেন, আমি যদি অদ্য এই সায়ক সহায়ে তোমার কিরীটসহ মস্তক ছেদন করিয়া নিপাতিত না করি, তাহা হইলে অভিন্নস্বরূপ মহাদেব ও বাসুদেব, এই উভয় দেবতার ভেদ স্বীকার করিলে যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, আমাকে যেন তাদৃশ পাপে পতিত হইতে হয়। (১০১।১০২) সুধন্বা প্রত্যুত্তরে কহিলেন, বীর! আমিও যদি তোমার শর ছেদন না করি, তাহা হইলে শিবরাত্রিতে কাশিতে গমন ও মণিকর্ণিকাতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া শিবপূজা না করিলে যে পাপ হয়, আমার যেন তাদৃশ পাতক সঞ্চিত হয়। (১০৩)

জৈমিনি কহিলেন, উভয়ে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন রোষামর্ষে অধীর হইয়া, উল্লিখিত সায়ক শরাসনে সন্ধান করিলেন। (১০৪) ঐ শর হইতে অনবরত প্রজ্জ্বলিত পাবকশিখা সকল সবেগে সমত্থিত হইয়া আকাশে নিঃসারিত হইল। (১০৫) উহার শব্দে সমুদায় বাদিত্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং সমস্ত মহীতল বিহ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু সুধন্বা অণুমাত্র ব্যাকুল বা বিমোহিত না হইয়া, অর্জ্জুনকে সরোষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীর! মহাদেবাদি সমুদায় দেবগণ তোমার পক্ষপাতী হইয়া এই শররক্ষায় প্রবৃত্ত হউন, আমি কিন্তু নিঃসন্দেহই ইহা ছেদন করিব। ধনঞ্জয়! যদি আমি ইহা ছেদন করিতে না পারি, তাহা হইলে মদীয় পিতা ও মাতা, উভয়েই লজ্জিত হইবেন এবং আমার প্রণয়িনী প্রভাবতীও আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন। (১০৬-১০৮) হে ভক্তবৎসল নৃসিংহ! আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি অর্জ্জুনের সারথি। এ সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও মতেই গমন করিও না। (১০৯) হে গোবিন্দ! তুমি অধিষ্ঠান কর। হে পার্থ! তুমিও পুরুষকার সহকারে যুদ্ধ কর। এই বলিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে সুধন্বা সেই বাণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া

ধরাতলে পাতিত করিলেন। (১১০) বাণ ছিন্ন হইলে, চারিদিকে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইল। সুধন্বা সাতিশয় উৎসাহ সহকারে সংগ্রামমধ্যে অবস্থান করিয়া, আপনার বাহু তাড়ন করিতে লাগিলেন। (১১১) বাণ বিনষ্ট হইলে, চন্দ্রমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনের আদিপুরুষ চন্দ্র সজল ছিলেন, এই ব্যাপার দর্শনে যেন নির্জ্জল হইলেন। (১১২) কিন্তু হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ গোবিন্দের মাহাত্ম্যে সেই বাণের অর্দ্ধখণ্ড প্রবলবেগে সমুত্থিত হইয়া সুপ্রতাপশালী সুধন্বার প্রজ্বলিতকুণ্ডলমণ্ডিত পৌরুষ-নিবাস পরমমনোহরমস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। (১১৩।১১৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত সুধন্বানিধন নামক ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

রাজন্! অনন্তর সেই ছিন্নমস্তক পরমানন্দসহকারে কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও রাম নাম জপ করিতে করিতে অবিলম্বে বাসুদেবের চরণারবিন্দে সমাগত হইল। (১) এদিকে সুধন্বার মস্তক হীন দেহ অতিবেগে সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিয়া যাহাকে পাইল, তাহাকেই ধরাতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। (২) এই রূপে ভূরি ভূরি রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, অর্জ্জুনের সুবিপুল সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়া উঠিল। (৩) ঐ সময়ে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব আপনার পদস্থিত সেই রমণীয় মস্তক সকলের সমক্ষে সহর্ষে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলে, উহার মুখ হইতে অনির্ব্বচনীয় তেজ বিনিঃসৃত হইয়া তদীয় আননে প্রবেশ করিল। তিনিই কেবল ইহা জানিতে পারিলেন; আর কেহই নহে। (৪।৫) অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব অতীব-বীর্য্যসম্পন্ন সুধন্বার সেই প্রজ্বলিত-কুণ্ডলমণ্ডিত রমণীয় মস্তক স্বীয় হস্ত হইতে সবেগে রাজা হংসধ্বজের রথে নিক্ষেপ করিলেন (৬) মহীপাত হংসধ্বজ সেই পতয়মান পুত্রশির গ্রহণ করিয়া শোকভরে কহিতে লাগিলেন, বৎস সুধন্বন্! আমি তোমার কি করিয়াছি, তুমি কেন আমার সম্ভাষণ করিতেছ না, তাত! আমি তোমার পিতা, ইহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, না আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ? (৭।৮) হে সুব্রত! আমি ত কখনও তোমার কোন অপরাধ করি নাই এবং তুমি ত পূর্ব্বে কখনও আমাকে এরূপ মনোবেদনা প্রদান কর নাই। (৯) বৎস! আমি পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তোমাকে তপ্ততৈলপরিপূর্ণ কটাহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, গুরুতর দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা নিতান্ত পীড়ন করিয়াছিলাম। (১০) ইহাতেই কি তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ? হায়! ক্ষত্রিয়ের দুরাচার ধর্ম্মে ধিক্! বৎস! তুমিই স্বার্থকজন্মা মহাপুরুষ। যেহেতু তুমি যুদ্ধে কৃষ্ণার্জ্জুনের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ এবং তুমি পতিব্রতা প্রভাবতীরও মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ। (১১।১২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! পুত্রশোকাতুর রাজা হংসকেতন এই কথা কহিয়া বারংবার পুত্রের বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। (১৩) তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে হর্ষ বিষাদময় কতপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের যে উদয় হইল, তাহা বলিবার নহে। (১৪) তিনি পুত্রের শোকসাগরে পতিত এবং তাহার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! উত্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক পার্থের যজ্ঞ অশ্ব গ্রহণ কর এবং প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণের

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। (১৫।১৬) বৎস! তুমি জননীর বাক্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছ এবং ত্বদীয় ভগিনী কুবলা যাত্রাকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি রক্ষা করিয়াছ; (১৭) কিন্তু আমার কথা কেন শুনিতেছ না? আমি বারংবার ব্যাকুল হৃদয়ে তোমাকে সম্ভাষণ ও যুদ্ধ গমনে অনুমোদন করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চির-মৌন অবলম্বন করিয়াছ কেন? ইহাই কি তোমার পিতৃভক্তি? তাত! আমি তোমার এই শিশু-শশি-সদৃশ সুন্দর আনন দর্শন না করিলে, আত্মসাক্ষাৎকার-বঞ্চিত যোগীর ন্যায় কোনও মতেই প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। (১৮-২০) বৎস! তোমার সুরথ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই শ্রবণ করুন। আমি বারংবার প্রার্থনা করিলেও, সুধন্বা কোনরূপ সম্ভাষণ বা যুদ্ধে গমন করিতেছে না। হায়, আমার কি হইল! (২১) পিতার এই কথা শুনিয়া, মহাভাগ সুরথ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! সুধন্বা যুদ্ধে হত হইয়াছে। আপনি কিজন্য তাহার ছিন্নমস্তক গ্রহণ করিয়া বৃথা রোদন করিতেছেন? (২২।২৩) হংসধ্বজ কহিলেন, বৎস! আমার রোদনের কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, সুধন্বার মস্তক ছিন্নাবস্থায় ভগবান্ হরির সর্ব্বলোকশরণ চরণপদ্মে পতিত হইয়া, পুনরায় উহা পরিহার করিয়াছে। (২৪) অতিমাত্র দুষ্কৃতযোগেই তাহার বিয়োগ ঘটিয়া থাকিবে। আমার বা সুধন্বার এমন কি ঘোর দুষ্কৃতি আছে, যাহা দ্বারা এই ছিন্ন মস্তক কৃষ্ণপাদপদ্মে মধুকরের ন্যায় সমাগত হইয়া, ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিল না; ইহাই আমার রোদনের হেতু। (২৫।২৬) বৎস সুরথ! ভগবান্ জনার্দ্দন কি অভিপ্রায়ে জানিনা, সুধন্বার এই সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিলম্বিত মনোহর মস্তক আমার উপরে নিক্ষেপ করিয়াছেন; এক্ষণে আমিও ইহা তাঁহার রথে নিক্ষেপ করিব। (২৭।২৮)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! রাজা হংসধ্বজ এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসপুরঃসর পুত্রের সেই বিশাল মস্তক স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সবেগে পুনরায় তাহা বাসুদেবের রথে নিক্ষেপ করিলেন। (২৯) ভগবান্ সেই ছিন্নশির গ্রহণ করিয়া, গগনমণ্ডলে পরিত্যাগ করিলেন। (৩০) ঐ সময়ে প্রতাপশালী সুরথ দুঃখিত হইয়া স্বজনদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে সৈনিকসকল! তোমরা সকলে অবলোকন কর। (৩১) আমি অদ্য তোমাদের সমক্ষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত ঘোরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। কৃষ্ণ মদীয় ভ্রাতার মস্তক নিক্ষেপ করিয়াছেন। (৩২) তিনি যদি অদ্য আমার সম্মুখে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তাঁহার কতদূর বলবুদ্ধি ও বীর্য্যপ্রভাব জানিব। অদ্য অর্জ্জুনকেও আমি ছেদন করিব। (৩৩) এই বলিয়া সুরথ তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী দিব্যরথে আরূঢ় ও সুবিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ জন্য প্রস্থান করিলেন। (৩৪) হে জনমেজয়! সুরথ রোষভরে শঙ্খধ্বনিসহকারে সিংহনাদ করিলে, রসাতল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণের যেন মহামোহ উপস্থিত হইল। (৩৫) তিনি সুবিশাল শরাসন গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অয়ি মহাবল! অদ্য তুমি সংগ্রামে আমার সহিত অধিষ্ঠান কর। (৩৬) হে কৃষ্ণ! তুমিও সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। আমি সুরথ, তোমার প্রবল শত্রু। (৩৭) হে জনার্দ্দন! তুমি মদীয় ভ্রাতা সুধন্বাকে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যসহায়ে সংহার করিয়া নিতান্ত অজ্ঞানের ব্যবহার করিয়াছ, ইহাতে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তুমি অনুধারণ কর নাই। (৩৮) কৃষ্ণ! যেমন কোনও শিশু মুক্তারাশির বিনিময়ে সামান্য বদরিকা গ্রহণ করে, তুমিও তেমনি মুক্তাফলোপম পুণ্য অর্পণ করিয়া, সুধন্বার বদরতুল্য প্রাণ

গ্রহণ করিয়াছ। (৩৯) ইহাতে কোন্ ব্যক্তি কাহাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে, হে বঞ্চক! তাহা তুমিই বলিতে পার। (৪০) তুমি গোপাল, কিরূপে আমাকে জানিতে পারিবে? হে কেশব! অদ্য ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইয়াছে, এক্ষণে পরস্পরের অবশ্যই পরিচয় হইবে। (৪১) হায়! ভ্রাতা সুধন্বা এখন কোথায়? তাঁহাকে ত আমি দেখিতে পাইতেছি না! এই দুরাত্মা পাণ্ডবই তাঁহার নিধনের কারণ। অদ্য ইহাকে পাইয়া আমার অতিমাত্র আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে। (৪২)

জৈমিনি কহিলেন, সুরথকে তথাবিধ দর্শন করিয়া, ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন; পার্থ! তুমি এই মহাযুদ্ধে কদাচ ইহার সম্মুখে থাকিও না। (৪৩) এই সুরথ স্বভাবতঃ মহাবল, সুকৃতী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন; তাহাতে আবার ভ্রাতৃশোকে মত্ত ও সন্তপ্ত হইয়াছে। (৪৪) মদ-সলিল-সংপৃক্ত মহাগজের ন্যায় ইহাকে নিবারণ করা সহজ নহে। অতএব অন্যান্য বীরগণ ইহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুক। হে পার্থ! তুমি গমন করিলে নিশ্চয়ই গুরুতর অনিষ্টসংঘটন হইবে। (৪৫।৪৬) অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি আমার সমস্ত অশুভই বিনাশ করিয়াছ, অতএব অদ্য এই সুরথকর্ত্তৃক আমার কি অনিষ্ট সংঘটিত হইবে? (৪৭) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই রণস্থিত সুরথকে দ্বিতীয় সৃষ্টিবিধানে সমুদ্যত দেখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও সর্ব্বদা গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। (৪৮) ফলতঃ সুরথের বলবীর্য্যের সীমা ও উপমা নাই। এইজন্য আমি তোমাকে বারংবার প্রতিষেধ করিতেছি। (৪৯) তুমি পূর্ব্বে সর্ব্বদা আমার মতানুসারে চলিয়াছ, এক্ষণেও আমার মতে তোমার কার্য্য করা উচিত। (৫০) হে পাণ্ডবর্ষভ! প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ অদ্য যুদ্ধমহার্ণবে ইহাকে নিপাতিত করুক। ইহা ভিন্ন ইহার সংহারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। (৫১) দেখ, আমি তোমার জন্য নিজ পুণ্য প্রদান করিয়াছি, তাহাতেও অতি ক্লেশে সুধন্বা নিহত হইয়াছে। হে পার্থ! যাহার দুষ্কৃত অপেক্ষা সুকৃতের অংশ অধিক, তাহারও বিজয়বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (৫২) কিন্তু এই সুরথের শরীরে একমাত্র সুকৃতেরই অধিষ্ঠান, দুষ্কৃতের লেশমাত্রও নাই। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যের শরীরে দুষ্কৃতের আবির্ভাব হইলেই, ব্যাঘ্র, তস্কর রাজন্য, সর্প ও অগ্নি ইত্যাদির ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি সুকৃতকারী, তাহার ভয় বা বিপদের সম্ভাবনা কোথায়? (৫৩-৫৬)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকে সুমধুর বাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, (৫৭) বৎস! তোমরা বহুবীর একত্র হইয়া সুরথকে নিপাতিত করিবে, আমি অর্জ্জুনকে লইয়া অন্যত্র গমন করি। (৫৮) কৃষ্ণের আদেশে বীরগণ ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই যুদ্ধে নির্গত হইল। এদিকে সারথি শ্রীহরি অর্জ্জুনের রথ যুদ্ধভূমি হইতে তিন যোজন অন্তরে লইয়া গেলেন। তখন সুরথ ও অন্যান্য বীরগণে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। (৫৯।৬০) মহাবল সুরথ ক্রোধযুক্ত হইয়া ভ্রাতৃহন্তা কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, (৬১) দারুণ রোষামর্ষে অধীর হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, কৈ, সুধন্বার শত্রুকে ত সংগ্রামে দেখিতেছি না? শিশুগণ স্বভাবতঃ কমনীয়, অতএব তাহাদের সহিত কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? (৬২) কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, এই দুই জনই অপরাধী; ইহাদের কোনও অপরাধ নাই। বরং অগ্রে এই শিশুদিগকে নিবারণ করিয়া, পরে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংহার করিব। (৬৩) তাহারা আমার সম্মুখে, পাতালে বা অন্তরীক্ষে, কোথায় পলায়ন করিবে? মহাবল সুরথ এইপ্রকার স্থির করিয়া বিপক্ষ-সৈনিকদিগকে কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কোথায় গেলেন, আমি তাঁহাদিগকে তোমাদের মধ্যে ত দেখিতেছি না। (৬৪।৬৫)

সৈনিকেরা কহিল, বীর! তুমি ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় কি বৃথা জল্পনা করিতেছ? যাহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের সহিত প্রথমে যুদ্ধ কর, পশ্চাৎ কৃষ্ণ পাণ্ডবের সন্ধান করিও। বৃথা দর্পগৌরবে কি প্রয়োজন; অগ্রে আমাদিগের গতিরোধ কর। এই বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ সুরথকে পরিবেষ্টন করিল। তিনিও ভূরি ভূরি নারাচ প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই সকল বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুরথের বানে কেহ নিপাতিত, কেহ বিদারিত, কেহ হতাঙ্গ, কেহ ছিন্নমস্তক এবং কেহ বা হতবাহন হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। ক্ষণমধ্যেই তদীয় প্রভাবে সৈন্যমধ্যে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। (৬৬-৭০) হে রাজেন্দ্র! এইরূপে যোজনত্রয়ব্যাপী সৈন্যব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া সুরথ বাসুদেবের সমীপে সমাগত হইলেন এবং তথায় রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও তদীয় সারথি হরিকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র ক্রোধে অভিভূত ও নিরতিশয় অমর্ষপরায়ণ হইলেন। (৭১) সুরথ শরপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক বাসুদেবকে আকীর্ণ করিয়া, ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন জাতক্রোধ হইয়া, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, একবারে সহস্রশর সন্ধান পূর্ব্বক রথ ও অশ্বের সহিত শক্রতাপন সুরথকে নিপীড়িত করিলেন এবং পুনরায় সুশাণিত সায়কসমূহ মোচন করিয়া তাঁহার জ্যা সহিত ধনু, সুন্দর পতাকা সহিত ধ্বজ, সারথি সহিত রথ ও অশ্ব সমুদায় বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ং সুরথকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল সুরথও অর্জ্জুনকে প্রতিশর নিক্ষেপণে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। (৭২-৭৫) রাজন্! এইরূপে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ পুরঃসর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। (৭৬) ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীরবর সুরথ কিরূপ ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অবলোকন কর। (৭৭) এই ভ্রাতৃশোকাতুর সুরথ ভ্রাতৃবিনাশের প্রতিশোধ স্বরূপ আমাদের সকল সৈন্য সংহার করিবে, দেখিতেছি। (৭৮) হে অর্জ্জুন! আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে ত্যাগ না করিয়া আমাদের উভয়ের সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছে। এমন কোনও যোদ্ধাকেই সম্মুখীন দেখিতেছি না, যে এই মহাবল সুরথের গতিরোধে সমর্থ হয়। (৭৯।৮০) অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যে কুপিত এবং ব্যথিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমি আপনার সমক্ষেই মহাবীর সুরথকে সংহার করিব। হে মাধব! আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার অসাধ্য কিছুই নাই। (৮১।৮২)

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল পার্থ এই বলিয়া শত শরে সুরথকে আহত করিলে, তাঁহার রথ তৎক্ষণাৎ সবেগে আকাশে উত্থিত হইল। (৮৩) তখন তিনি শিলাশাণিত বিচিত্র-সায়কপুঞ্জে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া, হাসিতে হাসিতে পার্থকে কহিলেন, শ্বেতবাহন! আমি শরসমূহে তোমার রথ ভেদ করিতেছি, তুমি রক্ষা কর। (৮৪) হে রাজন্! বলিতে বলিতে মহারথ সুরথের শরপ্রহারে অভিহত হইয়া অর্জ্জুনের সেই মহারথ, কৃষ্ণ ও হনুমানের সহিত রণস্থলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। (৮৫) বাসুদেব ক্রোধান্বিত হইয়া পদদ্বয়ে নিপীড়নপূর্ব্বক সেই রথ ধরাতলে প্রোথিত করিলেও রথ স্থির হইল না, পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। (৮৬) রথিশ্রেষ্ঠ সুরথ এই অবকাশে শাণিত শরসমূহ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ নিনাদিত করিয়া, দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করতঃ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। (৮৭।৮৮) অনন্তর কৃষ্ণ রোষভরে অর্জ্জুনকে কহিলেন দেখ, আমি ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তথাপি সুরথের শরে আহত হইয়া ত্বদীয় রথ সবেগে পরিচালিত হইতেছে। (৮৯) অতএব তুমি বলপ্রয়োগ সহকারে মহারথ সুরথকে আশু বিরথ কর, ইহার মনোরথ পূরণের কোনও পথ প্রদান করিও না। (৯০) অমিতবীর্য্য অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া বাণপ্রয়োগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সুরথের

সেই মহারথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত শতধা ছেদন করিলেন। (৯১) রাজন্! মহাবল সুরথ অর্জ্জুনকর্তৃক বিরথ হইবামাত্র, পবননন্দন হনুমান লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধনঞ্জয়ের রথ ভূমধ্যে দৃঢ়নিবদ্ধ করিলেন এবং বাসুদেবও দৃঢ়রূপে বল্গা ধারণ করিলে, রথ স্থিরভাব অবলম্বন করিল। (৯২।৯৩) সুরথ কহিলেন, হে বিশ্বম্ভর! আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার ভারে এবং হনুমানের বেগে অর্জ্জুনের রথ স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। তথাচ, আমি পুনরায় উহা দূরে নিক্ষেপ করিব। (৯৪) সুরথ এই বলিয়া, অমীত বিক্রমে রথের ঈষা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভূতলগামী রথ পুনরায় উত্থিত করত সহর্ষে কহিতে লাগিলেন পার্থ! বল, এই যুদ্ধভূমি হইতে সাগরে, বা মেরুশিরে, অথবা সেই হস্তিনাপুরে, কোন্ প্রদেশে তোমার এই রথ নিক্ষেপ করিব? (৯৫।৯৬) অনন্তর রথস্থ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ পঞ্চ শর প্রহার করিলে, সুরথ মূর্চ্ছার বশীভূত হইলেন। (৯৭) তাহার হস্ত শিথিল হওয়াতে ধনুর্ব্বাণ হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, (৯৮) মূর্চ্ছার অবসান হইলে রাজকুমার সুরথ অন্য রথে আরোহণ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বৎসদন্ত বারাহকর্ণ, নালীক, ক্ষুরপ্র ও কটকামুখ ইত্যাদি বহুবিধ বাণ ক্ষেপণপুরঃসর কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! অদ্য তুমি কোনও সত্য প্রতিজ্ঞা কর। আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে, তোমার প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। (৯৯।১০১) অর্জ্জুন কহিলেন, বীর! প্রতীজ্ঞা করিতেছি, তোমার জনকের সমক্ষে তোমাকে আমি নিধন করিব। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞা কর। (১০২) সুরথ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি তোমাকে রথ হইতে ভূমিতে পাতিত করিব। যদি না করি, তাহা হইলে আমার তাবৎ পুণ্য যেন বিনষ্ট হয়। (১০৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! এই অবসরে বীর্য্যশালী সুরথ শরবৃষ্টি করিয়া, অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিরেল। অর্জ্জুনও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন, (১০৪) এবং রোষভরে উপর্য্যুপরি সুরথের অষ্টোত্তরশত রথ এবং বহু সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। (১০৫) তদ্দর্শনে সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে মহাবীর অর্জ্জুনের কার্ম্মুকজ্যা ছেদন ও নারাচসমূহে তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। (১০৬) অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় কার্ম্মুকে গুণ সংযোজিত করিয়া, রাশি রাশি অস্ত্র শস্ত্রে সুরথকে বিদ্ধ ও রথহীন করতঃ, পুনরায় অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তদীয় বাহুমূল বিদারিত কবিলেন। (১০৭) সুরথের বিবিধভূষণভূষিত দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। (১০৮) মহাবল সুরথ বাম হস্তে মহতী গদা গ্রহণ করিয়া, সবেগে অর্জ্জুনের তুরগ সকল ও সারথি গোবিন্দকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং সেই গুরুভার গদার আঘাতে এক সহস্র গজ, দুই সহস্র রথ, অযুত অশ্ব ও লক্ষ লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। (১০৯।১১০) তখন অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও সমবেত নৃপতিবর্গ, সকলকেই সরোষে ও সগর্ব্বে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, পুনরায় [illegible] সহস্র পদাতি সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু ধনঞ্জয় লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সুরথের বামহস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১১১।১১২) করদ্বয় ছিন্ন হইলে, রাজনন্দন সুরথ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! অধুনা আপনাকে রক্ষা কর। মাধব! তুমিও আত্মরক্ষা কর। আমি তোমাদের প্রবল অরাতিরূপে সুস্থিহিত হইয়াছি। (১১৩) এই বলিয়া মহাবীর সুরথ ছিন্নহস্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি তদ্দর্শনে রোষভরে নবতি শরে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ ও দুই শরে দুই পদ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। (১১৪) পদদ্বয় ছিন্ন হইলে মহাবল সুরথ রথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমৎকালে ধনঞ্জয় সর্ব্বদেবময় শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার সুশিরাল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১১৫) এইরূপে কুণ্ডলমণ্ডিত সুচারুনেত্রসমলঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন হইলে, সুরথের সেই হস্ত পদহীন দেহ ইতস্ততঃ সবেগে ধাবমান হইয়া, অর্জ্জুনের [illegible] সেও

সংহার করিল। ঐ সময়ে সুরথের ছিন্নমস্তক পার্থের ললাট দেশে সংলগ্ন হওয়াতে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলেন। অনন্তর ঐ মস্তক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিল। (১১৬-১১৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত সুরথসংহার নামক বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে উত্থিত ও রথে আরোপিত করিয়া, পরে ঐ মস্তক বাহুদ্বয়ে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পার্থ! মহাবাহু সুরথ আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা পালন করিয়াছে। অতএব তুমি জানিতেছ, এই ব্যক্তি সত্যবাদী। (১।২) অর্জ্জুন কহিলেন, দেব! আমি সুরথকর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াছিলাম, তোমার প্রসাদে পুনরায় জীবিত হইয়াছি। (৩) সুরথই ধন্য; এক্ষণে এই সুবিশাল মস্তক আমার হস্তে প্রদান কর। আমি ইহার বন্দনা করিব। (৪) এই শিরস্পর্শ করিলে আমার পুণ্য বৃদ্ধি হইবে। এই বলিয়া অর্জ্জুন সেই শ্মশ্রুল শির গ্রহণ করিয়া, বন্দনা করিলেন। (৫) এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলে, বিনতানন্দন সমাগত হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। (৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন বিশালাক্ষ কশ্যপনন্দন! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই মস্তক গ্রহণ করিয়া আশু তীর্থরাজ প্রয়াগে নিপাতিত কর। (৭) গরুড় কহিলেন, তথায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী জলমাত্র; সুতরাং তথায় এই মস্তক নিক্ষেপ করিলে কি ফল হইবে? (৮) আপনি স্বয়ং যখন এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন সেখানে কি জন্য আমি লইয়া যাইব? (৯) তবে যত দিন মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজলে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ততদিনই তাহার স্বর্গে অমৃতভোজন হয়। অতএব সুরথের মস্তক আমি প্রয়াগে নিক্ষেপ করিব। গোবিন্দ! আমি তোমার দাস। আমার হস্তে সুরথের মস্তক ন্যস্ত কর। (১০।১১) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গরুড়! এই মস্তকসংসর্গে প্রয়াগের পাবনী শক্তি একান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তুমি তথায় মদীয় কোশমধ্যে এই শিরোরত্ন নিক্ষেপ করিও। (১২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বিনতানন্দন গরুড় সুরথের সেই সুবিশাল শির গ্রহণ করিয়া, আকাশমার্গে গমন করিতেছেন, ভবানীপতি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। (১৩) তখন ভগবান্ বৃষভধ্বজ পার্ব্বতী ও স্বীয় গণে পরিবৃত হইয়া, স্বর্গে বিরাজ করিতেছিলেন। (১৪) তিনি শূলধারী, চরাচরের গুরু, সকলের বরদ, সৃষ্টিকর্ত্তা, কপালী, সুখের অধিষ্ঠাতা, পিতামহাদি দেবগণের আরাধ্য এবং সকলের নিয়ন্তা। (১৫) কশ্যপকুমার গরুড় সুরথের মস্তক গ্রহণ করিয়া প্রয়াগাভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া কৈলাসপতি ভৃঙ্গীকে আদেশ করিলেন, তুমি আশু গরুড়ের নিকট গমন কর। (১৬) পার্ব্বতী কহিলেন, বিরূপাক্ষ! গরুড় কি লইয়া, কোথায় যাইতেছে, শুনিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। (১৭) শিব কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, মহাবীর সুরথের মস্তক ছেদন করিয়াছেন। গরুড় স্বীয় প্রভু গোবিন্দের আদেশে ঐ মস্তক প্রয়াগে নিক্ষেপ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। (১৮) আমি সুরথের সেই ছিন্ন শির আনয়ন করিবার জন্য ভৃঙ্গীকে গরুড়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি। (১৯) সমুজ্জ্বল-কুণ্ডলালঙ্কৃত ঐ মস্তক স্বীয় মুণ্ডমালায় গ্রথন করিবার জন্য আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। (২০) অয়ি কমললোচনে! ইতঃপূর্ব্বে ইহার ভ্রাতা সুধন্বার মস্তক মুণ্ডমালায় ধারণ

করিয়াছি, অধুনা এই সুবর্ণের সুবিশাল শির আমার অত্যুৎকৃষ্ট দ্বিতীয় ভূষণ হইবে। (২১) কল্যাণি! সংসারে গুণের সমুচিত পুরস্কার ও দোষের যথাবিহিত তিরস্কার হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। (২২) এই সনাতন নিয়মের কোনওরূপ ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার ঘটিলেই লোক রক্ষায় অন্যথা সংঘটিত হইয়া থাকে। (২৩) অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে, লোকের পদে পদেই অনিষ্ট ও অভিষ্টবিনাশন, এ কথা বলাই বাহুল্য। (২৪) পূর্ব্বে দুরাচার অসুরগণ প্রবল হইয়া, লোকস্থিতিভঙ্গের যে দুর্নিবার হেতু সমুদ্ভাবিত করে, তাহা তোমার অবিদিত নাই। (২৫) সুতরাং শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া, ধর্ম্মাদি গুণের পুরস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (২৬) পাপ যখন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন পিতামহের এই মনোহর সৃষ্টি কোনও মতেই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না; তখন আমি সর্ব্বসংহারক রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি। (২৭) এই জন্য আমার অন্যতর নাম, হর। এইরূপ গুণের পুরস্কার আমার স্বভাবসিদ্ধ প্রধান ধর্ম্ম। (২৮) যাহারা ধার্ম্মিক, বদান্য কৃতজ্ঞ, পরোপকারপরায়ণ, শূর, জিতচিত্ত, জিতকাম, হিংসাদ্বেষাদি রিপুগণের উপদ্রবপরিশূন্য এবং যাহারা আপনার ন্যায় পরের উপকার করে, কখনও কাহার বিদ্রোহে বা বিপ্রকারে ছন্দাংশেও প্রবৃত্ত হয় না, সেই সকল সদাচার সৎ মনুষ্যেরই মুণ্ডমালা আমি পরমপবিত্র অলঙ্কাররূপে গলদেশে ধারণ করিয়া থাকি। উহাতে আমার আত্মা ও মন নিতান্ত প্রফুল্ল ও একান্ত উল্লাসিত হয়। গুণের পুরস্কার ও লোকস্থিতির বিহিত সাধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। (২৯-৩২) যাহারা গুণের পুরস্কার করে, তাহারা এ জগতে নানা প্রকারেই পুরস্কৃত হইয়া থাকে। (৩৩) দেখ, আমি ঐরূপে গুণের পুরস্কারদান করি বলিয়াই কপালী নামে বিখ্যাত হইয়াছি। (৩৪) যাহারা পরের অনিষ্ট করে, আত্মাকেও বঞ্চিত করিয়া সঞ্চয় করে, ভৃত্যগণের প্রতি অকারণ অসদ্ব্যবহার করে, অসৎপথে পরিবারবর্গের পোষণ করে, অন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, নিজমুখে আপনার প্রশংসা করে, মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত প্রদর্শন করে, বিশ্বাস করিলে তাহা নষ্ট করে, অকারণ শত্রু হইয়া পরকীয় অপবাদ ঘোষণা করে, কাহারও যথার্থ প্রশংসা করিবার সময় জিহ্বা সংকোচ করে, কিন্তু সামান্য দোষও বলিবার জন্য শতমুখ আবিষ্কার করে, ভৃত্য হইয়া প্রভুর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করে, কূট সাক্ষ্য প্রদান এবং কূট আচরণ করে আমি তাদৃশ দুরাচারগণের মস্তক কখনও মুণ্ডমালায় পরিধান করি না। (৩৫-৪০)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! দেবদেব মহাদেবের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র প্রভুভক্ত ভৃঙ্গি তৎক্ষণাৎ গরুড়ের সন্নিহিত হইল, (৪১) এবং কহিল, মহাভাগ! তুমি আমার হস্তে মস্তক প্রদান কর। খগরাজ! তুমি আমায় জান না; যদি না দাও, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব। (৪২) আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ সর্প নহি যে, তোমাকে ভয় করিব। অতএব বারম্বার বলিতেছি, মস্তক পরিত্যাগ কর। (৪৩) পুনঃপুনঃ বলিতেছি, তুমি আমার সুদারুণ তেজ অবগত নহ। পতঙ্গপতি গরুড় এই কথায় তাহাকে পক্ষাঘাতে দূরে অপসারিত করিয়া, প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। (৪৪) এদিকে ভৃঙ্গী প্রবল পক্ষপবনে শুষ্কপত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া মহাদেবের সন্নিহিত হইলে, পার্ব্বতী সহাস্যবদনে কহিলেন, শিবদূত! তুমি হরিবাহন গরুড়কে জান না, সেইজন্য তাহার পক্ষপবনে পরিচালিত হইয়া, তোমাকে শিবসান্নিধ্যে আসিতে হইল। (৪৫।৪৬) শঙ্কর! তুমিই বা কিরূপে ঈদৃশ শুষ্কশরীর ক্ষীণবল দূতকে তাদৃশ মহাবল পন্নগাশন গরুড়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলে? বৃদ্ধ বৃষ যাহার সম্বল, সাগরগামিনী গঙ্গা যাহার প্রেয়সী, সামান্য গজচর্ম্মমাত্র যাহার বস্ত্র এবং সর্ব্বদা বিহ্বল ও অজ্ঞের ন্যায় যাহার শ্মশানে অধিষ্ঠান, তাহার আবার গৌরব

কি? (৪৭।৪৮) প্রিয়তমা পার্ব্বতীর এই কথা শুনিয়া, মহাদেব প্রসন্ন বদনে বৃষকে আদেশ করিলেন, হে বৃষভ! আমি নিয়োগ করিতেছি. তুমি সত্বর গমন করিয়া গরুড়ের নিকট হইতে সুরথের মস্তক আনায়ন কর। তাহা হইলে, বরবর্ণিনী পার্ব্বতী আমার দূতের বল জানিতে পারিবেন। (৪৯।৫০) বৃষ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তক আনায়নজন্য নিরতিশয় রোষভরে গরুড়ের নিকট গমন করিল। (৫১) বৃষরাজের অত্যুগ্র নাসাপবনে প্রতিহত হইয়া গরুড়ের কলেবর সর্ব্ব ভুবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। (৫২) এই রূপে স্বীয় নাসাবায়ুর প্রতিঘাতে পতগপতি নীয়মান হইলে, বৃষ কোনও মতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। (৫৩) গরুড় ক্রমে ক্রমে বিবিধ বন নদী, পর্ব্বত, সাগর এবং সত্যলোক, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ বায়ুচালিত হইয়া পরিভ্রমন করিতে করিতে দৈববশে প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইল এবং কৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করত তথায় সেই মস্তক নিক্ষেপ করিল। (৫৪।৫৫) মস্তক জলমধ্যে পতিত হইলে, বৃষ তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ বরিয়া কৈলাসনাথের নিকট উপস্থিত হইল, এদিকে গরুড়ও আদিষ্টকার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া মহাবিষ্ণুর সান্নিধ্যে প্রস্থান করিল। অনন্তর নন্দী মহাদেবের হস্তে সমুজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উল্লিখিত মস্তক প্রদান করিলে, তিনি তাহা স্বীয় মুণ্ডমালামধ্যে রত্নস্বরূপ ধারণ করিলেন। (৫৬-৫৮)

জৈমিনি কহিলেন. অনন্তর হংসধ্বজ পুত্রকে পতিত দেখিয়া, স্বয়ং সজ্জিত হইয়া, সসৈন্যে রণস্থলে সমাগত হইলেন। (৫৯) তিনি রথারোহণে যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে, ভগবতী বসুধা কম্পিত. নাগরাজ বাসুকি বিচলিত এবং সাগরসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। (৬০) পরমতেজস্বী হংসধ্বজ পুত্রশোকে কুপিত হইয়া সংগ্রামে সমাগত হইলেন, দেখিয়া, ভগবান্ বাসুদেব তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন (৬১) এবং বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলে, রাজন্! তোমার শরীর নিষ্পাপ! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর। (৬২) হে মতিমান্! সংসারের কিছুই স্থায়ী নহে। এই যে সূর্য্য অনন্তকাল তাপ ও আলোক প্রদান করিতেছেন, ইঁহাকেও এক দিন পতিত হইতে হইবে। (৬৩) এই যে বায়ু অনন্তকাল প্রবাহিত হইয়া লোকের জীবন রক্ষা করিতেছেন; ইঁহাকেও একদিন পতিত হইতে হইবে। (৬৪) অতএব হে পুণ্যপ্রতিম! পুত্রশোক ও রণবাসনা পরিত্যাগ কর। কে তোমার দেহে অস্ত্রাঘাত করিবে? (৬৫) রাজন্! নরপতি হংসধ্বজ স্বয়ং ভগবান্‌কে রথ হইতে ধরাতলে অবতরণ করিতে দেখিয়া, প্রীতিভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমি এতদিন অনাথ ছিলাম, অদ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সনাথ হইলাম। পুত্র শোকের কথা কি, তোমাকে পাইয়া স্বয়ং ভয়ও আমাকে আর ভয় প্রদান এবং সাক্ষাৎ কালও আমাকে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারিবে না। (৬৬-৬৮) শ্রীবাসুদেব কহিলেন, রাজন্! তোমার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে, তুমি মুক্ত হইলে, আর তোমার কোনও কালেই কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। (৬৯) জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষ! যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা যে চিরকালই বিনাকারায় রুদ্ধ ও বিনাশৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (৭০) তাহারা আপনার ছায়া দেখিলেও ভয়ে সর্ব্বদাই সমধিকরে কম্পিত হইতে থাকে, এই প্রকার জ্ঞানহীনতাই বিড়ম্বনা। (৭১) সংসারে আসিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জ্জন না করে, সে অন্ধ। ইতর জীবের সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, সে পশু অপেক্ষাও নীচ। (৭২) কেন না, পশুগণেরও এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহাতে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়

যায়। (৭৩) জ্ঞান তিনপ্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে যে জ্ঞানে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী জ্ঞান কহে। (৭৪) সাত্ত্বিকী জ্ঞানের লক্ষণ, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও অভেদবোধ। রাজসিক জ্ঞান সংসারেও যেরূপ ঈশ্বরেও সেইরূপ অনুরাগ জন্মায়, তামসিক জ্ঞান নরকের হেতু। (৭৫) উহা দ্বারা আমি, আমার, ইত্যাকার বোধ সমুদ্ভূত হইয়া, শোকদুঃখের অপরিহার্য্যতা ও বিপদ আপদের অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করে। (৭৬) ফলত, মানুষের ইহলোকে যতপ্রকার বন্ধন ও দুঃখ আছে, তৎসমস্তই তামসিক জ্ঞান হইতে সঞ্জাত হয়। বিবাদ বিসংবাদ প্রভৃতিও সেই তামসিক জ্ঞান হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (৭৭) রাজন্! অধুনা তুমি অর্জ্জুনের অশ্ব মোচন কর, লোকক্ষয়কর ও স্বর্গভ্রংশকর বৃথা যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। (৭৮) আমার ন্যায় তুমিও পাণ্ডবদিগকে রক্ষা কর। ঐ দেখ, সখা অর্জ্জুন, তোমার প্রীতিকামনায় রথোপরি অবস্থান করিতেছেন। (৭৯) এই বলিয়া ক্লেশবিনাশন কেশব অর্জ্জুনকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের মিলন ও অশ্বের উদ্ধার সাধন করিয়া, সেই নগরে পাঁচ রাত্রি বাস করিলেন, এবং হস্তিনাপুরে সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিলেন। (৮০) এদিকে তুরঙ্গম বন্ধনমুক্ত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় যদৃচ্ছা পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। (৮১) অর্জ্জুন নরপতি হংসধ্বজের সহিত তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল অনুশাল্ব, মহারাজ হংসধ্বজ, মহাবীর প্রদ্যুম্ন, মহামতি বৃষকেতু, এবং মহাভাগ সুবেগ, এই পাঁচ রথীর সহিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম উত্তর মুখে ধাবমান হইয়া, ক্রমে ভয়ানক দেশসকলে গমন করিতে লাগিল। (৮২) যজ্ঞীয় অশ্ব অর্জ্জুনের সমক্ষে জলপানার্থ এক রমণীয় সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক ঘোটকী হইয়া বহির্গত হইল। (৮৩) তদ্দর্শনে সকলে সাতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া, পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন, দৈবের কি বিচিত্র ঘটনা দেখ! ঘোটক, ঘোটকীমূর্ত্তি ধারণ করিল! (৮৪) ঘোটক, ঘোটকী দেহ ধারণ করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে, রক্ষকবর্গ তাহার অনুগামী হইলেন। (৮৫) অনন্তর অশ্বিনী অপর সরোবরে প্রবেশ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে বিনিস্সৃত হইল। (৮৬) তদ্দর্শনে অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, না জানি, পুনরায় অন্য কোনও সরোবরে প্রবেশ করিয়া, এই তুরঙ্গম অন্য কোন ভীষণ দেহ পরিগ্রহ করিবে। (৮৭) জনমেজয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আপনার মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া, আমার নিরতিশয় সংশয় ও কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। (৮৮) অতএব, অশ্ব সরোবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি জন্য ঘোটকী হইল, কিরূপেই বা অন্য সরোবরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল, সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া, আমার কৌতূহল ও সংশয় নিরাকরণ করুন। (৮৯।৯০)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! বিধাতার সৃষ্টিতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অভূতপূর্ব্ব নহে। আশ্চর্য্য কেবল এই সকল ঘটনার মূল অনুসন্ধান না করা। (৯১) যাহা উক্ত, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন, অশ্বের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহের বৃত্তান্ত সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি। (৯২) অশ্ব প্রথমে যে বন মধ্যস্থ সরোবরে প্রবেশ করিয়া, ঘোটকীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার নাম উমাবন। (৯৩) পূর্ব্বে ভগবতী ভবানী প্রিয়তম ভবদেবের প্রসাদ লাভ পুরঃসর সমস্ত বিঘ্ন পরিভব বাসনায় এই বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য উহার নাম উমাবন ও উমাসর হইয়াছে। (৯৪) ভবানী প্রমথপতির প্রসাদলাভে কৃতসংকল্প হইয়া তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে, কোনও দুরাচার দৈত্য তপোবিঘ্নসাধনকামনায়

তথায় সমাগত হইয়া দুরক্ষর ও দুঃশ্রাব্য বাক্যে কহিতে লাগিল, অয়ি বরাননে! তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ? ভদ্রে! তোমার শরীর যেরূপ সুন্দর, তাহাকে সম্প্রতি তোমার অলভ্য কি আছে? অনঘে! আমি তোমাকে সমুদায় প্রদান করিব; তুমি আমার ভার্য্যা হও। (৯৫-৯৭) পার্ব্বতী দুরাত্মার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষাম্বিতা হইয়া, কোপকলুষিত কঠোরনয়নে তাহাকে শাপ দিয়া কহিলেন, (৯৮) রে দুর্ম্মতে! তুমি এই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত হও। এই কথা বলিবামাত্র দেবীমাহাত্ম্যে সেই দুর্ব্বৃত্তদৈত্য তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। (৯৯) তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াও, দেবীর ক্রোধনিবৃত্তি হইল না। তিনি পুনরায় রোষোদ্ধতা হইয়া, সেই অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, (১০০) অয়ি ভগবতি বনদেবতে! অদ্য হইতে যে কোনও পুরুষ তোমার এই অরণ্যস্থ সরোবরে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইবে। (১০১) রাজন্! দেবী ভবানীর এই প্রকার অভিশাপ অবধি এই সরোবরে প্রবেশ করিলে, পুরুষমাত্রেই তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হইয়া থাকে। (১০২) সেই জন্য, যজ্ঞীয় অশ্ব জলস্পর্শ নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ ঘোটকীমূর্ত্তি ধারণ করিল। এ সমস্তই দৈব ঘটনা বলিয়া জানিবে। (১০৩) রাজেন্দ্র! এক্ষণে অশ্ব যে কারণে ব্যাঘ্র হইল, তাহাও বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। (১০৪) পূর্ব্বে সত্যযুগে অকৃতব্রণ-নামধেয় কোনও মহর্ষি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধাসহকারে পৃথিবীপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (১০৫) তিনি বিবিধ তীর্থে স্নান ও তপস্যা করিয়া, কোনও সময়ে ঐ অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (১০৬) তথায় ঐ রমণীয় সরোবর সন্দর্শন করিয়া, অবগাহনমানসে উহাতে অবতরণ করিলেন এবং যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া, বারুণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। (১০৭) অনন্তর জলমধ্য হইতে যেমন নির্গত হইবেন, তৎক্ষণাৎ এক বলবান্ হিংস্র জলজন্তু তদীয় পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক সতেজে ও সবেগে তাঁহাকে সুগভীর জলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। (১০৮) সে পুনঃ পুনঃ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া মহাভাগ অকৃতব্রণ জাতক্রোধ হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, (১০৯) কোন্ দুর্ব্বৃত্ত আমাকে আকর্ষণ করিতেছে? এই ব্যক্তি দৈত্য, অথবা মানব, কিংবা কোনও দুষ্টতর মৎস্য? হায়, আমি কিজন্য এই দুষ্ট জলে প্রবেশ করিলাম। (১১০) মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাভাগ অকৃতব্রণের নিরতিশয় রোষ ও অমর্ষ উপস্থিত হইল। (১১১) তিনি ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায়, রোষভরে ঐ সলিল ও তত্রস্থ দেবতার উদ্দেশে অভিশাপ করিলেন। বলিলেন, যে ব্যক্তি এই দুষ্ট সলিল স্পর্শ করিবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ নৃশংস ব্যাঘ্র মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আমি যাহা বলিলাম, কোনরূপে কোনকালে তাহার অন্যথা হইবে না! (১১২।১১৩) এইপ্রকার শাপ দানান্তে সেই মহাতপা মহর্ষি আপনার অসামান্য তপঃপ্রভাবে কুম্ভীরের হস্ত পরিহারপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। (১১৪) সেই হইতে ঐ সলিল এইপ্রকার দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে যে, তাহা স্পর্শমাত্রেই ব্যাঘ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। (১১৫) হে অনঘ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তৎসমস্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যজ্ঞীয় অশ্ব পুনরায় যে রূপ ব্যাঘ্রমূর্ত্তিপরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। (১১৬।১১৭) মহাবল ধনঞ্জয় সহসা স্বীয় অশ্বকে অতীব ভীষণ ব্যাঘ্রস্বরূপ দর্শনে একান্ত নিরুপায় হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি সকল ভয়ের ভয় ও সকল বিপদের বিপদ স্বরূপ এবং পূর্ব্বে যে পূর্ণস্বরূপ অচ্যুত আমাদিগকে দুর্য্যোধনকৃত বিবিধ ভয়ে ও সঙ্কটে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন, সেই অনাদিনিধান বাসুদেব অধুনা এই দারুণ সংকটে

আমার সহায় হউন। (১১৮-১২০) যিনি রাত্রিদিন পাণ্ডবগণের হিতচিন্তায় ব্যস্ত এবং আমি যাঁহার কৃপাকটাক্ষরূপ ভেলা আশ্রয় করিয়া দ্রোণ ও ভীষ্মরূপ অগাধ দুস্তর জলরাশিপূর্ণ অপার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সাগরে অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলাম সেই বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সুসিদ্ধ করুন। (১২১।১২২) যাহার প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে; এবং যাঁহার প্রসাদে অমৃত, অভয় ও অক্ষয়মঙ্গল একত্রে অধিষ্ঠান করিতেছে, সেই হরি অধুনা আমার উপস্থিত অমঙ্গল নিরাকৃত করুন। (১২৩) আমি চিরকাল তাঁহার ভৃত্য; অনুগত, আশ্রিত ও অধীন। তিনি ভিন্ন কোনও কালেই আমার গতি মুক্তি নাই। অতএব অধুনা তিনিই আমার সহায় হউন। (১২৪) মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব এবম্বিধ প্রভাববিশিষ্ট যে, অর্জ্জুন ঐকান্তিক চিত্তে এইপ্রকার ধ্যান করিবামাত্র, তদীয় যজ্ঞীয় তুরঙ্গম যেন ঐন্দ্রজালিক মায়াবলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রকলেবর পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিল। (২৫) তদ্দর্শনে অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই অপার এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, আহ্লাদভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (১২৬) অনন্তর অশ্ব দৈবানুগ্রহে পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, ইতস্ততঃ পর্য্যটন করত বিবিধ জনপদ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে স্ত্রীরাজ্যে সমাগত হইল। (১২৭) তথাকার রমণীগণ সকলেই অসামান্য-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন এবং সকলেই নবযৌবনবিশিষ্ট। স্ত্রীলোকই তথায় রাজ্য করিয়া থাকে এবং পুরুষ কোনও মতেই জীবিত থাকিতে পারে না। (১২৮) যে ব্যক্তি তথায় স্ত্রীগণের রূপলাবণ্য, কটাক্ষবিক্ষেপ, মনোহর নৃত্য গীত, হাস্য পরিহাস ও মিষ্টবাক্যে মোহিত হইয়া তাহাদের সহিত মাসমাত্র একত্র বাস করে, তাহারা মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। (১২৯) তাহারা বিবিধ উপায়ে সমাগত পুরুষদিগকে বশীভূত ও হতজ্ঞান করিয়া, পরিশেষে প্রাণ হরণ করে। (১৩০) পুরুষ মরণানন্তর তাহাদেরই অন্যতরের গর্ভে কন্যাসন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কালসহকারে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে ঐ রূপে পুরুষের প্রাণ সংহার করিতে থাকে। (১৩১) তাহাদের হস্তে পতিত হইলে, কোন রূপেই পুরুষদিগের পরিত্রাণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। (১৩২) ঐ অনায়ত্ত অশ্ব দৈববশে সেই স্ত্রীরাজ্যে উপনীত হইলে, অর্জ্জুন পঞ্চ বীরে পরিবৃত হইয়া, অগত্যা তাহার অনুসরণ করিলেন। (১৩৩) তাঁহারা তথায় পদার্পণ করিয়া, সমভিব্যাহারী বীরদিগকে যথাবিধানে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বীরগণ! অধুনা আমরা স্ত্রীরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এই রাজ্যে প্রভূতবলশালিনী বিষকন্যা সকল বাস করে। তাহাদের সংসর্গে পুরুষের প্রাণ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা অশ্ব ধারণ করিলে আমাদিগকে একান্ত কষ্টে পড়িতে হইবে। (১৩৪-১৩৬) অর্জ্জুন এইপ্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে দিব্যলাবণ্যবতী স্ত্রীবৃন্দ অশ্বারোহণে তথায় সমাগত হইল। (১৩৭) তাহাদের লাবণ্য চম্পককুসুমসুকুমার, গলদেশবিলম্বিনী মুক্তামালা শোভার আধার, তাহাদের পরিহিত বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কার, কলেবরের অপূর্ব্ব মাধুরীর বিকাশ করিতেছে। তাহারা সকলেই হাবভাব-বিলাসিনী এবং শরাসনধারিণী। (১৩৮) তাহাদের সমাগমে বোধ হইল যেন, শতসহস্র সৌদামিনী জলদক্রোড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক পার্থিব-লীলা-কৌতুক পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। (১৩৯) তাহাদের মধ্যে কোনও রমণী তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের রক্ষিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম গ্রহণ করিয়া, নিমিষমধ্যে তথা হইতে বহির্গত হইল (১৪০) এবং স্বীয় স্বামিনীর সকাশে সমুপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অশ্ব প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, (১৪১) ভর্ত্তৃদারিকে! যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জ্জুনের তত্ত্বাবধানে এই যজ্ঞীয় অশ্ব সমগ্র পৃথিবীপর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (১৪২) আমি আপনার আদেশে ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি, অতঃপর

কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। (১৪৩) রাজ্ঞী কহিলেন, তুমি ইহাকে অশ্বশালায় লইয়া যাও। আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি। (১৪৪) দূতমুখে শুনিয়াছি জগতে অর্জ্জুনের তুল্য বীর নাই, হে কল্যাণি! আজি আমি স্বয়ং পার্থের বীরত্বের পরীক্ষা লইব। (১৪৫) এই বলিয়া রাজ্ঞী অর্জ্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে, উল্লিখিত রমণী অশ্বকে মন্দুরায় স্থাপন করিল। (১৪৬)

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত স্ত্রীরাজাগমন নামক একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ঐ স্ত্রীরাজ্যে রাজ্ঞী প্রমীলা যুদ্ধযাত্রা করিলে, এক লক্ষ ললনা গজপৃষ্ঠে ও এক লক্ষ কামিনী রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাকে পরিবেষ্টন করিল। (১) তাহারা সকলেই শ্যামা, সুলোচনা ও চন্দ্রাননা। হে রাজেন্দ্র! ঐরূপ রূপগুণবিশিষ্ট আর এক লক্ষ স্ত্রীও তাহার অনুগামিনী হইল। (২) এই রূপে তিন লক্ষ স্ত্রী একত্র সমবেত হইয়া, সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক এককালে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। (৩) বোধ হইল, যেন শত শত জলদখণ্ড একত্রিত হইয়া, উদীয়মান ভাস্করকে অবরুদ্ধ করিল। (৪) প্রমীলা সগর্ব্বে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, পার্থ! আমি তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বাহুবলে তাহাকে মোচন কর। (৫) জানিও, কালপাশ ছেদন করা যেমন কাহারও সাধ্য হয় না, সেইরূপ, আমার বাহুপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া জীবিতশরীরে মুক্ত হওয়াও কাহার সাধ্য নহে। (৬) তুমি বোধ হয় অজ্ঞানতঃ এই সাক্ষাৎ শমনরাজ্যে সমাগত হইয়াছ। যাহা হউক, যুদ্ধ কর, তোমার বল পরীক্ষা করিব। (৭) শুনিয়াছি, তুমি সংগ্রামজয়ী মহাবীর; কোন যুদ্ধেই পরাস্ত বা পর্য্যুদস্ত হও নাই। আমি প্রহার করিতেছি, ধৈর্য্য সহকারে সহ্য কর। (৮) প্রমীলা এই প্রকার বচনপরম্পরা প্রয়োগপুরঃসর প্রথমে প্রমাথীভাবসমূহে, পরে স্বকীয় চুচুকনিভাগ্র গিরি-বিদারী শর দ্বারা অর্জ্জুনের হৃদয় বিদারিত করিল। (৯) স্মিতবিকসিত বদনে ধনঞ্জয়ের সমভিব্যাহারী পঞ্চবীরকে উল্লিখিতরূপে বিদ্ধ করিলে, তাহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কোনও মতেই কেহ তাহার প্রতিশেধ করিতে পারিল না, কর্ণনন্দন বৃষকেতু কেবল নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থিতি করিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাহার সমুচিত প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। (১০-১২) প্রমীলা অর্জ্জুনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সগর্ব্বে কহিতে লাগিল, পার্থ! তুমি কি আমার অবগত নহ? (১৩) আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে জয় করিয়া, নিজ দাসত্বে নিযুক্ত করিব। তুমি আর যজ্ঞ করিয়া কি করিবে? আমার সহিত মধুপান কর। (১৪) তুমি পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই, আমি তোমাকে তাদৃশ সুখ প্রদর্শন করাই। আমার সহবাসে পুরুষমাত্রেই ঐ প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। (১৫) যদি মঙ্গললাভের ইচ্ছা থাকে, ধনুঃশর পরিহারপূর্ব্বক আমার বশীভূত হও। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অভিমানে অন্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তোমাকে জয় করিয়া, আপনার দাস করিব। (১৬) অর্জ্জুন কহিলেন, সুভগে! তোমার সহবাসে থাকিলে, নিশ্চয়ই আমাকে মরিতে হইবে। দেখ, পূর্ব্বে তোমাদের সংসর্গ করিয়া, কোনও ব্যক্তিই

জীবিত শরীরে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং আমি প্রাণত্যাগ করিলে, আর কোন্ ব্যক্তি এই যজ্ঞীয় অশ্বকে রক্ষা করিবে? (১৭।১৮) প্রমীলা কহিল, তুমি আমার সংসর্গ না করিলে, খরধার শরপ্রহারে এবং সংসর্গ করিলে, নয়নাঞ্চল-তাড়নায়, মৃত্যু তোমার অবশ্যম্ভাবী। (১৯) অতএব আমার সহবাসে বিবিধ অপূর্ব্ব ভোগসুখে তৎপর হইয়া তোমার মৃত্যু হওয়াই প্রশস্তকল্প। (২০) কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কষ্ট-মৃত্যুলাভে উৎসুক হয়? ফলতঃ, নরোত্তম! যে প্রকারে হউক, অদ্য নিশ্চয়ই তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। (২১) বিধাতা যখন এই প্রকারে তোমার মৃত্যু বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, তখন অদ্য তুমি অবশ্যই জীবিতসুখে বঞ্চিত হইবে। (২২) কিন্তু আমার সংসর্গ করিলে, তোমার সুখপ্রাপ্তিপুরঃসর সার্থকমৃত্যুর সম্ভাবনা, আর সংসর্গ না করিলে, সুশাণিত অস্ত্রের গুরুতর আঘাতে বৃথামৃত্যু সংঘটিত হইবে। (২৩) তুমি প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও পরম মনীষী। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার মৃত্যু শ্রেয়স্কর বা প্রশস্ত, তাহা নিজেই বুদ্ধি পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ কর। (২৪) ফলতঃ পরস্পরের যখন দর্শন হইয়াছে, তখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি আমার এই রুচিকর যৌবন ভোগ কর। (২৫) প্রমীলা কামে অভিভূত হইয়া এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, অর্জ্জুন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং লক্ষণ ও সূর্পণখার বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সুশাণিত সায়কসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক প্রমীলাকে প্রগাঢ় প্রহার করিলেন। (২৬।২৭) প্রমীলা তৎসমস্ত বাণ পঞ্চধা ছেদন করিয়া, ভয়ঙ্কর সপ্ত শরে অর্জ্জুনকে তাড়না করিল এবং পুনরায় সহস্র সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে এক কালেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। (২৮) অর্জ্জুন উপায়ান্তরবিরহিত হইয়া সরোষে শরাসনে মোহাস্ত্র সন্ধান করিলেন, প্রমীলা শরত্রয় প্রয়োগপুরঃসর তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া সগর্ব্বে কহিল, মূঢ়! এই দেখ তোমার মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল। (২৯) এক্ষণে, আর যদি কোন অস্ত্র থাকে, প্রয়োগ করিয়া নিজ বীর্য্য প্রদর্শন কর। তোমার ন্যায় কাপুরুষগণই সহসা মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকে। (৩০) অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধনুকে গুণ যোজনা করিলেন এবং যেমন প্রমীলাকে সংহার করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি আকাশবাণী হইল, অর্জ্জুন! সাবধান, এই সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। (৩১) স্ত্রীবধ অপেক্ষা ঘোর পাতক আর নাই। বিশেষতঃ তুমি অযুত বৎসর চেষ্টা করিলেও প্রমীলাকে জয় করিতে পারিবে না। (৩২) বিধাতা প্রমীলাকে তোমার অন্যতর পত্নী রূপে কল্পনা করিয়াছেন, অতএব যদি কল্যাণ ও জীবনলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অবিলম্বে প্রমীলাকে এই রণস্থলেই বরণ কর। (৩৩) চন্দ্র-রোহিণী-সংযোগের ন্যায়, ধর্ম্মশান্তিসমন্বয়ের ন্যায় এবং সদাচার-লক্ষ্মী-মিলনের ন্যায় তোমাদের উভয়ের পরিগ্রহে, বিধাতার স্ত্রীপুরুষসৃষ্টির সার্থকতা হউক। (৩৪) তুমি স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাভক্তির আধার, পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তুমি কদাচ এই দেববাক্য লঙ্ঘন করিও না। (৩৫) দেবতারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই হিতসাধনার্থ যথার্থ আদেশ ও উপদেশ করেন, ইহা তুমি বিলক্ষণ বিদিত আছ। (৩৬) তোমার ন্যায় সদ্বুদ্ধি সদাচার ও সত্যজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণ, কখন ঈদৃশ সাহসে প্রবৃত্ত হয়েন না। (৩৭) দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দেবভক্ত ধনঞ্জয়ের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং অন্তর্হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ সবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। (৩৮) তিনি তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন দূরে বিসর্জ্জন দিয়া চিরসুহৃৎ ও চিরসহায় ভক্তপ্রাণ ভগবান্ গোবিন্দকে শ্রদ্ধা ও অকপট অনুরাগভরে বারংবার স্মরণ করত এই ক্রূরধ্যবসায়ে নিনিবৃত্ত হইলেন এবং

ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে সংগ্রামভূমিতেই যথাবিধানে প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিলেন। (৩৯।৪০) অনন্তর তিনি বিশালাক্ষী প্রমীলাকে সুমধুর সম্ভাষণে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুভগে! হস্তিনায় তোমার সহিত আমার সমাগম হইবে। (৪১) সংপ্রতি আমি ব্রতস্থ, অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছি; অতএব এ সময় স্ত্রীসঙ্গ করা কোনও মতেই বিধেয় নহে। (৪২) হস্তিনায় সকল দোষের লয়স্থান বাসুদেবের সন্দর্শনে তোমার সকল অপরাধ বিদূরিত হইবে; এবং তোমার অধীনস্থ এই সমস্ত স্ত্রী হস্তিনায় গমন করিয়া স্ব স্ব অভিমত পতিলাভে কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। (৪৩) এক্ষণে অশ্ব মোচন কর, আমি প্রস্থান করি। যদি ইচ্ছা থাকে, আমার অনুসবণ কর, না হয়, হস্তিনায় গমন কর। অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া বিশুদ্ধবুদ্ধিমতী প্রমীলা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের অশ্বমোচন করিলেন। (৪৪।৪৫) পূর্ব্বে দশরথনন্দন রামকে প্রাপ্ত হইয়া জনকনন্দিনী যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, পার্থকে পতি রূপে পাইয়া, প্রমদোত্তমা প্রমীলা তদনুরূপ প্রীতিমতী হইলেন। (৪৬) অনন্তর প্রমীলা অশ্বমোচনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন, এদিকে তুরঙ্গমও বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া, যথেচ্ছা বিচরণ করিতে করিতে বৃক্ষদেশে সমাগত হইল। (৪৭) রাজন্! স্ত্রী, পুরুষ, গো অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ ও অন্যান্য পশুগণ ঐ সকল বৃক্ষের ফলরূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। (৪৮) তথাকার নরনারী প্রভাতে জন্মগ্রহণ করে, মধ্যাহ্নে যৌবনশালী হয় এবং সায়ংকালে কালকবলে নিপতিত হইয়া ঐ সকল বৃক্ষে ফলরূপে লম্বমান হইয়া থাকে। (৪৯) অশ্বের অনুসরণ করিয়া পৃথানন্দন ধনঞ্জয় বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সেই দেশেও গমন করিলেন। (৫০) অনন্তর যজ্ঞীয় তুরঙ্গম ঐ সকল বীরগণে পরিবৃত হইয়া একাক্ষ, একপাদ, কর্ণপ্রাবরণিক, হয়মুখ, ত্রিনেত্র, অর্দ্ধনাস, ত্রিপাদ, একশৃঙ্গ, খরবক্ত্র ইত্যাদি বিবিধ জনপদ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে ভীষণ নামক নিশাচরের অধিকৃত নগরীতে উপনীত হইল। ঐ নগরে নরখাদক অনেক রাক্ষস বাস করে। (৫১।৫২) তাহারা সকলেই কোপনস্বভাব, দীর্ঘজীবী, মহাবল পরাক্রান্ত এবং নিরতিশয় দুষ্প্রধর্ষ। (৫৩) তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত তিন কোটি। ঐ সকল নিশাচর চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া, স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রে নগরের দ্বারচতুষ্টয় রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্য সমাগত শত্রু সহসা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। (৫৪।৫৫) ভীষণের পুরোহিত মেদোহাসনামক ব্রহ্মরাক্ষস কাননমধ্যে অশ্বকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, এবং ধনঞ্জয় ঐ অশ্বের স্বামী ইহা জ্ঞাত হইয়া, স্বীয় যজমানসান্নিধ্যে গমন করিল। (৫৬) পুরোহিতের কণ্ঠে মনুষ্যের অন্ত্রসূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ও নেত্রগোলকনির্ম্মিত ভয়ানক মাল্যদাম; হস্তে নৃকপালনির্ম্মিত ভীষণ জপমালা, গজপৃষ্ঠাস্থিনির্ম্মিত ঘোর দণ্ড; কর্ণে শিশু-মুণ্ডনির্ম্মিত কুণ্ডল লম্বমান এবং সর্ব্বশরীর সাতিশয় লোমশ ও দগ্ধাঙ্গারসদৃশ বীভৎস বর্ণে বিভীষিত। (৫৭।৫৮) সে ভীষণের সমীপে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিল, যক্ষোরাজ! তোমার শত্রু অর্জ্জুন অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে ত্বদীয় অধিকার মধ্যে আগমন করিয়াছে। (৫৯) পূর্ব্বে অর্জ্জুনের অগ্রজ ভীম তোমার পিতা রাক্ষসপতি বককে অকারণে সংহার করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে অর্জ্জুনকে শীঘ্র ধারণ করিয়া, নরমেধযজ্ঞ সম্পন্ন কর। (৬০) এই ধনঞ্জয় নরমেধযজ্ঞের উপযোগী যাবতীয় লক্ষণে লক্ষিত; অতএব আমি আজ্ঞা করি, তুমি এ মহাযজ্ঞে বৃত হও। আমি স্বয়ং আচার্য্য হইব। (৬১) যজ্ঞ নির্ব্বাহে সুযোগ্য এমন অন্যান্য অনেক ব্রহ্মরাক্ষস আছে, তাহারা সকলেই সৎকুলপ্রসূত, ব্রতযুক্ত ও চাতুর্ম্মাস্যব্রতপরায়ণ। (৬২) তাহারা নিত্য নিত্য রুধির ও সুরাপান করিয়া থাকে এবং শ্রাবণে মাসোপবাসিগণের, ভাদ্রে যতি ও ঊর্দ্ধরেতাগণের, আশ্বিনে আজগরব্রতাবলম্বী

ঋষিগণের এবং কার্ত্তিকমাসে কুমারিগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া, ব্রত উদযাপন করিয়া থাকে। অতএব তুমি অর্জ্জুনকে সসৈন্ত অশ্ব সহিত ধারণ কর। (৬৩-৬৫) ব্রহ্মরাক্ষসেরা বহুকাল ব্রতস্থ হইয়া আছে, অদ্য তাহাদের পারণ বিহিত হউক। তাহারা ধনঞ্জয়ের অশ্ব ও গজ সকল ভক্ষণ এবং মনুষ্যগণের গলনালিবিনিঃসৃত রুধির মাংস আহার করিয়া, আহ্লাদ অনুভব করুক। (৬৬) মহাত্মা রাবণ নরমেধযজ্ঞ করিয়া যেমন সমুদায় ব্রহ্মরাক্ষসকে নিরতিশয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার ন্যায় তুমিও কীর্ত্তি-সঞ্চয় কর। (৬৭) ভীষণ সানন্দে কহিল, তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তৎসমস্তই আমি করিব। (৬৮) স্বয়ং পিতৃশক্র যখন পুরীতে পদার্পণ করিয়াছে, তখন তাহাকে আজি ধৃত করিবই করিব। বিশেষতঃ, ভবাদৃশ বিবিধবিদ্যাপারদর্শী ব্রহ্মরাক্ষস-গণের আজ্ঞা প্রতিপালন করা, আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। (৬৯) এক্ষণে আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যজ্ঞে আপনি কোন্ দ্রব্য ভোজন করিবেন? অর্জ্জুনের সৈন্যব্যতিরেকে আপনাকে আর কি দিতে হইবে? আপনার রুচি কি, বলুন। আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। (৭০) পুরোহিত কহিল, মনুষ্যগণের পৃষ্ঠমেদ ও লোচন এবং হয়, হস্তী ও গর্দ্দভগণের নয়ন, এই সকলেই আমার রুচি ও পরম প্রীতি জন্মিয়া থাকে। (৭১) অদ্য তোমার প্রাসাদে বহুদিনের পর আমার তৃপ্তিলাভ হইবে। আমি তোমার যজ্ঞে সহস্রমাত্র পদাতি ভোজন করিব। (৭২) পুরোহিতের কথা শুনিয়া, ভীষণের নিরতিশয় প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। সে কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক ভাবী যজ্ঞের নিমিত্ত রমণীয় মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং ঋত্বিক্ ও পুরোহিত কল্পনা করিয়া রাখিল। (৭৩) এই সমুদায় প্রস্তুত হইলে ভীষণ মহোৎসাহসহকারে অর্জ্জুনসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল। (৭৪) প্রচণ্ড-স্বভাব তিন কোটি রাক্ষস স্ব স্ব অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া রক্ষোরাজ ভীষণের অনুগামী হইল, (৭৫) বিবিধ বাদ্যোদ্যমসহকারে রাক্ষসসৈন্যের তুমুল কিলিকিলিশব্দ সমুত্থিত হইয়া রাক্ষসপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল (৭৬) এবং অশ্বগণের হ্রেষিত ও হস্তিগণের বৃংহিত সেই বিভৎসকোলাহালের সহিত মিলিত হইয়া যেন অকালপ্রলয় সমুদ্ভাবিত করিল। (৭৭) রক্ষঃসেনাগণের সুশোভিত ও সুমার্জ্জিত আয়ুধ সকল, সৌরকরসম্পাতে অনবরত বিদ্যুতের অভিনয় করিতে লাগিল। ((৭৮) মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, বীর রাক্ষসগণের গভীর গর্জ্জন দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া, লোকের কর্ণকুহর রুদ্ধপ্রায় করিল। (৭৯) এদিকে রাক্ষসীরা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিল। তাহারা তদীয় রথধ্বজে হনুমানকে দর্শন করিয়া, রামরাবণের ভয়ঙ্কর কাণ্ড স্মরণ পূর্ব্বক ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইল। (৮০।৮১) তাহাদের মধ্যে কোনও রাক্ষসী নিরতিশয় ভীত ও অভিভূত হইয়া, ভয়গদ্গদ বচনে সহচরীদিগকে কহিতে লাগিল, (৮২) পলায়ন কর, পলায়ন কর; তোমাদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর বাঁচিতে হইবে না। ঐ দেখ, রাক্ষস-কুল-কৃতান্ত লঙ্কাপুর-হুতাশন সেই বীর হনুমান এখানে উপস্থিত হইয়াছে। (৮৩) পূর্ব্বে আমি ইহাকে অশোককাননে দেবী জানকীর সান্নিধ্যে দর্শন করিয়াছিলাম, তৎকালে এই হনুমান, সাক্ষাৎ প্রলয়পবনের ন্যায় নিমেষমধ্যে অশোককানন ভগ্ন ও স্বয়ং কাল-সমুদিত হুতাশনের ন্যায় অবলীলাক্রমে সমস্ত ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিয়াছিল। তদবধি আমার মনে দারুণ ভয় বদ্ধমূল হইয়াছে। (৮৪।৮৫)

জৈমিনি কহিলেন, ঐ রাক্ষসীর কথা শুনিয়া, কৃশ হস্ত, কৃশ পদ, লম্ব উদর, দীর্ঘ গ্রীবা ও লোহিত জিহ্বা, এই সকলে সমন্বিত আর এক রাক্ষসী কহিতে লাগিল, রাব-ণের কথা আর মুখে আনিও না। (৮৬) মনুষ্য আমার সম্মুখীন হইলেই শমনভূমি দর্শন

করে, আমি এই মুহূর্তেই অর্জ্জুনকে গ্রাস করিব। (৮৭) অপরা রাক্ষসী কহিল, অয়ি কৃশাঙ্গি! তুমি কি বলিতেছ? আমার এই স্থূল দীর্ঘ, ভূমিবিলম্বিত ও যোজনায়ত স্তনযুগল অবলোকন কর। (৮৮) আমি একমাত্র স্তনাঘাতে অর্জ্জুন ও হনুমান উভয়কেই নিহত এবং সৈন্য সকলও বিনষ্ট করিব। তোমরা সকলে অপেক্ষা কর, কোনও মতেই ভীত হইও না। (৮৯) রাজা ভীষণ স্বভাবতঃ নির্ব্বুদ্ধি, সে আমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে. এই জন্যই অনর্থক স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে। আমি একাকীই সমস্ত বিপক্ষ নিঃশেষিত করিব। (৯০) এই কথা শুনিয়া আর একজন রাক্ষসী নিরতিশয় রোষভরে সেই যোজনস্তনীকে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি ও কি বলিতেছ? তোমার এই ক্ষুদ্র স্তনে কি আমাদের ভয় নিরাকৃত হইবে, কখনই না। (৯১) তোমার স্তনদ্বয় যোজনায়ত হইলেও, আমার নিকট বিল্বফলতুল্য অতি সামান্য প্রতীয়মান হয়। দেখ, আমার স্তনের চুচুক যোজন ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছে। (৯২) অতএব তুমি অপেক্ষা কর, আমি এই চুচুকাঘাতে কপীশ্বর হনুমানকে বিনাশ করিয়া, তোমাদের সকল ভয় নিরাকৃত করিব। (৯৩) রাজন্! সেই রাক্ষসী এই কথা কহিয়াই, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অর্জ্জুনের সৈন্য লক্ষ্য করত সবেগে ও সাহঙ্কারে আকাশে উত্থিতা হইয়া হাহাকারে ধাবিত হইল, (৯৪) এবং পুনঃ পুনঃ দোলায়মান স্তনযুগলের আঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় ভূরি ভূরি সৈন্য ও মহাগজ সকল নিপাতিত করিতে লাগিল। (৯৫) তাহার কুচযুগল যে যে স্থানে লগ্ন হয়, সেই সেই স্থানেই সৈন্য সকল নিপাতিত হইতে থাকে। নিতান্ত দারুণপ্রকৃতি সেই নিশাচরী একাকিনীই গজ, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সৈন্যসকলকে পরমাণু করিয়া ফেলিল। (৯৬।৯৭) নিশাচরী রণমদে অত্যধিক মত্ত ও নিতান্ত উৎকট হইয়া, পরিশেষে স্বপক্ষীয় বীরদিগকেও সংহার করিতে লাগিল। (৯৮) তাহাকে দেখিয়া সকলেই বোধ করিল, মূর্ত্তিমতী মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, অথবা স্বয়ং প্রলয় নিশাচরীবেশে সমাগত হইয়াছে। (৯৯) রণস্থলে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল এবং নিশাচরী রণরঙ্গে উন্মাদিনী হইয়া রঙ্গে ভঙ্গে নৃত্য এবং হত্যামুখ ব্যাধীর ন্যায় হাহাকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও বীরগণের আনন্দ সমুদ্ভাবন হইল। (১০০।১০১) বীরবর অর্জ্জুন কিছুমাত্র ব্যাকুল বা বিচলিত না হইয়া, নির্ভীকহৃদয়ে এই পরম কৌতুকাবহ বিস্ময়জনক নারীকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীবধে তাঁহার অভিরুচি হইল না। (১০২) এদিকে রাক্ষসরাজ ভীষণ অর্জ্জুনকে পাইয়া সগর্ব্বে কহিতে লাগিল, হে পার্থ! থাক, কোথা যাইতেছ? (১০৩) আমার নিরতিশয় সৌভাগ্য যে, অদ্য রণস্থলে তোমার দর্শন পাইয়াছি। (১০৪) পূর্ব্বে দুরাত্মা ভীম আমার অজ্ঞাতসারে মদীয় জনক রাক্ষসপতি বককে সংহার করিয়াছিল, অদ্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিব, (১০৫) এবং পাপাত্মা ভীমকে নিধন করিয়া, তদীয় রুধিরে পিতৃদেবের তর্পণ ও স্বয়ং বহুদিনের শোণিতপিপাসা শান্তি করিব। (১০৬) তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এবং সেই অবকাশে হতভাগিনী জননী কুন্তীকে একবার স্মরণ কর। আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। (১০৭) এই বলিয়া সে ক্রোধে রাশি রাশি শর, মুদগর, ভূধর পাদপনিকর বর্ষণপুরঃসর ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে সৈন্য সহিত আচ্ছন্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত করিল। (১০৮) ঐ সময়ে বহুসংখ্য নিশাচর আসিয়া সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করিলে, ভীষণ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। (১০৯) তদ্দর্শনে অর্জ্জুন আপনার অলোকসামান্য পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক শত শত সুশাণিত সায়ক প্রয়োগ করিয়া, ভীষণের প্রেরিত শরসকল ব্যর্থ করিলেন এবং পুনরায়

এক উদ্যমে সহস্র শর মোচন করিয়া, সমুদায় সৈন্য সহিত ভীষণকে নিতান্ত ব্যথিত ও বিব্রত করিলেন। রাক্ষসরাজ ভীষণ যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও মতেই অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে পারিল না। প্রত্যুত, আপনিই পর্য্যুদস্ত হইয়া উঠিল। (১১০-১১২) ঐ সময় মহাবীর হনুমানও রণমদে মত্ত হইয়া, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় রাক্ষসীগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। (১১৩) পবনকুমার আপনার সুদীর্ঘ লাঙ্গুলে কাহাকে তাড়িত, কাহাকে গলদেশে বদ্ধ, কাহাকে উৎক্ষিপ্ত, কাহাকে ঘূর্ণিত, কাহাকে ভূপাতিত ও কাহাকে বা আকাশে উত্থাপিত করিয়া শত শত নিশাচরীর জীবনান্ত করি-লেন। এইরূপে ক্ষণমধ্যেই নিশাচরিগণ নিঃশেষপ্রায় হইল। (১১৪।১১৫) হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণের আশায় পলায়নপূর্ব্বক কেহ পর্ব্বতকন্দরে, কেহ ভূবি-বরে এবং কেহ বা তৎসদৃশ দুর্গম স্থানে লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিল। (১১৬।১১৭) অনন্তর অর্জ্জুন রক্ষোঘ্ন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সুশাণিত সায়ক সকল সন্ধান করিলে, রক্ষোবল ভীত হইয়া রণভঙ্গে পলায়ন করিল। (১১৮) তদ্দর্শনে ভীষণ নিরুপায় হইয়া ক্রোধভরে মায়া বিস্তার পূর্ব্বক তৎপ্রভাবে ভূরি ভূরি পর্ব্বত, সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ, সরভ, তরক্ষু ও বিদ্যুৎ প্রাদুর্ভূত করিল। (১১৯) ভীষণ সেই সুভীষণ রাক্ষসী মায়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করায় এবং সেই উগ্র মায়ায় পতিত হইয়া অর্জ্জুনের সুবিপুল সৈন্য নিঃশেষিতপ্রায় হইল। তিনি কিরূপে মায়া নিবারণ করিবেন, তাহার উপায়-চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। (১২০।১২১) দৈববশতঃ তত্রত্য ভাগিরথীতীরে এক দিব্য আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। (১২২) অর্জ্জুন দেখিলেন, সেই মৃগদ্বিজসঙ্কুল শান্তরসাস্পদ আশ্রমে কোনও ঋষি দিব্যাসনে উপবেশনপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাঁহার স্পৃহার লেশমাত্রও নাই। (১২৩) তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! আমরা রাক্ষস ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে পারিতেছি না। (১২৪) দুরাত্মারা সর্ব্বদাই আশ্রমে আসিয়া উৎপাত করে, অতএব তুমি এই আশ্রমে বাস করিয়া আমাদের সাহায্য কর। তোমার মঙ্গল হইবে। (১২৫) পূর্ব্বে তুমি কালকেয়দিগকে সংহার করিয়া দেবলোক নিরুপদ্রব করিয়াছিলে, এক্ষণে এই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া আমা-দিগকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত কর। (১২৬) ঋষিগণের আশ্রমে ভোজন করিলে ক্ষত্রিয়ের বলাধান হয়, অতএব তুমি কিয়ৎকাল আমার সহিত এই আশ্রমে বাস কর। (১২৭) আমি তোমাকে এমন বিদ্যা দান করিব যে, তৎপ্রভাবে তুমি রাক্ষসদিগকে অনায়াসেই বিনষ্ট করিতে পারিবে। (১২৮) অনন্তর অর্জ্জুন যথাবিধানে ঋষির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, তৎপ্রভাবে ভীষণের প্রেরিত সমস্ত রাক্ষসীমায়া নিরাকরণ ও ভীষণকে সসৈন্যে নিধন করিলেন। (১২৯) অনন্তর তিনি ভীষণের অধিকৃত বিবিধ ধন, রত্ন, উৎকৃষ্ট অশ্ব, দিব্য ছত্র, দিব্য চামর ও দিব্য কুণ্ডলযুগল গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অশ্বের অনুসরণক্রমে প্রস্থান করিলেন এবং বিবিধ রাজ্য ও জনপদ অতিক্রম করিয়া, আপনার পুত্র বভ্রুবাহ-নের প্রতিপালিত মণিপুরনামধেয় পরমরমণীয় নগরে সমাগত হইলেন। (১৩০।১৩২) তত্রত্য পুরুষমাত্রেই সত্যব্রত, স্ত্রীমাত্রেই পতিব্রতা, মহাজনমাত্রেই বেদার্থশাস্ত্রনিপুণ, লোকমাত্রেই বাসুদেবে একচিত্ত, শিশুমাত্রেই সৎক্রীড়ান্বিত, যুবামাত্রেই নিষ্কাম বিষয়সেবী এবং বৃদ্ধমাত্রেই পরলোকচিন্তায় ব্যাপৃত। (১৩৩।১৩৪) তথায় প্রেম ও কুসুমবন্ধন ভিন্ন অন্য বন্ধন নাই এবং শাস্ত্রীয় সকলের নিপাত ভিন্ন অস্ত্রের নিপাত নাই। তথায় স্বপ্নেও কেহ কখন মিথ্যা কহে না। (১৩৫) নারিগণের হৃদয়ে, মস্তকে ও নাসাগ্রে বহুমূল্যে বৃত্তগোলক মুক্তা সকল বিরাজ মান। (১৩৬) রাজেন্দ্র! যে সকল শৌর্য্যশালী বীর তথায় বাস করিতেছে, রাজা বভ্রুবাহন

তাহাদের সবিশেষ সম্মান ও সমাদর করেন। (১৩৭) তাহারা স্বকীয় বলে প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তোষসম্পাদন করিয়া থাকে এবং কোনও কালেই রণে বিমুখ হয় না। (১৩৮) কেহ প্রার্থনা করিলে, বদান্য পুরুষগণ দেহ দান দ্বারাও তাহার অভি-লাষ পূর্ণ করে এবং তাহারা অর্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ ও উৎসাহশীল। (১৩৯) তথায় প্রাকৃত লোকও সুসংস্কৃত শুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, এবং তত্রত্য লোকমাত্রেই হৃষ্ট-পুষ্ট ও নিত্য উৎসববিশিষ্ট। (১৪০) সুবর্ণ ও রৌপ্যবিচিত্রিত দুর্ভেদ্য প্রাচীন নগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক মন্দিরচূড়া সমুন্নতমস্তকে যেন দশদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। বলবীর্য্যশালী বীরগণ সর্ব্বদা তাহার রক্ষাবিধানে নিযুক্ত আছে। (১৪১) সুন্দর গৃহশ্রেণী, বিচিত্র প্রাসাদমণ্ডলী গোষ্ঠ ও মঠসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ, স্বয়ং বিষ্ণুকর্ত্তৃক পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের ন্যায় মণিপুর বিরাজমান। (১৪২) রাজা বভ্রুবাহনের প্রতাপের সীমা নাই। হংসধ্বজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজমণ্ডলীও তাঁহার করদ। তাঁহারা সুবর্ণ, রজত ও হস্তী প্রভৃতি করস্বরূপ প্রদান করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার আনুগত্য করেন। (১৪৩।১৪৪) অর্জ্জুন তথাবিধ বিচিত্র পুরী দর্শন করিয়া, নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন ও স্বীয় সহচরদিগকে কহিতে লাগিলেন, সম্প্রতি আমরা এ কোন্ স্থানে উপনীত হইলাম? (১৪৫।১৪৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত মণিপুরাগমন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া মহারাজ হংসধ্বজ উত্তর করিলেন, আমরা নরপতি বভ্রুবাহনের রাজে সমাগত হইয়াছি। (১) হে নৃপনন্দন! আমি অন্যান্য নরপতি গণের সহিত মিলিত হইয়া, যথাবিধানে সুবর্ণপূর্ণ সহস্র শকট প্রত্যহ করস্বরূপ ইহাকে সম্প্রদান করিয়া থাকি। (২) রাজা বভ্রুবাহণ তেজস্বী, মহাবল পরাক্রান্ত, পরম বিজ্ঞ, বেদার্থের অনুবর্ত্তী, বৃদ্ধাগণের অনুশাসননিরত, পরস্ত্রীবিমুখ, দাতৃগণের প্রমুখ, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীমান্, মহাদেবের ন্যায় বিভূতিবিশিষ্ট, পিতামহের ন্যায় বাণীকণ্ঠ, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি-মান্ এবং নিরতিশয় প্রতিপত্তি সম্পন্ন। (৩।৪) ইহাঁর মন্ত্রিগণ তদনুরূপ গুণগ্রামের আধার, সেনাপতির বলবীর্য্যের সীমা নাই, সে ধৈর্য্যসহকারে শঙ্করের সহিতও যুদ্ধ করিতে সমর্থ। (৫) ইহাঁর সৈন্যগণ নিশ্চয়ই আমাদের অশ্বগ্রহণ করিবে। পুনরায় বহুকষ্টে আমরা সেই অশ্ব মোচন করিব। (৬) এই প্রকার বলিতে বলিতে, মৃত্যুর প্রদর্শক পরম দারুণ এক গৃধ্র সহসা কিরীটীর কিরীটাগ্রে উপবেশন করিল। তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া কম্পান্বিত হইতে লাগিল। (৭) এদিকে বীরবর বভ্রুবাহন মহাবল কিরীটী কর্ত্তৃক পরি-পালিত সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধশূর সহস্র বীরকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সত্বর অশ্ব ধারণ কর। (৮) তাহারা স্বামীর আদেশে তৎক্ষণাৎ রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে গ্রহণ ও সভায় আনয়ন পূর্ব্বক প্রভুর গোচরে স্থাপন করিল। (৯) বীরকেশরী বভ্রুবাহন বিচিত্র রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে বসিয়া-ছিলেন। তাঁহার সভা বিবিধ বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, বিশুদ্ধ হিরণ্যনির্ম্মিত, সুন্দরসুগঠিত সুবি-শাল শুভ্র স্ফাটিকময় সহস্র স্তম্ভের উপরি প্রতিষ্ঠিত ও নানাপ্রকার রমণীয়ভাবে অলঙ্কৃত। (১০।১১) সেই সভার রত্নকাঞ্চননির্ম্মিত যে সকল কৃত্রিম হংস পারাবত, ময়ূর, শুক, শারিকা,

কোকিল ও কাক প্রভৃতি বিহঙ্গম আছে, তৎসমস্ত সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। (১২) এতদ্ভিন্ন কৃত্রিম পাদপ, মত্তমাতঙ্গ, ঈহামৃগ, মৎস্য, শৃগাল ইত্যাদিতে ঐ সভা অলংকৃত, শত শত রত্নময় ও সুগন্ধি তৈলে পরিষিক্ত, কাঞ্চনময় প্রদীপে সমুদ্ভাসিত মনোহর কর্পূরে আমোদিত, রাজার ভূষণকান্তি ও বস্ত্রপ্রভায় বিরাজিত, স্তূপতিত রাশি রাশি কর্পূরক্ষোদের সংযোগপ্রযুক্ত উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণে অলঙ্কৃত এবং বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, অগুরু, কস্তূরী ও মনোহর গন্ধসলিল, এই সকলে সর্ব্বদাই সুরভিত। রাজসমীপে উপবিষ্ট লোকমাত্রেই উল্লিখিত সদ্গন্ধের আঘ্রাণে বিমোহিত হইয়া থাকে। (১৩-১৬) মহারাজ বভ্রুবাহন দেবসভাসদৃশী ঈদৃশী সভায় দিব্য আসনে আসীন হইয়া, যজ্ঞীয়াশ্ব সন্দর্শনপূর্ব্বক তদীয় ভালপট্টলেখনী পাঠ করিয়া, অবগত হইলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া এই তুরঙ্গম মোচন করিয়াছেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুন অশ্ব রক্ষা করিতেছেন। (১৭।১৮) এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি নিতান্ত সম্ভ্রমসহকারে আপনার সচিবকে কহিলেন, অর্জ্জুনের পত্নী মদীয় জননী স্বীয় জনকভবনে নৃত্য করিতে করিতে তালভঙ্গ করিলে, তদীয় পিতৃদেব তদ্দর্শনে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ করিলেন, তুমি কুম্ভীরিণী হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান কর। (১৯।২০) বহুকালের পরে দৈবযোগে অবগাহনার্থ সমাগত অর্জ্জুনের পদদ্বয় ধারণ করিলে, তিনি তোমাকে উদ্ধার ও বিবাহ করিবেন। (২১) পূর্ব্বে এইপ্রকার ঘটনা হওয়াতে, আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের ঔরসে এই পুরমধ্যেই জন্মগ্রহণ করি। (২২) অনন্তর জনক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠির সকাশে গমন করিলে, আমিই এই বিপুল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। (২৩) আমি অর্জ্জুনেরই আত্মজ। অতএব এক্ষণে কি করিব, উপদেশ কর। আমি পূর্ব্বাপর বিচারপরিহারপূর্ব্বক পিতৃদেবের পালিত তুরঙ্গম আনায়ন করিয়া সর্ব্বথা কার্য্য পণ্ড করিয়াছি। (২৪) মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! অজ্ঞানবশতঃ যাহা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুতাপ করা বৃথা। প্রথমেই এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। (২৫) যাহাহউক, এক্ষণে আপনি এক বৎসর যথাবিধানে ঐ অশ্বের রক্ষা করিয়া; পিতৃদেবের আজ্ঞাপালন করুন। পিতার পূজা করাই পুত্রের পরমধর্ম্ম, অতএব আপনি এই সুবিপুল রাজ্য পিতৃপদে নিবেদন করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করুন। (২৬) কুমারিগণ ব্রাহ্মণ ও নরনারীসমূহে পরিবৃত হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন এবং নর্ত্তকীরা নৃত্য ও গায়কেরা গান করিতে করিতে গমন করুক। (২৭) আমরা সকলে, পুরবাসী মহাজনবর্গ ও সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, ভবদীয় পিতৃদেব অর্জ্জুনের সমুচিত সম্বর্দ্ধনাসহকারে সত্বর তুরঙ্গম প্রত্যর্পণ করি। রাজন্! আমার মতে এইপ্রকার অনুষ্ঠান করাই যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্তকল্প। (২৮।২৯)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা বভ্রুবাহন মন্ত্রীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বগ্রহণপূর্ব্বক স্বসৈন্যে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, বীরগণ ও নগরবাসী মহাজনগণ, রাশি রাশি চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী ও রত্নপূরিত শকট, মত্তমাতঙ্গ, ভূরি ভূরি চন্দ্রবৎ শুভ্র কণকখচিত রথ, ও শ্যামকর্ণ তুরগসমূহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। বিবিধ সুমধুর বাদ্যধ্বনি সহকারে পরম মঙ্গলময় জয়শব্দ সমুত্থিত হইল। (৩০-৩২) কুমারিগণ বিবিধ মুক্তাদামসজ্জিত ও বিচিত্র বসনভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া, হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। (৩৩) ধূপ, লাজ, দূর্ব্বাদল ইত্যাদি মঙ্গলাবহ ও বিজয়বহ দ্রব্য সমূহ গ্রহণ করিয়া, মাঙ্গলিক পুরুষসমূহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। (৩৪) এইরূপে রাজা বভ্রুবাহন, যেখানে স্বীয় জনক ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় সমাগত হইয়া অবলোকন করিলেন, মহাবীর পত্নায় ধনঞ্জয়ের পুরোভাগে এবং সপুত্র যৌবনাশ্ব, বীরবর অনুশাল্ব, পরমধার্ম্মিক হংস-

ধ্বজ, মহারাজ শৈনেয়, মহাবল হার্দ্দিক্য এবং অন্যান্য নরপতিবর্গ কেহ পার্শে, কেহ পশ্চাতে এবং কেহ বা নিকটে যথাযোগ্য বিধানে আসীন রহিয়াছেন। (৩৫।৩৬) দেখিলে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভা বলিয়া মনে হয়; অথবা দশদিক্পালগণ একত্র সমবেত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। (৩৭) পিতৃভক্ত বভ্রুবাহন তদ্দর্শনে নিঃতিশয় সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সমীপস্থ হইলেন (৩৮) এবং আনীত বস্তুজাত পিতৃদেবের পুরোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক পরমপরিতুষ্ট মনে কেশজাল বিমোচন করিয়া, তদ্দ্বারা তদীয় পদযুগল উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (৩৯) ঐ সময়ে পরমরূপবতী কুমারিগণ সমবেত হইয়া রাশি রাশি পুষ্প ও মুক্তাফল চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, অর্জ্জুনকুমার ধনঞ্জয়ের সমীপদেশে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। (৪০) অনন্তর তিনি পিতার চরণ-সমাসন্ন ও পুনরপি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, বিনয়গর্ভ মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, (৪১) তাত! আমি আপনার আত্মজ, নাম বভ্রুবাহন; মহাভাগা উলূপী আমাকে পরিবর্দ্ধন ও পরমপূজনীয়া চিত্রাঙ্গদা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। (৪২) আমি অজ্ঞানতঃ এই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম ধারণ করিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, পুত্রবুদ্ধিতে তাহা মার্জ্জনা করিয়া, নিজ অশ্ব গ্রহণ এবং রাজ্যসহিত আমাকেও শাসন করুন। (৪৩) আমি আপনার নিতান্ত অনুগত ও একান্ত বংশবদ ভৃত্য ও পুত্র বভ্রুবাহন। ভৃত্যের উপর প্রভুর ও পুত্রের প্রতি পিতার যে সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে, আপনি অবাধে ও ইচ্ছানুসারে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক শাসন করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন। (৪৪) আমি বহুদিন পরে ভবদীয় পরমপবিত্র পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার শুভ ফল অবশ্যই ফলিত হইবে। (৪৫) এই বলিয়া পিতৃপ্রাণ বভ্রবাহন গলদশ্রু লোচনে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনায় অর্জ্জুনের পদপ্রান্তে ভৃত্যসহিত পতিত হইলেন। (৪৬)

জৈমিনি কহিলেন, প্রদ্যুম্নপ্রমুখ অর্জ্জুনসৈনিকগণ এই ব্যাপার দর্শনে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুবংশাবতংশ। আপনি কিজন্য পাদপতিত পুত্রকে সম্ভাষণ বা গ্রহণ করিতেছেন না? কি জন্য এমন মৌনীর ন্যায় বসিয়া আছেন? সত্বর পুত্রকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করুন। আপনার এই পুত্র পরমতেজস্বী। দেখুন, ইহাঁর রাজ্য ও রাজলক্ষ্মীর সীমা নাই। (৪৭-৫০) অর্জ্জুন ভাবী বিনাশ চিন্তা করিয়া ঘৃণাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সেই ঔরস-পুত্র বভ্রুর মস্তকে পদাঘাত ও পরে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, রে কালকন্ন! তোমার শরীরে বুঝি ভয়সঞ্চার হইয়াছে? তুমি কখনই আমার ঔরসপুত্র নহ। (৫১) বোধ হইতেছে, চিত্রাঙ্গদা কোনও বৈশ্যের ঔরসে তোমাকে প্রসব করিয়াছে; পাণ্ডবের ঔরসে এমন পুত্র জন্মে না। (৫২) তুমি প্রথমে কিজন্য স্বপৌরুষে অশ্ব ধারণ করিয়াছিলে, এবং এক্ষণে ভয়প্রযুক্ত বৈশ্যের ন্যায় অশ্বদানে কেনই বা উদ্যত হইয়াছ? (৫৩) তোমার ন্যায় ঈদৃশ ক্লীব-পৌরুষ ভীরুস্বভাব পুত্র আমি কখনও উৎপাদন করি নাই। (৫৪) আমি যে পুত্রের জন্মদান করিয়াছি, সে মহাবুদ্ধি, মহাপরাক্রম এবং কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও আমি, আমাদের সকলেরই পরম প্রীতিভাজন। (৫৫) সুভদ্রা যাহার জননী, সেইই আমার একমাত্র পুত্র, প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর্য্যেই তাহার জন্ম। তাহার নাম করিলেও শরীর লোমাঞ্চ হয়। (৫৬) সেই সুভদ্রানন্দন দ্রোণপ্রমুখ মহাবীরদিগকে সংগ্রামে বিমুখ ও দুরন্ত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে রক্ষা করিয়াছিল। (৫৭) ফলতঃ সুভদ্রানন্দন সিংহ, তুমি শৃগাল। রে মূঢ়! আমি তোমার সৈন্যদিগকে ভূপাতিত অথবা তোমার হৃদয়ও বিদ্ধ করি নাই, তবে তুমি

কেন্তু ভয় পাইয়াছ? (৫৮) তোমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। অথবা গন্ধর্ব্বরাজদুহিতা নর্ত্তকী তোমার জননী, তাই তুমি এমন কাপুরুষ হইয়া জন্মিয়াছ। (৫৯) তুমি নটবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য, ধনু ও রথ, সমস্তই ত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর। এ সকল রাজচিহ্নে বা ক্ষত্রিয়লক্ষণে তোমার কি প্রয়োজন? (৬০) রে দুষ্ট! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমার জীবনধারণ কোনও মতেই সুখপ্রদ হইবে না, অতএব তুমি কণ্ঠে মর্দ্দল বন্ধন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ কর। (৬১)

জৈমিনি কহিলেন, পিতা অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, বভ্রুবাহন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। (৬২) অনন্তর তিনি সরোষহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! আমি আপনার সমস্তই ক্ষমা করিলাম, কেবল একটী ক্ষমা করিতে পারিলাম না। (৬৩) দেখুন, আপনি আমাকে বৈশ্যপুত্র মনে করিয়া মদীয় জননীকে কলঙ্কিত করিলেন। বুঝিলাম, আপনার বুদ্ধি অতি সামান্য। (৬৪) যাহা হউক অদ্যই আপনার সন্দেহ নিরাকরণ করিব। হে ধনঞ্জয়! আমি কিরূপ ক্ষত্রিয়, তাহা আজি সাক্ষাতে দেখিতে পাইবে। (৬৫) তদনন্তর মর্ম্মাহত বভ্রুবাহন সমাগত পৌরজনের প্রতি কহিলেন, কুমারিগণ ও পুরবাসী মহাজনগণ, সকলেই তোমরা নগরমধ্যে গমন কর। (৬৬,৬৭) সৈনিকগণ, তোমরা এই স্থানে থাকিয়া অবলোকন কর, আমি এই অশ্ব বন্ধন করি। ধনঞ্জয় কি রূপে ইহাকে মুক্ত করেন, দেখিব। (৬৮) সুবুদ্ধিপ্রমুখ বীরগণ! তোমরা এক্ষণে সৈন্যদিগকে যথাবিধানে বূহবদ্ধ করিয়া, আমার সহিত সাবধানে রণমধ্যে অবস্থান কর। (৬৯) বীরগণ প্রভুবাক্যের বশংবদ হইয়া অশ্বকে গ্রহণপূর্ব্বক সুবিপুল সৈন্য ব্যূহবদ্ধ করিয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিল। (৭০) রাজন্! বভ্রুবাহনের সেই সৈন্যমণ্ডলী সুন্দর-চামরভূষিত, রুদ্রাক্ষবলয়ধারী, উৎকৃষ্ট রত্ন ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত, সুচারুকুণ্ডলমণ্ডিত, শঙ্খাদি বিবিধ বাদিত্রনিস্বনে নিনাদিত এবং ঘণ্টা-কম্বলধারী অর্ব্বুদ গজ, সপ্তকোটি সুরম্য রথ দুই অর্ব্বুদ অশ্ব ও তিন অর্ব্বুদ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ পদাতি, এই সকলে শোভমান। (৭১।৭২) এতদ্ভিন্ন যুদ্ধকুশল সহস্র সহস্র মহাবীর ঐ সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর, সত্যব্রতপরায়ণ এবং প্রভুর জন্য প্রাণদানে সর্ব্বদাই সমুদ্যত। (৭৩) বভ্রুবাহন পরমযত্নে তাহাদের পোষণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে উপস্থিত যুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন। (৭৪) তাহারাও প্রভুর আদেশমাত্র অতিমাত্র অনুগৃহীত বোধ করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষ্বেড়ন, কিলকিলানিস্বন, সিংহবৎ গম্ভীর গর্জ্জন ও তর্জ্জনসহকারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, অনবরত বিপক্ষপক্ষ নিপাতিত করত অর্জ্জুনের সাগরসদৃশ অপার বাহিনী বেষ্টন করিল। (৭৫।৭৬) এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, স্বয়ং বীরকেশরী বভ্রুবাহন যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া অনুরূপ দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। (৭৭) ঐ রথ কাঞ্চননির্ম্মিত, ত্রিকোণ, অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ, মুক্তামালায় অলঙ্কৃত, লম্বমান চামরে বিরাজমান, ময়ূর ও অশ্বলাঞ্ছিত পতাকায় সুশোভিত, শত শত কিঙ্কিণী পরিব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রের রথকেও উপহাস করিয়া থাকে। (৭৮।৭৯) বভ্রুবাহন ঈদৃশ রথে আরোহণ করিয়া পিতাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, (৮০) অর্জ্জুন! স্বীয় কোদণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার পৌরুষ অবলোকন কর। আমাকে সাক্ষাৎ রুদ্রের অংশ বলিয়া জানিও। (৮১) অদ্য কোন্ ব্যক্তি তোমায় পরিত্রাণ করে, দেখিব। তোমাদের একমাত্র বলবুদ্ধি ঐ যে শ্রীহরি, জানি আমি, তিনিও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। (৮২) এই দেখ, আমি তোমার সান্নিধ্যে অশ্ব আনিয়াছি, সাধ্য থাকে, মোচন কর। (৮৩)

জৈমিনি কহিলেন, বীরবর বভ্রুবাহন রণমদে মত্ত হইয়া পিতাকে যুদ্ধের জন্য বারংবার আহ্বান করত এইপ্রকার অযথোচিত-বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, দৈত্যনায়ক অনুশাল্ব একান্ত অসহমান হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সুন্দর-পুঙ্খবিশিষ্ট সুশাণিত নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। (৮৪।৮৫) তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যপতিকে আচ্ছন্ন করিলে, তিনি তখন ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নারাচসকল দ্বিখণ্ডিত করিলেন। (৮৬) পুনরায় বভ্রুবাহন শিলাশাণিত কোটি কোটি শর সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে, তিনি সে-সকলও ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। (৮৭) শরাঘাতে উভয়েরই শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইলে, কুসুমিতকিংশুক বৃক্ষযুগলের ন্যায় তাঁহাদের শোভা হইল। (৮৮) তাঁহাদের শর-পরম্পরায় সমুদায় আকাশ নিরাকাশ হইলে, দেবগণ, তথা হইতে অপসৃত হইলেন। (৮৯) তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রাবৃটকালীন দুই পযোধরের ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৯০) বীরকেশরী বভ্রুবাহন বাণচতুষ্টয়ে অনুশাল্বের অশ্ব, পঞ্চম বাণে সারথি, সপ্তম বাণে ধ্বজ, ষষ্ঠ বাণে পতাকা, অষ্টম বাণে ধনু ও নবম বাণে রথচক্ররক্ষী পুরুষদিগকে ছেদন করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খ দশম বাণে তাঁহাকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। (৯১) অনুশাল্ব তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় রথে আরোহণ ও অপর বিশাল ধনু গ্রহণ করিয়া শর সমূহ সন্ধান করত অর্জ্জুননন্দনের রথ চূর্ণ ও শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। (৯২) তখন বভ্রুবাহন পুনরায় ক্রোধপূর্ণ হইয়া দৈত্যাধিপকে রথহীন ও সারথিহীন করত অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৯৩) অনুশাল্ব নিরুপায় ভাবিয়া গুরুভার গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, (৯৪) কিন্তু অর্জ্জুননন্দন অর্দ্ধপথেই তাহা ছেদন করিয়া, সহস্র সহস্র শরে দৈত্যপতিকে নিরতিশয় প্রহার করিলে, তিনি সেই আঘাতে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলেন। (৯৫) দৈত্যপতিকে তদবস্থ দর্শন করিয়া মহাবল প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধমানসে সমাগত হইলেন এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া শর ও পরুষ বাক্যে বভ্রুকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। (৯৬) অনন্তর তিনি সুবর্ণপুঙ্খ দশ শরে বভ্রুবাহনকে বিদ্ধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অযুতশরপ্রয়োগে প্রদ্যুম্নকে অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন। (৯৭) প্রদ্যুম্ন পূর্ব্বজন্মে যেমন অনঙ্গ ছিলেন, বর্ত্তমানেও সেইরূপ অনঙ্গ হইলেন এবং সেই প্রকারেই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৯৮) এই অবসরে মহামতি বভ্রুবাহন সর্ব্বকায়বিদারণ সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে ধনঞ্জয়ের চতুরঙ্গিণী সেনা মথিত করিতে লাগিলেন। (৯৯) তদ্দর্শনে কৃষ্ণনন্দন পুনরায় তাঁহাকে সসৈন্যে বাণবিদ্ধ করিয়া রণস্থলস্থিত ব্যক্তি মাত্রকেই মোহিত করিলেন। (১০০) বাণবিদ্ধ বারণগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে পতিত হইল। (১০১) হে নৃপ! রাজকুম্ভ বিদীর্ণ হইলে, তন্মধ্যবর্ত্তী রমণীয় মুক্তাফল সকল রণস্থলীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। (১০২) যক্ষরমণীরা পুলকিত হইয়া সেই সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে হার প্রস্তুত করিয়া, স্ব স্ব যৌবনশোভা সম্পাদন এবং নরমুণ্ড গ্রহণ করিয়া, সহাস্য আস্যে তদ্দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। (১০৩) চতুঃষষ্টি যোগিনী সমবেত হইয়া, নৃত্য করিতে করিতে গজমুণ্ড সকল উৎক্ষেপ প্রক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল এবং এই ব্যাপার নিরতিশয় বিস্ময় উৎপাদন করিল। (১০৪) স্বভাবতঃ শুষ্কদেহ বেতাল-গণ রাশি রাশি মেদ ও মাংস ভক্ষণ করিয়া, স্ব স্ব শরীর পুষ্ট করিতে লাগিল। (১০৫) ভৈরবগণ অশ্ব, গজ, মনুষ্য, গর্দ্দভ ও করভ সকলের মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, ঊর্দ্ধে ক্ষেপণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল। যক্ষগণ কঙ্কাল ভক্ষণ ও পিশাচেরা আনন্দে রক্ত পান

করিতে লাগিল। (১০৬) অনন্তর বেতাল, ভৈরব, যক্ষ ও পিশাচসমূহ একত্র হইয়া, হস্তীগণের অস্ত্রে রজ্জু, মনুষ্যগণের মুণ্ড ও চরণে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা এবং অশ্বমুণ্ডের মৃদঙ্গ করিয়া, রুধির পান করত বাদ্যোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলে, দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। (১০৭) হে; নৃপসত্তম! বেতালসকল গজমুণ্ড গ্রহণ করিয়া মুখমারুতে পরিপূর্ণ পূর্ব্বক কাহলাবৎ বাজাইতে লাগিল। (১০৮) কেহ বা গজকর্ণ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ঝঝরি প্রস্তুত করিয়া লইল। কেহ বা করভগণের মাংসহীন গ্রীবার বীণা নির্ম্মাণ করিল এবং কেহ বা অশ্বগণের গ্রীবাহীন দেহ গ্রহণ করিয়া, মৃদঙ্গবৎ বজাইতে আরম্ভ করিল। (১০৯।১১০) হে রাজন্! ব্রহ্মগ্রহগণ বীরগণের ছিন্নশির সংগ্রহ করিয়া সকৌতুকে কন্দুক-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। (১১১) এইরূপে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন যেখানে যেখানে সৈন্যসকল সংহার করিলেন সেই সেই স্থানেই শৈবালপূর্ণ ভীষণ শোণিতনদীসকল প্রবাহিত হইল। (১১২) মনুষ্যের কথা আর কি বলিব? তাহাতে গজসকলও মগ্ন ও অদৃশ্য হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন দ্বিতীয় বৈতরণী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। (১১৩।১১৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত বভ্রুবাহন যুদ্ধ নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন! শ্বাপদগণ ঐসকল শোণিতনদীর তীরে মৃতদেহ আকর্ষণপূর্ব্বক তথায় পাতিত এবং নেত্রসমূহ ভক্ষণ করিয়া আনন্দে রব করিতে লাগিল। (১) ভৈরবগণ তটদেশে মাংসকর্দ্দনময় দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কপালসকল লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। (২) প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, ভূত, প্রেত ও ভৈরবগণের এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ লোমহর্ষণ তুমুল কাণ্ড লক্ষিত হইতে লাগিল। (৩) উহদর্শনে ভীরুগণের ভয় বর্দ্ধিত ও বীরগণের নিরতিশয় হর্ষোৎসাহ সমুদ্ভূত হইল। দেবতারা আকাশে থাকিয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। (৪) প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া বীর বভ্রুবাহন এক বারে শত শত শর সন্ধান পুরঃসর অশ্ব, ধ্বজ, রথ ও সারথির সহিত তাঁহাকে আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছার বশতাপন্ন করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিলেন এবং দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে তাঁহার সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। (৫।৬) তিনি সুশাণিত সায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া উপর্য্যুপরি মহাত্মা প্রদ্যুম্নের একবিংশতি রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৭) অনন্তর মহাবীর প্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করিয়া উত্থিত হইলে, পুনরায় উভয়ে সমরক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পরের রথ ছেদন করিয়া আকাশে পক্ষিদ্বয়ের ন্যায়, বহুবিধ মণ্ডলগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের শরসকল ছেদন করিয়া রণকেলিকৌতুকে মগ্ন হইলেন। (৮।৯) ঐ সময়ে বভ্রুবাহনের দারুণ আঘাতে প্রদ্যুম্নের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। (১০) বভ্রুবাহন ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্ধপথেই উহা ছেদন করিয়া সত্বরে পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রুক্মিণীনন্দনও তাঁহাকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। (১১) তাঁহারা উভয়েই কৃতান্ত তুল্য ও দৃঢ়বিক্রম, উভয়েই বীর্য্য ও পুরুষকারসম্পন্ন, উভয়েই অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী; পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া কখনও পৃথিবীতে এবং কখনও আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (১২) কেহ

কাহাকে পরাজয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে পরস্পরের আঘাতে উভয়েই রণস্থলে পতিত হইলেন। (১৩) অনন্তর বভ্রুবাহন উত্থিত হইয়াই দেখিলেন, প্রদ্যুম্ন অন্য রথে আরোহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। (১৪) তিনি, অম্বরমধ্যস্থ মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। তদীয় সায়কবর্ষে সর্ব্ব শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইলে, পর্ব্বত নিস্থত গৈরিক ধাতুরসের ন্যায় রুধিরধারা প্রবাহিত হইল এবং শত শত কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া, ছিন্ন পতিত মস্তক সকল গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য! যাহারা প্রকৃত বীর, তাহারা প্রতি শরাঘাত যুবতীর সুকোমল নখাঘাতের ন্যায় জ্ঞান করিল, কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। (১৫-১৭) হে নৃপসত্তম! বভ্রুবাহনের শরে অভিহত হইয়া যে যেখানে, সে সেইখানেই পতিত হইল। (১৮) তাহাদের কাহারও হস্তে বিস্তৃত চর্ম্ম, কাহারও হস্তে সুবিপুল করপত্র, কাহারও হস্তে খরতর পরশু, কাহারও হস্তে গদা এবং কাহারও হস্তে মুসল। (১৯) কেহ শক্তি, কেহ পরশ্বধ, কেহ ভুষুণ্ডি, কেহ প্রাস, কেহ শূল, কেহ শেল, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ যষ্টি কেহ অঙ্কুশ, কেহ কুন্ত এবং কেহ বা পরশু হস্তে পতিত হইল। (২০) ফলতঃ অর্জ্জুন-নন্দন অস্ত্রধারীমাত্রকেই সংহার করিলেন। তাঁহার বীরদর্পে মেদিনীমণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল, এবং জ্যানির্ঘোষে ধরণী কম্পিতা হইলেন। (২১) তিনি সতেজে ও সবেগে গজারোহী অঙ্কুশ ও ঘণ্টাদির সহিত উৎকৃষ্ট মাতঙ্গদিগকে বিদলিত করিয়া বারম্বার গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন (২২) তদীয় শর সকল নিমেষমধ্যেই অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, কদাচ স্থির হইয়া রহিল না। (২৩) অরণ্যমধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন যেখানে তৃণরাশি সেইখানেই প্রসৃত হয়, তাঁহার শর সকলও যেখানে ভূরি ভূরি সৈন্য, সেই খানেই ধাবমান হইতে লাগিল। (২৪) এইরূপে অর্জ্জুনের সৈন্যসকল নিঃশেষিতপ্রায় হইলে, অনুশাল্ব পুনরায় যুদ্ধের নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে মীনকেতন প্রদ্যুম্ন, সুধন্বা, যৌবনাশ্ব, হংসধ্বজ ও মেঘবর্ণ, ইহাঁরাও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সকলে সমবেত হইয়াও একাকী বভ্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। (২৫।২৬) অর্জ্জুনতনয় নির্ভীকচিত্তে পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদের প্রত্যেককেই রথহীন, অশ্বহীন, গজহীন, ছত্রহীন, চামরহীন, ভূষণহীন এবং কেতনহীন করিলেন। অন্যান্যেরা তদীয় কনকপুঙ্খ শরপরম্পরায় ক্ষতবিক্ষত ও মৃতপ্রায় হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। (২৭।২৮) দেখিতে দেখিতে রণভূমি শূন্যপ্রায় হইল। কোনও ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত হইয়া, অস্ত্রহীন গজকলেবর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাকে নিরাপদ বোধ করিল, অমনি প্রকাণ্ডকায় গৃধ্র আসিয়া খরনখরপ্রহারপুরঃসর তাহার নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া লইল। (২৯।৩০) কোনও ব্যক্তি শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলে শিবাসকল তাহাকে লইয়া গিয়া, নখাঘাতে তাহার স্তন-কুঙ্কুম-মণ্ডিত সরাগ হৃদয় ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দেবতারা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। (৩১) ঐ সময়ে কোনও সুরাঙ্গনা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে অবতরণ ও তাহাকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক বিমানে আরোপিত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার সময় সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিল, (৩২) নাথ! দেখ দেখ, পৃথিবীতে শৃগালী তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল, কিন্তু আমি অধুনা তোমাকে পতিভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। (৩৩) কেহ কেহ অবলোকন করিল, তাহার এক দেহ শরপরম্পরায় ক্ষতবিক্ষত বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গজদেহে লম্বমান হইতেছে এবং দ্বিতীয় দেহ দিব্য রমণিগণে অলঙ্কৃত হইয়া মনোহর দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। (৩৪) কেহ কেহ সুখময় স্বর্গে সুরসুন্দরিগণের সুকুমার বাহুপাশে সুন্দররূপে সংযত হইয়া, সহর্ষে সংগ্রামস্থিত সুভীষণ বরুণপাশ স্মরণ

করিতেছে। (৩৫) কোন কোনও বীর দেখিতেছ, সংগ্রামপতিত স্বীয় কলেবর এক দিকে মদমত্ত মাতঙ্গগণের মদধারায় পরিপ্লুত এবং অন্য দিকে স্বর্গীয়-বিমানচারিণী প্রিয়তমা সুরকামিনীর বক্ত্রমদে অভিষিক্ত হইতেছে। এই সকল ঘটনা নিরতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভাবিত করিল। (৩৬।৩৭) তৎকালে অর্জ্জুনতনয় বভ্রুবাহন এইপ্রকার যুদ্ধ করিয়া, ধনঞ্জয়ের সৈন্যসকল হত, ভগ্ন ও নিপাতিত করিলেন এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সৈন্য গ্রহণ পূর্ব্বক সহর্ষে বাণ-বিমোহিত বীরদিগকেও স্বীয় নগরে লইয়া গেলেন। (৩৮) তিনি অর্জ্জুনের গজসকল আপনার হস্তীশালায়, অশ্বসকল মন্দুরায়, এবং রথসকল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। প্রদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীরগণ তদীয় শরবৃষ্টিতে একবারেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। (৩৯।৪০)

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত বভ্রুবাহন সংগ্রাম নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, পূর্ব্বে অশ্বমেধযজ্ঞ উপলক্ষে কুশ ও রামের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। (১) জনমেজয় কহিলেন, ব্রাহ্মণ! রাম কিরূপে নিজপুত্র কুশকে রাশি রাশি শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন এবং কুশই বা কি কিরূপে তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছিলেন? (২) রাম কি তাঁহাদিগকে আপনার পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন নাই? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তার কীর্ত্তন করুন। (৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! আমি বিস্তারপূর্ব্বক মহাবাহু মহাত্মা রামের প্রশস্ত চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দুরাত্মা দশানন, মহাবল কুম্ভকর্ণ ও প্রবলপ্রতাপ মেঘনাদ নিহত হইল, অন্যান্য রাক্ষসগণ সবংশে শমনসদন আশ্রয় করিল এবং পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও সাধ্বীসতী সীতা দেবী, অগ্নিমুখে সকলের সমক্ষে সর্ব্বথা শুদ্ধি-সম্পন্ন হইলেন। (৪।৫) এইরূপে লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইলে, শ্রীমান্ রঘুনন্দন রাম পুষ্পক-রথারোহণে স্বপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (৬) মহাত্মা লক্ষ্মণ, মহামতি বিভীষণ, বীরবর পবন-নন্দন ও অন্যান্য লঙ্কাসমরকারী বানরগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিলেন। (৭) তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ করিলে, বশিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষিগণ তদীয় কল্যাণকামনায় মঙ্গলসূক্ত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। (৮) তদ্দর্শনে দাশরথি রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ভক্তিভরে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও বন্দনাদি করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও তাঁহাদিগের নমস্কারবিধি যথাবিধি সমাধা করিলেন। (৯।১০)

অনন্তর রাজীবলোচন রঘুনন্দন রাম ভরত ও শত্রুঘ্নকে পুরস্কৃত করিয়া যথাক্রমে জননী কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পাদবন্দন করিলেন। (১১) যুগপৎ গভীর দুঃখ ও প্রগাঢ় লজ্জায় কৈকেয়ীর মুখ মলিন ও অবনত হইয়া গেল এবং দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। (১২) রঘুনন্দন তাঁহাকে মৃদু কোমল মধুরবাক্যে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া, স্বীয় জননী তপস্বিনী কোশলরাজনন্দিনীর পাদবন্দনার্থ সমাগত হইলেন। (১৩) পুত্রশোক ও স্বামীশোক, উভয় শোকে কৌশল্যার শরীর মলিন ও নিরতিশয় কৃশভাবাপন্ন হইয়াছিল, তদবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই রামকে দেখিবার জন্য উৎসুক এবং নিয়ত রামেরই ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তাঁহার আর অন্য চিন্তা ছিল না। (১৪।১৫) তিনি সহসা স্বপ্নলব্ধের ন্যায়, রামকে দর্শন করিয়া তন্ময় হইলেন; তাঁহার স্বাক্ষী পুত্রশোকসন্তপ্ত শুষ্কহৃদয় সহসা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। (১৬)

রাম নিকটে না আসিতেই তিনি ব্যাকুলা হইয়া বৎস দর্শনে উদগ্রীব গাভীর ন্যায়, অগ্রেই দ্রুতপদ সঞ্চারে তাঁহাকে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন। (১৭) পৌর্ণমাসী শশধর সন্দর্শনে সরিৎপতির সলিলরাশি যেরূপ সমুচ্ছলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রামদর্শনে প্রীতির প্রবাহ শত মুখে উচ্ছলিত হইলে, (১৮) কৌশল্যার নয়নযুগল দরদরিত ধারায় অনর্গল অশ্রুসলিল বিনির্গলিত হইয়া রামের সর্ব্বশরীর একবারেই পরিপ্লুত করিল। (১৯) এইরূপে দুর্ব্বার বাষ্পভারের উত্তরোত্তর আবির্ভাব প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত যুগপৎ কণ্ঠ ও নয়নদ্বার উভয়ই রুদ্ধ হইয়া আসিলে, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা ক্ষণকাল মূকের ন্যায় ও অন্ধের ন্যায়, কিছুই বলিতে বা কিছু দেখিতে পাইলেন না। (২০) ঐ সময়ে পুত্রের সুকোমল শরীরে তদীয় সুকুমার করাগ্র পতিত হওয়াতে, বিপক্ষের শরাঘাতজনিত শুষ্কক্ষত সকল প্রতীতি করিয়া, তাঁহার দৃষ্টির দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। (২১) তখন তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে বহুস্নেহসহকারে সেই সমস্ত ক্ষত করদ্বারা পরামর্শপূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, (২২) বশিষ্ঠপ্রমুখ সত্যবাদী মহর্ষিগণ বলিয়া থাকেন রাম! তোমার ছেদ নাই, ভেদ নাই ও ক্লেদ নাই; কিন্তু তাঁহাদের কথা খাটিল কৈ? এই দেখ, রামের দেহ ছিন্ন ভিন্ন ও ব্রণপরম্পরায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। আহা রাম! তুমি যদি কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে তোমাকে রাজার পুত্র হইয়া নিতান্ত দরিদ্র বালকের ন্যায় ঈদৃশ দুর্ব্বিসহ ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইত না। বৎস! কোন কোনও মহর্ষি তোমাকে শিবভক্ত বলিয়া থাকেন। সেইজন্যই তুমি স্বীয় শরীরে বোধ হয় বাণসকলকে স্থান প্রদান করিয়াছ। (২৩-৬) যাহাহউক, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা পুত্রের বিয়োগবশতঃ এতদিন দারুণ দুঃখভার বহনে নিতান্ত ক্ষীণদেহ হইয়াছিলেন, পরমস্নেহনিধি পুত্রের সুকোমল করসংস্পর্শে তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। (২৭) তিনি যেন মৃত শরীরে প্রাণলাভের ন্যায়, অপূর্ব্ব দশান্তর অনুভব করিয়া পদে পদেই পৃথিবী হইতে স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। (২৮) রাম রাজধানীকে এইরূপ প্রফুল্ল দর্শন করিয়া পরম প্রীতিমান হইলেন এবং সহর্ষে নিরতিশয় ভক্তিভরে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। (২৯) অনন্তর অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদনাদি করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত অযোধ্যায় বাস ও পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৈত্রিকরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। (৩০) তাঁহার সমদর্শিতা ও প্রজাপালনগুণে সমগ্র পৃথিবী সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেন, প্রজালোকের কোনও অসুখ রহিল না। ব্রাহ্মণগণ বেদমাত্র উপজীবী হইলেন, বৎস সকল আকণ্ঠ দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত না হইলে, গোপালগণ কোনও মতেই দোহন করে না। (৩১) গাভী সকল প্রচুর পরিমাণে স্বাদু ও পুষ্টিকর ক্ষীর ক্ষরণ করিতে লাগিল, বৃক্ষ ও লতা সকল নিত্য পুষ্পফলসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং ওষধি সকল যথাকালে অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে লাগিল। (৩২) দেবরাজ কৃষিবলের অভিলাষানুরূপ পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে প্রবৃত্ত ও বসুমতী সর্ব্বপ্রকার শস্যসম্পদে ভূষিতা হইলেন। সরিদ্বরা সরযূর সমুদায় তটভাগ যাজ্ঞিকগণের সুসম্পন্ন যূপস্তম্ভের অবিরল সন্নিবেশবশতঃ স্থানশূন্য হইয়া উঠিল এবং সমুদায় প্রজালোক নিত্য উৎসব ও আনন্দময় হইল। (৩৩-৪) এইরূপে রাজীবলোচন রাম আত্মানুরূপ গুণগ্রামভূষিত ভ্রাতৃত্রয়ে পরিবৃত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইল, যেন ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহিত সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়া পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। (৩৫।৩৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত রামায়ণ বৃত্তান্ত নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রঘুনন্দন রাম পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর্ত্তিত মর্য্যাদার অনুসারী হইয়া দশ-সহস্র বৎসর প্রজালোকের পালন করিলেন। (১) এই দীর্ঘকালমধ্যেও সীতার গর্ভে তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হইল না দেখিয়া, পত্নীবৎসল রাম বহুবিধ পুণ্যানুষ্ঠান করিলেন এবং সেই পুণ্যফলে জানকী বৈষ্ণব নক্ষত্রে শুভ গর্ভ ধারণ করিলেন। (২) মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত হইলে, প্রজাবৎসল রাম পঞ্চম মাসের সমাগমে, একদা রজনীযোগে স্বপ্নে দেখিলেন, সীতা ভাগীরথীর তটভূমি আশ্রয় করিয়া অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছে, এবং লক্ষ্মণ তাঁহাকে একাকিনী তথায় বর্জ্জন করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। (৩) এইপ্রকার স্বপ্নদর্শনে সাতিশয় তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বশিষ্টকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, জানকী একাকিনী ভাগীরথীতটে আসীন হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতেছেন। (৪) অতএব ব্রহ্মন্! আপনি কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক পুণ্যক্ষেত্রে ও শুভদিনে জানকীর গর্ভবিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পুংসবনক্রিয়া সমাধান করুন। (৫) বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! কৃষ্ণপক্ষ অতিত হউক। শুভ শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে পঞ্চমী তিথির সমাগমে পুংসবন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যাইবে। হে মহাবাহো! যতদিন না ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, ততদিন বরং বিপ্রগণের তৃপ্তিবিধানে প্রবৃত্ত হউন। (৬।৭) মহর্ষির এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আগামী শুক্ল-পঞ্চমীতে সীতার পুংসবন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, অতএব তুমি সত্বর রাজর্ষি জনক ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অন্যান্য ঋষিগণের সহিত আনয়ন কর। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। (৮।৯) অনন্তর মহাবাহু রাম শিল্পীদিগকে আহ্বান করিয়া, দীর্ঘে প্রস্থে গব্যূতিত্রয়পরিমাণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাই-লেন। (১০) মণ্ডপ নির্ম্মিত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ শাস্ত্রোক্ত বিধানে পরমসুন্দর স্থণ্ডিল, উদম্বর ফলের মালা ও পীঠ, সূত্রবেষ্টন এবং চতুরস্র বল্লকী, এই সকল কৃতাঙ্গ কল্পনা করিলেন। (১১) এই অবসরে লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনক ও পরমর্ষি বিশ্বামিত্র উভয়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া সমাগত হইলেন এবং রামকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। রাম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উভয়কে প্রণাম ও অর্ঘ্যাদি প্রদানপুরঃসর সমুচিত পূজা করিলেন। (১২) এদিকে শুভ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি সীতার সহিত স্নানাদি ক্রিয়া সমাধান করিয়া, ভ্রাতা ও মাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া, যজ্ঞমণ্ডপে আগমন কর। (১৩) রাম বশিষ্ঠের আদেশানুসারে সীতার সহিত সম্যক বিধানে স্নানাদি করিয়া মণ্ডপে সমাগত হইলেন। (১৪) বেদবিদ্, কর্ম্মোকবিদ, স্মৃতিজ্ঞ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে গমন করাতে, তিনি নিরতিশয় বিরাজমান হইলেন। (১৫) অনন্তর বশিষ্ঠ মহোদয় রাম ও সীতাকে চতুষ্কমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, প্রথমে যথাক্রমে তিলমিশ্রিত অজ্যাহুতি সহযোগে হোমচতুষ্টয় সমাধান করিলেন। (১৬) পরে যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি সীতার কেশপাশে কিম্বুবীজবিনির্ম্মিত দিব্য মালার সহিত সুরুচিকর সূত্রবেষ্টন সমাপন করিলেন। (১৭) জানকী সুকোমল কেশপাশে উল্লিখিত দিব্য মালা ধারণ করিয়া, নিরতিশয় বিরাজমান হইলেন। (১৮) এই রূপে বিহিত বিধানে স্বস্ত্যয়ন সমাহিত হইলে, রাম হর্ষাবিষ্ট হইয়া সমাগত ঋষি ও ব্রাহ্মণদিগকে পায়স

শর্করাদি দ্বারা সবিশেষ পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং অভিলাষানুরূপ বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, রথ, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তাঁহার যেমন ধনরত্নাদির অভাব নাই, সেইরূপ সৎপাত্রে দানাদিরও কোনও অংশে ন্যূনতা বা পরিহার নাই। (১৯।২০)

জৈমিনি কহিলেন, রাজর্ষি জনকও তৎকালে আপনার সমস্ত রাজ্যসমৃদ্ধি রামকে যথাবিধি দান করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরস্কৃত করিয়া, বনবাসে প্রস্থান করিলেন। (২১) অনন্তর একদা রাত্রিকালে সীতার সহিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া মহাভাগ রাম, প্রিয়তমা জনকদুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তোমার কোন্ বস্তুতে কিরূপ সাধ, বল। (২২) স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা সীতা প্রিয়তমের এই কথায় বদন অবনত করিয়া মৃদু বাক্যে কহিলেন, নাথ! তোমার প্রসাদে আমার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে, কোনরূপ বিষয় ভোগেরই অবশেষ নাই। (২৩) পরন্তু, সরিদ্বরা ভাগীরথীর পরমমনোহর তীরভূমিতে বিচরণ করিতে সম্প্রতি আমার অভিলাষ জন্মিতেছে। যেখানে পরমপবিত্রস্বভাব ঋষিগণ মহামূল্য দুকূলের ন্যায় সামান্য অজিনও পরম সমাদরে পরিধান করিয়া স্ব স্ব অনুরূপগুণবিশিষ্ট পত্নীগণের সমভিব্যাহারে দেবলোকে দেবতার ন্যায়, সর্ব্বদা বিচরণ করেন, আমি সেই স্থানে যাইব। (২৪।২৫) রাম এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াও কি তোমার বনবাসপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই? (২৬) যাহাহউক, তোমার এই প্রথম সাধ কোনও মতেই নিষ্ফল করা বিধেয় নহে। প্রাতঃকালেই তুমি ভাগীরথীর তীর সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবে, সন্দেহ নাই। (২৭) রঘুকুলদ্বহ রাম প্রিয়ার নিকট এইপ্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সুখে শয়ন করিলেন। (২৮) অনন্তর নিশীথ অতিক্রান্ত হইলে, তিনি আত্মবিষয়ে পুরবাসীদিগের পরীক্ষা জন্য যে সকল চর নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা একে একে সকলেই সমাগত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, প্রভো! যেখানে যাই, সেই খানেই আপনার যশঃ কীর্ত্তি ও প্রতাপের কথা শুনিতে পাই। ব্যক্তিমাত্রেই ঈশ্বরনির্ব্বিশেষে আপনাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; সুতরাং আপনার কোনও অংশে কোনরূপ কলঙ্ক থাকিলেও, কেহই তাহা মুখে আনা দূরে থাক, মনেও ধারণা করে না। (২৯-৩২) রাম এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে অন্যতর চরকে কহিলেন, তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য বল, প্রজারা আমার কিম্বা আমার ভার্য্যার ও মাতৃগণের অথবা ভ্রাতা সকলের কোনরূপ দুষ্কৃতি নির্দ্দেশ করে, কি না? (৩৩) সে ব্যক্তি সহাস্য আস্যে প্রত্যুত্তর করিল রঘুনন্দন! আপনার দর্শনমাত্রেই সমুদায় দুষ্কৃত তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়, অতএব আপনার দুষ্কৃত থাকা নিতান্তই অসম্ভব। (৩৪) হে রঘূদ্বহ! আমরা স্বভাবতঃ পাপের আস্পদ; কিন্তু আপনাকে দর্শন করিবামাত্র আমাদেরও পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। (৩৫) তথাপি, লোকের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা অতি দুঃসাধ্য। এই জন্য তাহারা আপনার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ দোষ ঘোষণা করিয়া থাকে। (৩৬) আমি এই নিশীথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি! (৩৭) পুরবাসী কোনও রজকের ভার্য্যা কোনও কার্য্য উপলক্ষে পিতৃবাসে গমন করিয়াছিল, তথায় ঘটনাক্রমে চারিদিন অতিবাহিত হওয়ায় রজকীর পিতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি কন্যাকে এতদিন গৃহে রাখিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছি; অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহাকে ভর্ত্তৃগৃহে রাখিয়া আসিব। (৩৮।৩৯) রজক এই প্রকার চিন্তানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে জামাতৃগৃহে গমন ও তথায় দুহিতাকে ন্যস্ত করিলে, জামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্ক লেহন ও হস্ত উদ্যত করিয়া কর্কশবাক্যে কহিল, আপনারা বুঝি রামরাজ্য মনে করিয়াছেন?

দেখুন, জনকনন্দিনী একাকিনী রাক্ষসগৃহনিবাসিনী হইলেও, রাম তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। অথবা, রাম রাজা, তিনি সকলই করিতে পারেন। আমি কিন্তু পারিব না। (৪০-৪২) কেননা, তাঁহার ন্যায় আমার ক্ষমতা নাই। হে রঘুনন্দন! সেই রজকই কেবল এই কথা বলিয়াছে, আর কাহারও এরূপ বলিবার ক্ষমতা নাই। (৪৩) আমি নির্জ্জনে থাকিয়া এই কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, রামের গুণের সীমা নাই। তিনি অসংখ্য যজ্ঞীয় যূপ নিখাত করিয়া ভাগীরথীর তটশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, পিতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, দুর্বৃত্ত দশস্কন্ধকে সবংশে নিধন করিয়া লোকরক্ষণ করিয়াছেন এবং সংসারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি কোনও স্থানে কোনও কালে লক্ষিত হয় না। (৪৪।৪৫) সেই সর্ব্বলোক-শরণভূত মহাত্মা রামের প্রতিকূলে এইরূপে অনর্থক দোষ ঘোষণা মূঢ়বুদ্ধি রজক ব্যতিরেকে আর কাহারাও শোভা পায় না, অথবা আর কাহাতেও সম্ভব হয় না। রঘুনন্দন! ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তানন্তর আমি আপনার গোচরে সমাগত হইয়াছি। (৪৬ ৪৭) রাম দূতমুখে এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সর্ব্বসমক্ষে যথাবিধানে জানকীকে অগ্নিমুখে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছি (৪৮) তথাপি, লোকে অপবাদ করিয়া থাকে; অতএব সীতাকে ত্যাগ করিব কি, না? অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনেই কহিতে লাগিলেন, শ্রোত্রিয় যেমন আচার-পদ্ধতি পরিহার করে, আমি তেমনি মৃগশাবকলোচনা চন্দ্রনিভাননা জনকদুহিতাকে কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন করিব? (৪৯) অথবা, কলিতে ব্রাহ্মণ যেমন বেদ পরিবর্জ্জন করেন, আমি তেমনি সীতাকে ত্যাগ করিব। বারংবার এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত ও সুশীতল প্রভাতসমীর প্রবাহিত হইল। (৫০।৫১)

জৈমিনি কহিলেন, ঐ সময়ে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরত, ইহাঁরা রঘুনন্দন রামের দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইলেন। দেখিলেন, তিনি বিষণ্ণবদনেও ব্যাকুলচিত্তে বসিয়া আছেন। (৫২) তদ্দর্শনে তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা বিলম্বে আসিয়াছি বলিয়াই হয় ত ইনি কুপিত হইয়াছেন? হায়! আমরা দান করি নাই, কিম্বা ব্রাহ্মণগণের প্রাতঃকালীন অর্চ্চনা করি নাই, এই কারণেই ইনি কি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? (৫৩.৫৪) অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পর এইপ্রকার মতবাদ প্রকাশ করিয়া, পরে রঘুনন্দন রামকে যথা-প্রণাম পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রঘুরাজ! আমরা সর্ব্বদাই ত্বদ্গতচিত্ত ও তদ্গতকর্ম্মা। আপনাকে দেখিবার জন্য নিরতিশয় উৎসুক হইয়া আসিয়াছি। আপনি কিজন্য আমাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না? রাম তাঁহাদের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৫৫-৫৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চরসংবাদ নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাম রজনীযোগে চরমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, পাষণ্ড যেমন বেদের নিন্দা করে, লোকমধ্যে সীতার সেইরূপ কলঙ্ক-ঘোষণা হইয়াছে। (১) অতএব যোগী যেমন সংসারফলে ভীত হইয়া মমতা পরিহার করেন, তদ্রূপ আমি লোলুপবাদভয়ে আক্রান্ত হইয়া সীতাকে বর্জ্জন করিব। (২) গৃহ-মধ্যে সর্প প্রবেশ করিলে লোকের যেমন উদ্বেগ হয়, সীতার সহবাসে সম্প্রতি আমারও

সেইরূপ উদ্বেগ হইতেছে। (৩) রামের এই বজ্রতুল্য অতি কঠোর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাদের তিন জনেরই কলেবর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। (৪) ভরত রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! লোকে বলিয়া থাকে, দয়া একমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ দেবী জানকী সর্ব্বলোকসমক্ষে অগ্নিমুখে আত্মশুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। (৫) পিতৃদেব দশরথ আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কি আপনার স্মরণ নাই? হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া শিখা পরম্পরায় গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং দেবী জানকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেব দশরথ বিমানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আপনাকে বলিয়াছিলেন, বৎস রামচন্দ্র! এই জানকী সর্ব্বথা পতিরতা ও শুদ্ধস্বভাবা। ইহাঁর নির্ম্মল চরিত্রে আমাদের বংশ পুলকিত হইয়াছে। যাঁহারা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন, তাহাদের সদ্গতি হয় না; কিন্তু পুত্রবধূ পতিব্রতা জানকীর শুদ্ধচারিত্র্য প্রভাবে আমাদের স্বর্গবাস সাধিত হইয়াছে। (৬-৮) আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পিতৃদেব দশরথের এই সকল পবিত্র বাক্য আপনার স্মৃতিপথ পরিহার করিয়াছে। (৯) তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করুন। (১০) ফলতঃ জনকী অগ্নিমুখে অঙ্গকলুষ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সর্ব্বজন সমক্ষে শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তথাপি আপনি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে কল্পনা করিয়াছেন? (১১)

জৈমিনি কহিলেন, ভরত এই প্রকার কহিলে, রাম প্রত্যুত্তর করিলেন ভাই! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, জনকনন্দিনী বিধিপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি বিধান করিয়াছেন; (১২) কিন্তু দুর্ব্বার লোকাপবাদ নরপতিগণের কীর্ত্তি বিনাশ করে। যাহাদের কোনরূপ সৎকীর্ত্তি নাই, তাহারা যে জীবন্মৃত, তাহাতে সন্দেহ কি? (১৩) দেখ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও নহুষ প্রভৃতি মহাভাগগণ একমাত্র যশঃপ্রভাবেই অদ্যাপি লোকমধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। যে স্ত্রী, পুত্র অথবা বান্ধব দ্বারা অপযশ ঘোষণা হয়, তাহাকে বিদূষিত অন্নবৎ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে। (১৪) শত শত সুবিখ্যাত মহীপতি আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য রাজ্য ও দেহ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। (১৫) এই জন্য, সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ মোচন করে, আমিও তেমনি জানকীকে অবশ্য পরিহার করিব। (১৬) অয়ি কৈকয়িনন্দন! যদি আমার যশোজীবনে তোমার বাসনা থাকে, তাহা হইলে পুনরায় ঈদৃশবাক্য প্রয়োগ করিও না। (১৭) অনন্তর লক্ষ্মণ-জাতক্রুদ্ধ হইয়া, বাহু বিধুনন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আপনি সামান্য লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া সীতাকে ত্যাগ করিবেন? কোন্ ব্যক্তি ভার্য্যার সহিত কলহ করিয়া জননীকে ত্যাগ করিতে পারে? আপনি লোকমাতা সীতাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন কেন? (১৮।১৯) যাহারা সীতার নির্ম্মলচরিত্রে দোষারোপ করে তাহারা শত্রু, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংহার করিব। (২০) হে রাম! পরমপবিত্র শ্রুতি যবনদূষিতা হইলেও ব্রাহ্মণ কি তাহা পরিত্যাগ করিবেন? আপনি প্রাজ্ঞ, আগর্ভ বিচার করিয়া দেখুন। (২১) অনন্তর শত্রুঘ্ন রোষভরে কহিলেন, রাম! আপনি কিজন্য প্রাণত্যাগ করিবেন, আপনার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া লোক অমর হয়, আপনি প্রাণত্যাগ করিয়া কি অমর হইবেন? অথবা আপনি প্রাণত্যাগ করিলে, পতিরতা সীতা স্বীয় পাতিব্রত্যগুণে আপনাকে জীবিত করিবেন। (২২।২৩) শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া রাম ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি অপবাদ-ভয়ে ভীত হইয়া আত্মাকে, এমন কি তোমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, সীতার কথা কি বলিতেছ? (২৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাম সীতাত্যাগে কৃতোদ্যম হইলে, ভরত ও শত্রুঘ্ন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাম দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ অগত্যা তাঁহাকে ত্যাগ

করিতে পারিলেন না। (২৫) লক্ষ্মণকে একাকী দর্শন করিয়া রাম ধীরে ধীরে কহিলেন, ভাই! যদি ভাগীরথীতীরে সীতাকে পরিত্যাগ করিতে তোমার অভিলাষ না হয়, তাহা হইলে কোনরূপ বিচার না করিয়াই অসিপ্রহারে আমার মস্তক ছেদন কর। (২৬) সীতাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কোনও দোষ হইবে না, কেননা তুমি ভ্রাতৃবৎসল। আমার আদেশ তুমি চিরদিন অবিচলিতচিত্তে পালন করিয়াছ, আজি কিজন্য ব্যাকুল হইতেছ! লক্ষ্মণ! আমি তোমার চরণে নমস্কার করি, তুমি নদীতটে জানকীকে পরিহার কর। (২৭।২৮) রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ লজ্জায় অবনত বদন হইয়া, আন্তরিক শ্রমবশতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। (২৯) চিন্তাক্লিষ্ট লক্ষ্মণ তদনন্তর অগত্যা সারথিকে রথ আনিতে আদেশ করিলেন এবং রথ আনিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া সীতার ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। (৩০) অশ্বগণ কশাঘাতমাত্র দ্রুতবেগে ধাবমান হইলে তৎক্ষণাৎ রথ তথায় উপনীত হইল এবং সুমিত্রানন্দন অবতরণপূর্ব্বক সীতার ভবনে প্রবেশ ও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। (৩১।৩২) সীতা লক্ষ্মণকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, আমার যখন যাহা অভিলাষ হয়, রাজীবলোচন রাম তখনই তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। (৩৩) আমি হাসিতে হাসিতে রাত্রিতে যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালেই তাহা প্রদান করিলেন। আমি জন্ম জন্ম যেন রামকেই স্বামীরূপে প্রাপ্ত হই। (৩৪) তোমার ন্যায় গুণের দেবরও যেন আমি জন্ম জন্ম প্রাপ্ত হই! বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; আমি ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগকে প্রদানপূর্ব্বক অভ্যুদয় প্রাপ্তির নিমিত্ত বস্ত্রজাত আনয়ন করি। (৩৫) রাজেন্দ্র! সীতা স্বভাবতঃ সাতিশয় মুগ্ধস্বভাবা, লক্ষ্মণের আকার প্রকার দর্শনে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এই কারণে লক্ষ্মণ তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া আপনাদের দারুণ দুরভিসন্ধির বিষয় চিন্তা পূর্ব্বক সাতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একে পরবশ, তাহাতে তৎকালে ভ্রাতার বচনপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, এ নিমিত্ত জানকীর অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্বর বস্ত্রাদি সংগ্রহ করুন। (৩৬-৩৮)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর জনকাত্মজা বিচিত্র দুকূল, মনোহর আজিন্ ও বিবিধ খাদ্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া, রামচন্দ্রের মহামূল্য রত্নখচিত পাদুকাযুগলের সহিত, রথোপরি স্থাপন করিলেন। (৩৯) এইরূপে অভিলষিত দ্রব্য সকল স্থাপনান্তে শ্বশ্রূদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য গমন করিলেন। (৪০) তিনি প্রথমে রামজননী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভাগীরথীতটে বিহার করিবার নিমিত্ত আমার অভিলাষ হইয়াছে। এই বাসনা পরিপূরণ জন্য দেবর লক্ষ্মণ আসিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলেই আমি অরণ্যে প্রস্থান করি। (৪১।৪২) কৌশল্যা কহিলেন, সীতে! তুমি বৃক্ষকণ্টকপরিপূর্ণ অরণ্যে কিরূপে গমন করিতেছ? তোমার মুখকান্তি মলিন ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইবে যে? (৪৩) সীতা কহিলেন, আমার স্বামী বনবাসকালে সমুদায় কণ্টক মর্দ্দন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত, (৪৪) তাঁহার প্রসাদে এবং আপনার আশীর্ব্বাদে অরণ্যবাসে আমার কোনও ক্লেশই হইবে না। আপনারা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। (৪৫) রামনাম অকপট চিত্তে প্রাণ ভরিয়া জপ করিলে, আমার ওষ্ঠও শুষ্ক হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। (৪৬) আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া থাকি, তৎপ্রভাবেও আমার বনবাস গৃহবাসের ন্যায় সর্ব্বসুখকর হইবে, সন্দেহ নাই। (৪৭) এই বলিয়া জনকনন্দিনী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে যথাক্রমে প্রণাম করিলেন। (৪৮) পূজনীয় শ্বশ্রূগণকে সভক্তি-প্রণিপাত

ও তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ যেখানে রথ সমভিব্যাহারে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, জানকী তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি রথে অধিরোহণ করিলে, মহাভাগ লক্ষ্মণ সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, সত্বর রথ চালনা কর, আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। (৪৯।৫০)

জৈমিনি কহিলেন, সৌমিত্রীর এই কথা শুনিয়া সারথি নিবেদন করিল, হে পুরুষো-ত্তম! আমি অশ্বগণের অভিপ্রায় যথাযথ অবগত আছি। ইহারা অনবরত ঘণ্টা কম্পিত করিয়া যেন ইহাই বলিতে উদ্যত হইয়াছে যে, "আমরা যদি শীঘ্র গমন করি, তাহা হইলে আমাদের চরণ তাড়নে বসুমতী দুঃখিতা হইবেন এবং জননীর ক্লেশদর্শনে দেবী জানকীও ক্লেশ অনুভব করিবেন। আমরা সংগ্রাম সময়েই এই প্রকার সবেগ গমন শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করি, কিন্তু ঈদৃশ কুৎসিত পথে তাদৃশ গমন নিতান্ত ঘৃণা ও জুগুপ্সা জনক। (৫১-৫৪) হে ভরতানুজ! অশ্ব সকল মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছে, তথাপি আমি আপনার আদেশে ইহাদিগকে সত্বর প্রেরণ করিব। আমার হস্ত লাঘব অবলোকন করুন। (৫৫) সারথি এই কথা কহিয়াই অশ্বগণের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া রশ্মি গ্রহণ ও তীব্রবেগে রথ চালনা করিল। (৫৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত জানকী নির্ব্বাসন নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, পদ্মনিভাননা জনকদুহিতা গমন করিতেছেন দর্শন করিয়া, রাজ-ধানী অযোধ্যাও যেন দুঃখে অভিভূত হইয়া বায়ুভরে আন্দোলিত ধ্বজপল্লব দ্বারা তাঁহাকে গমনে ক্ষান্ত করিতে লাগিল। (১) জানকীও রথারোহণে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে বিবিধ ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। শিবা সকল তাঁহার সম্মুখীন হইয়া ঘোর-রবে চীৎকার আরম্ভ করিল এবং হরিণ সকল গমনপথ লঙ্ঘন করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। (২।৩) হে পুরুষর্ষভ! ঐ সকল অমঙ্গলের পূর্ব্বসূচনা দর্শন করিতে করিতে তাঁহার দক্ষিণাক্ষি স্পন্দিত হইয়া উঠিল! (৪) তিনি বিস্মিতা হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! অবলোকন কর, গোমায়ু ও মৃগগণ গমনপথ রোধ করিয়া অবস্থান ও ভয়সূচক শব্দ করিতেছে। সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্রের মঙ্গল হউক, এবং তাঁহার বাহুবল ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হউক, (৫।৬) তিনি সুতীক্ষ্ণশায়ক প্রহারে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, অতএব সর্ব্বোভাবে তাঁহার কল্যাণ সমুদ্ভূত হউক। (৭) তিনি জনস্থানবাসী খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত তিনি নিরাপদে রাজ্য করুন। (৮) তিনি বানরগণ সহায়ে অগাধ সাগরেরও বন্ধন সাধন করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রসাদে ধার্ম্মিক বিভী-ষণ নিরাপদে লঙ্কারাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৯) লঙ্কাপতি ভুবনবিদিত মহা-বল রাবণ ও কুম্ভকর্ণ সাক্ষাৎ পাপের অবতার। আমার স্বামী রামচন্দ্র তাহাদিগকে সুশাণিত শরে সংহার করিয়া, মন্দোদরীর নয়ন-সলিলে বিবিধ পাপে সন্তাপিত লঙ্কানগরী সুশীতল করিয়াছেন, এবং আমার উদ্ধারের জন্য ভক্তপ্রবর পবননন্দনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বজগতের সুখ সংবিধান করুন। (১০।১১) পতিপ্রাণা জানকী স্বামীর উদ্দেশে এই

প্রকার কল্যাণকামানা করিতে করিতে পরমপবিত্র সলিল-শালিনী পাপনিবারিণী জহ্নু-নন্দিনীর তটদেশে সমাগত হইলেন। (১২) জম্বু, আম্র, বঞ্জন, বট, অশ্বত্থ, খর্জ্জুর, পূট, কদলী, পনস, বেতস, দ্রাক্ষা, কেতক ও করবীর ইত্যাদি বৃক্ষপরম্পরার সান্নিধ্যযোগে ঐ তটভূমির নিরতিশয় শোভা হইয়াছে। (১৩) হে রাজেন্দ্র! নির্ম্মলসলিল প্রবাহে সকল পাপ বিধৌত করিয়া সুরধুনী রামচন্দ্রের মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তির ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। জনকনন্দিনী তদ্দর্শনে নিরতিশয় পুলকিত হইয়া আপনার জন্ম সফল বোধ করিলেন। (১৪) লক্ষ্মণ গঙ্গাদর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া সীতার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন। (১৫) অনন্তর উভয়ে পরপারে গমন করিয়া নৌকা হইতে তীর-দেশে অবতীর্ণ হইলেন এবং সুপবিত্র সুরধুনীসলিলে যথাবিধ স্নান ও বস্ত্র পরিধান করিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১৬) বট, অশ্বত্থ, খদির, বদরী, আঙ্কোল, পিয়াল, তীক্ষ্ণ কণ্টক কুশ, ঘনসন্নিবিষ্ট গোক্ষুর, নানাজাতীয় ক্রূর, মৃগ ও বিহঙ্গম, এই সকলে ঐ বন-ভূমি পরিপূর্ণ! (১৭) তথায় কাক সকল জীর্ণ তরুর ভগ্ন শাখায় উপবেশন করিয়া বিকট শব্দ এবং সর্প সকল কোটর মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ফুৎকার করিতেছে। (১৮) সেই নিবিড় অরণ্যে প্রকাণ্ডকায় মহিষ ও স্থূল দংষ্ট্র শূকরসমূহ ইতস্ততঃ ধাবমান হই-তেছে এবং শার্দ্দূলগণ মৃগদিগকে ধরিবার জন্য যোগির ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। (১৯) অরণ্যে এই প্রকার দর্শন করিয়া সীতা রোমাঞ্চিতা হইলেন। বোধ হইল, যেন রামের কীর্ত্তি ও শ্রী কণ্টকবেষ্টিত হইয়াছে। (২০) অনন্তর দেবী জানকী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌমিত্রে! মুনিগণের আশ্রম সমুদায় অথবা পবিত্রবেশা পতি-ব্রতা ঋষিপত্নিগণ, কাহাকেও ত এস্থানে দেখিতে পাইতেছি না। (২১) মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা কৃষ্ণ অজিন ও শিখাধারী দ্বাদশবর্ষীয় ঋষিকুমারগণ অথবা বল্কলধারী মুনিগণ, ইহাঁরাও আমার নয়নগোচর হইতেছেন না। (২২) অয়ি সৌম্য! অগ্নিহোত্র সমুত্থিত ধূমলেখাও ত আমি দর্শন করিতেছি না, বরং চতুর্দ্দিকে দাবানল তৃণকাষ্ঠ দহন করিয়া সঞ্চরণ করি-তেছে দেখিতেছি। (২৩) এখানে বেদধ্বনির উদাত্তধ্বনির নামমাত্র নাই; পক্ষিগণের কোলাহলই কেবল কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। (২৪) অথবা যে রামকে ত্যাগ করে, সে কিরূপে বেদধ্বনি শুনিতে পাইবে? আমি ইচ্ছা করিয়াই রঘুনন্দনকে ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া হয়ত মুনিপত্নী, মুনিপুত্র ও স্বয়ং মুনিগণ আমার দর্শনগোচর হইতেছেন না। (২৫) যাহাদের স্বভাব পবিত্র, তাহারাই পবিত্র আশ্রমবাসীদিগকে দেখিতে পায়। আমি সকল পবিত্রতার আধার রামকে পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্রা হইয়াছি। সেই জন্য অগ্নিহোত্র বা বনবাসীবর্গ, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। (২৬)

জৈমিনি কহিলেন, লক্ষ্মণ সীতার এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুরাশি মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় বিহ্বল হইল এবং ইন্দ্রিয় সকল ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। (২৭) লক্ষ্মণ অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকাতরে কহিলেন, জানকি! আশ্রম দূরে আছে, ধীরে ধীরে গমন করুন। রাম লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন। (২৮) দুরাচার আমি, তাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের আদেশে আপনাকে গহন বনে বিসর্জ্জন করিবার ভার পাইয়াছি। (২৯) বিধাতা এই নরাধমের অদৃষ্টে ঈদৃশী নারকীবৃত্তি লিখিয়াছিলেন, নতুবা আমাকে এইরূপ জঘন্য দাসত্ব করিতে হইবে কেন? (৩০) সীতা এই কথা শ্রবণমাত্র অচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। বোধ হইল যেন, রোহিণী অম্বরভ্রষ্ট হইলেন; কিম্বা স্বর্গের লক্ষ্মী শাপবশে পৃথিবীতে তাদৃশ শোচনীয় বেশে অবতরণ করিলেন; অথবা কোনও

পুণ্যবানের সুকৃতি যেন পাপের আঘাতে দিব্যলোক হইতে পতিত হইল। (৩১।৩২)
লক্ষ্মণ জানকীর অবস্থা দর্শনমাত্র অতিমাত্র ত্রাস্ত হইয়া আস্তে ব্যস্তে এক হস্তে ছায়াবিধান ও অন্য হস্তে অশ্রু পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, আমি যদি কায়মনে আর্য্য রামের সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সুকৃত বলে আর্য্যা জানকী সত্বর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ হউন। (৩৩।৩৪) এই কথা বলিতে বলিতে জানকী চেতনা লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে সম্মুখে দর্শন করিলেন, (৩৫) এবং বলিতে লাগিলেন সৌম্য! এই গহন কাননে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কিরূপে রাজধানীতে গমন করিবে? (৩৬) তুমি আমার দেবরবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও পূজ্যতম এবং তুমি আমাকে জননীর ন্যায় সেবা করিয়া থাক, আজি এ কি করিতেছ? (৩৭) পূর্ব্বে তুমি দণ্ডককাননে বিরাধের ক্রোড় হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলে, বিশুদ্ধ ফল মূল ও সলিল সংগ্রহপূর্ব্বক আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলে এবং আমার জন্য বিচিত্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে; (৩৮) লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কোন্ ব্যক্তি আর সে সকলের সমাধান করিবে? (৩৯) দেখ, অরণ্য মধ্যে রাম আমার অগ্রে ও তুমি পশ্চাতে গমন করিতে, এক্ষণে এই নির্জ্জন বনমধ্যে কে আমার রক্ষক হইবে? (৪০) হায় কি কষ্ট! আমি কখনও মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহার কোনরূপ অপরাধ করি নাই, তবে রাম আমাকে বিনা অপরাধে বিসর্জ্জন করিলেন কেন? (৪১) আমি নিরন্তর তাঁহার মনোরম চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকি, পরপুরুষ দর্শন করা দূরে থাক, মনেও ধারণা করি না; (৪২) তাঁহার বদনমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্য সম্পন্ন, লোচনযুগল পদ্মপলাশসদৃশ আয়ত, দশনপংক্তি পরম সুন্দর, শ্মশ্রুরাজি সুকুমার, কুণ্ডলযুগল রত্ননির্ম্মিত এবং কিরীট বিবিধ মণিমুক্তায় ভূষিত। (৪৩।৪৪) এই গহনকাননে পতিত হইয়া, সেই তাদৃশ মুখমণ্ডল আমি কিরূপে দেখিতে পাইব? না দেখিলেই বা কি প্রকারে প্রাণ রক্ষা হইবে? (৪৫) অয়ি মহামতে! তিনিই বা আমাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন! তিনি যে আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ ও প্রাণের সহিত মমতা করিতেন। (৪৬) তাদৃশ সরল স্নেহ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, অতএব তিনি যখন তোমাকে একাকী প্রত্যাগত দেখিবেন, তখন অবশ্যই দুঃসহ অনুতাপদহনে দগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখকমল মলিন ও শুষ্ক হইবে। (৪৭।৪৮) আহা, আমি এমন হতভাগিনী ও পাপিয়সী যে, আমার জন্য তাঁহার সরল প্রাণে তাদৃশ গুরুতর আঘাত লাগিবে? হায়! কি যন্ত্রণা! ইহা ভাবিলেও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। (৪৯।৫০) বৎস! যিনি মনোহর কাকপক্ষে অলঙ্কৃত ও তোমার সহিত মিলিত হইয়া, বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় আগমনপূর্ব্বক আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার অভিলাষে হরকোদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন, আমার জন্য বানরগণেরও সহিত সখ্যতা স্থাপন এবং আমার বিয়োগদুঃখে একান্ত বিধুর হইয়া বৃক্ষদিগকেও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; যিনি আমার জন্য এইরূপ ও অন্যরূপ কত ক্লেশভার বহন করিয়াছেন, হায় হায়! সেই রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন। দৈবই ইহার একমাত্র হেতু। (৫১-৫৪) আমি আর কি বলিব? তিনি আমার স্বামী, স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা স্ত্রীর সর্ব্বকালেই অবশ্য করণীয়, অতএব তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা সুখী হউন, ইহাই আমার একমাত্র কামনা। (৫৫) মন্দভাগিনী আমি. আপনারই ভাগ্যদোষে বঞ্চিতা হইলাম, তাঁহার দোষ কি? (৫৬) লক্ষ্মণ! তুমি আমার শ্বশ্রূদিগকে বলিও, রাম অকৃতাপরাধে

গর্ভবতী জানিয়াও আমাকে বনে দিলেম বলিয়া আমি অণুমাত্রও দুঃখিত বা ব্যথিত নহি। (৫৭) কেবল ইহাই আমার দুঃখ হইতেছে যে, রাম যখন জানিতে পারিবেন, আমি বিনা দোষে জানকীকে নির্ব্বাসন দিয়াছি, তখন তাঁহার নিরতিশয় বিষাদ উপস্থিত হইবে। (৫৮) জননীদিগকে বলিও, তাঁহারা সেই সময়ে যেন যত্নসহকারে প্রাণাধিক রামচন্দ্রের শোকাপনোদন করেন এবং আমাকেও হতভাগিনী বলিয়া একবার স্মরণ করেন। আমি অধুনা তাঁহাদের চরণ চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যে বাস ও বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। (৫৯।৬০) জানকী সেই ঘোর বিজন গহন মধ্যে বিলাপ করিতে করিতে পুনরায় বিহ্বলচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি স্বভাবতঃ দয়াশীল; রাম কিরূপে তোমাকে ঈদৃশ ঘোর নিষ্ঠুর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন? (৬১।৬২) ভ্রাতৃঘাতক কঠোর-হৃদয় সুগ্রীব অথবা রাক্ষস বিভীষণ, এই উভয়ের অন্যতরকে এ বিষয়ে প্রেরণ করাই তাঁহার উচিত ছিল। তোমাকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই। (৬৩) লক্ষ্মণ! তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। পথিমধ্যেও তোমার যেন কোনওরূপ অকল্যাণ না ঘটে। (৬৪) রাম কুপিত হইতে পারেন, অতএব তুমি সত্বর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যে বনবাস ঘটনা লিখিয়াছেন, আমি তাহা পালন করিব, তুমি আর এখানে বৃথা অপেক্ষা করিয়া কি করিবে? (৬৫।৬৬) লক্ষ্মণ স্বভাবতঃ সান্ত ও আর্দ্রপ্রকৃতি, সুতরাং সীতার এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। (৬৭) তিনি নিরতিশয় দুঃখের আবির্ভাবে সীতার দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। (৬৮) অতিকষ্টে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া লক্ষ্মণ শান্তিপূর্ণ মধুরবাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি দুরাচার, ভ্রাতার দুষ্ট আজ্ঞা পালন করিয়া অধুনা প্রস্থান করিতেছি। (৬৯) এক্ষণে প্রার্থনা, বনদেবতারা এই বিজন বিপিন মধ্যে আপনাকে রক্ষা করুন। আপনার অলোকসামান্য পাতিব্রত্য ও অমানুষিক সাচ্চরিত্র্য ঐ বিষয়ে আপনার সহায় হউক। (৭০) আপনি গুরুজনের প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধাও আপনাকে রক্ষা করুন। (৭১) ফলতঃ আপনার ন্যায় সতী পতিব্রতার রণে, বনে এবং শক্রজনাগ্নি মধ্যে কুত্রাপি বিনাশ নাই। (৭২) আপনি যেখানে থাকিবেন, নিজ গুণে সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, আপনাদের ন্যায় সতীসাধ্বিগণের যেখানে অধিষ্ঠান, সেই স্থানই স্বর্গ। অতএব এই গহন বিজন অরণ্য ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবেন না। বরং অশেষ জনপূর্ণ সুসমৃদ্ধ অযোধ্যা-নগরী এখন আপনার বিরহে ভীষণ বিজন অরণ্য হইল। কেননা, আপনি অযোধ্যার মূর্ত্তি-মতী লক্ষ্মী ও সাক্ষাৎ সৌভাগ্য। (৭৩-৭৫) হায়! আমি কেমন করিয়া সীতাশূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব! হায়! আমি কেন রামের ভ্রাতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম! (৭৬) রঘুবংশ অপেক্ষা চাণ্ডালবংশে আমার জন্ম হওয়া ভাল ছিল। দেবি! হতভাগ্য ও অধীন ভাবিয়া আমাকে মার্জ্জনা করুন। (৭৭) এই কথা বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিনির্গত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। (৭৮) তিনি বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং চলৎশক্তি, বাক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তি শূন্য হইয়া পড়িলেন। (৭৯) সীতা তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! তুমি সত্বর প্রস্থান কর। (৮০) রাম আমাকে ইচ্ছা করিয়া বনে দেন নাই। অতএব তিনি আমার বিরহে নিতান্ত বিধুর হইয়া পড়িয়াছেন, সন্দেহ নাই। (৮১) বৎস! ব্যাকুল হইওনা। তুমি সত্বর প্রস্থান কর, তোমাকে দেখিলেও অনেকাংশে তাঁহার শান্তি লাভ হইবে। (৮২) পাপীয়সী আমি, তাঁহাকে আর কি বলিব,

বৎস! তথাপি তুমি তাঁহাকে বলিও, আমি বনবাসিনী হইলাম বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। (৮৩) অযোধ্যার কথা কি, রাম বিনা স্বর্গও আমার নিকট জীর্ণ অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়াই, আমি অযোধ্যার অতুল সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বনচারিণী হইয়াছিলাম। (৮৪) যাহা হউক, তিনি আমাকে বনে দিয়া ভালই করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গুণবান্ স্বামী যে রমণীকে ত্যাগ করেন, সে যদি তৎক্ষণাৎ মরিতে না পারে, তাহা হইলে নিজেই লোকালয় ত্যাগ করিয়া, ঘোর বিজন অরণ্যবাস করাই শ্রেয়ঃ। তবে ইহাই একমাত্র দুঃখ, আমি কোনও অপরাধ করি নাই, এবং আসিবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাতও হয় নাই। অথবা সাক্ষাৎ না হইয়া ভালই হইয়াছে। (৮৫-৮৮) বলিতে বলিতে সীতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল এবং স্পন্দন শক্তিও রহিত হইল। তদবস্থায় তিনি কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। (৮৯) অনন্তর অতিকষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিয়া লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়া কহিলেন, বৎস! সাবধানে গমন করিও এবং শ্বশ্রূদিগকে আমার প্রণাম জানাইও। (৯০) রামের তেজ যতদিন মদীয় গর্ভে অবস্থান করিবে, ততদিন কোনমতে আমায় প্রাণ ধারণ করিতেই হইবে। (৯১) লক্ষ্মণ এই কথায় অতি কষ্টে প্রস্থান করিলে, সীতা চিত্রিতার ন্যায় সর্ব্বথা নিশ্চলা হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। (৯২) অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, তিনি আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সহসা স্বর্গভ্রষ্টার ন্যায় ধরাতলে পতিতা হইলেন; এবং একবারেই সংজ্ঞা লোপ পাইল। তিনি তদবস্থায় কিয়ৎকাল পৃথিবীবক্ষে শয়ন করিয়া রহিলেন। (৯৩।৯৪) এদিকে ধীমান্ লক্ষ্মণ ভাগীরথী সলিলে অবগাহনাদি সমাধা করিয়া, অতিকষ্টে গমন করিতে লাগিলেন। (৯৫) ঐ সময় মূর্চ্ছার অবসানে সংজ্ঞা লাভ হইলে, জানকী যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! বিধাতা কি পাপে আমাকে বনবাসিনী করিলেন! আমি জনকের দুহিতা ও রামের বনিতা হইয়াও নিতান্ত অনাথা হইলাম! জননি! তুমি কোথায়? বলিতে বলিতে তিনি মদমত্তার ন্যায় স্খলিতপদে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। (৯৬-৯৮) অনন্তর তিনি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই শূন্য দেখিলেন, তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ এমন নিষ্ঠুর নহেন যে, আমাকে ঈদৃশ ভয়াবহ প্রদেশে একাকিনী ফেলিয়া যাইবেন। তিনি বোধ হয় কৌতুক করিতেছেন, এখনই সমাগত হইবেন। (৯৯।১০০) এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন দেখিলেন লক্ষ্মণ আর প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন তাঁহার ভয়ের সীমা রহিল না। তিনি নানা চিন্তায় চিন্তিতা এবং পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হইলেন, এবং মূর্চ্ছার অবসান হইলে, পুনরায় ভয়বিহ্বলা হইয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (১০১।১০২) তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষাও মনোহর; তাঁহার মুখকান্তি পৌর্ণমাসী চন্দ্রকান্তি হইতেও প্রশান্ত এবং আকার প্রকারে তিনি মূর্ত্তিমতী শান্তি। (১০৩) সীতা আলুলায়িত কেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাতে বোধ হইল, যেন কোনও দেবী অরণ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া রমলীলা করিতেছেন, অথবা অরণ্যের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবির্ভূতা হইয়াছেন; কিংবা সমস্ত সংসারের সুকৃতি যেন কোনও কারণে এই অরণ্যমধ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন। (১০৪) হে রাজেন্দ্র! তিনি বীণাবেণুর সুমধুর ঝঙ্কার আরম্ভ করিলেন, সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিল, বোধ হইল সমুদায় অরণ্য যেন তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া রোদন করিতেছে। (১০৫) হংস দম্পতি একত্রে মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিল, সীতার করুণ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা ভোজনে

নিবৃত্ত হইল। (১০৬) হরিণ-হরিণীরা স্ব স্ব শিশুর সহিত তৃণাঙ্কুর সংগ্রহ করিতেছিল, জনক-নন্দিনীর আকুলতায় তাহারাও যেন আকুল হইয়া উঠিল। গৃহীত তৃণ ভূতলে পড়িয়া গেল। (১০৭) বিহগ বিহগীরা শাখায় বসিয়া বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিতেছিল, সীতার করুণধ্বনি শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তাহারা সুখলাপন চঞ্চুকণ্ডূয়নে নিবৃত্ত হইল। (১০৮) ময়ূর ময়ূরীরা নৃত্য করিতেছিল, ভ্রমর ভ্রমরীরা পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া মধু-সংগ্রহ করিতেছিল, কিন্তু তাহারাও তৎক্ষণাৎ প্রতি নিবৃত্ত হইল। (১০৯) ফলতঃ সীতার এই শোচনীয় রোদনে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী রোদন করিতেছেন ভাবিয়া অরণ্য-মধ্যেস্থ পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গ প্রভৃতিরা স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া আস্তে ব্যস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল, এবং যাহার যেরূপ সাধ্য সে সেইরূপে তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে পক্ষীরা পক্ষ দ্বারা ছায়া ও চমরীরা পুচ্ছ দ্বারা বীজন করিতে আরম্ভ করিল। (১১০-১১২) ভাগীরথীর সুশীতল সলিলশীকর সংগ্রহ করিয়া সমীরণ তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার সুকুমার চরণে পাছে আঘাত লাগে, এই জন্য পৃথিবী কোমল হইলেন। (১১৩) বংশবধূ জগৎলক্ষ্মী জানকী কোনরূপে সন্তপ্ত না হয়েন, এই জন্য সেই দারুণ দ্বিপ্রহরেও সূর্য্যের খরকিরণ মধ্যে সহসা অভূতপূর্ব্ব কৌমুদী লীলার আবির্ভাব হইল। (১১৪) সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ তাঁহাকে যেন আপনাদের বিধাত্রী ভাবিয়া যে যেখানে ছিল, ম্লানমুখে সে সেই খানেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। হরিণ হরিণীরা সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেও আর তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ হইল না। (১১৫) অনন্তর বিশালাক্ষী জানকী কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থান পূর্ব্বক পুনরায় বারংবার রামের নাম উচ্চারণ করতঃ আলুলায়িতকেশে ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন, এবং পুনরায় ধূলি ধূসরিত দেহে অতি কষ্টে উত্থান করিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যা হইবে। হায়, এখন আমি কি করি, কোথা যাই, কে আমায় রক্ষা করিবে! এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে সীতা ইতস্ততঃ ধাবমাণ হইতে লাগিলেন এবং পদে পদেই পদস্খলন হইতে লাগিল। (১১৬-১১৮) সুতীক্ষ্ণ কুশকণ্টকে চরণ যুগল ক্ষত বিক্ষত, এবং রুধিরধারায় পদতল অভি-সিঞ্চিত হইয়া উঠিলে তিনি আর চলিতে পারিলেন না, যেন ছিন্নমূলা কনককদলীর ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিলেন। বোধ হইল, যেন স্বর্গের লক্ষ্মী সহসা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্তলে পতিত হইলেন। (১১৯।১২০) তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বায়ুর প্রবাহ সহসা রুদ্ধ হইল; সূর্য্যের প্রভা মলিন হইল, পুষ্প সকল ম্লান হইল। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রগাঢ় অন্ধকার উপস্থিত হইয়া নির্ম্মল আকাশ এমন ঘোরভাবে আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে নক্ষত্র সকল অদৃশ্য এবং এই অসম্ভাবিত প্রকৃতি বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কিয়ৎক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। ফলতঃ সমস্ত সংসার যেন সেই সময়ে জড়ভাবে আচ্ছন্ন হইল। (১২১-(১২৩) হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জানকী পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া চেতনার সমাগমে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলে, সকলে আবার প্রকৃতিস্থ হইল। (১২৪) ঐ সময়ে সাক্ষাৎ তপোরাশি তেজঃপুঞ্জশরীরী মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ ছেদনমানসে সেই প্রদেশে সমাগত হইয়া জানকীকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। (১২৫) ধূল্যবলুণ্ঠিতা আলুলিত কুন্তলা সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার বোধ হইল, তিনি প্রতিদিন পরম শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে যাহার পরিচর্য্যা করেন, সেই তপস্যা যেন মলিনবেশে তৎপ্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। (১২৬)

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত কুশ লবোপাখ্যানে বাল্মীকি সমাগম নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহর্ষি বাল্মীকি সেই শোকাকুলিতা জনকদুহিতাকে আপনার মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধির ন্যায় দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কে, কাহার স্ত্রী? এবং কি জন্য এই জনশূন্য অরণ্য অলঙ্কৃত ও পবিত্র করিয়া বিরাজ করিতেছ? (১) জানকী কহিলেন, তাত! আপনাকে নমস্কার করি। আমি রামের ভার্য্যা; অধুনা বনচারিণী। জানি না, সেই সর্ব্বমর্ম্মাভিজ্ঞ মহাবীর কি কারণে আমাকে অগম্য বিজন কাননে পরিত্যাগ করিয়াছেন। (২)

বাল্মীকি কহিলেন, বৎসে! শোক করিও না। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পুত্রদ্বয়ের জননী হও। আমার নাম বাল্মীকি। তোমার পিতা জনক আমার সবিশেষ যত্ন ও সমাদর করেন। (৩) অয়ি বরবর্ণিনী! আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে আমার পত্রপুষ্পলতাবৃত আশ্রমপদে লইয়া গিয়া, তোমার জন্য পর্ণশালা বিধান করিব। তুমি পিতৃগৃহের ন্যায় তথায় পরমসুখে অধিষ্ঠান করিয়া পুত্ররত্ন প্রসব করিবে। (৪।৫) নিদাঘার্ত্তা ময়ূরী যেমন ঘননাদ শ্রবণ করিলে আহ্লাদিত হয়, মহর্ষির এই সমস্ত স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকীও তেমনি আনন্দলাভ করিলেন, এবং যে আজ্ঞা বলিয়া ধীরে ধীরে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগামিনী হইলেন। বোধ হইল, যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী সাক্ষাৎ তপোরাশির অনুগমন করিতেছেন। (৬) অনন্তর মহাভাগ মহর্ষি সাক্ষাৎ মুক্তির ন্যায় সীতাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন। আহা, আশ্রমের কি মাহাত্ম্য! ব্যাঘ্র ও সিংহ সকল গোগণের সহিত নির্ব্বিবাদে একত্রে তথায় ক্রীড়া করিতেছে। (৭) মূষিকগণ স্বকীয় গর্ত্তে যেমন নির্ভয়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ নির্ভয়ে বিড়ালের আস্যমধ্যে প্রবেশ ও নির্গত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। (৮) নকুল, ময়ূর ও সর্প সকল পরস্পর ভ্রাতৃভাবে ইতস্ততঃ মনসুখে বিচরণ করিতেছে এবং শার্দ্দূলসমূহ চিরবৈর বিস্মৃত হইয়া মৃগগণের সহিত বিহার করিতেছে। তথাকার বিচিত্র সরোবরসমূহে বকসকল মৎস্যদিগকে সুহৃদের ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। (৯।১০) জনকদুহিতা সীতা এবংবিধ শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ দর্শন করিয়া তথায় পরম বিশুদ্ধচরিত তপোধনদিগকে স্ব স্ব অনুরূপ গুণবিশিষ্ট পুত্র ও কলত্র সমভিব্যাহারে অবলোকনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সকলকেই নমস্কার করিলেন। তখন তাঁহার বোধ হইল যেন দেবলোকে পদার্পণ করিয়াছেন। (১১।২) সীতা প্রীতমনে মুনিপত্নীগণকে প্রণিপাত করিলে তাঁহারা স্ব স্ব পত্নীর সহিত প্রীতহৃদয়ে তাঁহাকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিলেন। (১৩) অনন্তর তিনি মুনিপুত্রগণের স্বহস্ত নির্ম্মিত পর্ণশালায় সমুপবিষ্ট হইলে ঋষিপত্নীরা বিশুদ্ধ ফল, মূল ও জল তাঁহাকে উপযোগার্থ প্রদান করিলেন। তিনি সুনির্ম্মল সলিল পান করিয়া পরম আপ্যায়িতা হইলেন (১৪) হে রাজেন্দ্র! সাধুনিসেবিত মহাত্মা বাল্মীকির সেই শান্তি আশ্রমে সীতা পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। (১৫) তাঁহার একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকৃত সেবা পরিচর্য্যায় মুনিগণ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। (১৬) তিনি প্রতিদিন মহর্ষি বাল্মীকিকে প্রণাম ও বন্দনা করেন এবং তিনি যাহা বলেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন (১৭) এইরূপে সেই প্রশান্ত

আশ্রমপদে বাস করিতে করিতে নবম মাস অতীত হইল, এবং দশম মাসের সমাগমে পতিব্রতা জনকদুহিতা নিশীথ সময়ে শুভলগ্ন মুহূর্ত্তে দুই সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। (১৮) বিচক্ষণা ঋষিপত্নীরা তথায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব পুত্রজন্মের ন্যায় মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তৎকালোচিত কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। (১৯) তাঁহারা এই বলিয়া সহর্ষে গান করিতে লাগিলেন যে, জানকী যে দুই কুমার প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহপ্রভায় সমুদায় গৃহ আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে ও দিক সকল নির্ম্মলমূর্ত্তি ধারণা করিয়াছে। এই শুভঘটনার আবির্ভাবে অনুকূল সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত ও হুতাশন প্রদক্ষিণার্চ্চি বিস্তারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতেছেন। (২০।২১) শিষ্যগণ দ্রুতপদে সবেগে ধাবমান হইয়া গুরুদেব বাল্মীকিকে নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! জানকী দুই পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছেন। (২২) বাল্মীকি মুষ্টিপরিমাণ কুশ ও লব সংগ্রহপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করিলেন এবং সেই দুই সুকুমার কুমার দর্শন করিয়া নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। (২৩) তিনি কুশ ও লব মুষ্টি দ্বারা উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া, পরম প্রীতিভরে তাহাদের একের নাম কুশ ও অন্যতরের নাম লব রাখিলেন। (২৪) মুনিপত্নী ও মুনিবালাগণের অকৃত্রিম স্নেহাশীর্ব্বাদে কুশ ও লব, উদীয়মান চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। (২৫) মুনিসত্তম বাল্মীকি যথাকালে তাঁহাদের চূড়াকরণ সমাধানান্তে সমুচিত সময়ে মৌঞ্জী বন্ধনের বিধান করিলেন, এবং মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয়ের নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিয়া, লবকুশের শুভকামনায় ব্রাহ্মণভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৬) কামধেনু ত্বদীয় প্রার্থনানুসারে পরম প্রীতিমতী হইয়া, চোর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যজাত যাহার যেরূপ অভিলাষ, তদনুরূপ রাশি রাশি প্রদান করিলে, অনতিকাল মধ্যেই বিবিধ সুস্বাদু ও বহুমূল্য অন্নব্যঞ্জনের অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও দধি দুগ্ধাদি উপাদেয় রস সমুদায়ের সুবৃহৎ হ্রদসমুদায় আবির্ভূত হইল। ভোগ করা দূরে থাক, যাহা কেহ কখনো দেখে নাই শুনে নাই, অথবা কল্পনাও করে নাই, এরূপ অপূর্ব্ব ভোজ্য পদার্থ সকল তথায় রাশি রাশি উদ্ভূত হইতে লাগিল। তাহাদের সৌন্দর্য্য ও সারবত্তায় সমাগত ব্যক্তিমাত্রেরই মন প্রাণ আকৃষ্ট করিল। অনেকে ভক্ষণ না করিয়াই আশাতিরিক্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। স্বয়ং দেবতারা সমাগত হইয়া পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৭-৩০) অনন্তর মহর্ষি যথাকালে কুশীলবের উপনয়ন সংস্কার বিধান করিয়া, যথাবিধানে সমগ্র সাঙ্গ বেদে তাঁহাদের উভয়কে আপনার অভিলাষানুরূপে সুশিক্ষিত করিলেন; পরে মনোহর রামচরিত সবিস্তার শিক্ষা বিধান করিলে, স্বভাবতঃ মধুরকণ্ঠ কুশীলব সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩১।৩২) কুশ বীণা হস্তে গান ও লব করতাল প্রদান করিয়া, শ্রোতৃবর্গের মন হরণ পূর্ব্বক আশ্রমপদের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। (৩৩ বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদের মনোহর গানে মোহিত হইয়া, বারবার সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। জানকীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। (৩৩।৩৪)

অনন্তর ধীমান্ মহর্ষি উভয়কেই সমুদায় ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত করিয়া, সুগুণ ও সুদৃঢ় দুই শরাসন প্রদান করিলেন, তাঁহার কোনও সখা প্রদত্ত অক্ষয় তূণীরদ্বয় সেই শিশুদ্বয়কে প্রদান করিলেন। (৩৫) তদ্দর্শনে তপোবনবাসী অন্যান্য মুনিগণও পরম প্রীত হইয়া, তপোবীর্য্যসহায়ে সুদুর্ভেদ্য কবচ, কিরীট, শর, খড়্গ ও চর্ম্ম ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের উভয়কে দান করিতে লাগিলেন। (৩৬) সংসারে ঐ সকল সাংগ্রামিক দ্রব্যের তুলনা নাই। তাঁহারা ঋষিপ্রদত্ত অক্ষয় ধনু কবচাদি পরিধানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ বীররসের ন্যায় আশ্রমপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরম পবিত্র কন্দ, মূল ও ফলাদি সংগ্রহ করিয়া জননীর যথাবিধি সেবা পরিচর্য্যায় নিরন্তর নিযুক্ত রহিলেন। (৩৭)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! এদিকে মহাবাহু রাম অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপের গুরুতর নির্যন্ত্রণবশতঃ কোন মতেই সুখ বা স্বস্তি লাভে সমর্থ হইতেছেন না। (৩৮) তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহাভাগ গালব ও তপোধন বাম দেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। তাহার বিধি নির্দ্দেশ করুন। কিরূপ বরণ করিতে হইবে, আপনারা নিরূপণ করুন। (৩৯।৪০)

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাম! এই যজ্ঞ সম্পাদন করা বহুল ক্লেশসাধ্য। দুই কর্ণ মলিন পুচ্ছদেশ পীতবর্ণ এবং শরীরের কান্তি কুমুদেন্দুসদৃশ, এরূপ অশ্ব এই যজ্ঞে সংগ্রহ করিয়া বীরগণের হস্তে তাহার রক্ষা ভার সমর্পণ করিতে হইবে, এবং অশ্বের ললাট লিপি পাঠ করিয়া যে কেহ উহা ধারণ করিলে মোচন করিতে হইবে। (৪১।৪২) যজ্ঞ আরম্ভের দিন হইতে প্রত্যহ শ্রুতিপারগ সহস্র ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক রথ, এক হস্তী, উৎকৃষ্ট ভূমি, সুবর্ণভার, হেমবিভূষিত শত গো, এক প্রস্থ উৎকৃষ্ট মুক্তা এবং চারিজন করিয়া ভৃত্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাম! তুমি কিরূপে এই অসিপত্রব্রত সম্পাদন করিবে? কেননা সহধর্ম্মিণী সহায়ে এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, স্ত্রী বিরহিত কর্ম্ম কোনওকালেই ফলপ্রদ হয় না। (৪৩-৪৬)

শ্রীরাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সীতার অনুরূপ স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার সমভিব্যাহারে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইব। আপনি যজ্ঞ আরম্ভ করুন। (৪৭) মন্দুরা হইতে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব নির্ব্বাচন করিয়া, আপনি আমাকে যথার্থ দীক্ষিত করুন। (৪৮)

বশিষ্ঠ মহোদয় তদীয় বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক মুনিগণে পরিবৃত হইয়া, বাজীশালা সমূহ অন্বেষণ করতঃ এক ধবলবর্ণ অশ্ব আহরণ করাইলেন। উহার মুখ কুঙ্কুমাভ ও কেশর সকল পরম সুন্দর। (৪৯।৫০) বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার, অত্যুৎকৃষ্ট রথ, মত্তমাতঙ্গ, সুবিশুদ্ধ হেমভার ও দুগ্ধবতী ধেনু সকল প্রদান পূর্ব্বক সমবেত সহস্র ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা বিধান করিয়া রাম যজ্ঞার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। (৫১।৫২)

অনন্তর রাম সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধানে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং সুগন্ধি চন্দন, সুরভি পুষ্পমাল্য ও সুন্দর চামরে অলঙ্কৃত যজ্ঞীয় অশ্বের পূজা করিয়া, তদীয় ললাটফলকে বর্ণপত্র বন্ধন করিয়া দিলেন। (৫৩) ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত হইল যে, কৌশল্যার গর্ভে জাত দশরথের আত্মোদ্ভূত অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাম এই অশ্ব-মোচন করিয়াছেন। লোকের বল থাকে, গ্রহণ করুক। (৫৪)

অনন্তর রাম শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন, কনিষ্ঠ! তুমি এই অশ্ব রক্ষা কর। এইরূপ আদেশ বিধানান্তে অশ্ব উন্মুক্ত হইলে, মহাবল শত্রুঘ্ন তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৫) অশ্ব ইচ্ছানুসারে বিবিধ দেশ, নগর ও উপবন সমস্ত অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল। প্রবল বাহিনী সহ শত্রুঘ্নও তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন। (৫৬) তত্তৎপ্রদেশবাসীনরপতিগণ অশ্বকে দর্শন করিয়া, নমস্কার করিলেন। অশ্বধারণে কেহই সাহসী হইলেন না। (৫৭) রামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, কাহার সাধ্য, তাঁহার অশ্বধারণে সমর্থ হয়? যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্, তাহারা ঐ অশ্বরত্ন গ্রহণ করিলে, মহাবল শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে জয় করিয়া অশ্বমোচন করিলেন (৫৮)

রাজন্! সেই অশ্ব ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাবশে মহর্ষি বাল্মীকির পরম-মনোরম আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তত্রত্য সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর সকল ভক্ষণ করিয়া,

বিচরণ করিতে লাগিল। (৫০) ঐ আশ্রমপদের বৃক্ষ ও লতামাত্রেই সকলকালে অভিলাষানুরূপ ফল, পুষ্প ও ছায়াপ্রদ। তথায় প্রবেশ করিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গলোকে দেবসভায় পদার্পণ হইয়াছে। (৬০) মহর্ষির অসামান্য তপোবলে তথায় কোনরূপ অভাব নাই। ভুবনের লক্ষ্মী যেন ঐ স্থানেই বিরাজমান এবং সুখ ও স্বস্তিও যেন ঐ স্থানেরই সামগ্রী। (৬১) মহাবল লব শরাসন হস্তে সাক্ষাৎ বীরত্বের ন্যায় এই সুরম্য তপোবনের অসাধারণতা রক্ষা করেন। তিনি দূর্ব্বাক্ষেত্রে অশ্বকে সহসা দর্শন করিয়া ঋষিপুত্রদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার সকাশে সমাগত হইলেন, (৬২) এবং তাহার ভালপত্রপাঠ করিয়া দেখিলেন, কৌশল্যার পুত্র রঘুদ্বহ রাম এই অশ্বমোচন করিয়াছেন, যাহার সামর্থ থাকে, সে এই অশ্বকে গ্রহণ করুক। (৬৩) মহাতেজা লব অশ্বললাট লিপির এইরূপ মর্ম্ম অবধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন. আমাদের জননী কি বন্ধ্যা? তিনি কি বীর প্রসূতি নহেন? (৬৪) এই প্রকার বচনবিন্যাস পুরঃসর তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে অশ্বকে ধারণ করিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে সেই অশ্বকে কদলীবৃক্ষে বন্ধন করিলেন। (৬৫) ঋষিপুত্রেরা শঙ্কাযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে বারম্বার প্রতিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, লব! তুমি বলপূর্ব্বক অনর্থক এই অশ্ব বন্ধন করিতেছ। ইহা অবশ্যই কোনও রাজার অধিকৃত, সুতরাং ইহার রক্ষকপুরুষেরা আমাদের সকলকেই বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে। (৬৬) মহাবল লব তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কোপভরে কহিলেন, তোমরা ঋষিপত্নিগণের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের এইরূপ বলা শোভা পায়; কিন্তু আমি সীতার গর্ভে জন্মিয়াছি, আমার পক্ষে এরূপ অনৃত ভীতি শোভাজনক নহে। (৬৭) আমি যদি এই অশ্বকে বন্ধন করিয়া যুদ্ধকালে ভীত হই, তাহা হইলে আমি সীতার উদরজাত কৃমি ভিন্ন আর কিছুই নহি। মরণও শতগুণে শ্রেয়, তথাপি যেন কোনরূপে জননীর লজ্জার কারণ হইতে না হয়। (৬৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত কুশলব উপাখ্যান অশ্বগ্রহণ নামক একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রথবাজীসমাকুল, মত্তমাতঙ্গপদাতিপরিবৃত মহাবীর শত্রুঘ্নের সেই মহাসৈন্য তথায় সমুপস্থিত হইল। (১) শত্রুঘ্নের পরিপালিত শতসহস্র মহাবল অশ্ব কোথায়, অশ্ব কোথায় বলিতে বলিতে সকলেই আগমন করিয়া অবলোকন করিল, যজ্ঞীয় তুরঙ্গম সমীপবর্ত্তী কদলী বৃক্ষে বদ্ধ রহিয়াছে। (২) তদ্দর্শনে মহারথগণ লব ও উল্লিখিত ব্রহ্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা বলিতে পার. কোন ব্যক্তি এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছে? ব্রহ্মচারিগণ তাহাদের এই কথায় উত্তর করিলেন, লব নামে বিখ্যাত এই যে বালক নির্ভয়ে বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনিই তোমাদের এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছেন। (৩।৪) রথিগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, বালক না জানিয়া ক্রিড়াচ্ছলে অশ্ব বন্ধন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে শীঘ্রই অশ্বমোচন কর, মোচন কর। (৫) মহাবাহু লব শরাসন হস্তে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, একি, বীরগণ গর্ব্বিত হইয়া অশ্বমোচন করিতেছ? কিন্তু আমার বিদ্যমানে কোনও ব্যক্তিই এরূপ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি সমাগত সমগ্র বীরগণের প্রতি বলিতেছি, অগ্রে আমাকে জয় করিয়া পরে অশ্বমোচন কর। (৬।৭) বীরগণ লবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক অশ্ব-

মোচনে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সবেগে সুশাণিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া তাহাদের সকলের হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন। (৮) যোধগণ ছিন্ন হস্ত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহাকে নিপাত কর। অনন্তর সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। (৯) কেহ শক্তি, কেহ পাশ, এবং কেহ বা গদা মুদ্গর প্রয়োগ করিল; কিন্তু যে ব্যক্তি গৌতমী সলিলে স্নান করে, গুরুতর পাপপরম্পরা যেমন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্বৎ তৎসমস্ত লবকে স্পর্শ না করিয়াই ভূপতিত হইল। (১০) যোগী যেমন ভববন্ধন ছেদন করেন, তিনি তদ্রূপ ঐ শরজাল ছেদন করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়ে পাঁচ পাঁচ বাণের আঘাত করিলেন। (১১) অনন্তর অক্ষয় তূণীরদ্বয় হইতে অনবরত শর গ্রহণ করিয়া মোচন করিতে আরম্ভ করিলে, সাদী সহিত হস্তী, নিষাদী সহিত অশ্ব, রথ সহিত সারথি, এবং রাশি রাশি ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, চামর, ব্যজন, কাশ্মীর দেশীয় চিত্র কম্বল, ঘণ্টা, কবচ, হস্তিমস্ক, চক্ররক্ষক, ত্রিবেণু, যুগ, ঈষা, দণ্ড, সুদৃঢ় ধনু, দুর্ভেদ্য ইষুধি, অশ্ববার, পদাতি, হস্ত, পদ ও মস্তক ইত্যাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। (১২-১৪)

জৈমিনি কহিলেন মহারাজ! বালক একাকী তাদৃশ বিপুল সৈন্য ধ্বংস করিল দেখিয়া শত্রুঘ্ন যুগপৎ কোপ ও বিস্ময়ের বশীভূত হইলেন। (১৫) তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারণ করতঃ শতশত শরে লবকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, মহাবল লব স্বীয় সুশিক্ষা প্রভাবে তৎসমস্ত নিরাকৃত করিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। (১৬) এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণে বাণে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, সূর্য্যের প্রভাব তিরোহিত ও বায়ুর প্রবাহ রুদ্ধপ্রায় হইল। তাহারা উভয়েই মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর; সুতরাং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। (১৭) হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়ে বহুল অন্তর সুতরাং ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ লব অনায়াসেই শত্রুঘ্নের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শত্রুঘ্ন দ্বিতীয় শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নালীক ও নারাচ সমূহ মোচন করিতে লাগিলেন এবং তিন বাণে লবের ললাটপট্ট বিদ্ধ করিলেন। (১৮) বালক লব উল্লিখিত শরত্রয়ে তাড়িত হইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার ললাটদেশে কি সুকোমল কমলকুসুম সংলগ্ন করিলে? হে বীর! তোমার এই ত বলবত্তা? (১৯) এই বলিয়া তিনি চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এক বাণে সারথির মস্তক, দুই বাণে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ এবং তিন বাণে সুদৃঢ় শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (২০) মহাবল লক্ষ্মণানুজ হতধনু, হতরথ, হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া কোপভরে পুনরায় অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে গন্ধপত্রে অলঙ্কৃত সুশাণিত এক শর সন্ধান করিয়া কোপভরে কহিতে লাগিলেন, বালক! সত্বর পলায়ন কর, নতুবা মস্তক দ্বিধা ছিন্ন ও যমভবন দর্শন হইবে। কেহই ইহার প্রতিষেধ করিতে পারিবে না। (২১।২২) রাজন্! লব এই কথায় হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শর দ্বিখণ্ডিত করিলে, ব্যবহার সময়ে কূট সাক্ষ্য প্রদানকারীর পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়, উহা অধঃপতিত হইল। (২৩) তদ্দর্শনে লক্ষ্মণানুজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় অন্য শর গ্রহণ করিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় ঐ বাণ ধনুতে সন্ধান করিবামাত্র লব কুপিত হইয়া দেখিতে দেখিতেই শরাসন সহিত উহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। (২৪) তখন শত্রুঘ্ন জাতক্রোধ হইয়া পূর্ব্বে যাহার সাহায্যে মহাবল লবণাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যাগ্নি সদৃশ সুদৃঢ় শরাসন ও সুদুর্ভেদ্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক তুমি হত হইলে বলিয়া লবের উদ্দেশে মোচন করিলেন। (২৫) হে রাজন! ঐ শর কোনও মতেই ব্যর্থ হইবার নহে, জানিয়া লব ভ্রাতা

কুশকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সময়ে কুশ যদি এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ইহার এই বাণে আমাকে কোনমতেই ভীত হইতে হইত না। (২৬,২৭) অথবা আমি জননী জানকীর সত্যশীলতা ও পাতিব্রত্যপ্রভাবে এখনই এই শর ছেদন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিব। (২৮) এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি শর প্রয়োগ পুরঃসর শত্রুঘ্নের বাণ মধ্যপথেই খণ্ডিত করিলেন। উহার উত্তরার্দ্ধ তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল বটে, (২৯) কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধ ধরাতল স্পর্শ না করিয়া, মহাবল লবের ধনু ছিন্ন ও হৃদয়ে নিরতিশয় বিদ্ধ করিল। তিনি ছিন্ন ধনু হস্তে—গুরুতর আহতহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর রুধিরাক্ত এবং জ্ঞান তিরোহিত হইল। সুতরাং তিনি কিছুই জানিতে পারিল না। (৩০।৩১) রাজন্! লবকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া, সহর্ষে শঙ্খ, ভেরী ও পণব প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম সহকারে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। (৩২।৩৩) কেহ গর্জ্জন ও কেহ আস্ফালন করিয়া কহিতে লাগিল, আশ্চর্য্য! বালকের সহিত আবার যুদ্ধ কি? কনিষ্ঠ যুবরাজ নিতান্তই ভ্রান্ত। কেবল অনর্থক কালব্যাজ এবং সৈন্য ক্ষয় করিতেছেন। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে লবের নিদারুণ বাণাঘাতে কাতর ছিল, তাহারা নীরবে রহিল। (৩৪।৩৫) অন্যেরা লবের দিকে দৃষ্টিপাত করত সভয়ে যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মোচন করিয়া দিল। অশ্ব মুক্ত হইবামাত্র সবেগে ও সহর্ষে কুর্দ্দন করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিল। (৩৬) মহারাজ! ঐ সময়ে শত্রুঘ্ন কৃপাবিষ্ট হইয়া, সুকোমল পাণিযুগল সহকারে লবকে উত্থাপিত করিয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, এই বালক দেখিতে রামের ন্যায়; তোমরা ইহাকে সলিলে অভিষিক্ত কর। (৩৭) ভৃত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে লবের শরীরে সলিল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতে লাগিল। (৩৮) লব বালক, তাহাতে বহুক্ষণ বহুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুঘ্নসৈন্যগণের পরিচর্য্যায় তিনি চৈতন্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। (৩৯।৪০) লবের সর্ব্বাবয়বে রামের প্রতিকৃতি অবলোকন করিয়া শত্রুঘ্ন স্নেহ প্রবণ হইলেন, এবং সস্নেহে বারম্বার লবের মুখারবিন্দ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। (৪১) লব চেতনা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রথে আরোপিত করিয়া শত্রুঘ্ন রথ চালনা করিলেন, সৈন্যগণ সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। (৪২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত কুশ লবোপাখ্যানে লবের মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি নামক ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! লব যখন ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপক্ষকর্ত্তৃক ধৃত হয়েন, তখন কুশ কোথায় ছিলেন এবং সীতাই বা কিরূপে এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ কুশসংহিতা শ্রবণ করিলে, পরম পুণ্য সঞ্চিত হয়। (১।২)

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা কুশের অদ্ভুত চরিত কীর্ত্তন করিব। ইহা শ্রবণ করিলে, সকল পাপ মোচন হইয়া থাকে। (৩) রাজন্! মহারথগণ কর্ত্তৃক অশ্বমুক্ত ও বীরবর লব গৃহীত হইলে, লবের সমভিব্যাহারে ঋষিপুত্রেরা অশ্রুপূর্ণ মুখে সীতার সকাশে সমাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, জানকি! তোমার পুত্র লব বলপূর্ব্বক কোন

রাজার অশ্ব ধরিয়াছিলেন। রাজার সৈন্যেরা আসিয়া সেই অশ্বমোচনে উদ্যুক্ত হইলে, লবের সহিত তাহাদের তুমুলযুদ্ধ হইতে লাগিল। একাকী বালক লব বহুল সৈন্য নিহত ও বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রণশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে, কোন বীর তাঁহার হস্তস্থিত ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাকে আপনার নগরীতে লইয়া গিয়াছে। (৪-৬) জানকী সহসা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় হইয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। (৭) অনন্তর অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি। আমার যদি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বৎস লব অবশ্যই জীবিত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। (৮) হায়, মহাবল পাপিষ্ঠেরা বালককে একাকী পাইয়া কি নিহত করিল। একান্ত মনে ধর্ম্মের আরাধনায় যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে, আমি বলিতেছি, সেই পুণ্য বলে আমার বৎস লব জীবিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করুক। হা বৎস! তুমি আমাকে না বলিয়া ত কোথায়ও যাও না, তবে আজি কেন তাহার বিপরীত করিলে? হায়! তোমার বদন চন্দ্রমণ্ডল সন্নিভ, দুরাত্মারা কোন্ প্রাণে তাহাতে বাণাঘাত করিল! (৯।১০) আহা, বাছা আমার বার বৎসর কেবল কন্দ, মূল ও ফলমাত্র ভক্ষণ করিয়া আছে। তাহার সুকোমল শিশু শরীরে আর আছে কি? তাদৃশ কৃশ দুর্ব্বলদেহেও নিষ্ঠুরেরা রাশি রাশি সুশাণিত শরের আঘাত করিল! (১১) হায়, আমার বালক পুত্রকে প্রহার করিতে তাহাদের হস্ত কেমন করিয়া উদ্যত হইল? শুনিয়াছি, তাহারা শূর। এই কি শূরত্ব অথবা যাহাদের দয়া নাই, তাহাদের অসাধ্যই বা কি আছে? (১২) আমি কখনও কাহার অনিষ্ট করি না, এক্ষণেও কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করিতে অভিলাষিণী নহি। পাছে সেই দুরাত্মাদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমি অশ্রুমোচনও করিতেছি না। (১৩) আমি অতি পাপিয়সী, পৃথিবী একেই আমার ভারে ভারাক্রান্ত, তাহার উপর চক্ষুর জল ফেলিলে আরও তাঁহার সন্তাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এ জন্য আমি নেত্র জল নেত্রেই সংবরণ করিতেছি। (১৪) হা বৎস! আমার এই সত্য ও ধর্ম্মবলে তুমি জীবিত হইয়া, সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন কর। অনেকক্ষণ তুমি মা বলিয়া আহ্বান কর নাই? তজ্জন্য আমার মর্ম্ম সন্ধি শিথিল হইতেছে। হায়, তাত বাল্মীকি অথবা পুত্র কুশ, কেহই ত এ সময় উপস্থিত নাই! আমি কাহার নিকট এই সুদারুণ মর্ম্মভেদী শোকের কথা বলিব! (১৫।১৬)

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! মহাভাগ কুশ সমিৎ কুশাদি আহরণ জন্য গমন করিয়াছিলেন, তিনি ঐ সময়ে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (১৭) পথিমধ্যে আসিবার সময় তাঁহার বাহুদ্বয় বারংবার স্পন্দিত হইতে লাগিল, চক্ষু হইতে আপনা আপনিই জলবিন্দু নিপতিত এবং মন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। (১৮) এইরূপে তিনি আশ্রমদ্বারে সমাগত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য লব কিজন্য আসিবামাত্র আমার সম্মুখে আসিতেছে না। সে কি কোনও কারণে আমার প্রতি কুপিত হইয়াছে, না অন্যত্রে গমন করিয়াছে? (১৯) এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বীয় জননী জানকীকে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? অনুজ লবকেই বা দেখিতেছি না কেন? (২০) জানকী কহিলেন, বৎস! লব জাতক্রোধ হইয়া কোনব্যক্তির অশ্ব ধরিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে। বৎস জীবিত আছে কি নাই, জানি না। তুমি ভিন্ন বৎসকে আর কে মোচন করিবে! (২১) জননীর কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধভরে কুশের প্রশস্ত ললাট ফলকে ত্রিশিখ ভ্রূকুটির আবির্ভাব হইল এবং লোচনযুগল নিতান্ত রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। (২২) তখন তিনি গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন,

অস্ত আমার শরপরম্পরায় শত্রুগণের কলেবর শতধা ও সহস্রধা বিদারিত হইলে, বহুদিন-তৃষিতা পৃথিবী আনন্দে সেই দুরাত্মাগণের রুধিররাশি পান করিবেন। (২৩) ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, স্বয়ং যম অথবা সমস্ত দেবতা ও সাধ্যগণ কিংবা স্বয়ং বিধাতা সাহায্য করুন, আমি তথাপি শত্রুগণের পরাজয় সাধন করিয়া লবকে মোচন করিব। (২৪) আমি এখনই যুদ্ধ করিব। আপনি সত্বর আমাকে ধনু, নিষাদ, খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কিরীট ও অন্যান্য সাংগ্রামিক বস্তুজাত প্রদান করুন। (২৫) সীতা তৎক্ষণাৎ কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইষধি, ধনু, চর্ম্ম খড়্গ, কিরীট ও কবচ আনয়ন করিলে, মহাবল কুশ তৎসমস্ত গ্রহণ এবং যথাবিধানে সজ্জিত হইয়া, জননীকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিলেন। (২৬) অনন্তর জননী আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাবে তাঁহার তেজ, বল ও বিক্রম শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। (২৭) কুশ ধনু বিস্ফারণপূর্ব্বক সবেগে ও সতেজে শত্রুগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইল, যেন তেজীয়ান্ সিংহশিশু মত্তমাতঙ্গ যূথের অনুগমন করিতেছে; (২৮) এইরূপে নির্ভয়ে গমন করিয়া কুশ দূর হইতে শত্রুদিগকে যাইতে দেখিলেন এবং সগর্ব্বে আহ্বান করিয়া ,কহিলেন, যদি শক্তি থাকে, আর গমন করিও না। হয় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ কর, নতুবা আমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও। আমাকে পরাজয় না করিয়া তোমরা কোন মতেই যাইতে পারিবে না। (২৯।৩০) যোধগণ এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণে কহিতে লাগিল, ঐ যে বীরপুরুষ খড়্গ, চর্ম্ম, ধনু, কবচ, কিরীট ও তূণীর ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের কাল হইবে। সৈনিকগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা করিতে আরম্ভ করিলে, ধ্বজসকল পবন পরিচালিত পাদপ প্রচয়ের ন্যায় সহসা কণকণায়িত হইয়া উঠিল, গৃধ্রগণ আকাশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বীরগণের কিরীট কোটি স্পর্শ করিতে লাগিল এবং শরসকল তূণীর হইতে স্বয়ংই বিনিষ্ক্রান্ত হইতে আরম্ভ করিল। (৩১ ৩৩) তখন অসি সকল আপনা আপনিই কোষ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল, প্রচণ্ড পবন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া প্রকাণ্ড পাদপষণ্ড উন্মূলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে ধ্বজসকল তৎপ্রভাবে ছিন্ন হইয়া গেল, এবং আকাশমণ্ডল সহসা ধূলিপটলে আচ্ছন্ন হইলে, সূর্য্য অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর ক্ষণপরেই রজোরাশি প্রশান্ত হইলে, বীরবর্গ বীরকেশরী কুশকে নয়নগোচর করিল। (৩৪।৩৫)

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! কুশ সাক্ষাৎ তেজোরাশির ন্যায় আগমন করিতেছেন দর্শন করিয়া শত্রুঘ্ন সেনাপতিকে কহিলেন; তুমি সত্বর গমন করিয়া শরসমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐ শিশুকে নিবারণ কর। আমি যাবৎ সৈন্যদিগকে ব্যূহিত না করিতেছি, তাবৎ তুমি ইহাকে নিবারণ কর। (৩৬) সেনাপতি কহিল, সুব্রতে! বোধ হইতেছে, আমি আপনার প্রসাদে ইহাকে সংহার করিতে পারিব। এই বলিয়া বলবান্ সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ কুশের সমীপে সমাগত হইল এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া একবারে দশ শরে তদীয় কলেবরে রুধিরধারা প্রবাহিত করিল। (৩৭) মহাবল কুশ সেনাপতি—নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, সেনাপতিকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৩৮) তিনি কুপিত হইয়া চারিবাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও ধ্বজ, একবাণে সারথির মস্তক, অপর একবাণে রথ, তিন বাণে ধনু কবচ ও তূণ, দুইবাণে দুইহস্ত, চারিবাণে দুইপদ ও মাংসময় দুই জংঘা এবং একবাণে প্রজ্বলিত কুণ্ডল মণ্ডিত সুন্দর শ্মশ্রুবিরাজিত বদনমণ্ডল ছেদন করিলেন। (৩৯।৪৩) সেনাপতি নিহত হইলে, চতুর্দ্দিকে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। সেনাপতির নিধন দর্শনে তাঁহার ভ্রাতা গজে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন ও কুশকে নিদারুণ শক্তির আঘাত করিল। (৪৪) মহাবল কুশ পাঁচ ভাগে প্রজ্বলিত বজ্রকল্প ও অগ্নিকূট সদৃশ ঐ শক্তি তিল তিল

প্রমাণে অবহেলায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৪২) অনন্তর তিনি বাহন হস্তীর চারি পদ ছেদন করিলে সেনাপতির সেই ক্রুদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিন্নপদ হস্তী হইতে লম্ফ প্রদানে পৃথিবীতে পতিত হইল এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র গদা গ্রহণ করিয়া, কুশের অভিমুখে গমন করিল। (৪৩) কুশ তৎক্ষণাৎ আশীবিষ সদৃশ তদীয় হস্ত গদার সহিত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সে বাম হস্তে ভূমিস্থ গদা গ্রহণ করিলে, কুশ সেই বামহস্তও চক্রের সহিত ছেদন করিলেন। তথাপি সে ধাবমান হইতে লাগিল। (৪৪) ঐ সময়ে কুশ তাহার দুই পদ ছিন্ন করিলে, আকাশে রাহু যেমন সূর্য্যের আসন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ ব্যক্তি ছিন্নবাহু, ছিন্নবাণ ও ছিন্নপদ হইয়া ধূলিধূসরিত রুধিরাক্তকলেবরে ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে কুশের সন্নিহিত হইল এবং ছিন্নবাহু সহায়েও তাঁহার উদ্দেশে গদা প্রয়োগ করিল। (৪৫।৪৬) তিনি তদ্দ্বারা আহত হইয়া পদমাত্র প্রচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, তদীয় তাদৃশ প্রভাব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সংহার জন্য নিশিথ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। (৪৭) সেই বাণের আঘাতেই তদীয় মস্তক ছিন্ন ও তৎক্ষণাৎ আকাশমধ্যে অন্তর্হিত হইল। ভগবান্ ভবদেব স্বীয় মুণ্ডমালার গ্রন্থন করিবার জন্য ঐ উৎকৃষ্ট মস্তক সংগ্রহ করিলেন। (৪৮) এইরূপে সেনাপতি বিনিহত হইলে, কুশ কুপিত হইয়া দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। (৪৯) তিনি মুহূর্ত্তেক মধ্যে পর্ব্বতাকৃতি প্রকাণ্ড হস্তীসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহাদের রুধির প্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিল। (৫০) কুশের সুশাণিত সায়ক পরম্পরায় বিমূঢ় বীরগণ রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রক্তাক্তকলেবরে, কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভমান হইল। (৫১) সহস্র সহস্র শর নিপতিত হইয়া, অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। (৫২) হস্তী সকল অনবরত পতিত হওয়াতে তাহাদের আঘাতে মহারথ সাদি ও রথ, চক্র ও ধ্বজ সমস্ত আপনা আপনি বিদীর্ণ হইতে লাগিল। (৫৩) বীরকেশরী কুশের অপ্রতিহতসন্ধান শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া বীরগণ প্রাণত্যাগ করিল এবং এইরূপে ভূরি ভূরি হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতি ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। (৫৪) রাজন্! মহাবীর কুশ ক্ষণমধ্যেই রথনাগাশ্বসঙ্কুল তাদৃশ সুবিপুল সৈন্য নিহত করিলেন।

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কুশলবোপাখ্যানে কুশ যুদ্ধ বর্ণনানামক একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর শত্রুঘাতী শত্রুঘ্ন স্বয়ং শরাসন গ্রহণ করত তথায় সমাগত হইয়া, রোষভরে নয়শরে কুশকে বিদ্ধ করিলেন। (১) মহাবল কুশ সহাস্য আস্যে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথি, এককালেই বিনষ্ট করিলেন। (২) পরে আনতপর্ব্ব শরে তাঁহার হৃদয়ে নিরতিশয় আঘাত করিয়া, ষষ্টি নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল এরূপ বিদ্ধ করিলেন যে, মহাবীর শত্রুঘ্ন অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পর্ব্বতমধ্যে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রণোপস্থে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট যোধগণ হতাশ্বাস হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। (৩।৪)

রাজন্! ইত্যবসরে মহাভাগ লব মূর্চ্ছার অবসানে উত্থিত হইয়া কুশকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। (৫) তিনি কুশকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি এই অশ্ব লইয়া যাইব। এই বলিয়া কুশের সাহায্যে তিনি অশ্বকে ধারণ ও বন্ধন

করিলেন। (৬) অনন্তর উভয় ভ্রাতা অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় মিলিত হইয়া, প্রতিপক্ষ বীরগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া প্রবল পরাক্রমে তথায় অবস্থান করিলেন। (৭)

রাজন্! এদিকে হতশেষ যোধগণ অযোধ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক রামের নিকট সমাগত হইল। দেখিল, তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, মণ্ডপমধ্যে আসীন রহিয়াছেন। (৮) তাঁহার হস্তে মৃগশৃঙ্গ ও দণ্ড, কটীতটে যজ্ঞমেখলা, পরিধানে কৃষ্ণচর্ম্ম। তাঁহার বিশাল লোচনযুগল হোমসংভূত ধূমসম্পর্কে লোহিতবর্ণ, এবং তাঁহার বামভাগে সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। দুই ভ্রাতা দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং ঋষিগণে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। (৯) যোধগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেও কোনও ব্যক্তি তাহাকে ধরিতে সাহসী হয় নাই। (১০) অবশেষে দশবর্ষ বয়স্ক এক বালক একাকীই তাহাকে ধরিয়া সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিলে, আপনার অনুজ কষ্টসৃষ্টে তাহার ধনু ছেদন ও শ্রম সমুৎপাদন পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়াছিলেন। (১১) পথিমধ্যে মহাবীর্য্য অন্য এক বালক মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় সহসা সমাগত হইয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহিত বীর শত্রুঘ্নকে নিপাতিত করিল। আমরা কয়েকজনমাত্র জীবিত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। (১২)

জৈমিনি কহিলেন, রাম তাহাদের কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমারা কি গল্প করিতেছ, না ভ্রমে পতিত হইয়াছ, অথবা তোমাদের শরীরে পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে? শত্রুঘ্নকে কোন্ ব্যক্তি বধ করিতে পারে? (১৩) যোধগণ কহিল, বিভো! আমরা গল্প কথা বলিতেছি না, অথবা আমাদের কোনরূপ ভ্রম উপস্থিত হয় নাই, কিম্বা আমাদের দেহে পিশাচেরও আবেশ হয় নাই। হে রাজেন্দ্র! আপনাকে স্মরণ করিলেই সমস্ত ভ্রম নিরাকৃত ও নির্ম্মল জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, অতএব আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, আমাদের আবার ভ্রম, গল্প ও পিশাচ সংবেশ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? (১৪।১৫) হে রঘুনন্দন! আপনি সকল সত্যের মূল ও সকল জ্ঞানের হেতু। কাহার সাধ্য, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলিয়া পরিত্রাণ পায়? মহাবীর শত্রুঘ্ন সত্যই শিশুর শরে প্রপীড়িত হইয়া রণমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। (১৬)

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ রাম যোধগণের এই কথায় বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়, যিনি ব্রহ্মদ্রোহী অতিবল লবণকে একবাণে নিপাতিত করিয়াছিলেন, আমার আজ্ঞাকারী সেই শত্রুঘ্ন বালকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে? না জানি, কোন্‌দোষে ভ্রাতার আমার তাদৃশী দশার আবির্ভাব হইল। লক্ষ্মণ! তোমার কল্যাণ হউক। যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। এ অবস্থায় যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব তুমি সৈন্য সমভিব্যাহারে রথারোহণে, যেখানে তোমার ভ্রাতা পড়িয়া আছেন, সেই স্থানে সত্বর গমন কর এবং অশ্বসহিত তাঁহাকে মোচন করিয়া আন। (১৭-২০) ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিলে, ভূরি ভূরি মত্তমাতঙ্গ, স্বর্ণময় রথ, উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব এবং রণনিপুণ পদাতিসমূহ নগর হইতে বিনির্গত হইল। (২১) বীরগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ অশ্বতরে ও কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। কাহারও রক্তবস্ত্র, রক্তধ্বজ, রক্ত পতাকা ও কলেবর রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত এবং কাহারও বা শ্বেত বস্ত্র, শ্বেতধ্বজ, শ্বেত পতাকা ও শরীর শ্বেতচন্দনে উপলেপিত। (২২) রাজেন্দ্র! তাহারা সকলেই শূর, যুদ্ধনিপুণ ও তরুণ বয়স্ক, সকলেই শব্দায়মান স্বর্ণকঙ্কণে বিমণ্ডিত ও বীরলক্ষ্মীর পরিণেতা, এবং সকলেই কামের ন্যায় পুরহিতা রতির প্রতি একান্ত উৎসুক। (২৩) তাহারা

সকলেই সুচারু শ্মশ্রুভূষিত, যুদ্ধ শৌণ্ড, প্রহারদক্ষ, একপত্নীব্রত, ধর্ম্মিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও বিশিষ্টরূপ সাহসবিশিষ্ট। (২৩) সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী লক্ষ্মণ সকলের অধিপতিরূপে অগ্রগামী হইলে, পরম ধার্ম্মিক ও ব্রাহ্মণপ্রিয় সেনাপতি কালজিৎ উল্লিখিত সুবিশাল চতুরঙ্গিণী সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগামী হইল। (২৫) সৈন্য সকল গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের গতিবেগে নদীসকল শুষ্ক, অশ্বগণের খরতর খুরপ্রহারে পর্ব্বতসকল চূর্ণ এবং সুবিশাল অরণ্যসকল মাতঙ্গগণের চর্ব্বর শরীর নিষ্পেষে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়, নিতান্ত খর্ব্বভাবাপন্ন হইল। (২৬) অনবরত চক্রঘর্ষণে ও খুরতাড়নে নিখিল ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত হইয়া, মেঘগণের উপরিভাগে সংলগ্ন হইবামাত্র পঙ্করূপে পরিণত হইল, এবং জলদ-তাহাদের ভারে অবনত হইয়া পড়িলে, মত্তমাতঙ্গগণের শুণ্ডদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। (২৭) যোধগণ খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া, সবেগে পুরবর্ত্তী অশ্ববারগণ বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সবেগে ধাবমান এবং বিপুলাকৃতি রথ সকল মেঘের ন্যায় ঘর্ঘর নির্ঘোষে প্রয়াণোন্মুখ হইলে, পৃথিবী প্রচলিত হইয়া উঠিলেন। (২৮) অনন্তর মাতঙ্গগণ মদবেগে সমুদ্ধত হইয়া জঙ্গমপর্ব্বতের ন্যায় গমন করিতে লাগিল, তাহাতে বাসুকিরও মস্তকবেদনা উপস্থিত হইল। (২৯)

জৈমিনি কহিলেন, হস্তীগণের বৃংহিত অশ্বগণের হ্রেষিত, রথচক্রের ঘর্ঘরিত ও পদাতিগণের কিলকিলায়িত একত্রিত হইয়া দিক্ বিদিক্ পরিপূরিত করিল। (৩০) অনন্তর লক্ষ্মণ সেই সুবিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্ন যেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, তথায় সমাগত হইলেন। (৩১) এবং সেনাপতি কালজিতের সহিত আগমন করিয়া অবলোকন করিলেন, মহাবাহু শত্রুঘ্ন বিকল দেহে পতিত রহিয়াছেন। (৩২) ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, মহাবাহু শত্রুঘ্নকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া অন্তরে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! একি দেখিলাম! তুমি একাকী এই নির্ব্বান্ধব প্রদেশে ভূতলে পতিত হইয়া অগ্রজ রাম ও আমাদিগকে কেন এমন মনোদুঃখ দিতেছ! গাত্রোত্থান কর, দেখ, আমি আসিয়াছি। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনি তাহাদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি অবলোকন কর। (৩৩।৩৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কুশলবোপাখ্যানে লক্ষ্মণাগমন নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, শত্রুগণের অঙ্কুশ নিরঙ্কুশ কুশ, তাদৃশ বিপুলবাহিনীর সহিত লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, ভ্রাতা লবকে নির্ভয়ে কহিতে লাগিলেন, লব! সৈন্য সমবেত হইয়াছে। হস্তী ও অশ্ব সকলের এবং রথ ও পদাতিগণেরও সংখ্যা করা দুষ্কর। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? (১) লব কহিলেন, যুদ্ধ করিয়া সৈন্যদিগকে বধ করাই এখনকার কর্ত্তব্য। অধিক কি, রথ সকলকে কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায় স্ফোটিত, রথীগণকে রসালের ন্যায় ছিন্ন এবং মস্তক সকল পক্ব ফলের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিতে হইবে। (২) অয়ি মহাবাহো কুশ! নির্ঝর যেমন অগস্ত্যের গণ্ডূষযোগ্য নহে, তদ্রূপ এই সৈন্যও তোমার বলের যোগ্য বা পর্য্যাপ্ত নহে। সিংহের সম্মুখে শৃগালবৃন্দ কি কখন গমন করিতে পারে? (৩) ক্রোঞ্চারিগণই কেবল তোমাকে ধারণ করিতে পারে, এই পতিত সৈন্যগণের যে বিষয় সাধ্য কি?

অতএব সত্বর উত্থান করিয়া ধনু উদ্যত ও বাণ যোজনা কর। (৪) আমিই একাকী এই সমুদায় সৈন্য শাণিত শরসমূহে রোধ করিতে পারি, কিন্তু হায়! কি করিব, আমার শরাসন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়াই লব, নিশ্চলনয়নে বংশদেবতা সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ধনু প্রার্থনা করতঃ একাগ্রচিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। (৫।৬)

হে সূর্য্য! তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি পূষা, তুমি জ্যোতিষ্মান্, তোমাকে নমস্কার। তুমি সপ্তাশ্ব-সংযোজিত রথে বিচরণ কর, নিত্য লোকের মঙ্গল সম্পাদন কর এবং মাসে মাসে যথাক্রমে মেষাদিতে সংক্রমিত হও, তোমাকে নমস্কার। তুমি অস্তোদয়ের কর্ত্তা ও লোকপ্রকাশক, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্ধ, মূক ও বধিরগণের দৃষ্টি, বাক্য ও শ্রবণশক্তি বিধান কর এবং শিরোবেদনা, শূল ও কুষ্ঠরোগ সকল বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সুবর্ণবর্ণ, সহস্র কিরণ ও জ্যোতির আকর ভাস্কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি দিবাকর, তুমি পিঙ্গ, তুমি জলের বিধাতা, তুমি ধনস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতের একনেত্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব, এই তিনবেদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ঋগ্‌বেদ ও ব্রাহ্মণরূপী, তুমি পুরাণ ও আগমের প্রণেতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি গাথা, ইতিহাস ও অন্যান্য শাস্ত্রও প্রণয়ন করিয়াছ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বরূপ, বহুরূপ, অরূপ ও স্ব স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বসংসারে সমুদায় কামনা পূরণ কর, সকলের মনঃপ্রীতিসাধন কর, বিশ্বের প্রভুরূপে শাসন কর এবং সকল পাপ নিরাকরণ কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি পুরুষরূপী, নির্ম্মলস্বরূপ, পরম বিজ্ঞানময় ও নিত্যজ্ঞানের হেতু, তোমাকে নমস্কার। তোমার মূর্ত্তি সর্ব্বভুবনলোভন ও মণিময়কুণ্ডলযোগে নিরতিশয় অলঙ্কৃত, তোমাকে নমস্কার। অদ্য তোমার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমি যেন বিজয়াবহ অখণ্ড ধনু প্রাপ্ত হই। তোমাকে বার বার নমস্কার করি। (৭-১২)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় বংশধর লবের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, সুদিব্য সৌর শরসকল তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লব সুবর্ণপট্টে অলঙ্কৃত দৃঢ়তর গুণ সহিত সম্বন্ধ উল্লিখিত অমানুষ ধনুঃ প্রাপ্তঃ হইয়া, কুশকে কহিলেন, গুরুদেব বাল্মীকি আমাকে যে সৌরস্তোত্র উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রভাবে এই দুর্ভেদ্য ধনুরত্ন লাভ করিলাম। আইস, এক্ষণে শত্রুকুল নির্ম্মূল করি। (১৩।১৪) এই বলিয়া দুই ভ্রাতা, সাক্ষাৎ বীর্য্য ও পরাক্রমের ন্যায়, লক্ষ্মণের পরিরক্ষিত সুবিপুল সৈন্যমধ্যে সবেগে ও সদর্পে প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র যেন অসুরসৈন্যে অবগাহন করিলেন। (১৫) তাঁহারা প্রবেশ করিয়াই, জীমূত যেমন পর্ব্বতে বর্ষণ করে, সেইরূপ অনবরত বিষম শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, মৈনাক ও মন্দর, এই দুই পর্ব্বতের সাহায্যে মথ্যমান মহোদধি যেমন শব্দ করিয়াছিলেন, কুশীলবের প্রবেশবশতঃ সৈন্যমধ্যে তদ্রূপ তুমুল আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈন্যসকল তাঁহাদের দুইজনের সংগ্রামে সন্তাপিত হইয়া যোজনার্দ্ধ দূরে গমন করিল। (১৬।১৭) অনন্তর কালজিৎ ও লক্ষ্মণ ইহাঁরা দুই জনে কুশকে রোধ করিলেন; তাঁহাদের পরিরক্ষিত সৈন্যগণ লোকাতীত পুরুষকারসম্পন্ন লবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। (১৮) এক শত গজের প্রত্যেক গজে, এক শত রথের প্রত্যেক রথে, প্রত্যেকে এক শত অশ্ব এবং শত অশ্বের প্রত্যেকে এক শত পদাতি থাকিলে, এক শত ভ্রমী হয়। (১৯) এইরূপ শতভ্রমী সমবেত হইয়া লবকে রুদ্ধ করিল। সৈন্যগণ একত্র মিলিত হইয়া রাশি রাশি মুদ্গর, প্রাস, তোমর, গদা, অসি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, চক্র, কুন্ত, পাশ ও অন্যান্য বিবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক একাকী বালক লবকে চারিদিক হইতে প্রহার করিতে লাগিল। (২০।২১) রাজেন্দ্র! তদ্দর্শনে লব প্রতিপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষগণের ছিন্ন মস্তকে পৃথিবী

আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত শোণিত নদী প্রবাহিত এবং বনজগরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। (২২) মহাবল লব শস্ত্র দ্বারা শত, বিশত দ্বারা বিশত, সহস্রার্দ্ধ দ্বারা সহস্রার্দ্ধ, অযুত দ্বারা অযুত, এবং প্রযুত-শরে প্রযুত বীরের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। (২৩)

জৈমিনি কহিলেন, মহাবাহু কুশ এইরূপে চত্বারিংশৎ ত্রয়ী হন্তী সংহার করিয়া, শর পরম্পরায় স্বয়ং ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া দেখিলেন, কেবল রাশি রাশি সৈন্য, রথ ও শর এবং গজ ও অশ্ব সমূহ পতিত রহিয়াছে এবং রক্তা সমূহের প্রভায় রণভূমি শ্যামস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। (২৪) তিনি তৎকালে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করত কুশকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভ্রাতা কোথায় গেলেন? তিনি এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে লবণের মাতুল রুধিরাক্ষ নামে বিখ্যাত নিশাচর ক্রোধভরে তাঁহার হস্তস্থিত ধনুর্ব্বর সহসা গ্রহণ করিল। (২৫) রাজন্! রুধিরাক্ষ রামের শরণাগত হইয়াছিল। সে ধনু গ্রহণ করিয়াই সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লব, তুমি জীবিত শরীরে আমাকে অতিক্রম করিয়া কোথা যাইবে; অতএব এই স্থানেই অবস্থিতি কর, এই প্রকার কহিয়া স্বচ্ছেন্ত রামচক্র গ্রহণ করিলেন এবং চক্র গ্রহণ করিয়া সাক্ষাৎ চক্রপাণির ন্যায় আকাশে সমুৎপতিত হইলেন। (২৬।২৭) তাঁহার মস্তকে শিখা, শরীর পরম সুগঠিত ও সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে পরিপ্লুত। তিনি আমিষলোভী শ্যেনের ন্যায়, মহাবেগে আকাশে উত্থান করিলেন। (২৮) তদ্দর্শনে বীরগণ পাছে তিনি মস্তকোপরি পতিত হয়েন এই ভয়ে ভীত হইয়া কেহ শরাসনে সুশাণিত শর সকল সন্ধান করিয়া, শঙ্কিত চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে লাগিল, (২৯) কেহ বা সুদৃঢ় ও সুদুর্ভেদ্য বর্ম্ম সকল মস্তকে ধারণ করিল। কেহ তিনি নিঃসন্দেহই আমাদের উপরি পতিত হইবেন, এইপ্রকার কল্পনা করিয়া রথের অধোদেশে গমন করিল (৩০) এবং কোন কোনও মহারথ মৃত পতিত গজসকলের উদরমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক লুকায়িত হইতে লাগিল। রাজন্! যে সকল বীর ভীত হইয়াছিল, তাঁহারাই এই প্রকার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। অবশিষ্টেরা নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। (৩১) রাজা দশরথের যে সুবিখ্যাত দশ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে জিতশ্রম, ধার্ম্মিক, সুকেতু, শত্রুচ্ছেদন, শম, দম, চন্দ্র, কাল, অমল, সিংহ। (৩২) তাঁহারাও এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া আকাশবিহারী লবের উদ্দেশে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং দশ দশ বাণ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার করস্থ চক্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৩৩) তদ্দর্শনে লব হাস্য করিতে করিতে, পরিঘ মোচন করিলে তাঁহাদের সকলেরই চর্ম্ম বর্ম্ম ছিন্ন ও কলেবর শোণিতপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা কুঠারাহত লতার ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। (৩৪) ইতঃমধ্যে লবণের মাতুল গদাহস্তে সহসা তথায় সমাগত হইল এবং সবেগে লবের মস্তকে সেই গদার আঘাত করিল। লব প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। (৩৫) অনন্তর তিনি ক্ষণমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া উত্থানপূর্ব্বক সুশাণিত কুন্ত গ্রহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা নিমেষমধ্যেই রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (৩৬) অনন্তর লব বংশপতি দিবাকরদত্ত দিব্য ধনু গ্রহণ করিয়া, সুশাণিত সায়কপ্রহারে ভূরি ভূরি বিপক্ষবীরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, পুনরায় সুবিশাল সৈন্য সমবেত হইয়া, তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন ও আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু তৃণাচ্ছন্ন বহ্নি যেমন তৃণরাশিই দগ্ধ করে, তিনি কোপপূরিতহইয়া, তাহাদিগকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। (৩৭)

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত কুশ লবোপাখ্যানে লবযুদ্ধ বিজয় বর্ণন নামক ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! এদিকে কুশ লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া সিংহবিক্রমে তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে, গমন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিলেন। কুশ হাস্য করিয়া কহিলেন মহাবীর! স্থির হও, পশ্চাৎপদ হইও না। এই বলিয়া তিনি বাণ প্রয়োগ করিলে, তাহার আঘাতে সুমিত্রানন্দনের রথ দুই ঘটিকা ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল এবং সেই ঘূর্ণনেই অশ্বচতুষ্টয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। (১।২) লক্ষ্মণ অন্য রথে আরোহণ করিয়া, শর মোচন পূর্ব্বক দুই বাণে লবের কবচ, তিন বাণে কিরীট এবং পরিশেষে ধনু ছেদন করিয়া, সকলের বিস্ময় সমুদ্ভাবিত করিলেন। (৩) কবচ ছিন্ন হইলে, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় সীতাতনয় কুশের শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অবিলম্বেই শ্রান্তি দূর করিয়া লক্ষ্মণকে সবিনয়ে কহিলেন, তুমি শোকভার পরিহারপূর্ব্বক আমার ভার নিবারণ করিলে. ইহাতে আমি তোমার নিকট অতিমাত্র উপকৃত হইলাম; এক্ষণে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার এই সৈন্যভার নিরাকরণ করিব; আমার হস্তলাঘব অবলোকন কর। (৪।৫) অনন্তর কুশ অথর্ব্ববেদবিহিত মহাসূক্ত জপ করিতে করিতে প্রবল পরাক্রমে আগ্নেয় অস্ত্র মোচন করিলেন। সেই বহ্নিবাণ হইতে সহস্র সহস্র শিখা সমুদ্ভূত হইয়া মহাত্মা লক্ষ্মণের রথ, সৈন্য, পতাকা, বস্ত্র ও আভরণ সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। (৬) বীরগণের কাহারও শ্মশ্রু এবং কাহারও বা ধনু প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হংসসবর্ণ অশ্বগণের সটা ও পুচ্ছ, রথ সকলের চক্র, ছত্র, চামর ও আয়ুধ সমস্তই দগ্ধ হইয়া গেল। (৭) সৈন্য সকলকে দহ্যমান দর্শন করিয়া লক্ষ্মণও বরুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক কুশের ঐ অস্ত্র প্রতিহত করিলেন। তদ্দর্শনে কুশ ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান করিলে, প্রবল সমীর প্রবাহিত হইয়া বীরদিগকে শূন্যে উড্ডীন ও মদমত্ত মাতঙ্গদিগকে মহাবেগে দূরে নিপাতিত করিল। (৮।৯)

জৈমিনি কহিলেন, সেনাপতি কালজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বেলাভূমি যেমন সাগরকে আচ্ছন্ন করে; আমিও তেমনি এই বালককে সংহার করিব। যাবৎ ইহার কনিষ্ঠ না আইসে, তাবৎ আমি পরাক্রম প্রদর্শন করিব। (১০) এই বলিয়া সেনাপতি কালজিৎ তৎক্ষণাৎ কুশের সমীপস্থ হইল এবং তাহাকে কহিল, অদ্য তুমি আমার অধীনস্থ রামচন্দ্রের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছ, অতএব আমি যদি সার্থকজন্মা হই, তাহা হইলে কুশ! তোমার উন্মূলন করিব। (১১) কালজিতের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুশ উত্তর করিলেন, অজার গলস্তন, বধিরের কর্ণ এবং ভস্মে আহুতি যেমন বৃথা, সেইরূপ তোমার ন্যায় অনৃত্যকর্ম্মা বহুভাষী পুরুষকে কোন্ ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া কার্য্য পণ্ড করিল? (১২) রে মূঢ়! তুমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছ, আমার অনুজ সৈন্য সকল দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে আমি শর প্রয়োগ করিয়া তোমার জিহ্বা ছেদন করিব, তুমি উহা নিবারণ কর। (১৩) এই বলিয়া কুশ তৎক্ষণাৎ কালজিতের জিহ্বা ছেদনপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে কহিলেন, অধুনা তোমার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। অতএব তুমি মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বাহিনীস্থিত কুশকে প্রণিপাত কর। (১৪) কালজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কুশের হৃদয় ও বাহু বিদ্ধ করিল। কুশ বাণ প্রয়োগে তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র শর প্রয়োগে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। (১৫) কালজিৎ নিহত

হইলে, সৌমিত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং শালতালবটচ্ছেদী বহুসংখ্য শরে, কুশের হৃদয় আহত ও ছয়বাণে তদীয় দেহ বিদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহার উদ্দেশে শক্তি, গদা, কুন্ত, খড়্গ, পরশু, তোমর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুশ তৎসমস্ত সপ্তধা ছেদন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সহাস্য আস্যে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া বাল্মীকিপ্রদত্ত সপ্ত নারাচ শরাসনে সন্ধান করিলেন। (১৬।১৭) ঐ সকল নারাচ সার্দ্ধপত্রসমন্বিত, সাতিশয় শাণিত, আশীবিষের ন্যায় বিষম এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকণা সকল সমুদ্গীরণে তৎপর। তিনি মোচন করিবামাত্র সেই মর্ম্মভেদী নারাচ আকাশে প্রজ্বলিত হইয়া মহাত্মা লক্ষ্মণের হৃদয় ভেদ করিয়া ফেলিলে, তিনি আকাশ হইতে নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। (১৮।২০)

জৈমিনি কহিলেন, ঐ সময়ে কুশ রণমধ্যে মহাভাগ লবের সিংহনাদ শুনিতে পাইলেন এবং খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে দর্শন করিলেন, ভূরি ভূরি গজপংক্তি বীরবর লবকে বেষ্টন করিয়াছে। (২১) তদ্দর্শনে তিনি ক্রোধভরে খড়্গপ্রহারে বহুসংখ্য গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণকে যমাগারে প্রেরণ করিয়া ক্ষণমধ্যেই ভ্রাতাকে মোচন করিলেন। (২২) এইরূপে দুই ভাই মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিয়া নির্ভয়ে স্বকীয় আশ্রম রক্ষা করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লবকুশের অসহ তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বীরবর লক্ষ্মণও ভ্রাতা শত্রুঘ্নের ন্যায় ভূমিতে আশ্রয় করিলেন। বহুসংখ্য সৈন্যের দেহ নিহত ও শোণিত ধারায় যুদ্ধস্থল পঙ্কিল হইয়া উঠিল। কৌতুকী ভ্রাতাদ্বয় এই যুদ্ধ কৌতুকে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া গতক্লম হইতে লাগিলেন। (২৩-২৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কুশ লবোপাখ্যানে লক্ষ্মণসেনা পরাজয় নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, এদিকে যজ্ঞার্থ দীক্ষিত রাম গঙ্গাতীরে মুনিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক ভরতকে কহিলেন, বীর লক্ষ্মণ যজ্ঞাশ্বধারী ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজয় করিয়া এখনো প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না কেন? (১) সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন ইঁহাদের নিকট পরাজিত হইয়া আকাশ পাতাল দর্শন পূর্ব্বক স্বর্গমধ্যে বিলীন হইয়াছে। ইহা কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিবে? (২) এই কারণেই রোমপূরিত আমি হনুমানকে বহু বরে লক্ষ্মণের সমভিব্যাবহারে যুদ্ধে পাঠাইয়াছি। তাহারা লক্ষ্মণের ভয়ে ভীত হইয়া, কাহার শরণাপন্ন হইবে? লক্ষ্মণ অবশ্যই স্বর্গীয় প্রতাপে নিপতিত শত্রুঘ্নকে ধর্ম্মলোক হইতে আনয়ন করিয়া শীঘ্রই জননী চরণ দর্শন করিবেন। (৩।৪) ভরত! বালকদিগের প্রসূতি আর্য্যবিনাশ জন্যই লোকবিস্ময়কর তাদৃশ পুত্রদ্বয় প্রসব করিয়াছে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন শুনিয়া সেই অরক্ষিতা কাহার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিবে? ভাই! বালকের ব্যবহার অবলোকন কর। তাহারা আমাকে, তোমাকে, সুগ্রীবকে বিভীষণকে, অঙ্গদকে, হনুমানকে এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব সকলকেই তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া অশ্ব হরণ করিল। (৫।৬) ভরত! তুমি দূত পাঠাইয়া সত্বর সংবাদ আনয়ন কর, জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণ সংগ্রামে অশ্বহর্ত্তাদিগকে জয় করিয়াছেন কি না? (৭)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভরত আহ্বান করিবামাত্র, পাঁচজন মহাবল দূত তৎক্ষণাৎ রামের সম্মুখে উপনীত হইল। স্বয়ং রামচন্দ্র তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য গমন কর এবং তাহাকে এই কথা বল যে, বালকেরা যদিও অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া মোহনাস্ত্রে মোহিত করিয়া, সর্ব্বথা রক্ষা করিবে। তুমি যেরূপ শূর, সেইরূপ অস্ত্রকোবিদ শূরগণ তোমার অনুবল হইয়াছে, বিশেষতঃ তুমি রথস্থ ও সমর্থ; কিন্তু বালকেরা বিরথ ও নিরাশ্রয়। অতএব সেই দুর্ব্বল শিশুদ্বয়কে সংহার না করিয়া অযোধ্যায় আনয়ন কর। যাহারা পরের বালকের প্রতি দয়া মমতা প্রদর্শন করে, তাহারা পুত্রপৌত্রে পরিবৃত্ত হইয়া সংসারে সুখজীবন ভোগ করে। আমি সংসারে আসিয়া সীতার বদনসদৃশ পুত্রবদনসন্দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলাম। এই কারণে আমি শিশুদ্বয়কে মোচন করিব। ভরত! তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা কাহার পুত্র, কিজন্য বনচারী হইয়াছে এবং তাহাদের সকলকেই আনয়ন করিবে। (৮-১৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাম দূতদিগকে এই প্রকার আদেশ বিধান করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণের অধীন দূতগণ একান্ত ভীত ও বিক্ষত কলেবরে সমাগত হইয়া তদীয় শরণাপন্ন হইল। (১৫) সমাগত দূতগণ বারংবার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আপতিত মহা বিপদ্‌পাত নির্দ্দেশ করত কহিতে লাগিল মহাভাগ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। (১৬) আত্মানুরূপ শৌর্য্যবিশিষ্ট বীরে পরিবেষ্টিত শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ মহাবীর শত্রুঘ্ন যেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন, তিনিও তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (১৭) আপনার আশ্রিত বীরগণও সকলেই কুশের সায়কে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে, কুসুমিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের কাহারই চৈতন্য নাই। (১৮) হায়! যে সকল বীর বজ্রপাত সহ্য করিয়াও ব্যথা কাহাকে বলে জানিত না, তাহারাও কুশের বাণে একান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। শিশু একাকী বাণ প্রয়োগে তাদৃশ বিপুলবাহিনী শূন্যপ্রায় করিয়াছে। (১৯) বালকের এরূপ বলবীর্য্য কুত্রাপি দেখি নাই বা শুনি নাই। আপনার পক্ষের আর কেহই জীবিত নাই, কেবল আমরা কয় জন কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়াছি মাত্র। (২০) রঘুনন্দন! লক্ষ্মণের সেনাপতি কালজিৎ কুশের শরে প্রপীড়িত হইয়া অন্যান্য অনেক বীরের সহিত ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। (২১) স্বভাবতঃ কোমলহৃদয় লক্ষ্মণ অবনীমধ্যে তাদৃশ সুকুমারমতি শিশু-দিগকে একাকী নিরীক্ষণ করিয়া, করুণারসে আর্দ্র হইয়া ভ্রাতৃবৈর বিস্মরণপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। (২২) তিনি কুশকে কহিয়াছিলেন, বালক! আমি তোমাকে পরিহার করিলাম। অতঃপর তুমি কনিষ্ঠের সহিত গৃহে গমন কর এবং জননীকে গিয়া বল, কোন ও ব্যক্তি আমাদিগকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কুশ এই কথায় উত্তর করিল, তুমি দুঃখিত হইয়াছ। অতএব আমরা তোমাকে না মারিয়া ছাড়িয়া দিলাম, তুমি রামের নিকট গমন কর। আমরা জানিলাম, রামের কিছুমাত্র ক্ষমা বা দয়া নাই। সেই জন্যই তিনি স্বয়ং না আসিয়া, তোমার ন্যায় স্বভাবতঃ ব্যাকুলচিত্ত অনুজকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। (২৩-২৫) যাহাহউক লক্ষ্মণ! তোমার আর দয়ায় কাজ নাই। যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় শোণিত তোমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করে, অথবা যদি বাস্তবিকই পুরুষকার বা বীর্য্যবত্তা থাকে, তাহা হইলে যথেচ্ছ প্রহার কর। (২৬) যে মৃত্যু একদিন অবশ্য হইবে, তাহা যদি অদ্য সংঘটিত হয়, তজ্জন্য কোন্ মূঢ় ব্যাকুল হইবে? তোমার ন্যায় কাপুরুষ যেরা ব্যাকুল হইতে পারে হউক, আমরা সে ভয় রাখি না। (২৭) আমরা কখনই

তোমাকে ক্ষমা করিব না। তুমি যদি পলায়ন কর, তাহা হইলে এই স্থানেই শমনমগরী দেখিতে পাইবে। অথবা আমার সম্মুখে জীবিত দেহে পলায়ন করা তোমার সাধ্য হইবে না। (২৮) তুমি হয় যুদ্ধ কর, না হয় ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমরা সর্ব্বদাই শরণাগতের প্রতি একান্ত ক্ষমাশীল। (২৯) লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, কুশের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া সপ্ত শর প্রয়োগ করিলে, সেই সকল সুতীক্ষ্ণ সায়ক সংকল্পিত সিদ্ধি বিধান করিয়া, কাননমধ্যে পতিত ও সবেগে পাদপসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। (৩০) অনন্তর কুশের শরপরম্পরায় লক্ষ্মণের কলেবর একবারেই আচ্ছন্ন ও তৎক্ষণাৎ ত্বক্ শূন্য হইল। লক্ষ্মণ পূর্ব্বাভ্যাস বশে সেই বালক কুশের প্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু মহাবল কুশ তৎক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। (৩১।৩২) রাম! তদ্দর্শনে সৈন্যসকল রণে ভঙ্গ দিয়া দশদিকে পলায়নপর হইল এবং অনেকে পলায়নসময়ে কুশের বাণে প্রাণত্যাগ করিল। (৩৩) এইরূপে সেই বালকদ্বয়ের সংগ্রামে আপনার অনুজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই ভূপতিত হইয়াছেন। আমরা দূত মাত্র, এই কথা বলিতে আসিয়াছি। রঘুপতে! দীক্ষা ত্যাগ করিয়া বনে গমন ও যুদ্ধ করুন। নতুবা কুশকার্ম্মুকনিঃসৃত শর সকল অযোধ্যা পর্য্যন্ত আগমন করিবে। হে বিভো! মহাবীর কুশের নিকট কাহারই গণনা বা সম্মাননা নাই। (৩৪-৩৬)

জৈমিনি কহিলেন, রামচন্দ্র দূতগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছার বশীভূত হইলেন। ভরত সম্মুখপতিত অগ্রজকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ ও সলিলসিঞ্চন করিয়া, তদীয় নেত্রদ্বয় যত্নপূর্ব্বক পরিমার্জ্জিত করিলেন এবং বারংবার বিশেষরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাঁহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (৩৭।৩৮) রাম চেতনা লাভ করিয়াছেন দেখিয়া ভরত ধীরে ধীরে কহিলেন, অয়ি রঘূদ্বহ! লক্ষ্মণের জন্য বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি আপনার নিমিত্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধে বিনিপাতিত হইয়াছেন, বলিতে কি, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অবধি দুঃখে লক্ষ্মণের হৃদয় বিদ্ধ ও শরীরের মমতা দূর হইয়াছিল। কিরূপে এই দেহপাত করিবেন, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতে ছিলেন। তিনি সীতাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় জীবিত শরীরে কথনই আপনার নিকট আনিতেন না। কেবল আপনার আদেশ যথাবিধানে পালন করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিবার জন্যই অগত্যা পুনরায় অযোধ্যায় পুরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। (৩৯-৪৩) জানকীর ও লক্ষ্মণের প্রতি আপনার কৃপা জন্মিল না। ইহা তিনি স্মরণ করিয়া, অবসরক্রমে প্রাণত্যাগ করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার অশ্বমেধ কৃত্য উপস্থিত হওয়াতে, সমুচিত সুযোগ পাইয়া, জানকী বিসর্জ্জন স্মরণ করিয়া, ভ্রাতার সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। (৪৪।৪৫) বিনাপরাধে জানকীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছেন, এই চিন্তাতেই তিনি নিরন্তর চিন্তিত থাকিতেন এবং সেই ভার ভূত জীবন কিরূপে সত্বর পরিহার করিয়া, মুক্তিলাভ করিবেন, নিরন্তর ইহাই চিন্তা ও তাহার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতেন।" (৪৬।৪৭) অধুনা সময় পাইয়া কুশকোদণ্ড বিনিঃসৃত প্রচণ্ড শরে সমস্ত পাতক ক্ষালন করিলেন। (৪৮) রাম! সাক্ষাৎ জগন্মাতা জানকীর দুর্ব্বিসহ বিরহযোগ সহ্য করিয়া যাহারা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করে, আমি শতবার ও সহস্রবার মুক্তকণ্ঠে সাহসভরে বলিতে পারি, তাহারা অপবিত্র। (৪৯) আমিও অপবিত্র! অতএব আমাকেও কি জন্য আপনি অরণ্যমধ্যে প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিতেছেন? আমি ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্শ্বে শয়ন করিবার জন্য এখনি যুদ্ধ যাত্রা করিব। (৫০) আমি পূর্ব্বেই এই প্রকার সমুচিত সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া, এতদিন যাপন করিয়াছি; কিন্তু আর সে

অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা নাই। শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণও যথন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তথন অযোধ্যা বাস্তবিকই শ্মশান হইয়াছে। (৫১।৫২) সত্য বটে, আপনার ন্যায় পুরুষোত্তম মহাভাগগণের যে স্থানে অধিষ্ঠান, সেই স্থানই স্বর্গ; কিন্তু সীতা সাক্ষাৎ স্বর্গের লক্ষ্মী ও শোভা, অতএব আমি কিরূপে এই সীতাশূন্য অযোধ্যায় অবস্থিতি করিব? (৫৩) রাম কহিলেন, ভরত! গতানুশোচনার প্রয়োজন নাই। অধুনা অরণ্যে গমন করিয়া সেই বালকদ্বয়ের পরিচয় লও এবং শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাপনোদন কর। (৫৪) এই হনুমান্ ও জাম্বুমান অন্যান্য বানরগণের সহিত তোমার সমভিব্যাহারে যাইতেছে এবং মহাবল বিভীষণও তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন। (৫৫) ভাই, সত্বর অরণ্যে প্রয়াণ কর। সকলে গিয়া কুশকে অবলোকন করুক। তুমি সত্য, শৌচ, ও সরলতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে সর্ব্বদা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্ম ও প্রাক্তন ফলে আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ। (৫৬) আমি কাননচারী হইয়া পিতৃবাক্য রক্ষা করিলাম, তুমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে প্রবাসী হইয়া পিতৃদেবের আজ্ঞাবলম্বন করিলে, এই জন্য আমার কনিষ্ঠ হইয়াছ। (৫৭) যাহা হউক তোমার ন্যায় ভ্রাতা যেন শত্রু ও মিত্র সকলেই প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে পাইয়া বাস্তবিকই কৃতার্থ এবং মনুষ্যজন্মের সার্থকতা জ্ঞান করিয়াছি। (৫৮) ঋষিও যে সুবিশাল রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তুমি অনায়াসেই তাহা ত্যাগ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যলোকে প্রকৃত পুরুষগুণের আর কি পরিচয় হইতে পারে? (৫৯) বিশেষতঃ যে সংসার লোভও কামনারই একমাত্র রাজ্য, সে সংসারে এরূপ দেবচরিত্রের দৃষ্টান্ত যে একান্ত স্বপ্নকথা, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? (৬০) অতএব তুমিই সাধু ও তুমিই প্রকৃত মহাপুরুষ। ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, শান্তি ও সদাচর তোমার ন্যায় পুরুষগণেই প্রতিষ্ঠিত। (৬১) ভরত কহিলেন, আর্য্য! দুইজন বালক যথন আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, তথন দুইজনেই সুবিখ্যাত বীর আমি কিরূপে তাহাদের বিষয় অবগত হইব, বুঝিতে পারিতেছি না। কেননা আপনিও তাহাদের পরিচয় জানেন না। আর আপনার নীতিজ্ঞ সচিব, হনুমান্ কিংবা অঙ্গদ, ইহারা তাহাদের বিষয় জানে কি না, বলিতে পারি না। (৬২।৬৩) অঙ্গদ কহিলেন, রঘুনন্দন বৃথা লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, রামের এই দুর্ম্মন্ত্রণাই সেই দুই বালকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। (৬৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! মহাবল ভরত জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হনুমৎপ্রমুখ বীরগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে বহুল সৈন্য পৃথিবীও আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। (৬৫) অনন্তর ভরত কাননে সমাগত হইয়া হনুমান্‌কে কহিলেন, হনুমান্! অবলোকন কর, রামের অধীন বহুসংখ্যক বীর কুশের বাণে ছিন্নবাহু ও ছিন্নশির হইয়া নিপাতিত হইয়াছে। (৬৬) এতদ্ভিন্ন ভূরি ভূরি গজ, অশ্ব, করভ ও অশ্বতরগণের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ঐ অবলোকন কর, কবন্ধসকল নৃত্য করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। না জানি বীর লক্ষ্মণ ভ্রাতার সহিত এই রণমধ্যে কোথায় পতিত আছেন। (৬৭।৬৮) ঐ দেখ, প্রবল শোণিত প্রবাহে মহাবল বীরগণ সবেগে আকৃষ্ট হইতেছে। তবে কি, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন উভয়েই এইরূপে ভাগীরথীর দিকে বলপূর্ব্বক সমানীত হইয়াছেন? (৬৯) ঐ দেখ, কোন স্থানে মনুষ্যের হস্ত, কোথাও পদ ও কোন স্থানে বা মস্তক সকল পতিত রহিয়াছে, আবার কোন দিকে বাহন সকলের কেশ, ও কোথাও বা তাহাদের বৃষণ সকল ছিন্ন অবস্থায় ধরাতল আশ্রয় করিয়া আছে। বীর! এ দিকে চাহিয়া দেখ, শোণিতের

নদ সকল খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। (১০) পূর্ব্বে তুমি মহাসাগর পার হইয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেইরূপে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অন্বেষণ এবং সেই বালকদ্বয় কুশ ও লব কোথায় আছে, পর্য্যবেক্ষণ কর। (১১) হনুমান কহিলেন, ভরত! দেবী জানকীর অনুগ্রহেই আমি তৎকালে সাগর পার হইয়াছিলাম; এক্ষণে তিনি বিমুখ হইয়াছেন। তজ্জন্য এই শোণিত নদ। আমার দুষ্পার বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। (১২) এই বলিয়া পবননন্দন সেই শোণিত নদী পার হইয়াই অবলোকন করিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতা ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন। (১৩) হনুমান তদ্দর্শনে তাঁহাদের দুই জনকে দুই বাহুতে গ্রহণ করিয়া সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ভরতের নয়ন-গোচরে আনয়ন করিলেন। (১৪) কুশের শরে তাঁহাদের দুই জনকেই ক্ষতবিক্ষত কলেবর অবলোকন করিয়া কৈকেয়ীনন্দন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! বালকের কি বিক্রম! (১৫) অনন্তর তাহাদিগকে রথে স্থাপন ও তাঁহাদের রক্ষা বিধান করিয়া হনুমানকে কহিলেন, বৎস! রামসৈন্যবিনাশী মহাবীর বালক কুশীলব, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে নিপাতিত করিয়া কোথায় গেল, অধুনা অবলোকন কর। (১৬) হনুমান কহিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ কুশের বাণাঘাতে আক্রান্ত হইয়া যেরূপ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পূর্ব্বে ইন্দ্রজিতের শরাসনেও সেরূপ হয়েন নাই। দেখুন, এখনও ইঁহার মূর্চ্ছার বিরাম নাই। ইনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। (১৭।১৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কুশলবোপাখ্যানে হনুমান বাক্য নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

-০-

জৈমিনি কহিলেন, এই অবসরে কুশ শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলে, লবও খড়্গচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবেশ করিলেন। (১) এদিকে দিবাকর করনিকর-বিকিরণপূর্ব্বক সাগরমেখলা বসুন্ধরা আলোকিত করিয়া, সন্ধ্যা সমাগমে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। (২) অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল এবং বীরগণ দারুণ অন্ধকারে আত্মপর জ্ঞানশূন্য হইয়া পরস্পরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। (৩) হস্তী সকল মত্ত হইয়া রথ চূর্ণ করিতে ধাবমান হইল, অশ্বারোহী সকল রথবেগে প্রতিহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ তুরগগণের বেগে ধরাতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। (৪) মহাবল লব খড়্গসন্ধান করতঃ রণমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই খড়্গাঘাতে অশ্ব সকলের পদ এবং হস্তী সকলের প্রচণ্ড শুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। লব হস্তিগণের উপরি পতিত হইয়া, কুঠারক যেমন কাষ্ঠ সকল ছেদন করে, সেইরূপ তাহাদের কুম্ভ বিদারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিগলিত অনর্গল গজমুক্তা সকল মুষ্টি দ্বারা রাশি রাশি গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। (৫।৬) মাতঙ্গগণের দশনপংক্তিতে তদীয় ভয়ানক খড়্গাধার পতিত হওয়াতে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হইলে তাহাতে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতে লাগিল (৭) ঐ সময়ে মহাবল কুশ ক্রোধভরে শরধারা বর্ষণ করিয়া বীরগণের কিরীট-লাঞ্ছিত মস্তক ও অঙ্গদমণ্ডিত বাহুপরম্পরা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার বাণাঘাতে মাতঙ্গগণের শিরসমূহ ছিন্ন হইয়া সবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎ-

সমস্ত অদ্যাপি আকাশে অধিষ্ঠিত আছে এবং ঐ সকল মস্তক হইতে আজিও পৃথিবীপৃষ্ঠে বিপুল মদসলিল পতিত হইয়া থাকে। সেই সলিলযোগেই মুক্তাফলের জন্ম হয়। (৮-১০) অনন্তর ভরত কোদণ্ডটংকারে দিগ্‌গজদিগকেও বধির করিয়া অবলোকন করিলেন, কুশী-লব সাক্ষাৎ কার্ত্তিক গণেশের ন্যায়, অথবা বায়ু বিভাবসুর ন্যায় তাঁহার সৈন্য সংহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে ভরত বারিধারার ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (১১।১২)

জৈমিনি কহিলেন, লব কুশ উভয়েই ঘনশ্যাম, উভয়েই বালক, উভয়েই কাকপক্ষধর এবং উভয়েই শর শরাসনভূষিত বাহুদণ্ড। (১৩) তাহাদিগকে দর্শন করিয়া হনুমান কহিলেন, এই বালক কুশীলব রামের ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন। যেখানে ভরত প্রভৃতি মহাবলগণ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহারা সেই সৈনিকবিভাগেই দৃষ্টিপাত করিতেছে। (১৪) বীরবর পবনকুমার এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে কুশ লবকে সহর্ষে কহিলেন, ভাই! অবলোকন কর, এই সকল সৈন্য সমবেত হইয়া অশ্বকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। তুমি তুরগ রক্ষা কর, আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করি। (১৫) অনন্তর কুশ রামানুজ ভরতকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই সৈন্য সহিত শয়ন করিয়াছে। তুমি কি জানিতে পারিতেছ না, আমি তোমার শত্রু কুশ, উপস্থিত হইলাম? (১৬) ভরত কহিলেন, আমি তোমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া যাইব। অহে বালক! যাহা করিয়াছ, স্মরণ কর। এক্ষণে ঘোটক মোচন কর এবং তাপসী জননীর নিকট গমন কর। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে। জননীকে গিয়া বল, ভরত আমাকে ভ্রাতার সহিত ছাড়িয়া দিয়াছেন! ফলতঃ তুমি না জানিয়া আমার যে সৈন্য ক্ষয় করিয়াছ, আমি তাহাও মার্জ্জনা করিলাম। (১৭।১৮) কুশ এই কথা শুনিয়া সপ্তবাণে ভরতকে ও পঞ্চসপ্ততি শরে বানরদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া শত বাণে হনুমানকে, সহস্র বাণে বালিনন্দনকে, পঞ্চশত বাণে নীলকে, সপ্ততি বাণে নলকে ও তিন সহস্র বাণে জাম্বুবানকে সরোষে ও সহাস্যে যথাক্রমে তাড়িত, আহত ও বিদ্ধ করিলেন। যাহার হৃদয়ে তদীয় শর সংলগ্ন হইল, সেই ব্যক্তিই মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। (১৯।২০) রাজন্! ঐ সময় বলীয়ান লব ছয় বাণে ভরতের রথ ও ধনু খণ্ড খণ্ড করিলে, কুশকার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত শরপরম্পরায় ভরতের মোহ সমুপস্থিত হইল। (২১) হনুমান্ ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া যোজনব্যায়ত পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া কুশীলবের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন, বিশাললোচন লবকুশ জাতক্রোধ হইয়া আকাশপথেই সেই পর্ব্বত ত্রসরেণু প্রমাণে চূর্ণ করিয়া দিলেন এবং পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কনকমণ্ডিত পঞ্চ শরে হনুমানকে ক্ষতবিক্ষত ও মূর্চ্ছায় বশীভূত করিলেন। (২২।২৩) রাজেন্দ্র! জনগণ পুনরায় রামের নিকটে সমাগত হইয়া এই সকল ঘটনা যথাযথ নিবেদন করিলে, তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য ব্যাকুল হইয়া সুগ্রীব ও বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিনির্গত হইলেন। (২৪) অনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে রথারোহণে কাননে সমাগত হইয়া কুশীলবকে সন্দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন, সৈন্যগণ কেহ হত, কেহ প্রহত ও কেহ বা বিধ্বস্ত হইয়া বারংবার তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে। (২৫।২৬)

জৈমিনি কহিলেন, শ্রীমান্ রামচন্দ্র আপনার সমানাকৃতি, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, বালক কুশীলবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ঈদৃশ বিপুল বল সংগ্রহ করিলে? কোন্ ব্যক্তি যথাবিধানে তোমাদের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়াছে? সমগ্র বেদ, সমস্ত কলায় ও সমুদায় ধর্ম্মে তোমাদিগের পারদর্শিতা জন্মিয়াছে ত? বিপ্রবর্গের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমরা ত পালন করিয়া থাক? তোমাদের পিতা মাতা কে এবং নিবাস বা অবস্থিতি কোথায়? আমার নিকটে সে সমস্ত নিবেদন কর। (২৭-৩০) কুশ রামের এই

কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজন্! আমাদের পরিচয়ে প্রয়োজন কি? আপনার ন্যায় ক্ষাত্র-বীর্য্যহীন ব্যক্তিগণই তাদৃশ কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজেন্দ্র! শীঘ্র যুদ্ধ করুন, কিজন্য বিলম্ব করিতেছেন? হয় যুদ্ধ করুন, না হয় এই অশ্ব আমাদের নহে, বলুন। (৩১।৩২) রাজা রামচন্দ্র কহিলেন, তোমরা আত্মপরিচয় প্রদান না করিলে আমি যুদ্ধ করিব না। (৩৩) কুশ কহিলেন, ক্ষমাশীলা সীতা দেবী আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন এবং মহর্ষি বাল্মীকি পিতার ন্যায় আমাদিগের সমুদায় জাতকর্ম্ম বিধান, উপনয়ন সংস্কার এবং সমগ্র বেদ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। (৩৪) অধিকন্তু আমরা তাঁহার নিকট মনের নিবৃত্তিজনক রামচরিত অধ্যয়ন করিয়াছি। তত্তৎ অভ্যাসযোগে আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল, বুদ্ধি প্রসন্ন, মন সুস্থ ও প্রতাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাতেই আপনার সৈন্য যোধ-সকল নিহত করিয়াছি। (৩৫।৩৬) রাম! আপনার পুত্র, স্ত্রী, ধন কিছুতেই মমতা নাই। সেই জন্য সৈন্য সকলের নিধন আপনার গণনাতেই আসিতেছে না। রাম! তোমার কি শক্তি নাই? অথবা রণে আসিয়া তাহা দূর হইয়া গিয়াছে? শক্তিহীন হইলে, কোন্ ব্যক্তি নিশিত শরপ্রয়োগে যুদ্ধ করিতে পারে? (৩৭।৩৮)

জৈমিনি কহিলেন, সীতা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীমান্ রাম তাঁহাদিগকে আপনার পুত্র বলিয়া প্রতীতি করিলেন এবং আত্মাকে ধিক্কৃত করিয়া ধনু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দারুণ মূর্চ্ছায় নিপতিত হইলেন। (৩৯) জনমেজয়! মূর্চ্ছার অবসান হইলে সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কপিসত্তম! এই দুই বীর কাহার পুত্র, অবগত হও। (৪০) সুগ্রীব কহিলেন, রাঘব! আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, ইহারা দুই জনে পুরাণপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ফলতঃ অরণ্য মধ্যে আপনারই প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইতেছে। (৪১) বিভো! আপনার প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে আর কাহাকেই যুদ্ধে জয়যুক্ত বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহাহউক, অধুনা আমি আপনার সমক্ষে এই দুই বালকের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিব। (৪২) এই বলিয়া বানররাজ সুগ্রীব বিশালতরু সমুৎপাটনপূর্ব্বক তাহাদের পুরো-ভাগে প্রক্ষেপ করিলে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ তিল তিল করিয়া সুগ্রীবকে বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত করিলেন। (৪৩) তদ্দর্শনে সেনাপতি নীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কুশ কোপ-সমন্বিত হইয়া তাহাকেও বাণবিদ্ধ করিলেন। (৪৪) তখন তৎপ্রমাণ মহাবল শত শত নীল প্রাদুর্ভূত হইয়া একবারে রণস্থল ব্যাপ্ত করিলে, মহাবুদ্ধি কুশ সবিশেষ বিচার করিয়া জলৌকাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক তাহাদের সকলকেই বিদ্ধ ও ধরাতলে নিপতিত করিলেন। স্বয়ং নীলও তাহাদের সহিত পতিত হইল। (৪৫) তদ্দর্শনে সৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিলে, রাম একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৪৬) অনন্তর তিনি কালানলসন্নিভ সুতীক্ষ্ণ নারাচ সকল মোচন করিলেন, তৎসমস্ত কৃপণের আলয়ে নির্দ্ধনের মনোরথের ন্যায় এবং শরৎকালীন আকাশে জলদপটলের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ধরাসাৎ হইল। (৪৭) তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে যে বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, সেই সেই শরই কুশীলব দুই জনের যুগপৎ আঘাতে চারিভাগ হইতে আরম্ভ হইল। (৪৮) এইরূপে সর্ব্বলোক বিস্ময়জনক ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। কুশীলব উভয়কেই তুল্য বল দর্শন করিয়া, রঘুনন্দন বিস্মিত হইলেন। (৪৯) অনন্তর তিনি তাঁহাদের সীতাবদন সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের শরাঘাতে অভিহত হইয়া যুগপৎ মমতার ও মোহের দারুণ সংঘর্ষণ বশতঃ তৎ-ক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। (৫০) জনমেজয়! কুশীলব জানকীপতি রামকে মূর্চ্ছিত জানিয়া তদীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার কুণ্ডল, কেয়ূর ও হার এবং লক্ষ্মণ ও রণপতিত বীরগণের অন্যান্য আভরণ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। (৫১) ঐ সময়ে লব কুশকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই

মহাবল হনুমানকেও লইয়া যাইব। মাতৃদেবীজানকী ইহাকে দেখিলে হর্ষিতা হইবেন, সন্দেহ নাই। (৫২) তুমি রামের রমণীয় রথে আরোহণ কর, আমি লক্ষ্মণের সুরম্য রথে অধিরুঢ় হইয়া গমন করি। জাম্বুবান প্রভৃতি সমুদায় বীরদিগকেও রথোপরি আরোপিত কর। (৫৩)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! হনুমান ও জাম্বুবান কখন মুর্চ্ছিত হয়েন না, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া লোচন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লবকে ঐ কথা কহিতে শুনিয়া, হনুমান জাম্বুবানকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, রাম প্রভৃতি বীরগণ সকলেই বালকের রণে মুর্চ্ছিত হইয়াছেন। এক্ষণে কুশ যদি বলপূর্ব্বক আমাকে সীতাসমীপে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি কি করিব? নিশ্চয় আমাকে মরিতে হইবে। (৫৪-৫৬) তিনি এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে লব তথায় সমাগত হইলেন। এবং কপট মূর্চ্ছিত হনুমান ও জাম্বুবানকে গ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা কুশের সহিত জানকীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন আমি রামের সৈন্য সমস্ত জয় করিয়া, তাহাদের সকলের অলঙ্কার এবং আপনার কৌতুকার্থ এই দুই বানরকে বাঁধিয়া আনিয়াছি। অবলোকন করুন। ভ্রাতা কুশও যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া পুনরাগত হইয়াছেন। (৫৭।৫৮) সীতা তাঁহাদের দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! এই বানর-দ্বয়কে বনমধ্যে রাখিয়া আইস। আমাকে দেখিলে, ইহাদের মৃত্যু হইবে। এই কথা শুনিয়া লব তাহাদের দুইজনকে বনমধ্যে মোচন করিলেন। অনন্তর সীতা পুত্রদিগের সমভিব্যাহারে সন্তুষ্টচিত্তে ঋষির রক্ষাধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৫৯।৬০) এই অবসরে পরম তেজস্বী যজ্ঞা বাল্মীকি বরুণের আলয় হইতে ঋষিগণে পরিবারিত হইয়া, গমন করিলে লব-কুশ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক গোচর করিলেন। (৬১) মহর্ষি বাল্মীকি লবকুশের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং অমৃতময় সলিল প্রোক্ষালণ পূর্ব্বক সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, মহাভাগ! এই লব কুশ আপনারই পুত্র; ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। (৬২।৬৩) মহর্ষিকে ঈঙ্গিতে প্রণিপাত করিয়া লজ্জাভিভূত রাম সসৈন্যে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। বাল্মীকি অশ্বমোচন করিয়া দিলেও, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেলেন। (৬৪) যাহা হউক, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া, রামের সান্নিধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক কুশী-লবের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। (৬৫) রাম মহর্ষির বাক্য শিরোধারণ পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র লইয়া, পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৬৬) রাজন্! পূর্ব্বে পুত্রদ্বয়ের সহিত রামের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনও স্বীয় তনয় বভ্রুর সহিত সেইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। (৬৭) স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকি পিতাপুত্রের এই যে যুদ্ধ ঘটনা লোকমধ্যে প্রচার করিয়া-ছেন, এই পরম পবিত্র রমণীয় আখ্যান শ্রবণ করিলে পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া, চরমে পরম পদ প্রাপ্তি এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। (৬৮) ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে কাঞ্চনময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গভুবনে গমন করিতে পারা যায় এবং স্বর্গভোগান্তে পুনরায় রূপবান্ ও লক্ষ্মীমান্ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হয়। পুংস্কোকিলের শব্দ শুনিলে যেমন কাকের শব্দ শুনিতে রুচি হয় না, সেইরূপ এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে আর কিছুই শুনিতে ভাল লাগে না। (৬৯-৭২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কুশলবোপাখ্যানে রামাশ্বমেধ সমাপ্ত নামক ষট্‌ত্রিংশত্তি অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ বীরবর হংসধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বভ্রুবাহনের সহস্র রথ ছেদন করিয়া দিলেন। (১) তিনি প্রথমে তাঁহার রথ নিপাতিত ও পরে তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিয়া তদীয় অস্ত্র সকল বিফল করিলেন। (২) জনমেজয়! রাজর্ষি হংসধ্বজ বাসুদেবের বাক্যে ও পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু স্মরণ করিয়া রোষভরে পার্থতনয়ের পাঁচ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিলেন। (৩) বভ্রুবাহন পিতার উদ্দেশে শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার অধীন সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। (৪) তাঁহার বাণে রাজা হংসধ্বজের ধ্বজ ও রথ সমুদায়ই পরমাণু হইয়া গেল এবং হৃদয় বিদ্ধ হইলে, তিনি ধরাতলে পতিত হইলেন। (৫) মহাবীর হংসধ্বজ পৃথিবী আশ্রয় করিলে, মহাবল সুবেগ যুদ্ধমানসে সমাগত হইয়া নয়বাণে অর্জ্জুন-পুত্রের হৃদয় আহত করিলেন এবং তিনবাণে তাঁহার ছত্র, চামর ও ধনু ছেদন করিয়া পুনর্বার শত সহস্র বাণে তদীয় হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিলেন। (৬।৭) অনন্তর তিনি পুনরায় সহস্র বীর ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি শত গজ সংহার করিয়া, পৃথিবীকে মাংসপঙ্কে অতীব দারুণ ভাবাপন্ন করিলেন। (৮) ভৈরব, বেতাল, যক্ষিণী ও মৈরালগণের আনন্দের একশেষ উপস্থিত হইল। তাহারা শ্মশানভূমির ন্যায় সেই রণভূমে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। (৯) এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিয়া সুবেগের সুবিশাল শির ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শত শত বাণপ্রহারে সেই ছিন্ন মস্তক তিল তিল করিতে লাগিলেন। (১০) অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত প্রলয়পাবকবৎ প্রকোপিত হইয়া, রুদ্র মরুৎকল্পসিদ্ধ বীরগণে সুরক্ষিত অর্জ্জুনের সেনা সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। (১১) দেহনাশে জীব ও পরমেশ্বর যেরূপ অবস্থিতি করেন, সেই সঙ্কটদিনে অর্জ্জুন ও কর্ণপুত্র সেইরূপ সংগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। (১২) অন্যান্য যে সকল বীর মূর্চ্ছিত ও পুরমধ্যে আনীত হইয়াছিল, স্বয়ং উলূপী বিবিধ বিশল্যকরণী ঔষধপ্রয়োগে তাহাদের চিকিৎসা করিতে লাগি-লেন। (১৩) মানিনী উলূপী নাগরাজের দুহিতা। ধীমান্ পার্থ উঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করি-য়াছেন। উলূপী প্রাণনাথের সৈন্যদিগকে প্রাণদান করিলেন। (১৪) রাজেন্দ্র! কেবল নাগিনী উলূপী নহে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদাকেও বরণ করিয়াছিলেন। (১৫) সে যাহাহউক, অর্জ্জুন ঐ সময়ে মহাবল বৃষকেতুকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! সৈন্য সকল নষ্ট, সমস্ত দ্রব্য অপহৃত ও হংসধ্বজপ্রমুখ বীরগণও আমার সান্নিধ্যে নিপাতিত হইলেন। এদিকে স্বয়ং প্রদ্যুম্নও অচেতন অবস্থায় মণিপুরে নীত হইয়াছেন। (১৬) অনুশাল্বকেও আর দেখিতে পাইতেছি না। হয়ত তিনিও যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন। সুবেগেরও তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। (১৭) ঐ দেখ, ছত্র, ধ্বজ, ধনু, চামর, হার, কেয়ূর কটক, মুকুট, সুতীব্র সায়ক, ত্রিশূল, এই সকল রাশি রাশি ছিন্ন ভিন্ন ও পতিত হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়াছে। (১৮) একমাত্র তুমিই কেবল আমার সহায়রূপে অবস্থান করিতেছ। আমার পক্ষে আর কেহই নাই। অধিক কি, তুমিই এখন আমাদের বংশধর পুত্র। (১৯) রাজন্! অর্জ্জুন এইপ্রাকার কহিতে-ছেন, এমন সময়ে তাহারে সাক্ষাতে তদীয় কিরীটে উপবেশন করিয়া, ভয়ঙ্কর গৃধ্র শব্দ করিয়া উঠিল। (২০) অনন্তর তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজের ছায়ায় মস্তক নাই, মুখে নাশিকা নাই এবং চক্ষুতেও স্ফুলিঙ্গ নাই! (২১) তদ্দর্শনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া, তিনি

বৃষকেতুকে পুনরায় কহিলেন, বৎস! তুমি সত্বর হস্তিনায় সমাগত হইয়া ধর্ম্মরাজ, ভীম ও বাসুদেবকে এই সকল দুর্নিমিত্ত ও দুর্ঘটনার কথা বিজ্ঞাপিত কর। (২২) অদ্য তুমি যদি আমার সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হও, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তুমিই এখন আমাদের একমাত্র বংশধর পুত্র। (২৩) তুমি অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছ, এবং বাণে বাণে তোমার দেহ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অতএব তুমি যদি প্রাণত্যাগ কর, আমি অনর্থক জীবিত ভার কোন মতেই বহন করিতে পারিব না। (২৪) বৎস! এক্ষণে তুমি আমার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া হস্তিনার উদ্দেশে প্রস্থান কর। (২৫) হায়, আমি অতি দুর্ম্মতি; আমা হইতে অকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল! রাজা যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অসিপত্র ব্রতচর্য্যায় নিরত, কিন্তু সম্পূর্ণ হইল না। (২৬) তিনি যজ্ঞান্তে অবভৃতাদি স্নান করিতে পাইবেন না। যজ্ঞান্তে তাঁহার মস্তকে ব্যাঘ্রচর্ম্মসমন্বিত শত শত ছত্রও ধৃয়মাণ হইবে না। অধিক কি আমার জন্য একসহস্র গৌরী স্ত্রীও লাজবর্ষণ কবিতে কবিতে যুধিষ্ঠিরেব অগ্রে অগ্রে গমন করিবে না, মণ্ডপমধ্যে ব্রহ্মঘোষও সমুত্থিত হইবে না। (২৭।২৮) হায়! আমি তাঁহাকে যজ্ঞান্তে নমস্কাব করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ যুক্ত করিতে পারিলাম না; আমার বৃথা জীবনে ধিক্। অতএব এ যুদ্ধে মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। (২৯) বৃষকেতু কহিলেন, মৃত্যুভয়ে আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি কখনই গমন করিব না। পিতামহ ভাস্কর দেব মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে কোন্ সাহসে প্রতারিত করিব? অতএব আপনিই হস্তিনায় গমন করুন। (৩০।৩১) আমি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন কবিলে, আমার সেই একমাত্র পত্নী, সম্ভাষণ দূরে থাক্, আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও কবিবে না। (৩২) অতএব অদ্য আপনি আমার পৌরুষ অবলোকন করুন। আমি সংগ্রামসমাগত বভ্রুবাহনকে আপনার সমক্ষে সসৈন্যে পরাহত করিব। (৩৩) যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ, স্বামী ও মিত্র, ইহাদের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে; এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার কৈবল্য পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। আপনি যাবৎ সংগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন, তাবৎ যজ্ঞ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই; অতএব আমায় বৃথা কি বলিতেছেন? (৩৪।৩৫) বৃষকেতু এই প্রকার কহিয়া, ধনঞ্জয়কে নমস্কার করিয়া সহর্ষে সুন্দর পতাকা বিশিষ্ট রথারোহণে বভ্রু-বাহনকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, (৩৬) তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যে সকল বীরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, অদ্য আমি তাহাদেব সকলেরই হিত বিধান করিব। (৩৭) বৃষকেতু এই প্রকার বলিলে, বীরবর বভ্রুবাহন সুশাণিত শরত্রয় প্রয়োগ পুরঃসর তদীয় হৃদয় আহত করিলে, ঐ সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ স্বকার্য্য সাধন করিয়া পিপাসাবশে যেন ভোগবতী সলিলপান কবিবার আশয়ে ধরাতলে সবেগে প্রবেশ করিল। (৩৮) তদনন্তর কর্ণাত্মজ একবারে দুইবাণে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, অর্জ্জুনাত্মজ নিরতিশয় ব্যথিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। (৩৯) তিনি কোনমতে আত্মাকে সংস্থাপিত করিয়া অব্যা-কুলচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে কর্ণাত্মজের রথ তিল তিল করিয়া তাঁহার সারথি ও অশ্ব সকলকেও সংহার করত প্রবলপ্রতাপে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ করিলেন। (৪০) অনন্তর বভ্রুবাহন কনকপুঙ্খ বিচিত্রিত শরপরম্পরায় বৃষকেতুর সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত ও সর্ব্বতোভাবে আহত করিয়া, পুনরায় তাঁহার সুবিক্রত রথ, অশ্ব ও সারথি ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শত সহস্র সায়কে তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিয়া সতেজে ও সদম্ভে আগ্নেয় অস্ত্র যোজনা করিলেন। কর্ণাত্মজ বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিহত করিলেন। (৪১-৪৫) অনন্তর বায়ব্য, পার্ব্বত্য, ঐন্দ্র কৌবের, ত্বাষ্ট্র, সৌর, শাম্ভব, চান্দ্র,

যাম্য, কার্ত্তিকেয়কৃত মহাশক্তি এবং অন্যান্য অতি দারুণ ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পুবঃসব দুইজনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৪৫) দুই জনেই বীর এবং দুই জনেই যুদ্ধ বিশারদ। রাজেন্দ্র! উভয়েব ঐরূপ ঘোরতর যুদ্ধে অনেক বীর নিহত হইল। বোধ হইল, প্রলয়-কালে স্বয়ং অন্তক যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রজা সকল সংহার করিতেছেন। এইরূপে দুই-জনে ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৪৬।৪৭) তাঁহাদের ঐ যুদ্ধ ভূতগণের আনন্দবর্দ্ধন ও রুদ্রগণের কেলি সমুৎপাদন করিয়া যমনগরী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। (৪৮) হে পুণ্যপ্রতিম জনমেজয়! অর্জ্জুনাত্মজ বভ্রুবাহন বীরাগ্রগণ্য বৃষকেতুর শরজালে বেষ্টিত হইয়া, ঘোরতর বাণ-সকল প্রয়োগ করিয়া তাহা ছেদন এবং বাড়বাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি অনেক যুদ্ধ ও অনেককে সংহার করিয়াছি; কিন্তু কর্ণাত্মজ যেমন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, কখনও এরূপ আমার ঘটে নাই। অতএব দেবরাজ যেমন বৃত্তকে সংহার করিয়াছিলেন, আমি তেমনি ইহাকে সংহার করিব। (৪৯৫০) এই প্রকার কহিয়া তিনি সেই বাণ বৃষকেতুর উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে, ঐ শর মহাত্মা কর্ণাত্মজের হৃদয়ে লগ্ন হইল এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া আকাশে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। (৫১) দিক্, বিদিক্, সরিৎ, সাগর, পৃথিবীর কোনও স্থানেই পতিত হইল না, সুতরাং ইহা নিরতিশয় বিস্ময়রূপে পরিণত হইল। (৫২) রাজেন্দ্র! এইরূপে ঐ শর কর্ণাত্মজকে ঘুরাইয়া লইয়া তৃতীয় দিবসে মণিপুরে অর্জ্জুনের পুরোভাগে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। (৫৩) কর্ণাত্মজ ক্রোধভরে পুনরায় উত্থিত হইয়া, বভ্রুবাহনের রথে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি সহাস্য আস্যে ঐ শর সকল মোচন করিলে, তাহাদের আঘাতে তাঁহার অশ্ব, রথ, সারথি ও ধ্বজ প্রভৃতি সমুদায় নষ্ট হইয়া গেল। (৫৪) বভ্রুবাহন অন্য রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বৃষকেতুর শর প্রহারে সেই রথ স্বর্গমণ্ডলে নীয়মান্ ও তাঁহার কলেবরও ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন তৎক্ষণাৎ রথত্যাগ করিলেন। (৫৫) রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে সম্পাতি যেমন ভাস্করকরে দগ্ধ হইয়া পতিত হইয়াছিল, বভ্রুর রথও তেমনি দগ্ধ অবস্থায় ধরাতল আশ্রয় করিল। (৫৬) বৃষকেতু পুনরায় অর্জ্জুনাত্মজকে শর প্রহারে গগনমণ্ডলে প্রেরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! পূর্ব্বে তুমি হংসধ্বজ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে জয় করিলেই তোমার প্রকৃত পুরুষকার প্রখ্যাত হইবে। (৫৭।৫৮) এই কথা বলিবামাত্র বভ্রুবাহন কর্ণাত্মজের শর সকল ত্রিধা করিয়া, ক্রোধভরে অতিবলে তাঁহার উপর পতিত হইয়া দুইকরে তাঁহার অধরে বারংবার মর্দ্দণ করিতে লাগিলেন। (৫৯) বৃষকেতু তাঁহাকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া কহিলেন তুমি আমার প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বান্ধবদিগকে পরাস্ত করিয়াছ, অতএব আমি কোনও মতেই তোমাকে পরিহার করিব না। (৬০) এই বলিয়া তিনি বভ্রুবাহনকে ভয়ঙ্কর শরসমূহের আঘাতে একবার আকাশে ও আরবার ভূতলে নীত করিয়া মহাবীর অর্জ্জুনের কৌতুকবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধ সময়ে পিতৃদেব কর্ণের রথচক্র নিমগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার শরে এরূপে আকাশে নীত হন নাই। (৬১।৬২) বীর বৃষকেতু অর্জ্জুনের সম্মুখে সগর্ব্বে এই প্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, বভ্রুবাহন কুপিত হইয়া পুনরায় সবলে তাঁহার উপরে পতিত হইলেন। (৬৩) সূর্য্যপৌত্রের শরজালে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন উভয়ে ক্ষণমধ্যে রথত্যাগ করিয়া আকাশে উৎপাতিত ও পুনরায় ভূপাতিত হইয়া রথসহ দৃশ্যমান হইলেন। (৬৪) অর্জ্জুন দেখিলেন, তাঁহারা উভয়ে উভয়ের শরপ্রহারে স্বর্গমণ্ডলে নীয়মান হইতেছেন। উভয়েরই গাত্রমাংস শরজালে সহস্রধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং গৃধ্র ও শ্যেন প্রভৃতি পক্ষীরা আকাশে উড্ডীয়মান থাকিয়া

তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতেছে। (৬৫।৬৬) এইমাত্র একজন পৃথিবীতে অপরজন আকাশে এবং পরক্ষণেই তাহার বিপরীত লক্ষিত হইতে লাগিল। (৬৭) ঐরূপ অবস্থায় পাঁচদিন অতীত হইলে, অর্জ্জুননন্দন পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরজালে বৃষকেতুকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, (৬৮) বীর! তুমি ধন্য। তোমার তুল্য বীর আর কেহই নহে। কেননা কোনও ব্যক্তিই এরূপ গৌরবসহকারে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে নাই। অধুনা, তুমি দেবদেব মাধবকে স্মরণ করিলেও আমার এই বাণে কোনমতেই তোমার প্রাণ রক্ষা হইবে না। (৬৯।৭০)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্। বভ্রুবাহন এই প্রকার বচনবিন্যাস পুরঃসর অর্দ্ধচন্দ্র শর গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন। কর্ণনন্দন অর্দ্ধপথেই সেই শর তিনখণ্ড করিয়া হর্ষভরে যেমন চীৎকার আরম্ভ করিলেন, বভ্রুবাহন তেমনি কনকখচিত অপর বাণ মোচন করিলেন। মুক্তমাত্র ঐ শর তদীয় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া সত্বর আকাশে উত্থান করিল। বৃষকেতুর বিশাল মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া, অবিলম্বেই ধরাতলে পতিত এবং কন্দুক গতিতে অর্জ্জুনের পদদ্বয়ে গিয়া সংলগ্ন হইল। (৭১-৭৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বভ্রুবাহন বিজয়ে বৃষকেতু বধ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, কেশব, রাম ও নৃসিংহ ইত্যাদি নাম মালা জপ করিতে করিতে অর্জ্জুন কুণ্ডলমণ্ডিত উল্লিখিত বিশাল মস্তক তৎক্ষণাৎ করযুগলে গ্রহণ করিলেন। (১) ঐ সময়ে বৃষকেতুর কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া শত শত শত্রুসংহার করিয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে লাগিল। (২) অনন্তর অর্জ্জুন এই বলিয়া বৃষকেতুর উদ্দেশে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সমাপ্ত না করিয়াই কোথায় গমন করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত হইতেছে? (৩) হায়! তোমার মৃত্যুতে পাণ্ডবগণের সকল আশাই বিফল হইল। বৎস! উত্থান কর, চাহিয়া দেখ. শত শত নরপতি যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন। (৪) পূর্ব্বে তুমি যুদ্ধে অনেককে তুষ্ট ও অনেককে নিপাতিত করিয়াছ এবং পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক যৌবনাশ্বের অশ্ব আনয়ন করিয়াছিলে, আজি কি জন্য প্রাণত্যাগ করিলে? (৫) হায় কি পরিতাপ! পক্ষীরা তোমার দেহ ভক্ষণ করিল? তোমার পিতা পূর্ব্বে স্বীয় গাত্র কর্ত্তন পূর্ব্বক ইন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন, তুমি ইন্দ্রনন্দনের জন্য আজি কি পক্ষীদিগকে নিজ কলেবর অর্পণ করিলে! (৬) ভীমসেন যতবার যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তুমিই মাত্র সেই সকল যুদ্ধে তাঁহার সহায় হইয়াছিলে, আর কেহই তাঁহার সাহায্য সাধনে সমর্থ হয় নাই। (৭) তুমি শত্রুর শোণিতাক্ত শির সকল স্বকরে সরোজরাজিবৎ সংগ্রহ করিয়া পিতামহ সূর্য্যের অর্ঘ্য স্বরূপ প্রতিদিন দান করিয়া আহ্লাদ অনুভব করিতে; (৮) বৎস! তোমার মৃত্যুতে অধুনা ধনঞ্জয় ও দিবাকর, এই দুই বীর অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু আমাদিগকেও তোমার শোকে আশু পতিত হইতে হইবে। (৯) বৎস! তোমার যশোবলে দিবাকরের উর্দ্ধস্থান প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু তোমার মৃত্যুতে আমার অধোগতি লাভ হইল। (১০) পুত্র! এইরূপে কেন তুমি আমার সহিত দারুণ শত্রুতা সাধন করিয়া

গেলে? তোমার শোকে আমি কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না। (১১) আমি তোমার পিতাকে বিমনস্ক অবস্থায় নিপাতিত করিয়াছিলাম, তাই বলিয়া কি দুঃখবশতঃ এইরূপে পতিত হইয়া আমাকে নিহত করিলে? হায়! অদ্য তোমার মৃত্যুতে আমার সমুদায় সৈন্য হত হইল। (১২) অধিক বলিতে কি, অদ্য তোমার মৃত্যুতে মহাবীর অভিমন্যু বাস্তবিকই বিনষ্ট হইল! আমার বলবুদ্ধি সকলই ক্ষয় পাইল এবং বাসুদেবও এতদিনে আমাকে যথার্থই ত্যাগ করিলেন! (১৩) বৎস! সূর্য্যহীন পৃথিবী, দীপহীন গৃহ ও লিঙ্গহীন দেহ, ইহাদের যেমন শোভা নাই, সেইরূপ অদ্য তোমার বিরহে জয়শ্রী মলিন ও শোভাহীন হইল। কে আর তাহাকে পরিগ্রহ করিবে? (১৪) অদ্য প্রকৃত পুরুষকার ও পরাক্রম, ইহারাও আশ্রয়শূন্য হইল এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ সমস্ত অনাথ ও অসহায় হইল। (১৫) হে হৃষিকেশ! তুমি এখন কোথায়? আমি এই দারুণ দুঃখভারে প্রপীড়িত হইতেছি, তুমি কি তাহা জানিতেছ না? হে বিপদবারণ হরি! এখনও উদ্ধারার্থ এখানে আসিলেন না কেন? বোধ হয় আমাকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ। (১৬) রাজন্! বীরবর ধনঞ্জয় এই প্রকার বলিতে বলিতে বৃষকেতুর বিশাল মস্তক সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মূর্চ্ছার সমাগমে ধরাতলে পতিত হইলেন। (১৭) বভ্রুবাহন তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া ধনুঃকোটী দ্বারা স্পর্শ করতঃ সহাস্য আস্যে কহিলেন, কুন্তীনন্দন! এই বৈশ্য বংশীয়গণ যশঃরূপ পোতে আরোহণ করিয়া তুলনার্থ সংগ্রামসাগরে অবগাহন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি উত্থান করিয়া বৃষকেতুর এই বিশাল মস্তক দেবাদিদেব মহাদেবকে অর্ঘ্য স্বরূপ অর্পণ কর। তিনি তুষ্ট হইয়া তোমাকে পুনরায় পাশুপৎ অস্ত্র প্রদান করিবেন। (১৮-২০)

জৈমিনি কহিলেন অনন্তর বলশালী পার্থ প্রবুদ্ধ ও জাত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষকেতুর মস্তক রথমধ্যে স্থাপন করিয়া, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সতেজে রথারূঢ় বভ্রুবাহনকে কহিলেন, আমি তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু, তুমি আমার সম্মুখে কোথায় গমন করিবে? (২১।২২) তুমি আমার বীরদিগের কাহাকেও সংহার ও কাহাকেও ধৃত করিয়াছ, আজি তোমাকে এই মহাযুদ্ধে সংহার করিয়া সকলের মোচন করিব। সত্বর সায়ক গ্রহণ কর। (২৩) যখন তুমি প্রিয়তম বৃষকেতুকে নিপাতিত করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার জীবন ক্ষয় হইয়াছে। আমি অনায়াসেই পর্ব্বতও ভেদ করিতে পারি, অতএব আমার প্রহার সহ্য কর। (২৪)

জৈমিনি কহিলেন, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, যুদ্ধকুশল অর্জ্জুনও তেমনি ঐ কথা বলিয়া শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (২৫) শরতাড়নে মহাবল বভ্রুবাহনের বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং পার্থ সায়কসমূহে পুত্রের শরীর ভেদ করিয়া মেঘগর্জ্জনবৎ গভীর নিস্বনে শব্দ করিয়া উঠিলেন। (২৬) তাঁহার শরপরম্পরায় বভ্রুবাহনের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সকল আকাশে নীয়মান এবং তথা হইতে মৃতঅবস্থায় চিত্রাঙ্গদার সমীপে উলূপীর দৃষ্টিগোচরে পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের দুর্গপ্রাকার বিনাশন বাণসমূহে জগৎব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। (২৭) বায়ু যেমন প্রবলপ্রবাহিত হইয়া শুষ্কপত্র সকল ধরাশায়ী এবং তৃণসকল গগনমণ্ডলে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে; অর্জ্জুনের শরজালও তেমনি যোধদিগকে সংহার করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিতে লাগিল। (২৮) রাজেন্দ্র! এক দিকে পার্থের অস্ত্রতেজসমুদ্ভূত প্রবল অনলে রিপুবল দগ্ধ ও অন্যদিকে তদীয় শরপুঞ্জসমুদ্ভূত প্রলয় পবনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। (২৯) তিনি সমুদ্রগর্ভস্থ বড়বামুখের ন্যায় রাশি রাশি রথ, বাজী ও হস্তী প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। (৩০) কাশীতে মৃতজীব জনগণ মৃত্যুকালে মহাদেবকে দর্শন করিয়া যেমন মুক্তি লাভ করে,

তদ্রূপ যুদ্ধেও যে পাপাত্মা ধনঞ্জয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহারাই শরপ্রহারে যুক্ত হইতে লাগিল। (৩১) অনন্তর তিনি সহসা শরজালে বভ্রুবাহনকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রোদোরন্ধ্র যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। (৩২) তিনি কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ সন্ধান ও মোচন করেন; কেহই তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারিল না। সকলেরই বোধ হইল, যেন প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। অথবা মৃত্যু মূর্ত্তিমান্ হইয়া স্বীয় ভৈরবীলীলা বিস্তার করিতেছে। (৩৩) তদীয় শরপরম্পরায় বারংবার ঘাত প্রতিঘাতে দুর্গ সকল নিপাতিত, গৃহ সকল চূর্ণ ও গোপুর সকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ করিলে, স্ত্রীসকল পলায়নপর হইল এবং শরানলে স্ব স্ব পরিধান বস্ত্র দহ্যমান হইলে, নেত্রজলে তাহা নির্ব্বাণ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্জ্জুনের তেজ কিছুতেই নির্ব্বাণ হইল না। পুররমণীরা অগত্যা নগ্নবেশে আলুলায়িত কেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যাকুলমানসে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। (৩৪-৩৬) এই সকল দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিশরে পিতাকে, দুই শরে তাঁহার দুই অশ্বকে, তিন শরে সারথিকে ও পাঁচশরে চক্ররক্ষক পুরুষদিগকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। (৩৭) অনন্তর তিনি যথাক্রমে এক, দুই, তিন ও চারি শর সন্ধান পুরঃসর তাঁহার ছত্র, চামর, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া, অন্যান্য শত শত সুশাণিত সায়কে স্বয়ং অর্জ্জুনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার রথস্থিত হনুমান্‌কেও বিদ্ধ করিয়া সহর্ষে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (৩৮।৩৯) তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধবীর ও মহাবল পরাক্রান্ত। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। (৪০) বভ্রুবাহন সগর্ব্বে অর্জ্জুনকে কহিলেন, অয়ি কুন্তীনন্দন! তুমি পূর্ব্বে দ্রোণ ও দেবগণের নিকট যে সকল দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলে, অধুনা তোমার সেই সকল অস্ত্র কিরূপে বিফল হইল? (৪১) হে দুর্ম্মতে! তোমার সারথি কি নিমিত্ত এই যুদ্ধে সমাগত হইতেছে না, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? (৪২) আমার জননী পতিব্রতা, কিন্তু তুমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাঁহাকে আমার সমক্ষে দূষিতা বলিয়াছ। জাননা, সাধুদিগের প্রতি অকারণে দোষারোপ করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়। (৪৩) অন্তর্যামী বাসুদেব তোমার সেই প্রত্যবায় নিবন্ধনই উপস্থিত যুদ্ধে সাহায্যার্থ সমাগত হয়েন নাই। (৪৪) দেখ, ইতঃপূর্ব্বে তুমি যেখানে সেখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বাসুদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছ, অধুনা তুমি সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছ। যাহা হউক, আমি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতেছি, তুমি ইতঃমধ্যে বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া লও। (৪৫।৪৬) ধনঞ্জয়! আমি প্রথমে কখনই তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। অয়ি শক্রনন্দন! মহাবীর কর্ণের ন্যায় আমার সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে। (৪৭) পূর্ব্বে মহাত্মা কর্ণনন্দন বৃষকেতু যেমন বীরত্ব সহকারে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ শৌর্য্য ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শন কর। (৪৮)

জৈমিনি কহিলেন, বভ্রুবাহন এই প্রকার কহিলে, ধনঞ্জয় জাতক্রোধ হইয়া শত সহস্র কনকমণ্ডিত সায়ক সন্ধান করিয়া রথারূঢ় পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (৪৯) বভ্রুবাহন ঐ সকল অনিবার শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন না। প্রত্যুত বাণজাল বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং প্রচণ্ড শর পরম্পরায় সব্যসাচীকে বিদ্ধ করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (৫০) ধনঞ্জয়, দেবী ভাগীরথীর অভিশাপে অভিভূত হওয়াতে তিনি যে শর সন্ধান করিতে লাগিলেন, পুত্রের হস্তে সেই সেই শর এককালেই বিফল হইতে আরম্ভ হইল। (৫১) রাজন্! এই অর-

সরে বভ্রুবাহন কুপিত হইয়া স্বীয় শরাসনে বীরনিপাতন অর্দ্ধচন্দ্রবাণ সন্ধান করিলেন। ঐ শর শিখাসমন্বিত এবং মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু ও বড়বানলসন্নিভ। (৫২) তদ্দর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ কম্পিত, সূর্য্যপ্রমুখ গ্রহসকল শঙ্কিত, বাসুকিপ্রমুখ ভুজঙ্গমবর্গ সংত্রস্ত, দেবী বসুন্ধরা ত্রিধা বিদীর্ণ, শত শত উল্কা নিপতিত, শর্করসহিত সমীরণ প্রবাহিত এবং মেঘ সকল রুধির বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। (৫৩) ধনঞ্জয় প্রলয়ানলতুল্য উল্লিখিত শর সন্দর্শন করিয়া, ভয়ঙ্কর বাণজাল বিস্তার করিয়াও তাহা প্রতিহত করিতে পারিলেন না। তিনি নিরুপায় ভাবিয়া গোবিন্দের অনুধ্যানে রত হইলেন। (৫৪) তখন ঐ বাণ তীব্রবেগে নিপতিত হইয়া তদীয় কুণ্ডলমণ্ডিত সুশোভন মস্তক তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিল। রাজন্! ছিন্নমাত্র ঐ শির ধরাতলে নিপতিত হইল। পশ্চাৎ তদীয় কবন্ধ বৃষকেতুর রথসান্নিধ্যে ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। (৫৫।৫৬) রাজন্! কার্ত্তিক মাস একাদশী নিশামুখে মঙ্গলবারে উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের অনেক রত্নসংযুক্ত মনোহর মস্তক এইরূপে ভূপতিত হইল। (৫৭) রাজন্! এইরূপে বৃষকেতু ও ধনঞ্জয় উভয়ের শির ধরাতল আশ্রয় করিলে লোকমাত্রেই কহিতে লাগিল, দুই সূর্য্য ধরাসাৎ হইলেন। ঐ সেনাদলে সুদারুণ হাহাকার সমুত্থিত হইল। (৫৮) বভ্রুপক্ষীয় যোধগণ সকলেই বিপুল পুলক লাভ করিল, তাহাদের বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে দিক্‌বিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল এবং কন্যাগণ স্বীয় স্বামীর বিজয় লাভে হর্ষিতা হইয়া রাশি রাশি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। (৫৯) বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে বভ্রুবাহনের পৌরুষগানে প্রবৃত্ত হইল। স্বয়ং বভ্রুবাহনও পিতৃসৌহার্দ্দ্য বিস্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় হর্ষিত হইয়া সবলে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৬০) ঐ পুরী পতাকা পরিশোভিত ও পুষ্পপ্রাকারে অলঙ্কৃত, চন্দনসলিলে অভিষিক্ত নৃত্যপরায়ণা যুবতীগণে পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য নানাবিধ নগরশোভন দ্রব্যে পরিব্যাপ্ত। (৬১) তিনি প্রবেশ করিলে দিব্য অম্বর ও দিব্য অলঙ্কারে শোভাশালিনী কামিনিগণ গোরোচনা, কুঙ্কুম ও দধি প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য হস্তে লইয়া উলূপীর সহিত সংমিলিত হইয়া তাঁহার নীরাজনার্থ সমাগত হইল। চিত্রাঙ্গদাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেবি! তুমিই ধন্যা। যেহেতু তুমি মহাবল বীরপুত্র প্রসব করিয়াছ। দেখ, তোমার এই পুত্র সর্ব্বদা বিজয়শালী অর্জ্জুনকেও বধ করিয়াছে। (৬২।৬৩) বরাভরণভূষিতা পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা পুত্রের নিরাজনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এই কথা শুনিয়াই পতিত হইলেন। বভ্রুবাহনের মন্দিরে মহানন্দে মহাবিষাদ সমুপস্থিত হইল। সমবেত সমস্ত রমণী সহসা চিত্রাঙ্গদাকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন এবং চন্দনচর্চ্চিত সুশীতল সলিলে বারংবার তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে বীজন এবং কেহ বা স্ব স্ব হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর স্বামিনীকে পতিতা দেখিয়া, অপরা রমণী রাজার গোচরে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, নরশ্রেষ্ঠ! জানি না, কি কারণে আপনার জননী অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইয়াছেন। উলূপীও ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি সত্বর তাঁহাদের দুইজনকে উত্থাপিত করুন। বভ্রুবাহন এই কথায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় যাইয়া দেখিলেন, স্বীয় জননী চিত্রাঙ্গদা-বিমাতা উলূপীর সহিত কটিসূত্রমাত্র ধারণ ও তাড়ঙ্কযুগল পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাদের দুই জনকে উত্থাপিত ও দুই জনেরই নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া দিলেন, (৬৪।৭০) এবং তাঁহারা সচেতন হইয়াছেন দেখিয়া বভ্রু কহিতে লাগিলেন, আপনারা আনন্দের সময়ে দুই জনেই কি জন্য ধরাশায়ী হইলেন। আমি অশ্বের জন্য যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। (৭১) অর্জ্জুন

মাঝে অশ্বরক্ষক কোনও পুরুষ প্রদ্যুম্নপ্রমুখ রণসহিষ্ণু মহাবীরগণে পরিবৃত হইয়া, সমাগত হইয়াছিলেন। মাতঃ! আমি তাহাদের সকলকেই জয় ও অর্জ্জুনকে নিহত করিয়াছি। (৭২) বালক হইলেও সমবেত সমস্ত বীরের গুরু মহাবল কর্ণপুত্র বৃষকেতু সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বীর বৃষকেতু আমাকে যুদ্ধে বার বার মোহিত ও অনেক শিক্ষা প্রদান করিয়া পরে অতি কষ্টে আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। (৭৩) যাহা হউক, কণ্ঠসূত্র, তাড়ক ও কর্ণভূষণ ইত্যাদি অলঙ্কার বিবর্জ্জিত হওয়াতে আপনার রূপ নিরতিশয় অমঙ্গলবৎ আমার দৃষ্টিমার্গে বিচরণ করিতেছে। (৭৪) চিত্রাঙ্গদা কহিলেন, তুমি আমার পাপরূপ পুত্র; স্বীয় পিতা, ধর্ম্মানুজ, নারায়ণসখা নররূপী অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে। (৭৫) রে মূঢ়! তুমি আমার মণ্ডণ ভঙ্গ ও কণ্ঠসূত্র হরণ করিয়া পুনরায় আবার আমাকে কর্ণে ভূষণ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া লজ্জিত হইতেছ না।! (৭৬) তুমি স্বীয় পিতা অর্জ্জুনকে নিপাত করিয়াছ, তোমার বলবীর্য্যে ধিক্! হায়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজি কি দশা হইবে! (৭৭) তিনি অভীষ্ট যজ্ঞে দীক্ষিত ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তুমি দুরাচার তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিলে! রে পাপিষ্ঠ! তুমি অগ্নির ন্যায়, যাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাঁহাকেই বিনাশ করিলে; আমার স্বামী মহাবীর অর্জ্জুনকে বৃথা সংহার করিলে। (৭৮।৭৯) তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কিজন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে? রে পিতৃঘাতক! তোমার এই পরদেহবিদারক শায়কপরম্পরা অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া কিজন্য এখনও তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে না? (৮০) রে দুর্ম্মতে! তুমি এই মুহূর্ত্তেই হস্তস্থিত কর্ণভূষণ ত্যাগ কর; সময়ের যোগ্যসন্তান! তুমি আমাকে কি বলিতেছ? (৮১) রে পাপ! এই খদিরাঙ্গারতপ্ত ঘোর শৃঙ্খলায় আমার প্রয়োজন কি? তুমি সত্বর ইহা দূরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, মদীয় কর্ণে লৌহময় শঙ্কু নিহত কর। (৮২) রে কুলাঙ্গার! কোথায় আমার স্বামীকে নিপাতিত করিয়াছ, দেখাইয়া দাও; কোনমতেই আর বিলম্ব করিও না। কেন না আমিও তাঁহার সহিত গমন করিব। (৮৩) এই বলিয়াই চিত্রাঙ্গদা বিনির্গমন করিলেন এবং সমস্ত ভূষণ ফেলিয়া দিয়া যেথানে অর্জ্জুন পড়িয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন। (৮৪) হে ভরতর্ষভ! উলূপী তাঁহাকে প্রতিশেধ করিয়া কহিলেন, দেবি! অর্জ্জুনের মৃত্যুবিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। (৮৫) পূর্ব্বে অর্জ্জুন নাগরাজপুরে আমার সমক্ষে স্বীয় মৃত্যুবিষয়ে এই প্রকার কহিয়াছিলেন, দেবি! এই পাঁচটী দাড়িমগাছ যখন আপনাআপনি পুড়িয়া যাইবে, তখনই জানিবে, আমার মৃত্যু হইয়াছে। (৮৬) অতএব আমি চলিলাম, তোমরাও আইস, যে অরণ্যে তাদৃশ সঙ্কেত বিদ্যমান, তথায় গিয়া পর্য্যবেক্ষণ করি। (৮৭) এই বলিয়া নাগরাজদুহিতা উলূপী তাঁহাকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পাঁচটী দাড়িম্ব বৃক্ষই বিনা অনলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। (৮৮) তদ্দর্শনে নাগরাজতনয়া বারংবার হা নাথ! এই কথা বলিতে বলিতে, চিত্রাঙ্গদার সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের ছিন্নমস্তকসান্নিধ্যে সমাগত হইলেন। (৮৯) অনন্তর পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা আলুলায়িতকেশে পুত্রের সহিত উল্লিখিত প্রদেশে সমুপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন, প্রিয়তম পার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন। (৯০) তাঁহার সেই হেমকুণ্ডল সমলংকৃত ছিন্নমস্তক বিষ্ণুভক্ত বৃষকেতুর সন্নিহিত ভূমি আশ্রয় করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। (৯১) তদ্দর্শনে তিনি স্বামীর পদপ্রান্তে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে? আমি পরম পাপিনী, কিন্তু তোমার পাদস্পর্শে আমার সমস্ত পাতক তিরোহিত হইয়াছে। অতএব তুমি যেথানে যাইতেছ, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও। আমি তোমা বিনা ক্ষণমাত্রও

জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না। (৯২।৯৩) অয়ি নাথ! তুমি যদি পুত্রের কৃত অপমানবশতঃ রুষ্ট হইয়া থাক, আমাকে ক্ষমা কর; আমি তোমার দাসী। (৯৪) জীবিতেশ্বর! গাত্রোত্থান কর। কৌরবগণ পুনরায় বিরাটরাজের গোধন সমস্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে নিবারণ কর। (৯৫) দ্রুপদরাজ পুনরায় গুরুদেব দ্রোণের অপমান করিয়াছেন, তুমি কিজন্য তাহাকে বন্ধন করিয়া গুরুদেবের গোচরে উপস্থিত করিতেছ না? (৯৬) নাথ! পুনরায় দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে বীরগণ সমাগত হইয়াছেন, তুমি রাধাচক্র ভেদ করিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর। আমি কখনও তোমার সমক্ষে তজ্জন্য সপত্নিভাব প্রকাশ করিব না। (৯৭) নাথ! এই সেই হুতাশন পুনরায় খাণ্ডবদহন জন্য সমাগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনা পূরণ কর। বীর! ভগবান্ শূলপাণি পুনরায় কপট কিরাতবেশে তোমার শরণাগত বনচর শূকরকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, তুমি কি জন্য বারণ করিতেছ না? (৯৮।৯৯) রাজন্! চিত্রাঙ্গদা স্বামীর মস্তক সযত্নে ধারণ করতঃ বিলাপ করিয়া কর্ণপুত্রের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিলেন, (১০০) এবং কহিলেন, অয়ি মহাবাহু! অর্জ্জুন ত্বদীয় পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। তুমি সেই পিতৃবৈরী অবগত না হইয়াও সরলচিত্তে অর্জ্জুনের উপকার করিয়াছ, কিন্তু দুরাচার বভ্রুবাহন তোমাকেও নিহত করিল। (১০১) হা বৎস! আমি তোমার মৃত্যুতে হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম! বভ্রুবাহন! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি আমার অভিপ্রায় সম্পাদন কর। তুমি খড়্গাঘাতে আমার মস্তক ছেদন করিয়া পরশুরামকেও অতিক্রম কর। পূর্ব্বে রাম কেবল জননী রেণুকাকেই বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি পাপাত্মা, পিতৃহত্যা করিয়া অধুনা জননীদ্বয়কে বলপূর্ব্বক সংহার কর। তাহা হইলে, রেণুকাসুত রাম কোনও অংশেই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবেন না। সুব্রত! সত্বর কাষ্ঠরাশি আনয়ন ও অগ্নি প্রজ্বালিত কর এবং উলূপীর সহিত আমাকে অবিলম্বেই সেই অনলে দগ্ধ করিয়া ফেল। অর্থিগণের কল্পতরু সাক্ষাৎ বৃষকেতুকে বধ করিয়া তুমি যারপর নাই কষ্টতর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা নিরতিশয় শোক সমুদ্ভাবন করিয়াছ। (১০২-১০৫) আমি আশা করিয়াছিলাম, হস্তিনানগরে গমন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ, রুক্মিণী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, বিশালাক্ষী, উত্তরা ও বাণনন্দিনী উষা, ইহাঁদের সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও বিপুল ধন প্রদান করিব, কিন্তু তুমি কুলাঙ্গার কুপুত্র, আমার সে আশা বিনাশ করিলে। (১০৬) বভ্রুবাহন কহিলেন, মাতঃ! অর্জ্জুন আমার পিতা, এবিষয় আমার বিদিত ছিল। এই জন্য আমি অশ্বকে অগ্রে করিয়া, নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার সান্নিধ্যে গমন করিয়াছিলাম। (১০৭) তিনি আমাকে সমাদর করা দূরে থাক, যে নিতান্ত দুরক্ষর বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা বলিবার নহে। যাহা হউক, পিতৃহত্যানিবন্ধন আমার সমুদায় কীর্ত্তিই বিনষ্ট হইল। (১০৮) অতঃপর লোকমাত্রেই আমাকে দেখিবামাত্র পিতৃঘাতক বলিয়াই স্পষ্ট ত্যাগ করিবে। না দান যজ্ঞ, না ব্রত, তপস্যা, না জ্ঞান, না তীর্থ; কিছুতেই আমার পিতৃহত্যাপাতক প্রক্ষালিত ও পবিত্রতা সমুদ্ভাবিত হইবার নহে। বিশেষতঃ, পিতৃদেব ধনঞ্জয় সাক্ষাৎ জগদ্‌গুরু বাসুদেবের মিত্র ও একান্ত অনুগত ভক্ত, সুতরাং আমাকে বৈষ্ণবহত্যার মহাপাতক ভোগ করিতে হইবে। (১০৯।১১০) স্বয়ং বাসুদেব মিত্রের বধবার্ত্তা বিদিত হইলে, নিশ্চয়ই তিনি অতিমাত্র দুঃখভরে এই স্থানে সমুপস্থিত হইবেন। আমি কি বলিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইব? (১১১) তৎকালে সকল পাপ বিনাশন কেশবের সন্দর্শনমাত্রেও আমার পিতৃহত্যাজনিত সমস্ত পাতক ক্ষালিত হইবে কি না বলিতে পারি না, এই জন্য অগ্নিপ্রবেশে আমার বাসনা হইয়াছে। (১১২) পূর্ব্বে নাগরাজ দুহিতা উলূপী একটী বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমি পিতৃহত্যা করিব জানিয়াও তিনি কি জন্য ভূমিষ্ঠমাত্র কালসর্পবৎ আমাকে সংহার করিলেন না? তাহা হইলে আমাকে আর

জননীর শোকদায়ক হইতে হইত না। (১১৩) পূর্ব্বজন্মে আমি স্ত্রীলোকের বৈধব্যদানদীক্ষা বিষয়ে গুরু ছিলাম, সেই জন্য এই জন্মে জননীর বৈধব্যদায়করূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। অতএব অদ্যই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সকল পাপের পরিহার করিব। (১১৪)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বভ্রুবাহন সমবেত প্রেষ্যবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমরা অবিলম্বে কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ কর, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। (১১৫) চিত্রাঙ্গদা কহিলেন, রে পিতৃঘাতক দুর্ম্মতে! ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। ধনঞ্জয় পুনরায় বাঁচিতে পারেন কি না, অগ্রে তাহার চিন্তা কর। (১১৬) উলূপী কহিলেন, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; ধনঞ্জয় বাঁচিতে পারেন, এরূপ উপায় আছে। বৎস বভ্রুবাহন! পাতালে মৃতসঞ্জীবক মণি আছে। শেষ নাগরাজের ধনাগারস্থিত ঐ মণি মহাবিষধর সর্পগণ সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে, এবং মৃত পন্নগদিগকে তাহা দ্বারা পুনরায় জীবিত করে। (১১৭।১১৮) কর্কোট, হলিক, বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ, দীর্ঘজিহ্ব, মূষকাদ, ভাস্বর ইত্যাদি সর্প সকল দর্শন মাত্র দ্রুম ও তৃণ সহিত পর্ব্বতদিগকেও দগ্ধ করিতে পারে। (১১৯) ইহাদের মধ্যে কাহারও শত, কাহারও দ্বিশত, কাহারও ত্রিশত, কাহার চতুঃশত, কাহার পঞ্চশত, কাহার ষট্‌শত, কাহারসপ্তশত, কাহার অষ্টশত এবং কাহার বা নবশত ফণা। (১২০) বৎস! তুমি অবগত আছ, ইহাদের মধ্যে শেষনাগ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী, তিনি ধরা ও পর্ব্বত ধারণ করিয়া আছেন এবং রমাপতি রমার সহিত যথাসুখে তাঁহারই কর্ণমণ্ডলে শয়ন করিয়া থাকেন। (১২১) এই শেষনাগকে দর্শন করিলে ব্যক্তি মাত্রেরই মহাভয় উপস্থিত হয়। অতএব কাহার সাধ্য, তাঁহার নিকট হইতে ঐ সঞ্জীবকমণি আনয়ন করে? সুতরাং তোমার পিতার জীবিত বিষয়ে উপায় দৃষ্ট হইলেও বিফল হইল। (১২২) বৎস! বৈধব্য কোনমতেই সহ্য হইবার নহে। আমি এই মুহূর্ত্তেই স্বামীর সহগমন করিব। আমি সর্পিনী, পতিহত্যা করিয়াছি। দেবী কুন্তী এখানে সমাগত হইয়া আমার মুখদর্শন করিতে না করিতেই, তুমি আমাকে মারিয়া ফেল। আমার সপত্নী ও তোমার জননী এই চিত্রাঙ্গদাকেও সংহার কর। (১২৩।১২৪) বৎস! এই কলঙ্কিনীই পূর্ব্বে গরুড় ভয়ভীত সর্পদিগকে ঐ সঞ্জীবক মণি প্রদান করেন, কিন্তু শেষনাগ কি পুনরায় উহা প্রত্যর্পণ করিবেন। (১২৫) বভ্রুবাহন কহিলেন, জননি! এমন কোন্ নির্ব্বোধ সর্প আছে যে, মহাবীর অর্জ্জুনের আত্মজ আমি স্ববলে ধৈর্য্য সহকারে গর্জন করিলে, ঐ মণিদান না করিয়া স্থির থাকে? (১২৬) হয় আমি সপ্তপাতাল ভেদ, না হয় ঐ সকল মহাবিষ পন্নগদিগকে বিফল করিয়া সঞ্জীবক মণি আহরণ করিব। (১২৭) যিনি পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, আমি সেই পিতৃদেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি। অধুনা তাঁহাকে বাঁচাইতে আবার আমি কিরূপে মাতামহের নিধন করিব? (১২৮) প্রথমে সমাগত সর্পদিগের সকলকেই সংহার করিব। পরে পিতৃদেবের সহিত মিলিত হইয়া সঞ্জীবক মণির সাহায্যে তাহাদের প্রাণদান করিব। (১২৯) বৃষকেতু প্রমুখ বীরগণও এই মণির প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হইবেন। সর্পগণ জীবন লাভান্তে যথাসুখে স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিবেন। (১৩০) আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আপনাদের সঞ্জীবক মণিও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। আপনি এক্ষণে স্বীয় পতি ধনঞ্জয়ের রক্ষাকরুন, আমার অধীনস্থ বীরগণ আপনার সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করুক। অদ্য তিন লোক আমার বলবিক্রম অবলোকন করুক, উলূপী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি মণি সংগ্রহ বিষয়ে এ কি পৌরুষ প্রখ্যাপন করিতেছ এবং ঐ সকল মহাবিষ সর্পরাজদিগকেই বা কিরূপে অবমাননা করিতেছ? রাজা শেষ মহাকায় ও মনের ন্যায় বেগবান্। তুমি দুর্ব্বল হইয়া সবলদিগের সহিত শত্রুতা করিতে লজ্জিত হইতেছ না? (১৩১।১৩২) বভ্রুবাহন কহিলেন, জননি! আমি যাহা বলিলাম, কোনও মতেই তাহা

অন্যথা হইবে না। যদি স্বয়ং মহাদেব, কিংবা ইন্দ্র, যম ও কুবের জাতক্রোধ হইয়া মণি রক্ষা করেন, আমি তথাপি ভয়শূন্য হইয়া বল প্রদর্শন সহকারে সর্প ও অসুর-দিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় বিফল করিব। (১৩৩।১৩৪) উলূপী কহিলেন, বৎস! যাহাতে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা, তাদৃশ দুরধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি উপস্থিত বিষয়ে মন্ত্রীগৌরব নিয়োগ করিব। (১৩৫) পুণ্ডরীক নামে আমার মন্ত্রবিদ্‌বরিষ্ঠ মন্ত্রী ও সখা আছেন, আমি তাঁহাকেই পাতাল ভুবনে পিতৃদেব শেষের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিব। তিনি আমাদের অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিবেন। (১৩৬) বুদ্ধি ও শান্তি দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ সেই কার্য্যসাধনে পৌরুষ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়? (১৩৭)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! উলূপী বভ্রুবাহনকে এইরূপে নিবারিত করিয়া তৎক্ষণাৎ পুণ্ডরীককে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, তুমি আমার কণ্ঠভূষণ ও কর্ণপত্র গ্রহণ করিয়া সত্বর নাগরাজ শেষ সকাশে গমন কর। (১৩৮) সেই মহাত্মা শেষ যখন দুষ্টসঙ্গ বিবর্জ্জিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিবেন, তুমি সেই সময়ে তাঁহার গোচরে পুত্রকৃত এই ঘটনা নিবেদন করিয়া যাহাতে তোমার হস্তে তিনি মণি প্রদান করেন, তাহা করিও। প্রার্থনা করি, গমন সময়ে পথিমধ্যে তোমার যেন কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। (১৩৯। ১৪০)

জৈমিনি কহিলেন, হে ভারত! পন্নগ পুণ্ডরীক শোকসন্তপ্ত উলূপীকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিল, দেবি! আপনার আজ্ঞায় আমি সর্পরাজ ভবনে গমন করিতেছি, আপনি পুত্রের সহিত স্বামীর দেহ রক্ষা করুন। (১৪১) পৃথিবীতে মৃত্যুমুখে নিপতিত জন্তুমাত্রেরই শরীর নষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং অর্জ্জুনের এই মৃতদেহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। (১৪২) রাজসভা চিরন্তণ দীর্ঘসূত্রী সভাসদে পূর্ণসৌহাদ্য স্মরণ করিতেও তাহাদের অবসর হয় না। অর্জ্জুনের দেহ আমি দংশন করিতেছি, (১৪৩) তাহা হইলে আমার বিষের প্রভাবে অর্জ্জুনের দেহ নষ্ট হইবে না। রতি যেমন অনঙ্গের দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! আপনিও তেমনি অর্জ্জুনের রক্ষা করিবেন। (১৪৪) বভ্রুবাহন কহিলেন, পন্নগ! তুমি প্রথমে বৃষকেতুর দেহ দংশন কর। ইনি আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমারই হস্তে নিপতিত হইয়াছেন। (১৪৫) পিতৃদেব এই বৃষকেতু বিনা কোনও মতেই প্রাণ ধারণ করিবেন না। অতএব ইনি যাহাতে বাঁচিতে পারেন, তজ্জন্য পিতৃদেবের সহিত ইহাঁকেও দংশন করিয়া, প্রস্থান কর। আমি সর্ব্বথা দেহ রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। (১৪৬)

জৈমিনি কহিলেন, তখন পুণ্ডরীক বভ্রুবাহনের বাক্যানুসারে বৃষকেতু ও প্রার্থকে দংশন করিয়া সবেগে নাগরাজ ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিল। (১৪৭) প্রথমে মহাসর্প-বিভূষিত ভয়ঙ্কর তলবিভাগ তাহার দর্শনগোচরে পতিত হইল। শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করেন, ঐ তলের পরিমাণ অযুত যোজন। (১৪৮) ঐ তলভাগ সর্ব্বত্র কাঞ্চনময়, পরম সুন্দর, বিপুল কানন তড়াগাদি সম্পন্ন ও দিব্যরূপশালিনী নাগকন্যাগণে নিরন্তর পরি বেষ্টিত। (১৪৯) অনন্তর পুণ্ডরীক দিব্যচম্পকবিভূষিত বিতলে প্রবেশ করিল। তদনন্তর সুন্দর ফলবিশিষ্ট কাঞ্চনবর্ণ শমীবৃক্ষে সুশোভিত সুতলে সমাগত হইয়া তথা হইতে বিচিত্রচিত্রিত আম্রবৃক্ষ ও মরকতময় দিব্যচন্দন কাননে পরিবৃত মহাতলে প্রবেশ করিল। (১৫০) তৎপরে পরমাদ্ভুত রসাতল সন্দর্শন করিয়া তাহার নিরতিশয় বিস্ময় সমুপস্থিত হইল। এই রসাতল বিচিত্র সোপানাদিযুক্ত বিচিত্ররূপশালিনী পন্নগকামিনিগণে সমন্বিত

বিরাজমান। (১৫১) পুণ্ডরীক তথা হইতে পাতালে গমন করিয়া হাটকেশ্বর নামক পরম লিঙ্গ সন্দর্শন করিল। ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি ভোগবতী তীরে প্রতিষ্ঠিত। এই পরম মনোহর বিগ্রহ, সর্পগণ আত্মানুরূপ রূপবিশিষ্ট ঘন পীনপয়োধরা স্ত্রীগণের সহিত সংমিলিত হইয়া দিব্য চম্পককুসুমযোগে পূজা ও নিরন্তর স্তব করিয়া থাকে। পুণ্ডরীক মহাপাতক-বিনাশন, পরম সুগন্ধি ও নির্ম্মল ভোগবতী সলিলে স্নান সমাধানান্তর হাটকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইল। (১৫৩) অনন্তর শেষনাগের সুবিশাল ও সুরম্য ভবনে প্রবেশ করিল। দিব্য বৃক্ষ ও দিব্য লতাসমূহ, [illegible] ও সুধাপূর্ণ লব, কুণ্ড ইত্যাদিতে ঐ ভবন অলঙ্কৃত, মহাসর্প সকলে সুরক্ষিত এবং বিবিধ বিচিত্র রত্নরাজী ও বিচিত্র সত্ত্বসমূহে মণ্ডিত ও বিরাজিত। (১৫৪।১৫৫) পুণ্ডরীক তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিল, পরম প্রভাবাপন্ন নাগরাজ শেষ কর্কোটক প্রভৃতি পন্নগগণে পরিবৃত হইয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের নাম জপ করত আসীন রহিয়াছেন। (১৫৬) পুণ্ডরীক দর্শন মাত্র সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিয়া, তদীয় দুহিতার কটিসূত্র ও কর্ণপত্র তাঁহাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, পন্নগরাজ! ভবদীয় হিতাভিলাষিণী উলূপী আমাকে আপনার পার্শ্বে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। (১৫৭।১৫৮) শেষ কহিলেন, মদীয় দুহিতা উলূপীর পতি মহাবাহু সুবিখ্যাত পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, স্বয়ং কৃষ্ণকে সারথি ও মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপ্রদত্তবর প্রভাবে সুরাসুর সকলেরই অজেয়। (১৫৯) শঙ্করের বাক্য ত কখন অন্যথা হইবার নহে। বিশেষতঃ ধনঞ্জয় সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত ও বিশিষ্টরূপ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ। তাঁহার পৌরুষ আমার বিদিত আছে। কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে বিনাশ করিল? (১৬০) বাসুদেব কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? বাসুদেব যাহাকে ত্যাগ করেন, কোনও ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং আবার বলি, অর্জ্জুন কি সখা পরিত্যক্ত হইয়াছেন? (১৬১) যাহাহউক, মদীয় হিতৈষিণী দুহিতা উলূপী কি জন্য তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, সমস্ত নির্দ্দেশ কর। পার্থ পতিত হইয়াছেন শুনিয়া আমার পরম বিস্ময় সমুদ্ভূত হইল। (১৬২) পুণ্ডরীক নিবেদন করিল, রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি জ্ঞাতি ও গুরুগণকে নিহত করিয়া অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সেই শোক ও জ্ঞাতিবধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অশ্বমোচন করিলে, বভ্রুবাহন ঐ অশ্ব গ্রহণ করেন। (১৬৩।১৬৪) অশ্ব যথেচ্ছাগমনে বভ্রুবাহনের রাজপুরিতে প্রবেশ করে, তজ্জন্য অশ্বের রক্ষক অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের মণিপুরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। (১৬৫) ধনঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিয়া গঙ্গার শাপে মোহিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ যুদ্ধে পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন। (১৬৬) মহামতে! উলূপী পরম প্রিয়তম স্বামীর পুনর্জ্জীবন বিধানজন্য পরম আশান্বিতা হইয়া আমাকে দূতস্বরূপ ভবদীয় গোচরে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার যেরূপ মহৎ বৈভব, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া যুদ্ধনিহত নিজ জামাতাকে পুনর্জ্জীবন দান ও ধর্ম্মরাজের মহাযজ্ঞ সম্পাদিত করুন সর্ব্বদা পরোপকার সাধন জন্যই মহতের বৈভব, অসতের বৈভব কেবল পরের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত। ধন বা বল প্রদান করিয়া পতিতদিগকে রক্ষা করাই ভবাদৃশ মহাত্মাগণের একমাত্র কার্য্য। (১৬৭।১৬৮)

জৈমিনি কহিলেন, পুণ্ডরীক এই প্রকার প্রার্থনা পরিজ্ঞাত করিলে, মহাত্মা শেষ সমবেত মহাসর্পদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিধাতার চরিত্র একবার অবলোকন

কর। যাহাহউক, আমি অর্জ্জুনের জন্য সঞ্জীবক মণি প্রদান করিব। (১৭০) অয়ি ' ন্নগগণ! পার্থ যদি পুনরায় জীবিত না হয়েন, তাহা হইলে আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শরীর. প্রাণ, এ সকলে বৃথা প্রয়োজন কি? অতএব অদ্য আমি অমৃত ও মণি প্রদানপূর্ব্বক মৃত অর্জ্জুনের জীবন বিধান করিব। ভগবদ্ভক্ত পুরুষের উপকার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করা পরমপাল্য মহাব্রত। (১৭১।১৭২) যাহারা অপনয় কর্ত্তা, স্বয়ং কেশব তাহাদের শাস্তারূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, তিনিই এই অর্জ্জুনকে হয়মেধ উপলক্ষে দণ্ডবিধান করিয়াছেন। (১৭৩) অত[illegible] আমি আজ্ঞা করিতেছি, পুণ্ডরীক মণি গ্রহণ করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান ও বিষ্ণুভক্ত অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন সংবিধান করুক। (১৭৪) সর্পেরা শেষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সকলেই দুঃখিত হইল এবং মনে মনে অশুভ কল্পনা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে পরম বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র নামক সর্প ধরাধর শেষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, সংসারে দানশীল ব্যক্তিগণের অদেয় কিছুই নাই। তথাপি অহিনাথ! আমার যেরূপ বলা উচিত, তাহা বলিতেছি। (১৭৫।১৭৬) রাজন্! মর্ত্ত্যলোকে মৃতমনুষ্যের উপকারার্থ এই সঞ্জীবকমণি ছাড়িয়া দেওয়া আপনার পক্ষে বিহিত নহে। যে ব্যক্তি গুরুঘ্ন ও কৃতঘ্ন, না মণি মন্ত্র, না ওষধি দেবতা, কিছুই তাহার কার্য্যকারক বা ইষ্টসাধক হয় না। (১৭৭) অসত্যপ্রকৃতি মানবগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে কখনই পুনরায় জীবিত হয় না এবং ফলপ্রদ পাদপ সকলও কখন আপনার মূল প্রদর্শন করে না। (১৭৮) আপনি পন্নগগণের সর্ব্বস্ব এই সঞ্জীবকমণি দান করিতেছেন, কিন্তু গরুড়ের সহিত সর্ব্বদাই আমাদের বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়া থাকে। গরুড় কেবল মাতঙ্গ মুনির শাপভয়ে পাতালে প্রবেশ করে না। সে মর্ত্ত্য-লোকে এই মণি দেখিতে পাইলে কি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে না? (১৭৯।১৮০) মানুষেরাও স্বভাবত কৃতঘ্ন। তাহারা এই মণি পাইলে গর্ব্বিত হইয়া এখান হইতে পুনরায় অমৃতও গ্রহণ করিতে পারে। হয়ত তাহাদের মৃগলোচনা রমণীবর্গও কোন্‌দিন নির্ভয়ে আমাদের কর্ণস্থিত মণি গ্রহণ করিয়া ধারণ করিবে। এইরূপে সুধাহীন হইলে, আমাদের সকলকেই নির্ব্বিষ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। এরূপ জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র। (১৮১।১৮২) অর্জ্জুন জীবিত হইলেও সে পুনরায় মণিপ্রদান করিবে বলিয়া বোধ হয় না। বিষহীন ও মণির অভাবে শ্রীহীন হইলে, উদরম্ভর ভিক্ষুকেরা তাহাদিগকে গৃহে গৃহে লইয়া নাচাইয়া বেড়াইবে। (১৮৩) রাজন্! যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে রাজাদের হিত সম্ভাবনা, মন্ত্রিগণের বুদ্ধি মধ্যে সেই মত মন্ত্রণা উপদেশ করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তাঁহারা শুনুন বা না শুনুন। (১৮৪)

জৈমিনি কহিলেন, ধরণীধর বাগ্মী শেষ এই কথা শুনিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সহাস্য আস্যে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন. আমি তোমার কথায় মহাত্মা অর্জ্জুনকে মণি না দিয়া কিরূপে স্বয়ং ধারণ করিব? (১৮৫) মূর্খের সহিত বাস কেবল অনর্থেরই হেতু। জলধি, পাতাল, অনল ও অত্যুচ্চ স্থান, এই সকলে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করা ভাল, তথাপি বিবেকহীন মূর্খের সহবাস কিছুই নহে। (১৮৬) আরও দেখ, এই মণি প্রদান করিলে, আমার পরম কীর্ত্তি সঞ্চয় হইবে। কেন না, অর্জ্জুন ইহার প্রভাবে জীবন লাভ করিবেন। মূঢ়! ভাবিয়া দেখ, কৃষ্ণের অসাধ্য কিছুই নাই। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ কৃষ্ণের মহিমা জানিতে উৎসুক হইয়া বৎস্য সহিত গোপদিগকে তাঁহার নিকট হইতে হরণ পূর্ব্বক সত্যলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন। গোপগণ সত্যলোকে সমাগত হইয়া বালক কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিল, যেখানে কৃষ্ণের সমাগম নাই, সেই বিফল সত্যলোকে ধিক্! অদ্য কিজন্য আপনি আমাদিগকে বঞ্চনা করিলেন? (১৮৮-১৯০) আমরা শুনিয়াছিলাম কমল হইতে আপনার জন্ম, হে কমলযোনি! অদ্য

তাহা মিথ্যা বোধ হইল। (১১) ভগবান্ হরির নাভিতে যে কমল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পাতকভস্ম সমুদ্ভূত। নতুবা কমলযোনী ব্রহ্মা কি জন্য কৃষ্ণপ্রিয় আমাদিগকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলেন? ব্রহ্মা তাহাদের কথা শুনিয়া যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। (১২।১৩) এদিকে ভগবান্ গোবিন্দ পুনরায় সবৎস গোপদিগকে তাহাদের যাহার যে আকৃতি প্রকৃতি তদনুরূপে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের পরিবারবর্গের প্রীতি বিধান করিলেন। (১৪) সর্ব্ব শোক বিনাশক ভগবান্ বাসুদেব কুন্তীদেবীকেও কি শোকহীনা করিবেন না? (১৫) তাঁহার প্রভাবে তৃণ যেমন বজ্র হয়, বজ্রও আবার তৃণ হইয়া থাকে। অতএব ধৃতরাষ্ট্র! আমি মণি প্রদান করিব, এ বিষয়ে আমার বিচারণা নাই। (১৬) সাধুগণ পরের উপকারের জন্যই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দধীচি দেবকার্য্য বিধান করত, আপনার অস্থি দানে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। (১৭) ধৃতরাষ্ট্র কহিল, কৃষ্ণই যদি মণি স্থানীয় হইয়া অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করেন, তাহা হইলে আপনি বৃথা কেন আমাদের জীবনোপায় মণিপ্রদান করিতেছেন? (১৮) তবে যদি গরুড়ের হস্তে সর্পকুলনাশ, আপনার একান্তই অভিমত হইয়া থাকে, মণি প্রদান করুন; আমরা আর দ্বিরুক্তি করিব না। (১৯।২০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত বভ্রুবাহন বিজয় নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, ধরাধর শেষ ধৃতরাষ্ট্রের এবংবিধ বাক্য আকর্ণন করিয়া পুণ্ডরীককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সর্পগণ কোনমতেই মণি দিতে সম্মত নহে। (১) তুমি বভ্রুবাহনকে গিয়া বল, সর্পগণ আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। দুষ্ট প্রাণীরা পরের উপকার জন্য জন্মগ্রহণ করে না। অতএব তুমি কেশবকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার নিকটে যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছ? আমাদিগের হস্ত পদ নাই, সেইজন্য আমরা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে বাস করি। (২।৩) পুণ্ডরীক এই কথায় হতাশ হইয়া যেখানে অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের সৈনিকবর্গে পরিবৃত হইয়া পতিত রহিয়াছেন, শত শত কর্পূর দীপ ও চন্দন প্রদীপের সুনির্ম্মল সমুজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইয়াছে, তথায় সমাগত হইল। (৪।৫) রাজন্! পন্নগী উলূপী চিত্রাঙ্গদার সহিত সংমিলিত হইয়া বারংবার অর্জ্জুনের নাম উচ্চারণ করত তথায় রোদন এবং আশান্বিতা হইয়া উৎসুকহৃদয়ে পুণ্ডরীকের সমাগম চিন্তা করিতেছিলেন, (৬) এমন সময়ে তাঁহারা পুণ্ডরীককে বিষণ্ণবদনে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে অবলোকন করিলেন। (৭) পুণ্ডরীক তথায় উপনীত হইয়া কহিল, মানান্ধ সর্পগণ ক্রোধান্ধ হইয়া মণিপ্রদান করিল না। অতএব আপনি পুত্রকর্ত্তৃক প্রজ্বলিত পাবকে যথাসুখে প্রবেশ করুন। (৮)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! পুণ্ডরীকের কথা শুনিয়া বভ্রুবাহন জাতক্রোধ হইয়া সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, এবং অর্জ্জুনের রক্ষাবিধান করিয়া স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। রোষভরে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবর্ষণ ও কর্ণপথে অগ্নিশিখা সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। (৯।১০) শেষ কোথায়, বাসুকি কোথায়, তক্ষকাদি অন্যান্য পন্নগগণ কে কোথায় এবং কর্কোটক, শঙ্খ, ধুলিক ও ধৃতরাষ্ট্র, ইহারাই

বা কোথায়? (১১) আমি অদ্য তাহাদের নিকট বলপূর্ব্বক মণি, অমৃত ও বিত্তজাত গ্রহণ করিব, তাহারা বিত্তরক্ষা করুক। (১২) ধর্ম্মরাজের অনুজ, স্বয়ং কৃষ্ণের দাস ও আমার পিতা অর্জ্জুন আমার সমক্ষে ভূমিতে শয়ন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? (১৩) অদ্য মদীয় সৈনিকগণ অবলোকন করুক, রসাতলবাসী সর্পগণ সকলেই অর্জ্জুনের জন্য দগ্ধদেহ ও তন্তুতুল্য হইয়াছে। (১৪) অদ্য ভোগবতী সলিল মদীয় বাণজালে নির্ভিন্ন ও মর্ত্ত্যলোকে সমাগত হইয়া অর্জ্জুনের কলেবর প্রক্ষালন করত অবস্থিতি করুক। (১৫) অদ্য মানবী রমণীরা সর্পদিগের মণিপরম্পরা অলঙ্কারস্বরূপ স্ব স্ব দেহে ধারণ করুক। যাহাদিগকে আমি যুদ্ধে সংহার করিয়াছি, তাহারা সকলেই অদ্য জীবিত হউক। (১৬) অদ্য দেবদেবশঙ্কর স্বয়ং নাগরাজ শেষের জন্য সম্মুখীন হইলেও, তাঁহাকে অবনত-মস্তকে নিবারণ করিব। (১৭) অদ্য লোকমাত্রেই অবলোকন করুন, আমার শর সমূহে সমস্ত সংসার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই বলিয়া বভ্রুবাহন পাতালমুখে স্বীয় সৈন্যদিগকে চালন করিলেন। (১৮) বলশালী বভ্রুবাহন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া নাগরাজ শেষ আপনার নয়বর্জ্জিত ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র বভ্রুবাহনের রোষ উৎপাদন করিয়াছে! পূর্ব্বে কুরুকুল সমুৎপন্ন ধৃতরাষ্ট্র মূর্খতাবশতঃ যেমন স্বীয় বংশনাশ করিয়াছিলেন, আমাদের বংশীয় ধৃতরাষ্ট্রও তেমনি আমাদিগকে বিনষ্ট করিল! (১৯।২০) কোন ব্যক্তি কৃষ্ণ-ভক্ত পুরুষদিগকে সংগ্রামে জয় করিতে পারে? আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, অদ্য বভ্রুবাহন কালানলকল্প শরজালে রসাতল ব্যাপ্ত করিয়া, সর্পকুল নির্ম্মূল করিবে। (২১) এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র কোথায়? সে এ দুর্নিমিত্তের হেতু, অতএব সেই দর্পান্ধই এই মহাবল বীরের সহিত যুদ্ধ করুক। (২২) যে যাহার বীজ বপন করে, সেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্কোটক, তক্ষক ও অন্যান্য সর্প সকলও যুদ্ধার্থ গমন করুক। (২৩) অনন্তর সর্পরাজ শেষের আজ্ঞায় সর্প সৈন্যসকল পুরীর বহির্গত হইল, তদ্দর্শনে সর্পবীরগণ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে শিররাশি বর্ষণ এবং বিনূনন করত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। (২৪) তাহাদের কাহারও শত কাহারও দুই শত, এবং কাহারও বা চতুঃশত মস্তক। তাহারা সকলেই দিব্যরূপ, দিব্যদেহ ও দিব্য কবচবিশিষ্ট এবং সকলেই ধন্বী ও মত্তমাতঙ্গে আরূঢ়। (২৫) তাহাদের সকলেরই মস্তক মণিরত্নবিভূষিত ও সমুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন এবং সকলেই বিচিত্র বেশবিন্যাসে বিরাজিত ও সুবর্ণময় বিচিত্র অলঙ্কারে মণ্ডিত। (২৬) রাজেন্দ্র! তাহারা হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, কীরিট ও মুক্তামালায়, বিরাজমান হইয়া, কেহ অশ্বে গজে, কেহ রথে ও কেহ বা পদব্রজে অর্জ্জুননন্দনের সমীপে যুদ্ধার্থ গমন করিল এবং পঞ্চ যোজন ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রণমধ্যে অধিষ্ঠিত হইল। তাহাদের মুখ হইতে ভয়ঙ্কর বিষরাশি বিনির্গলিত হইয়া, সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার সহকারে অর্জ্জুননন্দনের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল, ক্ষণমধ্যেই সর্প ও মনুষ্য ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। (২৭-২৯) রাশি রাশি খড়্গ, গদা কুন্ত, পরশু, প্রাস, তোমর ও শক্তি পতিত ও উত্থিত হওয়াতে ঐ যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। (৩০) ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও চন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ যুদ্ধদর্শনবাসনায় গগমনণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করত, কেহ নাগপতি শেষের জয় এবং কেহ বা বভ্রুবাহনের বিজয় প্রর্থনা করিতে লাগিলেন। (৩১) যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, সহস্র সহস্র মনুষ্য সর্পগণের দংশনে বিষমোহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। (৩২) ধৃতরাষ্ট্র বিবিধ ভয়ঙ্কর শস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ পুরঃসর পার্থপুত্রের একবিংশতি সহস্র সৈন্য নিপাতিত করিল। (৩৩) তদ্দর্শনে বভ্রুবাহন জাতক্রোধ হইয়া, অমিততেজা বিষ্ণুর স্মরণপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে রথহীন ও অশ্বহীন করিয়া, তাহার সৈন্যদিগকে নিস্তেজ

ও মোহাচ্ছন্ন করিলেন। (৩৪) ভারতী তদীয় শরে মণি সকল ছিন্ন ভিন্ন ও সর্পগণের কর্ণমণ্ডল পরিচ্যুত হইয়া, প্রলয়কালে গগনমণ্ডল পরিভ্রষ্ট ভূপতিত নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভমান হইল। (৩৫) তৎকালে মহাবিষ সর্প সকল চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করাতে বভ্রুবাহন, রৌদ্ররূপী মহাদেবের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে ভস্মপ্রায় নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বসর্পবিনাশন মধুবৃষ্টি আরম্ভ করিতে, ভুজঙ্গমগণের কলেবর তাহাতে লিপ্ত হইয়া গেল। (৩৬।৩৭) তদ্দর্শনে তিনি পিপীলিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তদীয় শরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর ভুজঙ্গমগণ তদ্দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া সংগ্রাম পরিহার করিল। (৩৮) ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বশরীর পল বর্জ্জিত হইল। পিপীলিকাগণ তাহার উপর আবার অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়া কোটর করিতে লাগিল। (৩৯) তাহার চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল; নকুল, পিপীলিকা ও মধু এই সকল অতীব ভয়ঙ্কর শরজালে সর্পমাত্রেরই গতিও স্পন্দ বিনষ্ট হইল। (৪০) অনন্তর সর্পবীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া অতি কষ্টে নাগভবনে গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর দর্শন করিয়া, সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন, আমি ধর্ম্মার্থে মণি প্রদান করিতেছিলাম, তোমরা বারণ করিয়াছিলে, এখন কেন পলাইয়া আসিলে? (৪১।৪২) তোমরা সকলেই না মন্ত্রকোবিদ? যাহাহউক, ধর্ম্মার্থে ধন ও শরীর উভয়ই প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদান না করিলে শ্মশানস্থিত মাল্যের ন্যায় উভয়েই শোচনীয় হইয়া থাকে। (৪৩) অতএব পরিহার প্রার্থনার তক্ষক প্রভৃতি মহাবিষ সর্পগণ অবিলম্বে পার্থনন্দনকে শত শলাকাবিশিষ্ট ছত্র, মহাধন কুণ্ডল, দিব্য রত্নময়ী স্রক্ এবং মণি প্রদান কর। (৪৪) সেই কেশবপ্রিয় বভ্রুবাহন অস্ত্রানলধূমভারে পাতাল পরিপূর্ণ করিতে না করিতেই, সকলে তাঁহার নিকট গমন করি চল। (৪৫) ত্রিভুবনপালক ভগবান্ গোবিন্দ সমীপস্থ হইলে তখন আর এই মণি প্রদান করিয়া কি হইবে; শোকমাত্র সার হইবে। (৪৬) ক্ষীরার্ণবের তুলনায় ছাগীর ক্ষীর যেমন গণ্য মধ্যেই নহে, হরির বিদ্যমানে তেমনি কামধেনু, সুরতরু, ও কল্পলতা, এই সকলও নিতান্ত হেয়মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। (৪৭) সর্পগণ তোমরা সকলেই মানুষের হস্তে পরাজিত হইলে, এক্ষণে মণি দান করিয়া, যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত কর। (৪৮) অভয়স্বরূপ মৃত্যুনিবারণ ভগবান্ গোবিন্দ গরুড়ে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের জন্য সমাগত হইবেন। সকলে গিয়া আমার সহিত তাঁহাকে দর্শন কর। (৪৯) তোমরা যদি ভগবান্ বাসুদেবকে ভক্তিপূর্ণ নয়নে অবলোকন কর, তাহা হইলে বিনতানন্দন গরুড় বা অন্তক, কেহই তোমাদের প্রাণনাশে সমর্থ হইতে পারিবে না। (৫০) অনন্তর পন্নগপতি শেষ সঞ্জীবক মণি, নানাজাতীয় রাশি রাশি রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিত্তজাত গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং পার্থপুত্রকে প্রদান করিবার জন্য পাতাল হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি যথাবিধানে উল্লিখিত মণি গ্রহণ করিয়া সহর্ষে মণিপুরে সমাগত হইলেন। (৫১।৫২) রাজন্! রাজা শেষ এই প্রকার শ্লেষ এ শোকপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, সর্প ধৃতরাষ্ট্র যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল, সমুদায় যথাযথ বর্ণন করি. অবধান করুন। (৫৩) সে স্বীয় গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দুই পুত্রের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের নাম দুর্বুদ্ধি ও অন্যের নাম দুঃস্বভাব। (৫৪) সে উভয়কেই আহ্বান করিয়া কহিল, গুরুতর অনর্থ উপস্থিত! অর্জ্জুন পুনরায় জীবিত হইল! ইহা কোনও মতেই আমার সুখকর নহে। (৫৫) পাণ্ডবগণ আমার চিরশত্রু। অতএব বভ্রুবাহনের জয়লাভ, অর্জ্জুনের পুনর্জ্জীবন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তি, কিছুতেই আমার সুখোদয় হইবে না। (৫৬) অতঃপর উপস্থিত বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তোমরা উভয়েই তাহা চিন্তা কর। আমি অনেক বিবেচনা করিয়াই

হিতার্থ রাজা শেষকে মণি দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। (৫৭) দুর্বুদ্ধি কহিল, তাত! শোক ত্যাগ করুন। আমি আপনার পুত্র বিদ্যমান থাকিতে, পুণ্যের কথাও কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না। দুর্বুদ্ধি বলিল রাজা যুধিষ্ঠির কিরূপে যজ্ঞ সমাপনে সমর্থ হয়েন, আমরা দেখিব? (৫৮) আমার অনুজ দুঃস্বভাব ও আমি আমরা উভয়েই পরের অভ্যুদয় বিনাশ জন্য আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যখন আপনার সহবাসে রহিয়াছি, তখন কি জন্য আপনি শোক করিতেছেন? (৫৯) আমি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া যাহাদের গৃহে অবস্থিতি করি, তাহাদের নরকলাভ ও অধর্ম্মবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (৬০) অতএব রাজা অর্জ্জুনের জীবনদান জন্য যেস্থানে গমন করিতেছেন, আপনিও তথায় গমন করুন। (৬১) আমি পার্থের ছিন্নমস্তক হরণার্থ আপনাদের অগ্রেই গমন করিব এবং ঐ মস্তক হরণ করিয়া ঘোর বিজন অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিব। মস্তক নিক্ষিপ্ত হইলে, অর্জ্জুন আর কিরূপে জীবিত হইবে। (৬২) এই বলিয়াই সে স্বীয় অনুজ দুঃস্বভাবের সহিত সংমিলিত হইয়া অর্জ্জুনের কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক হরণ করিবার জন্য প্রস্থান করিল। (৬৩) এবং ঐ মস্তক হরণ করিয়া মহর্ষি বকদাল্‌ভের অধিষ্ঠিত অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ আকাশ পথে অবস্থান করিল। (৬৪) এদিকে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী প্রিয়তমের মস্তক দেখিতে না পাইয়া, বারংবার হায় কি হইল! হায় কি হইল! অর্জ্জুন হত হইলেন! হায় কোন্ ব্যক্তি তাঁহার মনোহর হরিজল্পক মস্তক হরণ করিল! এই কথা বলিতে লাগিলেন। (৬৫।৬৬)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুনের ঐ ধর্ম্মপত্নীদ্বয় তদীয় পদাস্তিকে পতিত হইলে, রণমধ্যে কলকল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবল বভ্রুবাহন সৈন্যগণ সহায়ে শত্রুকুল প্রশমিত করিয়া হর্ষভরে রাজা শেষনাগ সমভিব্যাহারে স্বকীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। (৬৭।৬৮) অনন্তর তিনি মণিগ্রহণ-পূর্ব্বক রণ মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ শব্দ শুনিতে পাইলেন। (৬৯) অনন্তর জননীরা ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন এবং পার্থের মস্তক অপহৃত হইয়াছে দর্শন করিয়া তিনি মৃতের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। (৭০) রাজন্! যেদিন অর্জ্জুন যুদ্ধে পতিত হইলেন, দেবী কুন্তী সেই নিশামুখে স্বপ্ন দেখেন, ও ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা বর্ণন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম, ধনঞ্জয় তৈল ব্যাপীতে মগ্ন হইয়াছেন, এবং গর্দ্দভে আরোহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার দেহ জবাপুষ্পে অলঙ্কৃত ও গোময়ে অনুলিপ্ত। কৃষ্ণ! ত্বদীয় সখা অর্জ্জুন নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার স্পষ্টই জ্ঞান হইতেছে। হায়, এতদিনে সুভদ্রার কঙ্কণভ্রষ্ট হইল ভাবিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। (৭১-৭৪) ভগবান গোবিন্দ দেবীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড়কে স্মরণ করিলেন। গরুড় সমাগত হইলে, তাহার পৃষ্ঠে স্বয়ং আরোহণ এবং কুন্তী, ভীম, যশোদা ও দেবকী ইহাঁদিগকেও অধিরূঢ় করিয়া যেখানে অর্জ্জুন অথায় সমাগত হইলেন। (৭৫।৭৬) দেখিলেন, অযুত স্তম্ভ শোভিত, সহস্র সহস্র রত্নময় প্রদীপে সমুদ্ভাসিত এবং রাশি রাশি কিরীট, কটক, চন্দনচর্চ্চিত বাহু ও রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত হইয়া ভয়ঙ্কর রণমধ্যে অর্জ্জুন সহস্র সহস্র ললনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পতিত রহিয়াছেন। (৭৭) তদ্দর্শনে কহিতে লাগিলেন, নারীগণের বদনচন্দ্রের সম্পর্কে মদীয় অর্জ্জুনের মুখপদ্মম্লান হইয়া গিয়াছে। হায়, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন কোথায়! তিনি বারংবার এইরূপে পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ভীম তাহাকে কহিলেন, অধুনা কৃষ্ণ সূর্য্যের উদয়ে মদীয় ভ্রাতার মুখপঙ্কজ বিকসিত হইয়া উঠিবে। (৭৮-৮০)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব ভীম ও কুন্তী প্রভৃতির সহিত গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কহিতে লাগিলেন, অয়ি ধনঞ্জয়! কি হইয়াছে? কোন ব্যক্তি তোমাকে এরূপ বেশে ধরাতলে শয়ন করাইল? উঠ, উঠ, জননী কুন্তী, দেবকী, যশোদা, ও ভীম তোমাকে দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। (৮১।৮২) বাসুদেব এই প্রকার কহিলে, ভীম তাঁহাকে বলিলেন, গোবিন্দ! তুমিও পতিত ব্যক্তিকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছ? ভাস্করদেবেরও কি অন্ধকারে ভয় হইয়া থাকে? (৮৩) হায়! কোন্ ব্যক্তি আমাদের অশ্ব গ্রহণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কোথায় গমন করিল! আমি আসিয়াছি সে অবগত হউক। (৮৪) পার্থ সদৃশ কোন্ বীর ঐ পার্থের সান্নিধ্যে পতিত রহিয়াছেন? এই বীরকে কর্ণনন্দন বৃষকেতু বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। (৮৫)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাবল বীর বভ্রুবাহন চেতনা লাভ করিয়া জননীদ্বয়ের সহিত ভগবান্ জনার্দ্দন, কুন্তী, যশোদা, দেবকী ও ভীম ইহাদিগকে অবলোকন করিলেন। (৮৬) অনন্তর প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, ইহাঁরা তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলে, বভ্রুবাহন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভীমকে কহিলেন, তাত! পাপাত্মা পুত্র আমি পিতৃদেব অর্জ্জুনকে নিধন করিয়াছি এবং তদীয় সৈন্য সহিত কর্ণপুত্রও এই পাপাত্মারই হস্তে পতিত হইয়াছেন। এইরূপে আমি গুরুতর পাপ করিয়াছি, আমাকে গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলুন। (৮৭।৮৮) আমি নিজের প্রাণ বিনাশ জন্যই ঈদৃশ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, শেষপ্রমুখ ভুজঙ্গমগণ সঞ্জীবক মণি সমভিব্যাহারে লইয়া সমাগত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই কোন্ দুষ্টাশয় পিতৃদেবের মস্তক হরণ করিয়া লইয়াছে (৮৯।৯০) গোবিন্দ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি, আমাকে অনুগ্রহ করুন। আর বিলম্ব না করিয়া সুদর্শন চক্র প্রয়োগে মদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলুন। (৯১) মধুসূদন! পূর্ব্বে যেমন রাহুর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমারও তেমনি বিধান করুন, আপনিই আমার অবলম্বন। (৯২) আমি যখন আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি, তখন পিতৃহন্তা হইলেও আমি মুক্তিলাভ করিয়া দেবলোকে পতিত হইব, কেহই আমায় পীড়া প্রদানে সমর্থ হইবে না। (৯৩) তুমি মৃত্যুঞ্জয় তোমার শরণে লোকের মৃত্যুভয় থাকেনা সুতরাং তদীয় সমাগমে কখনই আমার মৃত্যু বা নরকপাত হইবে না; কিন্তু এক্ষণে মৃত্যুই আমার পরম প্রিয় এবং জীবন ধারন নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছে। (৯৪) আমি দুরাচার ভবদীয় বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব নিধন করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব আমাকে শিবশূলে ক্ষেপন করুন। (৯৫) ঐ দেখুন, দেবী কুন্তী আমাকে আশীর্ব্বাদ বা সম্ভাষণ করিতেছেন না; ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও বিড়ম্বনা কি আছে। (৯৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বভ্রুবিলাপনামক চত্বারিংশ অধ্যায়।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, দেবী কুন্তী নাগরাজদুহিতা উলূপীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি নাগরাজের দুহিতা। তুমি বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রের ঈদৃশী দশা সংঘটিত হইল। হা বৎস! আমি কি তোমাকে এই জন্যই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। (১।২)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর হা অৰ্জ্জুন! তুমি সর্ব্বসমক্ষে পতিত হইলে! সকলে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, (৩) তখন নাগরাজ শেষ জনার্দ্দনকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনি কি দেখিতেছেন? ধৰ্ম্মরাজের নিখিল কুল যে রসাতলে মগ্ন হইল! (৪) আপনার অনুগ্রহে সুধাও ত দুর্লভ হয় না। মহাত্মা পাণ্ডবের বংশ একে মগ্ন হইয়াছে, তাহাতে আবার তাহাকে মগ্ন করিতেছেন কেন? (৫) কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে অৰ্জ্জুনের মস্তক লইয়া গেল, দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর যাহা করা বিধেয়, তাহা করুন। (৬) বাসুদেব কহিলেন; তোমরা সকলে আমার মন্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ কর। যদি আমি পৃথিবীতে নিয়ত অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সুকৃত বলে এখনই অৰ্জ্জুনের মস্তক সমাগত হউক এবং যাহারা সেই মস্তক লইয়া গিয়াছে, তাহারাও আমার আজ্ঞায় ছিন্ন শিরে পতিত হউক। (৭।৮)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব এই প্রকার আজ্ঞা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট মহাবিষ সর্প বিনষ্ট এবং অৰ্জ্জুনের মস্তক মণিপুরে সমাগত হইল। (৯) তখন স্বয়ং প্রভু ভগবান্ জনার্দ্দন রাজা শেষের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাদৃশ ব্যক্তির শিবের আজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নহে। (১০) অতএব অৰ্জ্জুন শঙ্করের প্রসাদে মণিসহায়ে পুনৰ্জ্জীবিত হইয়া উত্থান করুন। আমি ইঁহার হৃদয়ে মণি যোজনা করিলাম। (১১) প্রথমে কর্ণপুত্র বৃষকেতুর, পরে অৰ্জ্জুনের হৃদয়ে মণি ধারণ করিব। বৃষকেতু! উত্থান কর, তোমার হৃদয়ে মণি যোজনা করিলাম। (১২)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ এই কথা কহিয়া হৃদয়ে মণি ধারণ করিবামাত্র, বৃষকেতুর ছিন্নমস্তক তৎক্ষণাৎ দেহে আসিয়া সংলগ্ন হইল। (১৩) তিনি বারংবার কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বভ্রুবাহনকে পূর্ব্ববৎ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া সমুত্থিত হইলেন এবং নিরতিশয় আহ্লাদসহকারে বাসুদেবকে নমস্কার করিলেন। (১৪) বৃষকেতু উত্থিত হইলে, মায়াবলে তিরস্কৃতভাব দেহী যেমন নির্ব্বিকার আত্মার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেবের প্রভাবে অৰ্জ্জুনও ছিন্নশির লাভ করিয়া পুনরায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। সমবেত স্ত্রী ও পন্নগগণ দেখিল, অৰ্জ্জুন ভগবানের বাহুতে প্রসুপ্ত হইয়াছেন। (১৫।১৬) এতদ্দর্শনে আকাশবিহারী অমরেরা পুষ্পবৃষ্টি সহকারে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় সৈনিকগণ অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণ ও পার্থপ্রমুখ প্রভুগণের সবিশেষ পূজাবিধান সমাধান করিল। (১৭) বীরবর বৃষকেতু সকলকে হর্ষভরে নমস্কারাদি করিয়া পুত্রদর্শনে পরম হর্ষাবিষ্ট ভীম ও কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। (১৮) প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ সকলে পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন এবং সকলে বাসুদেবের অনুগমনপুরঃসর বভ্রুবাহনের পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (১৯) পুরবাসী সুজন ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিল এবং বিবিধ হাবভাবশালিনী রমণিগণ নৃত্য করিতে লাগিল। (২০) তাঁহারা পুরমধ্যে কুবেরের ন্যায় সম্পত্তিশালী অনেক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া সুখী হইলেন, এবং গদা, অশ্ব, রথ, পতাকা ও ধ্বজমণ্ডিত কুবেরকে নগরপ্রান্তে নিরীক্ষণ করিয়া, নিরতিশয় বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিলেন। (২১।২২) অনন্তর উলূপী ধনঞ্জয়কে কৃষ্ণের সহিত বভ্রুবাহনের সভায় স্থাপন করিয়া সবিনয় বাক্যে কহিলেন, নাথ! আমাকে কৃপা কর। (২৩) পুত্রহস্তে তোমার পরাজয় ও সৈন্যক্ষয় হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকে সর্ব্বত্র জয় ও একমাত্র পুত্রের নিকট পরাজয়প্রার্থী হইয়া থাকে। (২৪) ধনঞ্জয়! গঙ্গার শাপে তোমার পতন ও পুনরায় কৃষ্ণের প্রসাদে জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে পুত্রের বৈভব অবলোকন ও চিত্রাঙ্গদার সহিত তাহার পরিপালন ও সংবর্দ্ধন কর। (২৫) মহাভাগ! বভ্রুবাহন

লজ্জিত হইয়াছেন। ইনি তোমার পুত্র ইহার উপার্জ্জিত নিখিল রাজ্য তুমি গ্রহণ কর। (২৬) হে মহাবুদ্ধি বাসুদেব! তুমি ধনঞ্জয়ের প্রবোধ সম্পাদন এবং কুন্তীর সহিত পুত্র ও পৌত্রের সমাগম বিধান কর। (২৭) দেবকী, ভীমসেন ও যশোদা, ইহাঁদেরও সহিত ঐরূপ মিলন বিধান করিয়া দাও। (২৮) ঐ দেখ, বীর বভ্রুবাহন পিতৃবধপ্রযুক্ত পাপমলিন নিজদেহ বিসর্জ্জনে সমুৎসুক হইয়া অধোমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। (২৯)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাযশা বভ্রুবাহন কৃষ্ণের সহিত পিতৃদেব অর্জ্জুনকে নিজাসনে স্থাপন করিয়া কহিলেন, আমি হিমালয়ে গমন করিয়া তথায় এই দেহভার বিসর্জ্জন করিব। নতুবা কোনও মতেই আমার কলেবর হইতে পিতৃবৈরতাজনিত ঘোরতর পাতক কখনই নিষ্কাশিত হইবে না। আমি যারপরনাই ম্রিয়মান হইয়াছি। (৩০।৩১) সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মপ্রবৃত্ত কৃষ্ণভক্ত গুরুর নিধনপ্রযুক্ত আমার অতিমাত্র অসুখ জন্মিয়াছে; আমি কলেবর পরিহার করিব। (৩২) ভীমসেন কহিলেন, বীর! পিতৃবধ করিয়া তোমার শরীরে যে পাতক সঞ্চয় হইয়াছে, দেবকীনন্দন বাসুদেব সমীপে থাকিতে তাহা কখনই স্থায়ী হইবে না। (৩৩) দেখ, আমরা পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম, গুরুদেব দ্রোণ ও ভ্রাতা কর্ণ, ইহাঁদিগকে নিধন করিয়াও একমাত্র কৃষ্ণের দর্শনজন্য পতিত হই নাই। (৩৪) আরও দেখ, বাসুদেবের সান্নিধ্য ও সাক্ষাৎকারমাত্রেই যখন তোমার পিতার পুনর্জ্জীবন ও সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আর শোকের বিষয় কি? (৩৫) এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজের অশ্ব রক্ষা কর। বৎস! কৃষ্ণের সমক্ষে তোমার পাপকর্ম্মের আবার গণনা কি? (৩৬) দেখ, আমরা পাচজনেই গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়া, ইহাঁর প্রভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছি; কলিযুগ উপস্থিত হইলে এই কৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রেই মহাপাতকীরাও উদ্ধার পাইবে। (৩৭) যে সকল পুরুষ সদ্ভাবসহকারে এই অপরিসীম তেজঃশালী বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে, তাহাদের আবার দুঃখ, দৈন্য, পাপ, তাপ এবং ব্যাকুলতাই বা কি? (৩৮)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ জনার্দ্দন সকলের বৈর ও শোক নির্হরণ করিলে; তাঁহারা প্রমোদিত ও পরিতুষ্ট হইয়া মণিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। (৩৯) বিবিধ বাদ্যোদ্যম ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মণিপুর নগরী মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল এবং ব্যক্তিমাত্রেই এই পিতাপুত্রের যুদ্ধঘটনায় বিস্ময়লাভ করিল। শেষপ্রমুখ সমাগত লোকমাত্রেই বাসুদেব ও বৃষকেতুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (৪০) অনন্তর পঞ্চম দিন উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ তুরঙ্গম মোচন করিলেন। এদিকে কুন্তী বধূগণের সহিত পৌত্রের মন্দিরে বিবিধ আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন। গায়কেরা গান ও নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল। (৪১) রাজন্! ভগবান্ মাধব আহ্লাদিত ও ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুত্রের সহিত অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! ত্বদীয় পুত্রের সান্নিধ্যে আমরা পরম সুখে পাঁচদিন যাপন করিলাম এক্ষণে ভীমসেন, কুন্তী, যশোদা, উলূপী, ইহাঁরা মিলিত হইয়া ধর্ম্মরাজের রাজধানীতে প্রস্থান করুন। চিত্রাঙ্গদাও বিবিধ বিধানে রত্ন গ্রহণ করিয়া ইহাঁদের সমভিব্যাহারিণী হউন। ইহাঁরা গিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করুন, ইহাই আমার অভিপ্রায়। (৪২-৪৪) আমি অবর্ত্তমানে রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত চিন্তাযুক্ত আছেন। তুমি, বভ্রুবাহন, বৃষকেতু, হংসধ্বজ ও অন্যান্য বীরগণ এবং আমি, আমরা সকলেই অশ্বের রক্ষা করিব। (৪৫)

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ বাসুদেব এই প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ধন ও স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ভীমসেনকে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রক্ষার্থ তথায় অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন। (৪৬) অনন্তর শেষ প্রভৃতি নাগগণ সকলে তদীয় অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বভ্রুবাহনকর্তৃক পূজিত হইয়া পাতালপুরে প্রস্থান করিলেন। (৪৭) যে ব্যক্তি বাসুদেবের এই পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত পাতক বিদূরিত হয়, সন্দেহ নাই। (৪৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত দ্বিতীয় বভ্রুবাহন বিজয় নামক চত্বারিংশ অধ্যায়।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, বাসুদেব ও বীরগণে পরিবৃত হইয়া সব্যসাচী কিরূপে অশ্বের রক্ষা করিলেন? আপনার প্রমুখাৎ সে সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার অতিমাত্র কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনার কথা সকল অতিমাত্র সুখজনক। বিশেষতঃ বাসুদেবের কথামৃত পান করিলে চরমে নির্বৃত্তি সম্পন্ন হয়। (১।২) চন্দ্রকিরণ অথবা চন্দ্রকিরণের সহিত মলয় সমীরণ অথবা ঐ উভয়ের সহিত বিকশিত সুগন্ধি কুসুম-স্তবক, এ সকল কি বাস্তবিক শরীর শীতল করিতে পারে? কখনই না। একমাত্র হরি-চরিতরূপ পীযূষ পান করিলেই আত্মা চিরদিনের জন্য শীতল ও সুখী হইয়া থাকে। (৩।৪) ভীমসেন হস্তিনায় প্রস্থান করিলে যশোদাজীবন জনার্দ্দন যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। যাহারা জগৎপতি জনার্দ্দনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন না করে, তাহাদের মুখ অতি জঘন্য কীটপূর্ণ গর্ত্তমাত্র। তৎপরে অশ্ব কোন্ কোন্ রাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়াছিল, কৃপাপূর্ব্বক বলুন। (৫।৬)

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সহিত মহাবল বীরগণ নগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে ঐ তুরঙ্গম গমনসময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইল। (৭) তিনি পিতৃদেব বাহধ্বজকর্তৃক রত্নগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব তদীয় অশ্বের নিকট গমন ও তাহার বদন আঘ্রাণপূর্ব্বক ধ্বস্তকর্ণ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত ও ক্রোধভরে দশন দ্বারা তাহার প্রোথস্থিত মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিল। (৮।৯) তাম্রধ্বজের অশ্বও তাহার বক্ষস্থলে পদদ্বয়ের আঘাত করিল। অনন্তর উভয় অশ্ব পরস্পরের স্কন্ধ কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইল। (১০) তাম্রধ্বজ স্বীয় সেনানী বহুলধ্বজকে আদেশ করিলেন, এই যজ্ঞীয় অশ্ব কাহার, ভালস্থ পত্র মোচন করিয়া পাঠ কর। (১১) বহুলধ্বজ অশ্বকে ধারণ ও তাহার ললাটের পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ নিবেদন করিল। (১২) তাম্রধ্বজ সেনাপতির বাক্য শ্রবণে কোপপূরিত হইয়া নির্ভয়ে বীরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন, বাসু-দেব, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, অনুশাল্ব, বৃষকেতু ও অন্যান্য বীরগণে রক্ষিত অশ্বকে গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় সর্ব্বরত্নসম্পন্ন সেনাকে সমুৎসাহিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মদীয় পিতা বার্হধ্বজ যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া, সনাতন যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুন-রায় অষ্টমযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই অষ্ট অশ্ব সহায়ে সেই অষ্টম যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। তোমরা সকলে অশ্বের সম্মুখে অবস্থিতি কর। (১৩-১৬) বহুলধ্বজ কহিল, মহাভাগ! আপনার সুবিপুল সৈন্যে অর্জ্জুনের ক্ষুদ্রবাহিনী আচ্ছন্ন ও লোকলোচনের অগোচর হই-য়াছে। কিন্তু বভ্রুবাহন স্বভাবতঃ সাতিশয় বীর ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। ইনি যে অসি যুদ্ধ করেন,

তাহার তুলনা হয় না। (১৭।১৮) সেই যুদ্ধে অনেকে হত, আহত, পতিত ও পলায়িত হইয়াছিল। এক্ষণে এই উপস্থিত যুদ্ধ যে কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না। (১৯) বভ্রুবাহন যদিও আপনার পিতৃদেব বার্হধ্বজকে প্রতিদিন মুক্তাভার করস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে তদীয় রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা জানেন কিনা তাহাই সন্দেহ! (২০) তাম্রধ্বজ কহিলেন, আমার সমক্ষে অন্যান্য বীরগণের কোনরূপ গণনাই হয় না। ইহাদের মধ্যে বভ্রুবাহন ও বৃষকেতু, এই দুই জনেই বীর ও সংগ্রাম-সহিষ্ণু। (২১) নারদের মুখে ইহাদের বল, পৌরুষ ও পরাক্রম শ্রবণ করিয়াছি। দেবর্ষি কহিয়াছেন যে, অর্জ্জুন ও মাধব সাক্ষাৎ নর ও নারায়ণ, কিন্তু প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, ইহাঁরা তিনজনেই কৃষ্ণের সমান বীরত্বসম্পন্ন। (২২) ইহাঁদের সহিত আমি যুদ্ধ করিব। এক্ষণে তুমি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ বিন্যাসপূর্ব্বক সৈন্যদিগকে যথাযথ সন্নিবিষ্ট কর। (২৩) ঐ দেখ, জনার্দ্দন স্বয়ং পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছেন, এবং রথিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া অশ্বের জন্য সমাগত হইতেছে। (২৪)

জৈমিনি কহিলেন, তাম্রধ্বজ এই প্রকার বাগ্‌বিন্যাস পুরঃসর ধৈর্য্য ও বীর্য্যসহকারে দৃঢ়সংকল্প হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিল, বাসুদেব তাহাকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন! অবলোকন কর, বার্হধ্বজের পুত্র এই তাম্রধ্বজ স্বীয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে ত্বদীয় তুরঙ্গম ধৃত করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়া বীরদিগকে নিঃশেষ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। (২৫।২৬) এই বীর নিতান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ, তথাপি হরি যেরূপ শঙ্খের নিকট হইতে বেদ প্রত্যাহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহাবীরের হস্ত হইতে অশ্ব মোচন করিতে হইবে। (২৭) বভ্রুবাহনের পরিপালিত প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যে সকল বীর আছে, তাহারা সকলে ইহার সহিত যুদ্ধ করুক। পার্থ! তুমি আমার সহিত রণভূমি ত্যাগ করিয়া, আগমন কর। (২৮) ইহার পিতা বার্হধ্বজ নর্ম্মদাতটে যজ্ঞসূত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন ও শূর, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে। (২৯) আমি গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। (৩০) আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি, তাম্রধ্বজের সৈন্যস্থিত এই বীরগণ সকলেই কালরূপ। অতএব আমি দারুক কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্বীয়রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিব। (৩১) দেখ, তুমি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার যুদ্ধ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে যে, অন্য সমুদায় বীরই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (৩২)

জৈমিনি কহিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ কেশব এতাবৎ বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর স্বীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক গৃধ্রব্যূহের সহিত তুরঙ্গের প্রতি যাত্রা করিলেন। (৩৩) রাজা স্বয়ং গৃধ্রের মুখে, অনুশাল্ব গ্রীবায়, যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের নেত্রে, হংসধ্বজ ও সাত্যকি উভয়ে দুই বাহুতে ও যৌবনাশ্ব মেঘবর্ণ পদদ্বয়ে, বহুবীর বেষ্টিত অর্জ্জুন হৃদয়ে এবং বভ্রুবাহন ও বৃষকেতু চঞ্চুযুগলে সংস্থিত হইলেন। (৩৪।৩৫) তাম্রধ্বজ ঐ সকল বহুসংখ্য বীর ও বহু নরপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে জনার্দ্দনকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হৃষিকেশ! আমি মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের অশ্বগ্রহণ করিয়াছি, (৩৬) কিন্তু তুমি যদি সেই অশ্ব মোচনার্থ স্বয়ং আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। (৩৭) হে বিভো! আমার অশ্ব ঐ গমন করিতেছে। কি জন্য তাহাকে ধারণ করিতেছ না? হে দেবকীনন্দন! তোমা বিনা আর কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার সহিত মহারঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। (৩৮) আমি যখন সাক্ষাৎ তোমাকে সংগ্রামে

দর্শন করিয়াছি, তখন কিছুতেই আমার ভয় নাই। অতএব তুমি সুদর্শন, শার্দ্দ ও অন্যান্য অস্ত্র সকল যথেচ্ছা প্রয়োগ কর, আমি অকুতোভয়ে তাহা নিবারণ করিব। (৩৯।৪০) তোমার বলাবল এবং প্রভাব আমার অবিদিত নাই। অতএব তুমি যতই কেন তর্জ্জন কর না, আমি ভীত হইব না। (৪১) মাধব! তুমি স্বীয় সখা অর্জ্জুনের পক্ষে অস্ত্র ধারণে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছ না? আশ্চর্য্য (৪২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কৃষ্ণ ও তাম্রধ্বজ বাক্য নামক একচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহাবল তাম্রধ্বজ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরজালে অর্জ্জুনের সৈন্য সকল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ততি শরে পার্থকে, তিনশরে কৃষ্ণকে, পাঁচ শরে দারুককে এবং চারি শরে চারি অশ্বকে, বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। (১।২) অনন্তর তিনি নয়বাণে সাত্যকিকে, আটবাণে কৃতবর্ম্মাকে, সহস্রবাণে প্রদ্যুম্নকে এবং অযুতবাণে অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন। (৩) মহাবল অনিরুদ্ধ তাম্রধ্বজকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তাম্রধ্বজ! তুমি যুদ্ধে ধৈর্য্যসহ অবস্থিতি করিয়া আমার পৌরুষ পর্য্যবেক্ষণ কর এবং এই আমি প্রহার করিতেছি, সহ্য কর। না হয় অশ্ব মোচন কর। রে মূঢ়! অদ্য আমার সম্মুখে যুদ্ধে কে তোমাকে রক্ষা করিবে। (৪) তাম্রধ্বজ কহিলেন, পুষ্প যাহার বাণ, সেই কাম হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি বাণকন্যার পতি। যুদ্ধে কি প্রহার করিবে? (৫) পূর্ব্বে কন্যাস্নেহবশতঃ বাণ তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মহাযুদ্ধে সেরূপ কার্য্য করিব না। (৬) অদ্য কৃষ্ণের সম্মুখে মহাশরসমূহে তোমাকে নিপাতিত করিব। আপনাকে এখন রক্ষা কর। তোমার মৃত্যু নিশ্চয়। (৭) অনিরুদ্ধ কহিলেন, আমি বাণ প্রয়োগ করিব, স্থির হইয়া থাক; বৃথা বাগ্জাল বিস্তারের প্রয়োজন নাই, পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বিষয় অনুমান দ্বারা বর্ণন করেন না। (৮)

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া অনিরুদ্ধ প্রলয়ানলসন্নিভ শর মোচন করিলেন; তাহাতে ধনুর্দ্ধারী তাম্রধ্বজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি নয় শরে যদুনন্দন অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন। (৯) অনিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণ মধ্যে ঐ সকল শর পাঁচখান করিয়া ফেলিলেন, এবং যুদ্ধে তাম্রধ্বজকে শর পরম্পরায় শিখিসন্নিভ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, পঞ্চবাণে সারথি, এবং অন্যান্য দারুণ বীরদিগকে তাঁহার সম্মুখেই সংহার করিলেন। (১০।১১) অনিরুদ্ধের বাণে বিদীর্ণ হইয়া সৈনিকগণ সকলেই চিত্রাঙ্গ রণ মধ্যে লক্ষিত হইতে লাগিল। (১২) তিনি বীরগণের বাহু, অঙ্গুলি, নখ, মণিবন্ধ, হস্তদন্ত, বক্ষঃস্থল, অস্থি, কটিদেশ, মাংসল, মস্তক, নেত্র ও পদ রাশি রাশি ছেদন ও পৃথক করিয়া ফেলিলেন। (১৩) এই ব্যাপার অবলীলাক্রমেই সম্পাদন করিলেন। এইরূপে তদীয় প্রভাবে তাম্রধ্বজের সৈনিক সমস্ত পরমাণুবৎ হইলে, প্রবল সমীরণ তাহার রজোরাশি সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। (১৪) হে মহীপতে! তৎকালে বায়ু অনিরুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া এই কার্য্য সমাধান করিলেন। অনিরুদ্ধ চতুর্ব্বিধ সৈন্য সংহার করিয়া, বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। (১৫) এই বলশালী বীর কৃষ্ণের পৌত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তাম্রধ্বজের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিপাতিত করিয়া তিনি শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অন্য মহাসৈন্য সংহার করিলেন। (১৬) সেই সকল কার্ম্মুকধারী

সৈনিকপুরুষ অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় তদীয় শরানলে দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি রথ সকল তিল তিল করিলেন এবং গজ সকল তাহার ভয়ে বনমধ্যে পলায়মান হইল। তাঁহার বাণে অশ্ব সকল নিহত এবং অশ্ববীর সকল বিদলীকৃত হইল। (১৭।১৮) মহাবাহু তাম্রধ্বজও সুশাণিত শর সমূহ সন্ধানপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ ও বিরথ করিলেন। অনিরুদ্ধ ভগ্নরথ ত্যাগ করিয়া, কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তাম্রধ্বজকে বহুসংখ্য বাণে বিদ্ধ ও ক্রোধভরে রথহীন করিলেন। এইরূপে উভয়ের রথ ভগ্ন হওয়াতে. উভয়ে ধরাতল আশ্রয় করিয়া দুই সিংহের ন্যায় মহাক্রোধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (১৯।২০) অনন্তর তাম্রধ্বজ অনিরুদ্ধকে মূর্চ্ছিত করিয়া, সম্মুখে সমাগত বীর্য্যশালী পাণ্ডবপক্ষীয় যোধদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। (২১) তিনি প্রদ্যুম্নকে পঞ্চবাণ বিদ্ধ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, তুমি সুযোদ্ধা অনঙ্গ, কিন্তু আমি তোমাকে পরাজয় করিলাম, তথাপি গোবিন্দ কিজন্য যুদ্ধ করিতেছেন না? যাহাহউক, তিনি আসুন আর যান্, আমার কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। (২২।২৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর পরম যশস্বী মহাবাহু কর্ণাত্মজ বৃষকেতু সংগ্রামে সমাগত হইয়া, শাণিতধার পাঁচ বাণে তাম্রধ্বজের রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তাম্রধ্বজ অন্যরথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে না আসিতেই তৎক্ষণ মধ্যে সেই দ্বিতীয় রথও চূর্ণীকৃত করিলেন। (২৪।২৫) এইরূপে তাম্রধ্বজ যে যে রথ যোজনা করেন, বৃষকেতু অবলীলায় সেই সেই রথই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন শত রথ নিপাতিত হইল। (২৬) অনন্তর তাম্রধ্বজ অন্য রথে আরোহণ করিয়া ব্যাধিগণ যেমন দেহকে, তেমনি বৃষকেতুকে মূর্চ্ছিত ও পাতিত করিলেন। (২৭) অনন্তর তিনি অনুশাল্বকে বাণবিদ্ধ ও পৌরুষবর্জ্জিত করিয়া শরসমূহ প্রহারপূর্ব্বক যৌবনাশ্বকে রথ হইতে ভূমিতল প্রদর্শন করিলেন। (২৮) পরে সাত শরে সাত্যকির অশ্ব সকল সংহার করিয়া, ঘোরতর শঙ্খধ্বনি-সহকারে বীরনাদে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৯) অনন্তর দুই শরে কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত ও নিপাতিত করিয়া তিনি সকলের বিস্ময় সমুৎপাদন করিলেন। ঐ সকল পুরুষ তদীয় শরে ভূপতিত হইয়া গগনবিচ্যুত ক্ষীণপুণ্য জনসমূহের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। (৩০) বভ্রুবাহন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যুদ্ধ করিবে! ভাল, ক্ষণকাল আমার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থান কর। (৩১) তুমি এই যে পাঁচ বাণ মোচন করিলে, এ সমস্ত মুক্তামালার ন্যায় সর্ব্বথা আমার সুখপ্রদ। (৩২)

জৈমিনি কহিলেন, বভ্রুবাহন এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, একবারে সাত শরে তাম্রধ্বজের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, (৩৩) কিন্তু তাম্রধ্বজ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সুশাণিত শরপ্রয়োগপুরঃসর বভ্রুবাহনের রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত চূর্ণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে ভূতলে পাতিত ও খিলিকৃত করিলেন। (৩৪) পতন সময়ে তদীয় শরীর হইতে ভূষণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গগণ পরিভ্রষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। (৩৫) তাদৃশমহাবীর বভ্রুবাহনকে খিলীকৃত করিয়া বীরবর তাম্রধ্বজের রোষানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। (৩৬) তখন তিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া সবেগে ভগবান জনার্দ্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন বীরগণ, সংহার-ভৈরবের ন্যায় তদীয় উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে সাতিশয় ভীত ও বিত্রাসিত হইয়া, নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। সৈনিকগণ ও বাহন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। (৩৭।৩৮) মহারাজ হংসধ্বজ তদীয় শরে সমাকীর্ণ হইয়া পতিত ছিলেন, সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান্ হইল। হে বিশাম্পতে! যোধগণ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সরোবর মধ্যে মীন সমূহের ন্যায় লীন হইতে লাগিল। শর-জালে মোহিত হইয়া তাহাদের আত্ম জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। (৩৯।৪০) তাহারা পরস্পর বলিতে

লাগিল, অর্জ্জুন অশ্ব লইয়া কি করিবেন? এই তাম্রধ্বজের হস্তে আমাদের সকলকে সংহার করিয়া, তাঁহার কি পুণ্য সঞ্চয় হইবে, যদ্দারা তিনি পূত হইতে পারিবেন? তাহারা এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় তাহাদের সকলকে সান্ত্বনা করিলেন। (৫২।৫৩)

ইতি অশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত তাম্রধ্বজ বিজয় নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন তাম্রধ্বজকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি ক্রোধভরে বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, তাম্রধ্বজ রথ হইতে পতিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই অন্য রথে আরোহণ করিয়া শরজালে অর্জ্জুনকে অচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনও সুশাণিত শরপরম্পরায় তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া স্বকীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতেই তাম্রধ্বজের রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১-৩) তাম্রধ্বজ রোষভরে অন্য রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের অশ্বসকলকে সংহার করত কহিতে লাগিলেন, আমি তোমার অশ্ব সকল নিহত ও সারথিকেও এই রথ হইতে পাতিত করিলাম; তুমি আর কোথা যাইবে? এক্ষণে তোমাকে যজ্ঞীয় অশ্বের সহিত স্বীয় পুরে লইয়া যাইব। (৪।৫) অর্জ্জুন এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ পুনরায় ছেদন করিলেন। তখন তিনি অন্য রথে আরোহণ করিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতেই নারাচাস্ত্রে ধনঞ্জয়কে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। (৬) অনন্তর মূর্চ্ছার অবসানে তাম্রধ্বজ শরজাল প্রয়োগ পার্থকে রথের সহিত দক্ষিণদিকে এক যোজন অন্তরে চালনা করিলেন এবং পুনর্বার মহাশর সমস্ত সন্ধান করিয়া চালিত ধনঞ্জয়কে পৌরুষ সহকারে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। (৭।৮) তখন ধনঞ্জয়ও জাতক্রোধ হইয়া শরত্রয় প্রহারে আপনার সমকক্ষ বীর তাম্রধ্বজকে সহসা গগণতলে প্রেরণ পূর্ব্বক সবেগে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং অন্য রথ ও সারথি প্রাপ্ত হইয়া তদীয় সেনাগণকে শমন সদনের অতিথি করিলেন। তদ্দর্শনে তাম্রধ্বজ বিচিত্রপুঙ্খ সায়কসমূহে পার্থকে আঘাত করিতে লাগিলেন। (৯-১১) তাঁহারা উভয়েই অস্ত্রবিৎ ও বিচিত্র মণ্ডল রচনায় দক্ষ, বীর স্ত্রীর অতিক্রত এবং উভয়েই বিশিষ্টরূপ বীর্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং দুই জনের কেহই সেই মহাযুদ্ধ পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন না। এই ব্যাপার একান্ত কৌতুক সমুৎপাদন করিল। (১২।১৩) অর্জ্জুন যেমন তাম্রধ্বজের তিন অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করিলেন, তাম্রধ্বজও তেমনি তাঁহার প্রযুত অক্ষৌহিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। (১৪) ফলতঃ তাঁহারা পরস্পর ক্রোধের পরবশ হইয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে কাহারও বিশ্রাম নাই, পরিহার নাই, পরাজয় নাই নিবৃত্তিও নাই; (১৫) ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে ধনঞ্জয় বলপূর্ব্বক সুচিত্রের কনকাবৃতধ্বজ, পতাকা, চক্রশোভিত, সমুদায় উপকরণ, চক্র, অশ্বসমূহ, সারথি ও চামর সহিত রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (১৬) সুচিত্র যে যে রথ যোজনা করেন, এইরূপে তিনি সেই সেই রথই ছেদন করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বিসপ্ত রথ ছেদন করিয়া পুনরায় অন্য রথ বিখণ্ডিত করিলেন। (১৭) তদীয় শরে রথ সকল ভগ্ন ও শরীর নিতান্ত পীড়িত হইলেও সুচিত্র স্বাভাবিক বীর

পৌরুষ পরিহার করিলেন না। (১৮) তাহার শরীর হইতে মাংসকণা সকল ছিন্ন ও পবনাহত হইয়া, কৃষ্ণের মস্তকে গিয়া পতিত ও অধিষ্ঠিত হইল। (১৯) তৎকালে উভয় বীরে এবংবিধ ত্রিলোকবিমোহন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ক্রমাগত সপ্তদিন হইতে লাগিল। তাঁহারা দিবারাত্র অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতেছেন দর্শন করিয়া অন্যান্য বীরগণ ও দেবগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (২০।২১) রাজন্! তাম্রধ্বজ সহসা ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া অর্জ্জুনের রথ গ্রহণপূর্ব্বক আমিষগ্রাহী শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, আকাশে উত্থান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, ধ্বজ ও পতাকার সহিত সেই রথ ভূতলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ গোবিন্দ স্বকীয় হস্তে উহা ধারণ করিলেন। (২২।২৩) তাম্রধ্বজ কহিলেন, আমি রথের সহিত এই অর্জ্জুনকে গগন হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে ধারণ করিলে ইহাতেই আমার চেষ্টা সার্থক হইল। (২৪) তাম্রধ্বজ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে গদাধর গোবিন্দ গদা দ্বারা তাঁহার মস্তকে ও চরণ দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। (২৫) তিনি ভিন্ন হৃদয় হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে পতিত হইলেন এবং পুনরায় স্বীয় রথে উত্থান করিয়া সায়কসমূহে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (২৬) কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমরা দুইজন একত্র মিলিত হইয়া যুদ্ধ না করিলে, এ ব্যক্তিকে জয় করিতে পারিব না তুমি অগ্রসর হও। ইহাকে কোনও মতেই ভয় করিও না। (২৭) ঐ দেখ, শর পরম্পরায় নিপীড়িত হইয়া সৈন্য সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বভ্রুবাহন প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণও পর্য্যুদস্ত ও পরাস্ত হইয়াছে। (২৮) তুমি গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত নারাচসমূহে সত্বর ইহাকে সংহার কর। আমিও শার্ঙ্গ ধনু লইয়া ইহার বিনিপাতে প্রবৃত্ত হই। (২৯) এই প্রকার কহিয়া গোবিন্দ স্বীয় কার্ম্মুক হইতে মহাশর সকল মোচন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সবলে ও সোৎসাহে তাম্রধ্বজকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩০) তাম্রধ্বজ তথাপি ভীত ও বিচলিত না হইয়া স্বীয় রথে অবস্থান পূর্ব্বক শরজালে কেশবকে আচ্ছন্ন করিলেন। (৩১) নর নারায়ণ উভয়েই তদীয় বাণে বিদ্ধ হইলেন এবং উভয়েরই শরাসন গুণ হীন হইয়া গেল। (৩২) তদ্দর্শনে তাম্রধ্বজ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া জনার্দ্দনকে কহিলেন, আমি জয় করি, বা স্বয়ং পরাজিত হই, তাহাতে আমার আর কোনও আক্ষেপ নাই। (৩৩) কেননা, অদ্য তোমাদের উভয়কে একত্রে বিদ্ধ করিয়া, আমার পৌরুষ সার্থক হইল। (৩৪) বাসুদেব এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের রথের সারথি হইলেন এবং কিঙ্কিণীমণ্ডিত বেগবান্ অশ্বদিগকে প্রেরণ করিলেন। (৩৫) অনন্তর তিনি রোষভরে লোহিতলোচন হইয়া রথে রথে সঙ্ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাম্রধ্বজের সারথিকে সবেগে তাড়না করিলেন। (৩৬) তাম্রধ্বজও তীক্ষ্ণ শরসমূহে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ছয় বাণে অর্জ্জুনকে ক্ষতবিক্ষত ও তদীয় ছত্র ছিন্ন এবং একবারে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। (৩৭) মুষলমুদ্গল অর্জ্জুন ও তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর নারাচসমূহে তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিলেন। (৩৮) অর্জ্জুন বারম্বার তাঁহার কলেবর শরাহত করিলেও উহা পুনঃ পুনঃ শস্ত্রসহ তাঁহার সমীপস্থ হইতে লাগিল। (৩৯) বাসুদেব তাঁহাকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। তিনি পাদপ্রহারে অভিহিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলেন। (৪০) অনন্তর পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক মত্তগজে আরোহণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এককালে বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং হস্ত অশ্বের সহিত ধনঞ্জয়ের রথ গ্রহণ করিয়া ঘূর্ণয়মান করিতে লাগিলেন। (৪১।৪২)

তৎকালে বভ্রুবাহন প্রমুখ বীরগণ মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে সমাগত পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকেই তিনি শরজালে ক্ষতবিক্ষত ও ভূপাতিত করিলেন। (৪৩) তাম্রকেতুকে এবম্প্রকার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে দেখিয়া বাসুদেব দিব্য সুদর্শন চক্র হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া রথ হইতে সবেগে প্রক্রত হইলেন। (৪৪) তদ্দর্শনে পৃথিবী কম্পিত, দেবগণ শঙ্কিত, সাগর সকল সংক্ষুভিত, দিবাকর বিচলিত, দিক্‌সকল ভ্রমিত, শেষপ্রমুখ পন্নগসমূহ কুণ্ডলিত, আকাশমণ্ডল অপ্রদীপিত ও পর্ব্বত সকল আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যেন প্রলয় সাক্ষাৎ কারে সমুপস্থিত হইল এবং নক্ষত্র সকল পতিত হইতে লাগিল। (৪৫। ৬) তাম্রকেতু ধ্বজ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাসুদেবের সম্মুখীন হইলেন। (৪৭) কেশব সুদর্শন দ্বারা ভূরি ভূরি শত্রু নিপাত করিলেন। তিনি ক্রোধভরে একবারে শত অক্ষৌহিণী সেনা নিহত করিয়া ফেলিলেন। (৪৮) তাম্রকেতুর অসামান্য বীরত্বে ত্রিলোক স্তম্ভিত হইল। দেবতারা শূন্যমার্গে থাকিয়াও সন্ত্রাসিত এবং তাম্রকেতুর বীরত্বে বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে তাম্রকেতুর বীরত্বের সুখ্যাতি দান করিলেন। (৪৯।৫০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত তাম্রধ্বজের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কোপ নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, তাম্রধ্বজ বিপক্ষ সৈন্যদিগকে নিপাতিত করিয়া হর্ষসহকারে রোষাবিষ্ট চক্রপাণি নারায়ণকে কহিতে লাগিল, আপনি আমার সেনা নিহত করিয়া কার্য্যসাধন করিলেন, অতএব আমি কিরূপে আপনার স্বরূপ এই সুদর্শন পরিত্যাগ করিব? (১।২) পিতা আমাকে যজ্ঞার্থ নিয়োজিত করিয়াছেন, আমি কি করিয়া তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড করিব? (৩) অতএব আপনি অপেক্ষা করুন, পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনের জন্য যুদ্ধে নিজ পুণ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বীয় শরীর তদর্থে নিয়োজিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব আমি অর্জ্জুন ও এই চক্রের সহিত আপনাকে ধৃত করিব। তাহা হইলেই আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে। (৪।৫) তাম্রধ্বজ এই প্রকার কহিয়া দক্ষিণ হস্তে শ্রীকৃষ্ণের চক্রধর হস্ত ধারণ করিলেন; এবং বামহস্তে সবেগে বাসুদেবের চরণ গ্রহণপূর্ব্বক পাদপদ্ম আপনার ললাটে স্থাপন করিয়া সতেজে অর্জ্জুনের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। (৬) তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া অর্জ্জুন ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করতঃ বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে একেবারে শত শর শরাসনে সন্ধিত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। (৭) হে জনমেজয়! মহাবল তাম্রধ্বজ অর্জ্জুনকে সবলে পদাঘাত করিয়া হর্ষভরে প্রসারিত ভুজযুগলে ধারণ করিলেন ও বাসুদেব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। (৮) পতন সময়ে অর্জ্জুন ও বাসুদেব উভয়কেই মোহাবিষ্ট করিয়া স্বয়ং পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিয়া অবলোকন করিলেন, দুই যজ্ঞীয় অশ্বই তাঁহার পুর প্রতিগমন করিতেছে। (৯) তদ্দর্শনে তিনি হতাবশিষ্ট বীরদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং কিয়ৎকাল মধ্যে পিতৃদেব ময়ূরধ্বজের নিকট সমাগত হইয়া সপত্নীক সমীপস্থ তদীয় রমণীয় রত্নমণ্ডপে অধিষ্ঠিত হইলেন। (১০।১১) ময়ূরধ্বজ উল্লিখিত দুই অশ্ব ও পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস! যজ্ঞীয় অশ্ব এক বৎসর অতীত না হইতেই পুনরায় প্রত্যাগত হইল কেন? এই দ্বিতীয় অশ্বই বা কাহার? (১২) পুত্র পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম পুরঃসর বিনয়ে

কহিলেন, তাত! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞার্থ এই অশ্ব মোচন করিয়াছেন। আমি দেখিলাম, ধনঞ্জয় সুধীর বীরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইহার রক্ষা করিতেছেন। (১৩।১৪) স্বয়ং নরপতি বভ্রুবাহনও উহার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই অশ্বোপলক্ষে যে যুদ্ধ হইয়াছে, আপনার প্রধান সেনাপতি এই বকুলধ্বজকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। (১৫) বকুলধ্বজ কহিলেন, রাজন্! আপনার এই মহাবল পুত্র প্রদ্যুম্নপ্রমুখ অনেক বীরকে প্রথমে পাতিত করিয়া, পরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। (১৬) তাঁহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উভয়কে গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে পাতিত করিলে, তাঁহারা দুই জনেই হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। (১৭) ঐ সময়ে এই দুই অশ্ব স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিনির্গত হইলে, তাম্রধ্বজ ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিজপুরে আগমন করিয়াছেন। (১৮) মূর্চ্ছার অবসানে কৃষ্ণার্জ্জুন কি করিবেন, জানি না। আমরা ত সকলেই অশ্বের সহিত নিরাপদে স্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। (১৯) ময়ূরধ্বজ কহিলেন, পুত্র! অতিশয় অকার্য্য করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছ। হায়, কি কষ্ট! অক্ষয় গ্রহণ করিতে হতভাগ্য আমি বঞ্চিত হইলাম। (২০) কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় বশীভূত হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, এই দুই অশ্ব পরিগ্রহ করিলে, আমার যজ্ঞ কখনই সম্পন্ন হইবে না, বোধ হইতেছে। (২১) পুত্র শত্রুরূপে আমাকে পীড়ন করিবার জন্যই গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। যুদ্ধ সময়ে অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ মধুসূদনকে যদি তুমি দেখিতে পাইয়াছিলে, তবে কি জন্য না লইয়া আসিলে? (২২) দুর্ভাগা রমণী যেমন কদাচিৎ দৈবযোগে স্বামী প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রায় নিশা যাপন করে, তুমি হরিকে ত্যাগ করিয়া, তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছ। (২৩) তুমি আমার কিছুমাত্র ইষ্টসাধন করিতে পারিলে না, বরং অনিষ্ট ঘটাইলে, অতএব আমার গৃহ হইতে দূর হও। তুমি নিজে যাহা বুঝ, তাহাই ভাল বলিয়া জান। সেই জন্য আনুপূর্ব্বিক বিচার না করিয়া অশ্বগ্রহণে কৃতমতি হইয়াছিলে। (২৪) তুলসীকানন ত্যাগ করিয়া কোন্ মূঢ় বিজয়া বন আশ্রয় করে, অথবা কোন্ ব্যক্তি নিতান্ত অজ্ঞানান্ধ হইয়া, মনোহর পঙ্কজমালা পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্কুল কুসুমমাল্য পরিগ্রহ করে? আর অমৃত ফেলিয়া বিষভার সংগ্রহেই বা কাহার অভিলাষ হয়? তুমি স্বর্ণ বোধে ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিয়াছ, অথবা ধূলিমুষ্টি বন্ধন করিয়া, স্বর্ণভার ত্যাগ করিয়াছ। এই আমি অশ্বদ্বয় দূরে পরিক্ষেপ করিলাম। এক্ষণে যজ্ঞত্যাগ করিয়া গমন করিব। অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সত্বর আমাকে সেই স্থান বলিয়া দাও। (২৫-৩০)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া পত্নীর সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের কামনা করতঃ গৃহে অবস্থিতি করিলেন এবং পুত্রকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। (৩১) ঐ সময় ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখা! আমাদের অশ্ব কোথায় গেল, এবং রাজাই বা কোন স্থানে গমন করিলেন? হে দেবেশ! যেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তথায় আমাকে লইয়া চল। (৩২) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন পার্থ! আমার বোধ হইতেছে, অশ্ব রত্নপুরে গমন করিয়াছে। আমরা সকলে ময়ূরধ্বজের পরিপালিত উল্লিখিত পুরে গমন করি, চল। (৩৩) তুমি আমার সহিত অগ্রেই তথায় গমন কর। অন্যান্য বীরগণ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। আমি অগ্রে তোমাকেই ময়ূরধ্বজের সাহস প্রদর্শন করাইব। (৩৪)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া অর্জ্জুনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজের প্রতি প্রস্থান করিলেন। অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, সৈন্যসকল গমন করিতে লাগিল। (৩৫) পথিমধ্যে গমন সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের ঐ মহতী বিজয়শ্রী লক্ষিত হইতেছে। (৩৬) ইহার শরীর

যেরূপ সুন্দর মনও তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত। উহাতে পাপের লেশমাত্রও নাই। তুমি দেখিবে আমি প্রতারণা করিবার জন্ত তাঁহার সমীপে গমন করিলেও তিনি কখনই নিজ সত্য ত্যাগ করিবেন না। হে সুব্রত! তোমারই হিতের জন্ত তোমাকে বালকরূপী করিয়া আমি স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া তাহার নিকট অশ্ব প্রার্থনায় গমন করিব; এক্ষণে তুমি আমার সহিত সত্বর আগমন কর, দিবা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমরা পুরমধ্যে প্রবেশ করিব। ঐ দেখ, বহুসংখ্য শূর স্ব স্ব অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ঐ নগরী রক্ষা করিতেছে। (৩৭।৩৮)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রজনীযোগে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রীর সমভিব্যাহারে নিদ্রাবিত পুরবাসীজনগণের চেষ্টাপরম্পরা দর্শন করিতে লাগিলেন। (৩৯) বাসুদেব অবলোকন করিলেন, তত্রত্য লোক সকল উৎকৃষ্ট মঞ্চে শয়ন করিয়া পরস্পর কৌতুক সহকারে বিবিধ আলাপ করিতেছে। (৪২) তন্মধ্যে কোন পুরুষ আপনার পরম প্রণয়িনী স্ত্রীর বদনপদ্ম স্বকরে গ্রহণ করিয়া পরম সমাদরে বলিতেছে, অয়ি সুকলায় লোচনে! তোমার এই দুইটি কৃষ্ণবর্ণ লোচন নিরীক্ষণ করিলে আমার যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, অন্যান্ত অঙ্গ সন্দর্শনে তদ্রূপ হয় না। স্ত্রী উত্তর করিল, নাথ। তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্ত। সেই জন্য সকল কালে আমার লোচনস্থ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া থাক। বোধ হয়, তোমার মোক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। (৪৩।৪৪) স্বামী কহিল, ভদ্রে! তুমি বামহস্তে আমার মস্তকস্থিত কুটিল কেশপাশ ধারণ করিয়াছ, ইহাতে কি ছিন্নকেশ হইবে না। স্ত্রী কহিল, বীর! অধরপুট ত্যাগ কর, কুচমণ্ডল বিদীর্ণ করিও না। সুবৃক্ষের ভেদ করিলে খলিত হইতে হয়। (৪৫।৪৬) স্বামী কহিল, তোমার এই কুচযুগ সুবৃত্ত মৌক্তিক সঙ্গবিবর্জ্জিত। এই কারণে ইহা আমি নিপীড়িত করিব। (৪৭)

জৈমিনি কহিলেন, জনার্দ্দন রজনী সময়ে এবংবিধ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারে রাজাকে দেখিবার জন্ত প্রয়াণ করিলেন। দেখিলেন, ময়ূরধ্বজ বীরাসনে আসীন, ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট, নরপতিগণের কিরীটকোটির সংস্পর্শে তদীয় পাদপীঠ সমুদ্ভাসিত হইতেছে তাহার প্রতাপ বীর্য্য, প্রভাব ও প্রভুশক্তির সীমারও ইয়ত্তা নাই। (৪৮।৪৯)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত তাম্রধ্বজবিজয় নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! জনার্দ্দন বালকরূপী অর্জ্জুনের সহিত কপট ব্রাহ্মণবেশে পত্নীর সমভিব্যাহারে যজ্ঞে দীক্ষিত তুরঙ্গযুগল সংযুক্ত ময়ূরধ্বজের সকাশে সমাগত হইয়া প্রথমে স্বস্তিবাদ করিলেন। (১) কহিলেন হে নৃপশার্দ্দূল! তোমার মঙ্গল হউক। অবধান ও অবলোকন করুন, আমি সম্প্রতি তবদীয় যজ্ঞীয় মণ্ডপে সমাগত হইয়াছি। (২) ময়ূরধ্বজ কহিলেন, বিপ্র! আমি শুশিষ্য আপনাকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইয়াছি; ইতঃমধ্যেই আপনি আমাকে স্বস্তিবাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৩) যে ব্রাহ্মণ নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই স্বস্তিবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহার আর অভ্যর্থিনা সম্পাদনে প্রয়োজন কি? (৪)

জৈমিনি কহিলেন, বাসুদেবরূপী ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন রাজন্! সমস্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন। তাহাতে কোনও প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। (৫) অনন্তর

নরপতি ভক্তিভরে তাঁহার অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তদীয় পদপ্রান্তে প্রণাম করিলেন। (৩৬) তখন অজিতবুদ্ধি বাসুদেব তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া পুনরায় সমুচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর সবিশেষ সংবর্দ্ধিত করিলেন। (৭) রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে সেই কপট ব্রাহ্মণবেশী বাসুদেবকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আপনার ন্যায় মহাভাগ পুরুষগণ স্বভাবতই আমাদের পূজ্য ও আরাধ্য। (৮) অতএব কি জন্য সশিষ্যে অগমন করিয়াছেন এবং আমি কোন্ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে আজ্ঞা হইলে নিরতিশয় পবিত্র ও কৃতার্থ বোধ করিব। (৯) অদ্য ভবদীয় পরম পবিত্র পদার্পণে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার জন্ম ও জীবন উভয়ই সার্থক হইল। (১০) ব্রাহ্মণকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব যাহা দিতে বা করিতে হইবে, অবিশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতে আজ্ঞা হউক। ধন ও প্রাণ দিয়া আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। (১১) ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! যে জন্য আসিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ করুন। (১২) আপনার পুরোহিত কৃষ্ণশর্ম্মার এক কন্যা আছে। ঐ মানশীল ব্রাহ্মণ নিজকন্যা পাত্রস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমি স্বীয় পুত্রের সহিত আপনার নগরে আসিতেছিলাম। (১৩) আহা, আমার একমাত্র পুত্র, দ্বিতীয় অপত্যাবক নাই; কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় পথিমধ্যে আগমন সময়ে কোন গম্ভীর অরণ্যপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা এক ভীষণ সিংহ জাতক্রোধ হইয়া আমার সেই সংসারসর্ব্বস্ব তরুণবয়স্ক পুত্রকে আমারই সম্মুখে গ্রহণ করিল। (১৪।১৫) তদ্দর্শনে আমি আত্মজের উদ্ধারে কৃতোদ্যম হইয়া ভগবান্ নৃসিংহের স্মরণ করিলাম, কিন্তু তিনি আমার স্মরণে সমাগত হইলেন না। (১৬) এই ঘটনায় আমার শোকানল দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সিংহ খরনখর প্রহারে ও ভীষণ দংষ্ট্রাসমূহের আঘাতে পুত্রের কলেবর নিপীড়িত এবং লাঙ্গুলাস্ফোটনসহকারে আমাকে তর্জ্জিত করিয়া সহাস্য আস্যে মনুষ্যবৎ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! পুত্রের জন্য বৃথা পরিশ্রম করিবেন না। (১৭।১৮) আমি সাক্ষাৎ কালরূপে ইহাকে গ্রাস করিয়াছি। অন্যের সাধ্য কি ইহাঁকে উদ্ধার করে? অতএব শিষ্যের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করুন; কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। (১৯) দেখুন, হিংস্রজন্তুর সম্মুখে থাকা কোন মতেই সুখজনক হয় না। অধুনা, অন্য পুত্রের উৎপাদন করুন, তাহা হইতে আপনার বংশ রক্ষা হইবে। (২০) বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, অপুত্রের পরলোক নাই এবং ইহলোকও বিনষ্ট হইয়া থাকে। (২১) আমি কহিলাম, সিংহ! এই পুত্র হইতে আমার পিণ্ড ও পিতৃলোক উভয়েরই রক্ষা হইবে। অন্য পুত্রের উৎপত্তি হওয়া এখন বহুদূরের কথা; অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি আমাকে ভক্ষণ কর। (২২) দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার জীবিত কালও শেষ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পুত্রবর্জ্জিত প্রাণে আর প্রয়োজন কি? (২৩) সিংহ কহিল, প্রাণিগণ কখনও অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর মৃত্যু প্রাপ্ত না হইলে আমরা কাহাকেও বিনাশ করি না। (২৪) জল, অগ্নি, সর্প ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণিগণ সকলেই মৃত্যুর সাহায্যকারক। মৃত্যু এই সকলকে নিমিত্তমাত্র করিয়া গ্রাস করে। (২৫) তুমি দীর্ঘজীবি, কিন্তু তোমার পুত্র অল্পায়ু, এই জন্য তোমাকে আমি ত্যাগ করিলাম; তুমি এস্থান হইতে গমন কর, বৃথা আয়াসে প্রয়োজন কি? (২৬) আমি কহিলাম, এক্ষণে দান বা তপস্যা অথবা অন্যবিধ কিরূপ উপায়ে তুমি আমার এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে পার, বল। (২৭) সিংহ কহিল, তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব। আমার কিছুমাত্র প্রার্থনা নাই। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম। (২৮) মহারাজ! আপনার রাজ্যে আমার তনয় অকালে প্রাণ হারাইল, আপনি তাহার প্রতি-

বিধান করুন। (২৯) ময়ূরধ্বজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আমার রাজ্যে নরসিংহ ব্যতিরেকে এরূপ কোনও ক্ষুদ্র সিংহ নাই যে, তোমার পুত্রকে ধারণ করিতে পারে।(৩০)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! সেই সিংহ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়াছে। তাহা দেওয়া বিধেয় কিনা, তাহা আপনি বিবেচনা করুন। (৩১) রাজা কহিলেন, হে অনঘ! সিংহ আমার নিকট কি প্রার্থনা করে, বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, অতএব সত্বর প্রার্থিত নির্দেশ করুন। (৩২) ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! যদি দান করেন, তাহা হইলে সিংহ যে দারুণ প্রার্থনা করিয়াছে, শ্রবণ করুন। (৩৩) সে বলিয়াছে বিপ্র! রাজা ময়ূরকেতুর শরীরার্দ্ধ আনয়ন করিলে, তোমার পুত্রকে মোচন করিব। তোমার কলেবর একে জরা জীর্ণ, তাহাতে তপস্যায় শুষ্ক ও দগ্ধ; ইহাতে আমার রুচি নাই। (৩৪) ময়ূরধ্বজের দেহ নানাবিধ দিব্য কন্দ, মূল, ফল ও রস উপযোগ ও উপভোগ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, উহাই আমার অতিমাত্র প্রিয়। তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। (৩৫) আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, তুমি যে মাত্র রাজদেহ আনয়ন করিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিব, ভক্ষণ করিব না। (৩৬) ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম রাজা পরের নিমিত্ত কি জন্য আপনার সুন্দর কলেবর ছেদন করিবেন? অতএব আমি তথায় যাইব না। (৩৭) সিংহ কহিল, দ্বিজ! আপনি রাজার নিকট গমন করুন। পরের উপকারার্থ মহর্ষি আপনার অস্থি ও সূর্য্যনন্দন কর্ণ আপনার সহজ কবচ দান করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। রাজাও তেমনি বিপ্রার্থে নিজ দেহ দান করিবেন, অন্যথা করিবেন না। কীর্ত্তিমান্পুরুষেরা দেহের প্রতি তাদৃশী প্রীতি করেন না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের জন্য রণমধ্যে দেহ পাত করিবেন, ইহাই বিধি। তুমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আমার পুত্রহীন হইয়াছে, অতএব তাঁহার নিকট গমন কর তিনি অনেক পুত্রের জন্মদান ও অনেক দিন রাজ্য করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলেই তাঁহার দয়া হইবে, লোকে দান করুক বা না করুক, অর্থী সর্ব্বস্ব প্রার্থনা করে। (৩৮-৪২)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বনমধ্যে সিংহ এই প্রকার কহিয়া, আদেশ করাতে আমি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার ভবনে আগমন করিয়াছি। (৪৩) রাজন্ দুর্ব্বল ব্যক্তির কর্ত্তব্য, রাজার নিকট দুঃখ জানাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করা। বীর রামচন্দ্র পূর্ব্বে পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মৃত্যুপুত্র আনিয়াছিলেন, এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পুত্র প্রার্থনায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। (৪৪।৪৫) রাজা কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! আপনি উত্তম বলিয়াছেন। এক্ষণে অপেক্ষা করুন, আমি যজ্ঞ মণ্ডপে সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে স্বকীয় শরীর সম্প্রদান করিব। (৪৬)

জৈমিনি কহিলেন, রাজা ময়ূরধ্বজ এই কথা বলিয়া পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর জাহ্নবী সলিল ও শালগ্রাম শিলাজলে সুন্দররূপে স্নান করিয়া গলদেশে পরম পবিত্র তুলসীমাল্য ধারণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপে সমাগত হইয়া সমবেত বিপ্রমণ্ডলীকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ পুত্রকামনায় আমার নিকট আসিয়াছেন, আমি স্বদেহার্দ্ধ প্রদান করিয়া ইহাঁর অর্চ্চনা করিব। যজ্ঞমণ্ডপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ সকলে কৌতুক অবলোকন করুন। বার্দ্ধকীকেরা করপত্র লইয়া আগমন ও এই স্থানে আমার মস্তক ছেদন করুক। আমার জন্য এই শুভ ঘটনায় যেন কেহ কোনরূপে শোকবাদ না করে। (৪৭-৫০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ময়ূরধ্বজের দেহার্দ্ধক নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন জনমেজয়! রাজার এই কথা শুনিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ গণ সকলেই ভীত ও কম্পিত হইয়া করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন, এই কালরূপী ব্রাহ্মণ দেহ প্রার্থনা মানসে কোথা হইতে আগমন করিল? হায়, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। রাজা যেমন সত্যবাদী ও অতিথিপ্রিয়; তাহাতে কোনমতেই তিনি নিষেধ শুনিবেন না। পূর্ব্বে যজ্ঞ সময়ে বামনরূপে হরি যেমন বলির নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তেমনি কি এই ব্রাহ্মণরূপে নারায়ণ রাজার যজ্ঞে আগমন করিলেন? (১৩)

অনন্তর রাজাজ্ঞায় তাঁহারা সকলে নিবৃত্ত হইলে, নরপতি ময়ূরধ্বজ অবিচলিত চিত্তে বিবিধ ধন দান করিয়া, করপত্রধর বার্দ্ধকিগণের সংস্থাপিত স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (৪) রাজা বার্দ্ধকীকদিগকে তদনুরূপ অনুষ্ঠানে আদেশ করিয়া, স্বহস্তে স্বীয় মস্তকে পুষ্প-বৎ করপত্র ন্যস্ত করিলেন। (৫) সকলের সমক্ষে এই প্রকার বিধান করিয়া তিনি সেই অর্থী ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যজ্ঞনায়ক গোবিন্দ আমার শরীরার্দ্ধে প্রীত হউন। আমার কুলোৎপন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই যেন ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্য এইপ্রকার পবিত্র বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয় এবং সকলেই যেন জন্ম জন্ম ব্রাহ্মণে প্রাণ সম্প্রদান করে। (৬।৭) হে দ্বিজ! অধুনা আপনি আমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক সিংহের সন্তোষবিধান করুণ, এই আমি স্বীয় কলেবর ছেদন করি। (৮) হে মল্লগণ! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা স্ববলে আমার এই পট্টসূত্রবদ্ধ কলেবর আকর্ষণ কর। ব্রাহ্মণ অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করুন। (৯) পৃথিবীতে আমিই ধন্য। যেহেতু, এই ব্রাহ্মণ আমাকে পবিত্র করিলেন। অধুনা, সকল লোকে আদর পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন। (১০) পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ সংগ্রহ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয় হইয়া থাকে; অতএব আমাকে এতদবস্থ দর্শন করিয়া সকলেরই হর্ষিত হওয়া একান্ত বিধেয়। (১১।১২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় রাজ্য হাহাকার করিয়া কুরুরীগণের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। (১৩) মহিষী কুমুদ্বতী সাতিশয় পতিব্রতা। তিনি তথায় সমাগত ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (১৪) তদনন্তর পতিব্রতা রাজ্ঞী কুমুদ্বতী স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি শুনিয়াছি, আপনি ব্রাহ্মণকে দেহার্দ্ধ প্রদান করিবেন। (১৫) আমি আপনার দেহার্দ্ধরূপিণী ভার্য্যা, অতএব আমাকে দান করিয়া আপনি সত্যবাক্য হউন। সজীব দানই প্রদান করা বিধেয়। (১৬) আমার বোধ হইতেছে, অন্যকর্ত্তৃক আপনার শরীর ছিন্ন হইলে সিংহ কখনই তাহা গ্রহণ করিবে না। (১৭) যদি চতুর্থাংশ দেওয়া বিধেয় হয়, তাহা হইলে আপনি নিজের শরীর ছেদন করিতে পারেন। কিন্তু সিংহ অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করিতেছে। (১৮) আমিই সেই অর্দ্ধাংশ জানিবেন, স্বামীর সম্মুখে যে নারীর প্রাণত্যাগ হয়, তাহার পরম গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনরূপ অন্যথাপত্তি নাই। (১৯)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! রাজমহিষীর এইরূপ বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে তাঁহার অসামান্য পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (২০) অনন্তর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! সিংহ স্ত্রী লইয়া যাইতে বলে নাই। আপনার মহিষী যে প্রস্তাব করিলেন, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত ও সমুচিত হইলেও সিংহের তাহা রুচিকর হইবে না। কেননা সিংহ আপনারই শরীর প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব সত্বর দেহ দান করিয়া বিপুল কীর্ত্তি সঞ্চয় করুন। স্ত্রী দান করিলে বৈপরীত্য ঘটিবে, সন্দেহ নাই। (২১।২২)

জৈমিনি কহিলেন, রাজার পুত্র তাম্রধ্বজ সাতিশয় বুদ্ধিমান্। তিনি সিংহের কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজ! আপনি আমার দেহ গ্রহণ করুন। কেননা, এইরূপ সনাতন শ্রুতি প্রচলিত আছে যে, যে পিতা, সেই পুত্র; অর্থাৎ লোকের আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং পিতাপুত্রে প্রভেদ নাই। মদীয় পিতা ব্রাহ্মণার্থে দেহার্দ্ধ সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পুত্র পিতার সমস্ত গরিষ্ঠ শরীরস্বরূপ। বিশেষতঃ আমিও বিশিষ্টরূপ হৃষ্টপুষ্ট। আমাকে দৃষ্টি করিবামাত্র সেই কেশরী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবে এবং আমারও কীর্ত্তি সঞ্চিত হইবে। দেখুন, ভীষ্ম ও রামাদি মহাপুরুষগণ পিতৃবাক্য পালন করিয়া বিপুল যশঃলাভ করিয়া গিয়াছেন। (২৩-২৬) ব্রাহ্মণ কহিলেন, বৎস! তুমি সত্য বলিতেছ; কিন্তু সিংহের সে মত নহে। সে যাহা বলিয়াছে, শুন। পুত্র ও ভার্য্যা উভয়ে একত্রে ময়ূরধ্বজের মস্তক ছিন্ন করিয়া শরীর হইতে পৃথক্ করিলে, তুমি তাঁহার দেহের দক্ষিণাংশ আনয়ন করিবে। তাহা হইলেই তোমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিব। কুমার! আমি কিরূপে সিংহের এই বাক্যের অন্যথা করিব? (২৭।২৮)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজসিংহ ময়ূরধ্বজ স্ত্রী ও পুত্র উভয়কেই নিবারণ করিয়া সহর্ষচিত্তে তাঁহাদের হস্তে করপত্র ন্যস্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সকলের সমক্ষে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহকারে ধীরে ধীরে হে কেশব! হে নৃসিংহ! হে রাম! ইত্যাদি পবিত্র নামমালা জপ করিতে লাগিলেন। (২৯।৩০) ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ আকাশে থাকিয়া রাজর্ষিকে তদবস্থ দর্শনপূর্ব্বক প্রশংসা গানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকে করবাল ধৃত হইবামাত্র পুরবাসিগণ সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইল। (৩১) রাজমহিষী কুমুদ্বতী পুত্রের সহিত সহর্ষে করপত্র গ্রহণ ও বারংবার রাম নাম গান করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে দ্বিজ! এই আমরা মাতাপুত্রে সকলের সমক্ষে মহারাজের কলেবর ভেদ করিতেছি। (৩২) পূর্ব্বে নৃসিংহ নিরতিশয় রুষ্ট হইয়া স্তম্ভভেদ করত দৈত্যপতিকে যেরূপ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, আমি তদ্রূপ স্বীয় স্বামীকে দ্বিধাকৃত করিব। (৩৩) ময়ূরধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার হস্তে তথাবিধ করপত্র দর্শন করিতেছি। সুরথ সময়ে নখচ্ছেদের ন্যায় এই করপত্রদ্বারা নিঃশঙ্কে আমার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেল। (৩৪) প্রিয়ে! তৎকালে যদীয় নখপ্রহারে আমার যেরূপ কোনপ্রকার পীড়া উপস্থিত হয় না, অদ্য করপত্রের আঘাতেও সেইরূপ কোন ক্লেশই আমার অনুভূত হইবে না। (৩৫) প্রফুল্লমুখী রাজমহিষী এই কথা শুনিয়া পুত্রের সহিত মিলিত ও সর্ব্বজন সমক্ষে করপত্র গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বামীর মস্তক দেহ হইতে বিভক্ত করিলেন। (৩৬) কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সাক্ষাতে এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে মনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ যেন শোকাকুল হইয়া উঠিল। (৩৭) হে জনমেজয়! মস্তক ছিন্ন হইলে নরপতির বামনেত্রে অশ্রুধারা সঞ্চারিত হইল। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! তুমি রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে আমাকে

দেহ দান করিতেছ। আমি উহা গ্রহণ করিব না। (৩৮) বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা এইপ্রকার অশ্রুবোপহত কাতর দান গ্রহণ করেন না। অতএব পুত্র বিনা যদি আমার স্বর্গ দ্বার রুদ্ধ হয়, হউক। (৩৯) রাজা বামনেত্রে অশ্রু সলিল বিসর্জ্জন করিয়া রোদন করত দেহার্দ্ধ দান করিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে ইহা গ্রহণ করিতে পারি। (৪০) অতএব চলিলাম, তোমরা সুখে থাক। এই বলিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন শিষ্যরূপী অর্জ্জুনের সহিত সকলের সমক্ষে রাজাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। (৪১) রাজমহিষী কুমুদ্বতী ব্রাহ্মণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া প্রফুল্লবদনে স্বামীর ছিন্ন মস্তক হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! তুমি সত্যব্রত, সাতিশয় ধীশক্তি বিশিষ্ট ও বদান্যগণের শিরোমণি; আমি তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছি, তথাপি ব্রাহ্মণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন কেন? ইহাঁকে প্রতিষেধ কর। ইনি দেহার্দ্ধ গ্রহণ মানসে তোমার সকাশে আসিয়াছিলেন। তাহা না লইয়া প্রস্থান করিলে তোমার কীর্ত্তি নষ্ট হইবে। (৪২-৪৪) রাজা কহিলেন ভদ্রে! তুমি আমার মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া পুনর্ব্বার ধারণ করিয়া আছ। যাহাহউক, আমি ব্রাহ্মণকে প্রতিষেধ করিতেছি। (৪৫) হে মুনিসত্তম! আপনি গমন করিবেন না। যে জন্য আমার বামলোচনে জল সঞ্চয় হইয়াছে, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। (৪৬) আমার দক্ষিণাঙ্গ ব্রাহ্মণার্থে নিয়োজিত হইয়া সার্থক হইল, কিন্তু বামাঙ্গ ভূমিতে পতিত হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছে, ইহাই ভাবিয়া রোদন করিয়াছি। (৪৭) ফলতঃ বামাঙ্গ ব্রাহ্মণার্থ ব্যয়িত না হওয়াতে আমার যাদৃশী মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সুতীক্ষ্ণ করপত্রের আঘাতেও তাদৃশী বেদনার সঞ্চার হয় নাই। (৪৮)

জৈমিনি কহিলেন, রাজার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বাসুদেব প্রসন্ন হইয়া অর্জ্জুন ও রাজার সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। (৪৯) অনন্তর কমললোচন কৃষ্ণ রাজাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন হে নৃপশার্দ্দূল! তুমিই ধন্য। হে সুব্রত! আমি অর্জ্জুনের সহিত বারংবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ। (৫০) হে মহাবাহো! এক্ষণে পুত্র ও পত্নীর সমভিব্যাহারে যজ্ঞ কর। ত্বদীয় পুত্র তাম্রধ্বজ যুদ্ধে আমাদের উভয়ের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছে। (৫১) আমরা তাহার পক্ষীয় বীরদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে আমাদিগকে সৈন্যসহিত হতচৈতন্য করিয়াছিল। (৫২) রাজন্! আমাকে দর্শন করিলে প্রাণিগণের যাবতীয় দুঃখ বিষাদ বিগলিত হইয়া যায়। তুমি অতি মহাত্মা, আমার আদেশে দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছ। (৫৩) অয়ি মহামতে! এই কারণে আমি তোমার যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা হইব। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের এই অশ্ব নির্ভয়ে গ্রহণ কর এবং যথাকালে দুই অশ্ব আহুতি দিয়া সুশোভন কীর্ত্তি স্থাপন কর। (৫৪) ময়ূরধ্বজ সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে নয়নগোচর করিয়া সকল অভীষ্টের ও সকল সম্পদের পার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আহ্লাদের ও আনন্দের সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। (৫৫) তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। চিত্রিতের ন্যায়, উৎকীর্ণের ন্যায়, স্থাণুর ন্যায় স্থির স্তব্ধ ও মৌনী হইয়া রহিলেন। (৫৬) কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে রাজা আপাতত মনোবেগের কথঞ্চিৎ অবসানে প্রকৃতিস্থ হইয়া অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, (৫৭) ভগবন্! যাহারা ত্রিলোকগুরু ও ত্রিলোকবিধাতা, তাহারাই আপনার দর্শন প্রাপ্ত হয়; তাহাদের স্বর্গাদি যাবতীয় অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আপনাকে যখন সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তখন আর আমার স্বর্গ ও অপবর্গে প্রয়োজন নাই। সামান্য যজ্ঞের কথা কি বলিব? আপনিই স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ

পরমদেবতা, সুতরাং যাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া থাকে। (৫৮-৫৯) নাথ! সংসারে যেন ঐরূপ পণ্ডশ্রমী লোকের জন্ম না হয়। আপনি বাক্য মনের অগোচর। অতএব আমি কি বলিয়া আপনার স্তব ও মহিমা গান করিব? (৬০) বেদ যাঁহাকে পাইতে গিয়া অবসন্ন হইয়াছে, শ্রুতি যাঁহার বিহার শ্রুতিগোচর করে নাই বলিলেও হয়, আগম ও নিগম যাঁহাকে চিরকালই অন্বেষণ করিতেছে; যিনি দেবের দেব, পরম দেব ও কারণের কারণ পরম কারণ; যিনি তেজস্বীর তেজ ও রূপবানের রূপ; যিনি অগ্নিরও অগ্নি, মৃত্যুরও মৃত্যু ও কালেরও কালস্বরূপ; যাঁহাকে জানিলে সকল জানা হয়, যাঁহাকে শুনিলে সকল শুনা হয় এবং যাঁহাকে বলিলে সকল বলা হয়; যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কর্ম্ম করিলে সকল করা হয় এবং যাঁহাকে ভাবিলে সকল ভাবা হয়; যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও সর্ব্বের সর্ব্বস্বরূপ যিনি আছেন বলিয়া; সকল রহিয়াছে, যাহার রোষে প্রলয় ও তোষে অভয়, যিনি অমৃতের আধার ও ক্ষমার নিদান; যাঁহা হইতে সংসারে প্রাণ ও চেতনা আসিয়াছে; বুদ্ধি যাহার প্রকৃতি, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ, ধর্ম্ম যাঁহার প্রতি মূর্ত্তি, শান্তি যাঁহার পবিত্র স্বভাব, দয়া যাঁহার ছায়া এবং ক্ষমা যাঁহার অধিষ্ঠান; যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকল কালেই বিরাজমান; যিনি আদি, মধ্য ও অন্ত; যিনি সকলের ইয়ত্তা, অবধি ও সীমাস্বরূপ; যিনি সাধুহৃতারূপে সাধুর হৃদয়ে বিরাজ করেন; যিনি চরমগতি; এই পৃথিবীর যিনি পিতা, যাঁহার কটিদেশ স্বর্গ, গ্রীবা গোলোক, কপাল পরমপদ, এবং মস্তক নির্ব্বাণপদ; যিনি পৃথিবীরূপে ধারণ, জলরূপে আপ্যায়ন, তেজরূপে উত্তেজন এবং বায়ুরূপে সঞ্জীবন সাধন করিয়া এই বিশাল বিশ্বের স্থিতি বিধান করেন; এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আশ্রয়; যিনি আমি, তুমি, যে, সে, এ, ঐ, ইত্যাদি সকল বস্তুর ব্যাপক; যিনি ভিন্ন আর কোনও কর্ত্তা নাই, কর্ম্ম নাই, কারণ নাই, সম্প্রদান নাই, অপাদান নাই, সম্বন্ধ নাই ও অধিকরণ নাই; যিনি অনন্তবিস্তৃত আকাশরূপে সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র বিরাজমান; চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার দুই বিশ্বব্যাপী লোচন, লক্ষ্মী যাহার পদসেবা করেন এবং পিতামহ যাঁহার নাভিতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, আপনিই সেই, আমি আপনাকে পরিহার প্রদান করিলাম। যখন আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, তখন অতি জঘন্য রাজপদের কথা কি, ইন্দ্রাদি লোকপালপদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আমার রুচি নাই; আপনি ইন্দ্রের ইন্দ্র ও ব্রহ্মার ব্রহ্মা। যাহারা আপনাকে পাইয়া সামান্য পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদির অভিলাষ করে, তাহারা অপার জলরাশি পূর্ণ সাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও ম্রিয়মান হইয়া থাকে। আহো! আমার যেন কখন সেরূপ বিড়ম্বিত দশা না ঘটে! হে অচ্যুত! এই সংসার যেরূপ অসার, সেইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। এইরূপে পশু, পক্ষী ও মনুষ্য, সকলেরই যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীতে বিশেষ কি? ইহাই ভাবিয়া আমার এই জঘন্য মনুষ্যদেহে নিতান্ত ঘৃণা ও জুগুপ্সা উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে এই পাপসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, আমাকে তদনুরূপ অনুগ্রহ বিতরণ করিতে হইবে। মনুষ্যদেহ রোগশোকের আবাস এবং কৃমি-কীট, মূত্র, শ্লেষ্মা, পূয ও বিষ্ঠা প্রভৃতির সমষ্টিস্বরূপ। কোন্ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া তাহার জন্য লোলুপ বা অভিলাষী হইতে পারে? আমি যখন জানিয়াছি, সংসারে কোনদিকে কোনমতেই কিছুমাত্র সুখ নাই, তখন আর ইহার অভিলাষী নহি। আপনার পদসেবাই নিত্যসুখ। লক্ষ্মী আপনার সেবাদাসী। সেই জন্য সংসারে তাঁহার গৌরব ও মহিমার শেষ নাই।

আপনি পরমানন্দ পরমপুরুষ সনাতন দেব বাসুদেব, আপনাকে বারংবার প্রণাম করি, পূজা ও ধ্যান করি। হে পরম! যে ব্যক্তি আপনার দাস, সংসারে এই তাহারই একাধিপত্য। ইন্দ্রাদিলোকবর্গও তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। এই জন্ত আমি প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্ম আপনার দাসত্ব করিয়াই আমার জীবন যাপন হয়, আর অন্ত প্রার্থনা নাই। হে ঈড্য! এতদিন আমাকে এই সামান্ত রাজপদ দিয়া ঐ পদসেবায় বঞ্চিত করিয়াছেন। আমা হইতে কত লোকের অকারণ প্রাণনাশ, অকারণ সর্ব্বস্বান্ত ও অকারণ দেশ নিষ্কাশন হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত; ফলতঃ রাজপদ পরমবিপদের আস্পদ এবং পরিণামে মোক্ষপদের মূর্ত্তিমান্ মহাবিঘ্ন। আমার আর ইহাতে স্পৃহা নাই; তজ্জন্ত আপনার সেবাদাস হইতে অভিলাষী হইয়াছি। নিতান্ত সৌভাগ্যযোগ সম্পন্ন না হইলে আপনার সেবাদাসত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু আপনার দর্শন প্রাপ্তি অপেক্ষা পরম সৌভাগ্যযোগ আর কি হইতে পারে? নাথ! আপনার দর্শন প্রসাদে যেন আমার ঐ প্রকার সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। (৬১-৮৫)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! রাজা ময়ূরধ্বজ ভক্তিভরে এই প্রকার কহিয়া উচ্ছ্বলিত ভাবভরে অবসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন। (৮৬) ভক্তবৎসল ভগবান্ তদ্দর্শনে তাঁহাকে স্বহস্তে উত্থাপিত করিয়া কহিতে লাগিলেন রাজন্! তোমার ন্তায় সাধু ও সত্যশীল পুরুষগণের অভিলাষ নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (৮৭) যাহারা তোমার ন্তায় আমাতে অকৃত্রিম ভক্তি সম্পন্ন, তাহারা কোনকালেই অবসন্ন হয় না। (৮৮) ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোকের কল্যাণ ও সকল সম্পদ, সকল সুখ ও সকল সৌভাগ্য এবং সকল মঙ্গল ও সকল সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। (৮৯) যাহারা তোমার ন্তায় পবিত্রহৃদয় ও পবিত্রবুদ্ধি, তাহাদের সুখসন্তোষ, সমৃদ্ধিসম্পদ এবং স্বস্তি সৌভাগ্য কোনও কালেই অসম্ভব বা অসংভূত হয় না। (৯০) ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, ন্তায়ের জয় ও শান্তির জয়, চিরকালই আছে; সুতরাং তোমার জয় লাভ কোনও মতেই প্রতিহত বা প্রতিষিদ্ধ হইবার নহে। (৯১) বলিতে কি, যাহারা সৎপথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া তোমার ন্তায় কায়মনে অকপটে লোকমঙ্গল সম্পাদন করে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও ইচ্ছা করিলে তাহাদের অপকার করিতে পারেন না। (৯২) ফলতঃ ধর্ম্মের ও সত্যের পথ অতি নিরাপদ নির্ব্বিঘ্ন; উহাতে পদার্পণ করিলে কোনও কালে কোনরূপে ক্ষয় বা মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। (৯৩) তুমি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও সত্যপথে পদার্পণপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক, সুতরাং তোমার সুখসৌভাগ্যের সীমা ও অভাব কি? (৯৪) যাহারা তোমার ন্তায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যশীল, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধহৃদয়, শুদ্ধাচার, সৎপথ প্রবৃত্ত, সর্ব্বদা লোকমঙ্গলদর্শী, অকামুক এবং দেবারাধনা তৎপর; তাহারাই যে বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (৯৫) অমৃত ও অভয় তাহাদের কিঙ্কর, স্বর্গ ও অপবর্গ তাহাদের দাস এবং সৌভাগ্য ও ঔদার্য্য তাহাদের পরিচারক। অতএব আর তোমাকে বর দিয়া কি করিব? তথাপি তোমার সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হউক। (৯৬।৯৭)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান জনার্দ্দন এই প্রকার বর দানানন্তর রাজার অভিলাষানুসারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করাইলেন এবং তাঁহার অকপট ভক্তিযোগে বশীভূত হইয়া তিন রাত্রি অর্জ্জুনের সহিত তথায় বাস করিলেন। রাজা ময়ূরধ্বজ পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র রাজ্যাদির সহিত আত্মদান করিয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় অশ্ব পালনে নিযুক্ত হইলেন। (৯৮-১০০।

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ময়ূরধ্বজবিজয় নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর ছুই অশ্বই যথাবৎ উন্মুক্ত হইয়া রাজর্ষি বীর-বর্ম্মার সুবিখ্যাত নগরে সমাগত হইল। স্বয়ং জনার্দ্দন চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া সহগামী নরপতিগণের সমভিব্যাহারে সেই অশ্বের অনুসরণ ক্রমে তথায় পদার্পণ করিলেন। (১।২) তদীয় পরম পবিত্র পদার্পণে নগরী যেন উল্লাসিত হইয়া উঠিল। নরপতির সুশাসন গুণে চতুষ্পাদ ধর্ম্মরাজ তথায় বিরাজ করিতেছেন। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমরাজার জামাতা, তিনি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সর্ব্বদাই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ নগরের নাম সারস্বত। ধার্ম্মিকগণ পরম সুখে তথায় বাস করেন। (৩।৪) তত্রত্য মানবমাত্রেই ধর্ম্মাধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ বিষয়ের পারগ, তাহারা স্বপ্নেও কখন কুৎসিত পথে কি এবং কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। (৫) পাপ করিলে যে সকল দুঃখ, শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হয়, তথায় তাহার লেশমাত্র নাই। তথাকার অধিবাসীমাত্রেই সুখী, স্বচ্ছন্দ, স্বস্থ, প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সৌভাগ্যবিশিষ্ট, ইষ্টনিষ্ঠ, অভীষ্ট লাভে কৃতকৃত্য এবং দেবদ্বিজ ও ব্রাহ্মণপরায়ণ। (৬।৭) তাহাদের বিবাদ নাই, অবসাদ নাই, শোক নাই, চিন্তা নাই, মালিন্য নাই। (৮) তথাকার সকলেই ভগবদ্ভক্ত এবং সকলেই সৎকার্য্যে অনুরক্ত; সকলেই সদ্বিষয়ে সংযুক্ত এবং সকলেই পরলোক চিন্তায়আসক্ত। (৯) তথায় কেহ কাহাকেও দ্বেষ হিংসা করে না, ঈর্ষ্যা অসূয়া করে না এবং কেহ কাহার নিন্দা বা গ্লানি করে না। (১০) কাহারও লোভ নাই, মোহ নাই, মদ নাই মৎসর নাই, ক্রোধ নাই এবং তজ্জন্য বিবিধ উপদ্রবের আতিশয্য বশতঃ কোনও প্রকার ক্লেশ বা দুঃখ নাই। (১১) লক্ষ্মী ও সরস্বতী তথায় একত্রে নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যমের সান্নিধ্যবশতঃ মৃত্যুর তথায় যদিও সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান, তথাপি কাহারও মৃত্যু নাই। (১২) ভগবান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে তথায় পদার্পণ করিয়াছেন এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, নরপতি বীরবর্ম্মার অন্তঃকরণ নিরতিশয় হর্ষে অভিভূত হইয়া উঠিল। (১৩) তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের অশ্বদ্বয় মদীয় রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতেছে, অতএব তোমরা পৌরুষ প্রকাশ পুরঃসর তাহাকে ধারণ কর। (১৪) তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই বিবিধ সৈন্য বিনির্গত হইল এবং প্রধান পাঁচ মহাবীর তাহাদের সমভিব্যাহারে গমন করিল। তাহাদের নাম সুলোল, সুব্রত, নীল, কুবল ও সরল। (১৫) তাহারা সকলেই মহাবল, মহাবীর্য্য ও মহাধনুর্দ্ধর। সকলেই দিব্য রথারোহণে ও দিব্য শরাসন হস্তে পরম উৎসাহ সহকারে অর্জ্জুনসৈন্যের উপর সিংহবিক্রমে পতিত হইল এবং তাহাদের রক্ষী বীরদিগের সকলকেই তৃণীকৃত করিয়া নিমেষ মধ্যেই অশ্বদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক নরপতির সকাশে গমন করিল। (১৬।১৭) রাজন্! ঐ সকল মহাবল মহাবীর অশ্ব গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে, বিপুল বিক্রম বীরকেশরী বভ্রুবাহন সবলে সিংহনাদ পুরঃসর তাহাদের সকলকে বধির ও আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, চোরের ন্যায় অতর্কিতে ও বিনাযুদ্ধে অশ্ব হরণ করিও না। এই বলিয়া পরম তেজস্বী বভ্রুবাহন কনকচিহ্নিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া শত্রুসৈন্য বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (১৮।১৯) কেশাকেশি, নখানখি ও মুষ্টামুষ্টি ইত্যাদি নানাপ্রকারে রণকর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হওয়াতে বলবাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। (২০) পদাতিগণ অগ্রে গমন করিলে তৎপশ্চাৎ মদোদ্ধত নাগবল, তৎপশ্চাৎ রথসৈন্য এবং তৎপশ্চাৎ অশ্বসমূহ মহাবেগে ধাবমান হইল।

(২১) মহাবল বভ্রুবাহন হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে, বীরবর্ম্মার অধিকৃত তাদৃশ সুবিপুল সৈন্য অগ্নিতে আহিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। (২২) তখন ধর্ম্মরাজ যম শ্বশুরের নিমিত্ত জাতক্রোধ ও কৃতোদ্যম হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলে সমাগত হইলেন এবং প্রবল পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। (২৩) নিমেষ মধ্যে রাশি রাশি অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি ও বীরবর্গ নিপাতিত ও ভূপতিত হইয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রাদুর্ভূত করিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই গণনাতীত পার্থ সৈন্য একেবারেই বীরশূন্য হইয়া গেল। (২৪।২৫) হে ভারত! মহাভাগ অর্জ্জুন এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃষিকেশ! ইনি কোন্ দেবতা, মনুষ্যরূপে আমার বল বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? (২৬) মাধব! ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহের দারুণ আঘাতে মৎপক্ষীয় সৈন্যসকল বিনিপাতিত হইতেছে। দেবতা ভিন্ন অন্য কে এই ব্যাপার সাধনে সক্ষম? (২৭) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহাবাহো! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজা বীরবর্ম্মা কন্যার্থে ইহাঁকে বরণ করিয়াছিলেন, তদবধি ইনি এই নগরে বাস করিতেছেন। (২৮) অর্জ্জুন কহিলেন কেশব! তুমি আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করিলে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যম রাজার জামাতা, কিরূপে ইহা সঙ্গত হইতে পারে? (২৯) যাহা হউক আমার বড় কৌতুহল হইতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, আমার বিস্ময় বিদূরিত ও কৌতুক নিবর্ত্তিত কর। (৩০) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বীরবর্ম্মার মালিনী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ঐ কন্যা এরূপ অভিমানিনী যে, মর্ত্তলোকে কাহাকেও বরণ করিতে অভিলাষিণী নহে! (৩১) তদ্দর্শনে রাজা বীরবর্ম্মা ঐ বীরাগ্রগণ্যা দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! যদি মনুষ্যকে পতিত্বে বরণ করিতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে কিরূপ বর সংঘটন করিব, বল। (৩২) মালিনী কহিলেন, তাত! আপনি ধর্ম্মরাজ যমকে কন্যা সম্প্রদান করুন; অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই। (৩৩) দেখুন, মরণশীল মানুষমাত্রেই মৃত্যুর পর যমসদনে গমন করে, অতএব ধর্ম্মরাজ যাহাতে আমার পতি হন, আপনি তদনুরূপ বিধান করুন। (৩৪) কন্যার উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব, অতএব আপনি যাহার হস্তে দান করিবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন সত্য, কিন্তু সামান্য মনুষ্যহস্তে কন্যাসম্প্রদান করিলেও যখন নিরতিশয় পুণ্য সঞ্চয় হয়, তখন স্বয়ং ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিলে কি অধিকতর পুণ্য সঞ্চিত হইবে না? (৩৫।৩৬) ফলতঃ ধর্ম্মরাজের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিলে, আমার যেমন পাপ ক্ষয় হইবে, আপনারও তেমনি অনন্ত ও অপ্রতিহত পুণ্য সঞ্চিত হইবে, সন্দেহ নাই। (৩৭) তাত! আমি মনে মনে এই প্রকার বর স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি যে বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎপ্রভাবে অবশ্যই ধর্ম্মরাজকে পতি প্রাপ্ত হইতে পারিব। (৩৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বীরবর্ম্মার যুদ্ধবর্ণনা নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন; রাজা বীরবর্ম্মা দুহিতার এই কথা শুনিয়া, দিবারাত্রি যমমূর্ত্তি সহকারে যমের স্তব ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। মালিনীও যথাবিধানে ধর্ম্মরাজের

আরাধনায় তৎপর হইলেন। (১) কালসহকারে তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তথাপি তাঁহার অন্যপতি কামনা নাই। এক মনে ও এক জ্ঞানে কেবল যমেরই ধ্যান ধারণা করিয়া তিনি দিবারাত্রি যাপন করেন। (২) হে নৃপসত্তম! মালিনীর এই বিষম প্রতিজ্ঞা সংক্রান্ত অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দেবর্ষি নারদের গোচর হইল। (৩) মহর্ষির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, তজ্জন্য অনুকম্পার সঞ্চার হওয়াতে, তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই কন্যা ধর্ম্মরাজের প্রতি কিরূপ প্রীতিমতি ও কীদৃশ অনুরাগশালিনী, তাহা তাঁহার বিদিত নাই; অতএব আমি স্বয়ং যাইয়া এ বিষয় যমের গোচর করিব। (৪।৫) এই রাজাও তনয়ার কামনা পূর্ণ করিবার মানসে যমের প্রীতির জন্য দিন দিন বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তবে ধর্ম্মরাজ কি মনুষ্যের হৃদগত ভাব অবগত নহেন? নতুবা তিনি কিরূপে মালিনীর কুল দূষিত করিতেছেন। (৬।৭)

জৈমিনি কহিলেন, দেবর্ষি এই প্রকার চিন্তা করিয়া যমভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মালিনীর বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনি কি অবগত নহেন, রাজকন্যা মালিনী বিধিপূর্ব্বক পুণ্যসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া আপনার অনুব্রতা হইয়াছেন এবং সর্ব্বদাই আপনার ধ্যান ধারণা করিয়া কাল যাপনকরিতেছে? (৮।৯) আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানে না ও ভাবে না, অতএব সত্বর তাহাকে বরণ করুন। দেখুন, সৎমানুষেরা কামনা সফল করেন, ইতরেরা নহে। (১০) আপনি মনুষ্যবেশ ধারণ করিয়া, স্বীয় ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বীরবর্ম্মার পরিপালিত পরমমনোহর সারস্বত নগরে গমন করুন। (১১) তথায় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিরাজমান এবং তত্রস্থ ব্যক্তি সর্ব্বদাই নিরাতঙ্ক। আমার স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, আপনার অধিষ্ঠানে ঐ নগরী আরও ধন্যা হইবে। (১২)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজ যম দেবর্ষির কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সারস্বতপুরে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, আমি আগামী বৈশাখমাসীয় শুক্লপক্ষে মালিনীকে বরণ করিব। দেবর্ষি তৎক্ষণাৎ বীরবর্ম্মার সকাশে সমাগত হইলেন, এবং ধর্ম্মরাজ প্রোক্ত পরম মঙ্গলজনক বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন। (১৩।১৪) রাজা এই কথা শুনিয়া নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলেন এবং ব্যগ্রচিত্তে ধর্ম্মরাজের সমাগম কামনা করতঃ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (১৫) মালিনীরও হর্ষের সীমা রহিল না। তনয়ার ব্রতসিদ্ধি আসন্ন দেখিয়া রাজমহিষীর সৌভাগ্যগর্ব্ব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, আত্মীয়গণ সকলেই পুলকিত হইলেন, প্রজামাত্রেই পরমানন্দে ভাসমান হইল এবং সমুদায় নগরী যেন উৎসবময় হইয়া উঠিল। পুরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই আত্মকন্যার বিবাহের ন্যায় নানা প্রকার মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। (১৬।১৭) রাজন্! ধর্ম্মরাজ যমের অষ্টোত্তরশত নায়ক। তাহারা সকলেই মহাবল, মহাকায় ও প্রবল পরাক্রমসম্পন্ন। (১৮) দেবর্ষি প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মরাজ তাহাদের সকলকেই বিবাহ মহোৎসব সমাধানে আদেশ করিলেন। (১৯) সকল রোগের প্রধান যক্ষ্মা ঐ সকল নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কৃত। স্বর-ধাতু-বিনাশক এই যক্ষ্মা যমের অধিকৃত মহাবীর এবং ব্রহ্মহত্যার শেষস্বরূপ। (২০) ধর্ম্মরাজ তাহাকে কহিলেন, যক্ষ্মন্! আমি তোমাকে আমার এই রমণীয় বিবাহে আমন্ত্রণ করিতেছি, তুমি স্বকীয় ভ্রাতবর্গে পরিবৃত হইয়া সারস্বতপুরে আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। (২১।২২) যক্ষ্মা কহিল ধর্ম্মরাজ! আমি কিরূপে তথায় গমন করিব? তথাকার অধিবাসী লোকমাত্রেই ব্রাহ্মণভক্ত, স্বয়ং ব্রাহ্মণসেবায় তৎপর এবং ব্রাহ্মণমাত্রেই

বেদপাঠ ও হোম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বেদ ও মন্ত্রশব্দ আমার কর্ণ ব্যথিত করিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং তথায় গমন করা আমার সাধ্য নহে। (২৩।২৪) আমার পুত্র প্রমেহ, ইহার রূপ অতি সূক্ষ্ম, এই প্রমেহ গুণে আমার সমান এবং প্রাণিগণের পুত্র হননে একান্ত সমর্থ। (২৫) হে রবিনন্দন! কোন্ ব্যক্তি বিসূচিকা অপেক্ষা অধিক মহিমা সঞ্চার করিতে পারে? এই বিসূচিকা ক্ষণমধ্যেই মনুষ্য বিনাশ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদাই আপনার দাসীবৃত্তি সমাধান করে। (২৬) আমার ভ্রাতা পাণ্ডু ও অসীম তেজস্বী এবং ইহার পুত্র জলোদরও পিতৃতুল্য গুণ ও পরাক্রমবিশিষ্ট। (২৭) ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি তথায় পাঠাইতে পারি না, কেননা রাজা বীরবর্ম্মা নিত্যধর্ম্মপরায়ণ, শুচি ও মহাতেজা, তাঁহার পাপের লেশমাত্রও নাই। (২৮) নাথ! যেস্থানে ঈদৃশ মহাজনের অধিষ্ঠান, তথায় আমি কি করিতে পারি? সেথানে গমন করিলেই আমার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইবে এবং তথায় আমি ক্ষুণ্ন হইব। (২৯) যে সকল নৃপতি গুরুতল্পগমন, দেবদ্বিজ-গো-হিংসন, বালবৃদ্ধ-স্ত্রীঘাতন, অকারণ প্রজাপীড়ক, উন্মার্গসেবন এবং বেদমার্গ বিপ্লাবন প্রভৃতি গুরুতর পাপপরম্পরায় প্রবৃত্ত, হে রবিনন্দন! উল্লিখিত প্রমেহাদির পরম তেজ সেই সমস্ত রাজাকেই সবলে ও সবিক্রমে ধ্বংস করিয়া থাকে, ধার্ম্মিক রাজার ত্রিসীমায় গমন করা তাহাদের সাধ্য কি? (৩০-৩২) হে বিভো! ব্রণগণের অষ্টোত্তরশত রূপ, ভগন্দর এই ব্রণগণের শ্রেষ্ঠ; যে সকল নরাধম গুরুস্ত্রী গমন করে, তাহাদের শিশ্নমূলে ভগরূপে ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। (৩৩) বীরবর্ম্মা স্বয়ং যেরূপ ধার্ম্মিক ও গুরুভক্ত তাঁহার অধিকারস্থ ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ ধর্ম্মনিরত। তাহারা ভ্রমক্রমেও গুরুবর্গের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। সুতরাং এই স্ফোটরাজ ভগন্দর কিরূপে তথায় বাস করিবে? (৩৪।৩৫) এই জ্বররাজ সান্নিপাতিক ত্রয়োদশগণে বিভক্ত; স্বয়ং মহাদেব হইতে ইহাঁর জন্ম; তথায় ইহারও স্থান দেখিতেছি না। (৩৬) এই অতিসার আপনার মহাবল বীর্য্যশালী অন্যতম নায়ক। ইহার ভার্য্যা গ্রহণী এবং পুত্র আধ্মান, অরোচক, ক্রোধন ও শোথ প্রভৃতি। ইহারাও তথায় অবস্থান করিতে পারিবে না, কেননা রাজা অতি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মজন প্রিয়। (৩৭।৩৮) নাথ! আপনার অধীনস্থ এই যে একশত তিন প্রকার শূল; ইহারা শিরশূল অপেক্ষা ভয়াবহ, কিন্তু তথায় গমন করিলেই, সমূলে লয় প্রাপ্ত হইবে; (৩৯) স্থানপ্রাপ্তির কথা আর কি বলিব? শ্বাসাদি এই কাশগণ সকলেই মহাবল ও মহাবীর্য্য। ইহারাও বায়ুরূপী হইয়া তথায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। (৪০) ধনুর্ব্বাতাদি বাতগণ, পরম তেজস্বী কর্ণমূল, মহাকায় মহাবীর্য্য নেত্ররোগগণ প্রবলপরাক্রান্ত মুখরোগ সকল বল্মীক, গণ্ডমালা, অপস্মার, শিরোব্যথা, বিবিধ বালরোগ এবং এই সমস্ত ভয়ঙ্কর স্ত্রীরোগসমূহ ইহাদের কেহই তথায় যাইতে সম্মত নহে। (৪১) যম কহিলেন, হে বিবিধাকার মহারোগগণ! তোমরা সকলেই মহাবল ও মহাবীর্য্য। তোমরা দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন কর। (৪২) আমার নগরে যেরূপ বাস ও বিচরণ করিয়া থাক, সেখানেও সেইরূপ করিবে; তোমাদের ভয় নাই। (৪৩) যাহারা পাপপরায়ণ, তাহারাই বিবিধ যাতনা দর্শন করে এবং তাহারাই বহুবিধ ভয়ানক রোগে অভিভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যবান, তাহারাই সর্ব্বদা শুভফল ভোগ করে। (৪৪) ফলতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাভাগ পুরুষগণ ধর্ম্মের দিব্যস্বরূপ দর্শন করিয়া যেরূপ সুখী হন, পাপাত্মারা পাপের কালানল তুল্য দেহ দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া সেইরূপ বিবিধ যাতনা ও বিবিধ অসুখ ভোগ করে। (৪৫) যে ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মহত্যা করে, বিবিধ ব্রণ, বিশেষতঃ রোগরাজ রক্তকুষ্ঠও তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া

থাকে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (৪৬) হে যক্ষ্মন্! তোমা কর্ত্তৃক আক্রান্ত যদি লোকে শাঙ্কর জপ, মহারুদ্রীয় অনুষ্ঠান ও হোমসহকারে ব্রাহ্মণকে ধন দান কিংবা চতুর্ব্বিংশতি নিষ্কপ্রমাণ সুবর্ণপুরুষ বিপ্রার্থে বিনিয়োগ করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ পরিহার করিবে। ফলতঃ ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা পুণ্যানুষ্ঠান করিলে, তুমি সর্ব্বদা তাহাদের অগ্রে ভৃত্যবৎ অবস্থান করিও। (৪৭।৪৮) ক্ষয়রোগী পুরুষ বিত্তহীন হইলে, সোমবারে সাগর বিহারিণী গৌতমীতে গমন ও একমাসমাত্র তথায় স্নান করিবে। তাহা হইলে, তুমি আর তাহাকে পীড়া প্রদান করিও না। (৪৯) যে মূঢ় দেবতার্থে দীয়মান অর্থ অপহরণ করে, ভোজনস্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিয়োজিত করে, পুত্র ও বিপ্রবর্গকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং একাকী ভক্ষণ করে এবং এইরূপ ও অন্যরূপ গুরুতর পাতক সকলের অনুষ্ঠান করে, হে মহাভাগ! তোমার প্রিয়া এই বিসূচিকা সেই ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিবে; কিন্তু অন্নদাতা ও দেবদ্বিজ ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে কদাচ পীড়ন করিবে না। (৫০।৫১) যাহারা বিমোহিত হইয়া, স্বগোত্রে সমুদ্ভূত স্ত্রীর প্রতি কামনাপর হয়, অথবা যে স্ত্রী স্বগোত্র সমুৎপন্ন পুরুষের কামনা করে, হে ধীর! তোমার পুত্র প্রমেহ তাহাদিগকেই নিপীড়িত করিয়া থাকে। (৫২) যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, সুবর্ণ হরণ করে, পরকীয় গ্লানীতে আত্মানন্দ অনুভব করে, সচরাচর তাহারাই মূত্রকৃচ্ছ্রে অভিভূত হইয়া থাকে। (৫৩) সুবর্ণসিকতা, সুবর্ণভূষণ কিংবা পলপ্রমাণ সুবর্ণ প্রদান করিলে, প্রমেহ হস্তে মুক্তি লাভ হয় এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পূর্ণপল প্রমাণ সুবর্ণকমল দান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র দেহ পরিহার করিয়া থাকে। (৫৪) যাহারা লোভাক্রান্ত হইয়া, শিবস্ব হরণ করে, তোমার অনুজ পাণ্ডু স্বীয় সহধর্ম্মিণী শোকার সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। (৫৫) হে যক্ষ্মন্! যাহারা পরের শ্রী দর্শন করিয়া, কাতর হয় এবং মুখাদি বিকৃত করে, তুমি স্বীয় অনুজ পাণ্ডুর সহিত তাহাদের শরীর আশ্রয় কর। (৫৬) যাহারা কোন প্রসিদ্ধ তীর্থে ব্রাহ্মণকে পিণ্যাক-শর্করা-সংযুক্ত, জবাকুসুম পূরিত শাস্ত্রসম্মত মহিষ দান এবং ত্রিপঞ্চাশৎ সহস্র বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করে, তোমার ভ্রাতা পাণ্ডু তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। (৫৭) যে ব্যক্তি বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ সহিত অজ দান করে, পাণ্ডুপত্নী শোকা তাহাকে ত্যাগ করিবে। কদাচ তাহার শরীর আশ্রয় করিবে না। তুমিও সেই ব্যক্তির দেহে কদাচ অবস্থিতি করিও না। (৫৮) রাজাবীর ধর্ম্মার সেই ধর্ম্মময়ী সারস্বত-পুরীতে যে ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক ভ্রূণহত্যা করে, জলোদর তাহার শরীর আশ্রয় করুক। (৫৯) আমার অধিকারে যে এক শত আট ব্রণ আছে, তাহারা সকলেই বহুমানসম্পন্ন এবং বীর্য্যে ও প্রভাবে কেহ কাহা অপেক্ষা ন্যূন বা হীন নহে। (৬০) তুলাপুরুষ অর্থাৎ আপনার ভার পরিমাণে সুবর্ণ দিয়া আপনার সহিত তুলার তৌলপূর্ব্বক ঐ স্বর্ণদান করিলে তাহাদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (৬১) যে ব্যক্তি প্রসবোন্মুখী সুরভি দান করে, তাহার শরীরে তাহাদের অবস্থান কোন মতেই বিধেয় নহে, অতএব আমর আদেশে তাহারা তাহাকে যেন তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে। (৬২) যে ব্যক্তি রস হরণ করে, সে যাবৎ সুবর্ণদান না করে, তাবৎ বিচর্চ্চিকা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকে ইহা আমার বিধান। (৬৩) যে ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণময় কদলী ফল কিংবা ফলমাত্র প্রদান করে, সে কখনো ভগন্দর কর্ত্তৃক পুনরায় আক্রান্ত হয় না। (৬৪) যে ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এবং শিব প্রাসাদ পরিত্যাগ করে, সে সন্নিপাত কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়। (৬৫) যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করে, অতীশার তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিবিধ যাতনা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীর্ণ মূর্ত্তি সংস্কার করে, সে অতিশার হস্তে মুক্ত

হয়। (৬৬) যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত দ্রব্য হরণ করে, সে সংগ্রহণী কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়। স্থূলকায় মেষী প্রদান করিলে, তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (৬৭) যে ব্যক্তি অন্যকে ক্লিষ্ট দেখিলে হৃষ্ট হয় এবং অন্যের সুখে অসুখ বোধ করে, সে আধ্মানের প্রিয়-পাত্র হয়; কিন্তু ভূমি দান করিলে, তাহার অপ্রিয় হইয়া থাকে। (৬৮) যে ব্যক্তি ভোজন কালে ব্রাহ্মণকে বিয়োজিত করে, অরোচক তাহার শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পুনরায় বিবিধ অন্নদান সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, তাহার পরিহার প্রাপ্তি হয়। (৬৯) যে ব্যক্তি বাক্বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্যের হৃদয় বিদ্ধ ও মর্ম্মপীড়ন করে এবং পথিকদিগকে ভল্লাদি প্রয়োগসহকারে বিনাশ করিয়া থাকে, শূল সমস্ত তাহাদিগকেই নিপীড়িত করে। (৭০) যাহারা শিবভক্ত, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সর্ব্বদা লোকরঞ্জনে সংসক্ত এবং পথিকদিগকে দস্যুহস্তে ভল্লাদি হইতে রক্ষা করে, তাহারা কখনো শূলগণে আক্রান্ত হয় না। (৭১) যে ব্যক্তি পরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না, পরশ্রী দর্শনে কাতরতা প্রদর্শন করে, হিক্কা তাদৃশ ব্যক্তিকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি লক্ষহোম করিলে, নিষ্পাপ ও হিক্কা হস্তে বিমুক্ত হয়। (৭২) যে ব্যক্তি সৎপথপ্রবৃত্ত, সদাচারনিরত ও সদ্ধর্ম্মানুশীলনসংসক্ত লোকের বিরুদ্ধ পক্ষে অভ্যুত্থান করে, সে ধনুর্ব্বাত কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। (৭৩) যে ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও হতজ্ঞান হইয়া ভগবৎ কথা শ্রবণে বিমুখ হয় সাধুগণের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিতে অসম্মত হয় এবং অসৎ কথার আলাপেই আসক্ত হয়, কর্ণমূল তাদৃশ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ ও কপিলা গাভী দান করিলে পরিহার প্রাপ্ত হয়। (৭৪।৭৫) যে ব্যক্তি পরস্বে দৃষ্টি সঞ্চারণ ও পরদার হরণরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করে, সে নেত্ররোগাক্রান্ত ও নিপীড়িত হয় এবং সুবর্ণকমল দান ও শৈলেশ, সোমনাথ কিংবা কাশীনাথকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করে। (৭৬।৭৭) যাহার বাক্য কখনো সাধুগুণ বর্ণনে নিয়োজিত ও সৎ-কথালাপনে প্রবৃত্ত না হয়, সর্ব্বদাই পরের অপবাদ ঘোষণ ও পরের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করে, সে মুখরোগে আক্রান্ত ও নিপীড়িত হয় এবং সাধুগণের প্রশংসা, শিবের স্তব ও ব্রাহ্মণকে শ্বেত বৃষ সম্প্রদান ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (৭৮।৭৯) যে ব্যক্তি পরের গচ্ছিত ধন রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং লোভে মোহিত হইয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ধনস্বামীকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাদৃশ পরস্বাপহারক দস্যুর পদ বল্মীক রোগে আক্রান্ত ও দিন দিন স্থূল হইয়া থাকে। সে অন্য জন্মে যে পাপ করিয়াছিল, তৎসমস্ত উল্লিখিত রোগরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার পদস্থৌল বিধান করে। (৮০।৮১) ভগবান্ বাসুদেবের সভক্তিক আরাধনা ও ব্রাহ্মণকে ধনদান না করিলে, তাহার কোন কালেই পরিহার প্রাপ্তি হয় না। দিন দিন স্থূলপদ হইয়া তাহার অবসাদ দশার আবির্ভাব ঘটাইয়া থাকে। (৮২) যাহারা পরের মুখের গ্রাস হরণ ও দেবদ্রব্য দুর্বুদ্ধিবশতঃ আত্মসাৎ করে, তাহারা গণ্ডমালায় নিপীড়িত হইয়া থাকে এবং শিবঘটা দান ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলে পুনরায় পরিহার প্রাপ্ত হয়। (৮৩।৮৪) কাহাকে দান করিতে দেখিলে যাহার ঈর্ষ্যা হয় এবং দাতাকে প্রতি-ষেধ করিতে যাহার প্রবৃত্তি জন্মে, অপস্মার তাহার কলেবর আশ্রয় করে। পুস্কর স্নান ও কৃষ্ণধেনু প্রদান করিলে তাহার মুক্তিলাভ হয়। (৮৫।৮৬) যে ব্যক্তি দম্ভসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, গজচর্ম্ম তাহাকে আক্রমণ করে এবং হংসতীর্থের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনা করিলে, তাহার পরিহার প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। (৮৭।৮৮) শিরোব্যথা প্রভৃতি অন্যান্য রোগসকল, বিশ্বাস বিনাশ করিলে ন্যস্তধন হরণ করিলে, পরের সুখ্যাতি নষ্ট করিলে, সৎকার্য্যে ব্যাঘাৎ জন্মাইলে, সত্য বিষয়ে মিথ্যার আরোপ করিলে,

এবং কূটকারিতা প্রভৃতি দোষ সকলের অনুষ্ঠান এবং আক্রমণ ও অভিভাব উপস্থিত করিলে সূর্য্য পূজাদি বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৮৯।৯০)

জৈমিনি কহিলেন, ধর্ম্মরাজের কথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের সকল রোগ ও সকল পীড়ার উপশম হয় এবং সে এককালেই নির্ব্যাধি হইয়া থাকে। ৯১।৯২

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত কর্ম্মবিপাক বর্ণনা নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ উল্লিখিত ভৃত্যগণ ও পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সারস্বতপুরে যাত্রা করিলেন। (১) তাঁহার ভৃত্যগণ সকলেই কামরূপ, কামবীর্য্য ও কামগতি। তাহারাও প্রভুর অনুগমন করিল। (২) যাহারা গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করে, এই সকল ভৃত্য তাহাদিগকেই আক্রমণ ও নিপীড়ন করিয়া থাকে। (৩) মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করিলে, জিজ্ঞাসিত হইয়া জ্ঞানতঃ মিথ্যা কহিলে এবং অকারণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে, জিহ্বারোগের দারুণ নির্যাতণ সহ্য করিতে হয়। (৪) যাহারা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, গো, ব্রাহ্মণ ও দুর্ব্বলের উদরে কোনরূপ আঘাৎ করে তাহাদের দুর্ব্বিসহ অন্ত্রপাক উপস্থিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজ এই সকল প্রভুভক্ত অসীমতীর্থ ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে সারস্বতপুরে সমাগত হইলেন। (৫।৬)

দেবর্ষি নারদ ইতঃপূর্ব্বেই তদীয় আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি রাজা বীরবর্ম্মাকে সংবাদ দিয়া কহিলেন রাজন্! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই। সমস্ত সংসার যাঁহার দণ্ডের অধীন, স্বয়ং কাল ও মৃত্যু যাঁহার কার্য্যকারক এবং বিবিধ যাতনা যাঁহার আজ্ঞাকারী দাসী, সেই যম স্বয়ং আপনার কন্যাপ্রার্থী হইয়া পুরে পদার্পণ করিয়াছেন, আপনি সপরিকরে প্রস্তুত হউন। (৭।৮) রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া আত্মাকে শত শত বার কৃতার্থম্মন্য বোধকরত কন্যা সমভিব্যাহারে যজ্ঞশালায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মরাজের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। (৯।১০) হে রাজেন্দ্র! বীরবর্ম্মা স্বভাবত: সাতিশয় প্রজারঞ্জক: ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রজালোকের ভক্তি ও অনুরাগের সীমা ছিল না। (১১) তাঁহারা উপস্থিত বিবাহ মহোৎসব আপনাদের কন্যার বিবাহ বোধ করিয়া গৃহে গৃহে গীত বাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদেপ্রবৃত্ত হইল। (১২) নগরবাসিগণ প্রত্যেকেই যাহার যেমন ক্ষমতা, তদনুসারে ধর্ম্মরাজের অভ্যর্থনার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিল। (১৩) তাহাদের অধিপতি বীরবর্ম্মা মৃত্যুর শ্বশুর হইবেন ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। (১৪) ধর্ম্মরাজ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। (১৫) হে দেব! তুমি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, তোমার জয় হউক। অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদের জন্ম সার্থক ও জীবন সফল হইল। (১৬) যজ্ঞ, দান, জপ, হোম, তপস্যা ও অন্যান্য নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, অদ্য বিনা আয়াসে আমদের সেই ফল প্রাপ্তি হইল। ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে? (১৭) হে নাথ! হে পিতৃদেব! আমরা তোমার

নিকট একমাত্র ইহাই প্রার্থনা করি যে, দেবদর্শন লাভ হইলে যে যে শুভ সংযোগ সংঘটিত হয়, তোমার দর্শনে আমাদেরও তত্তৎ ফলপ্রদ প্রাপ্তি হউক। অমরা যেন মৃত্যু-শূন্য, রোগশূন্য ও শোকশূন্য হই। কোনও প্রকার আধি ও ব্যাধি যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে এবং কখনও যেন আমাদের দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদ উপস্থিত না হয়। (১৮-২০) রাজার সুখেই প্রজার সুখ, অতএব তোমার প্রসাদে মহাভাগ বীরবর্ম্মা যেন সর্ব্বদাই অভয় ও অমৃত ভোগ করেন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। (২১) ওঁ ধর্ম্মরাজকে নমস্কার। যমকে নমস্কার। পিতৃপতিকে নমস্কার। দক্ষিণ দিক্‌পতিকে নমস্কার। মৃত্যুরূপীকে নমস্কার। (২২) মৃত্যুর নিশ্চয়ত্তাকে নমস্কার। কালস্বরূপকে নমস্কার। মহাকালকে নমস্কার। দণ্ডধরকে নমস্কার। গো-সকলের অধিপতিকে নমস্কার। (৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মৃত্যুপতি যম পুরবাসিগণের রাজভক্তি দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া আপনার সায়কপ্রধান যক্ষ্মাকে কহিলেন, রোগরাজ! রাজা স্বয়ং লোকপালগণের অংশ। তাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত। যে রাজা সত্য, ধর্ম্ম ও শান্তির বিরুদ্ধে প্রজালোকের প্রতি বিবিধ অত্যাচার করে, তাহাকে যেমন পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়, যে প্রজা জানিয়া শুনিয়া স্বধর্ম্মনিরত রাজার প্রতিকূলে পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারও তেমনি দুর্নিবার নরক ভোগ হইয়া থাকে। (২৪-২৬) দেব, লোকস্থিতি বিধান জন্য রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রজালোকে কোনরূপ ক্লেশ না পায়, এরূপ ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ তাহাদের পালন করাই রাজার ধর্ম্ম। (২৭) যে রাজা প্রজাদিগকে ভারবাহক পশুবৎ জ্ঞান করিয়া অনবরত তাহাদিগকে নিপীড়িত করে, সে কখনও রাজপদের যোগ্য নহে। (২৮) মৃত্যুর পর তাদৃশ কুনৃপতিকে নিতান্ত হীন যোনিতে পতিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। (২৯) ফলতঃ রাজা পিতাস্বরূপ এবং প্রজা পুত্রস্বরূপ, অতএব পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করাই রাজার পরমধর্ম্ম। প্রজার পালন করেন বলিয়া রাজার অন্যতর নাম প্রজাপতি। (৩০) যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তিশূন্য হয়, সে কখনো প্রজা পদের বাচ্য নহে এবং তাহাকে মৃত্যুর পর গর্দ্দভ যোনিতে পতিত হইয়া অনবরত ভারবাহন দ্বারা অতি ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়। কোনও কালেই তাহার উদ্ধার হয় না। (৩১।৩২) যাবৎ পৃথিবী, তাবৎ রাজা প্রজা। কোনও কালেই এই নিয়মের লয় হইবে না। রাজরূপী ধর্ম্ম না থাকিলে পৃথিবীতে পাপের প্রাদুর্ভাবের সীমা থাকিত না। (৩৩) রাজা পালন করেন বলিয়াই দস্যুতস্করাদির ভয় থাকে না। রাজা পালন করেন বলিয়াই সকলে নিরাপদে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। (৩৪) রাজা পালন করেন বলিয়াই শস্যসকল নির্ব্বিঘ্নে সমুৎপন্ন হয়। রাজা পালন করেন বলিয়াই লোকমর্য্যাদা যথাবিধানে সুরক্ষিত হইয়া থাকে। (৩৫) রাজা পালন করেন বলিয়াই সাধুগণের সদনুষ্ঠান জন্য লোকে বিবিধ সুখ সম্ভোগ করে, এবং রাজা পালন করে বলিয়াই তপস্বীরা নিরাপদে তপস্যা করেন। (৩৬) রাজা পালন করেন বলিয়াই স্ত্রীলোকের সতীত্বরত্ন সহজে অপহৃত হয় না এবং রাজা পালন করেন বলিয়াই লোক সকল অনায়াসে স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে। (৩৭) রাজা পালন করেন বলিয়াই যাহার যে ধর্ম্ম, রক্ষা পায় এবং তজ্জন্য তাহার মনঃতুষ্টি বিহিত হইয়া থাকে। (৩৮) রাজা পালন করেন বলিয়াই কেহ কাহারও বিরুদ্ধে ও প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে পারে না। (৩৯) রাজা পালন করেন বলিয়াই চৌর্য্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা মিথ্যা, লুণ্ঠন, হরণ,

বলাৎকরণ, আচ্ছাদন, মর্ষণ, কপটকরণ, নানাপ্রকার দূষণ ও মোষণ প্রভৃতি পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া, সহসা লোকস্থিতির ব্যাঘাত করিতে পারে না। (৪০।৪১) রাজার যখন এতাদৃশ গুণ, তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হে রোগরাজ! আমি যে এই শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, যে রাজা ইহার অনুসারে প্রজা পালনে প্রবৃত্ত হইবে, তাঁহার চিরকাল অভয় ও অমৃত ভোগ হইবে, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (৪১-৪৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বীরবর্ম্মার বিজয় কথন নামক উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন! ধর্ম্মরাজ নগরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে যজ্ঞশালায় পদার্পণ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পরম ধর্ম্মশালিনী মালিনী হোমশালায় অবস্থান পূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে তদীয় আরাধনায় তৎপর হইয়া একাগ্রহৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং স্বামীসমাগম লালসার বশবর্ত্তিনী হইয়া সমবেত ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারী দেবর্ষি নারদের উপাসনায় ব্যাপৃতা রহিয়াছেন। (১-৩) তাঁহার কুসুমকুমারমনোহারী কলেবরের কমনীয় কান্তিকলাপের সান্নিধ্যযোগে সমুদায় যজ্ঞমণ্ডপ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। (৪) তাঁহার পৌর্ণমাসী শশধরধবল বদনমণ্ডল স্ত্রীজনসুলভ পরম পবিত্রশালিনত গুণের সুস্পষ্ট সান্নিধ্য বশতঃ সকল লোকলোচনের অভিরাম ও সকল লোক হৃদয়ের বশীকরণ স্বরূপ হইয়াছে। (৫) তাঁহার শরৎকালীন স্বচ্ছ কৌমুদীবৎ পরমসুশোভন সুকুমার আকারে যে সর্ব্বকালমনোহর ও সর্ব্বলোকপ্রলোভন পবিত্রতা এবং যে অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রতিভাত হইতেছে, তাহার উপমা বা তুলনা নাই। সংসারে তিনিই যেন বিধাতার রূপ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম উপমা। (৬।৭) বিনয়াদি গুণসমূহে যে মনোহারিতা ও বিচিত্রতা আছে, মালিনীতে তাহার অভাব নাই। তিনি যেন সাক্ষাৎ ভক্তি, মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা অথবা বিগ্রহশালিনী প্রীতি, কিংবা সাক্ষাৎ শান্তি। তাঁহাকে দেখিলেই দেবী বলিয়া প্রণাম ও আরাধনা করিতে অভিলাষ হয়। (৮।৯) তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া নারীকুলের গৌরব বৃদ্ধি ও পিতৃবংশ সমুজ্জল করিয়াছেন এবং পৃথিবীও তাঁহার শুভসান্নিধ্যযোগে পরম ভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। (১০) সামান্য মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আর কোন্ রমণী স্বয়ং ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী হইতে পারে?—তিনি যে অলৌকিক গুণগ্রামের আধার, দেবলোকেও তৎসমস্ত দুর্লভ বলিয়া প্রতীত হয়। (১১।১২) হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বরণ করিয়া, তদীয় গুণের পুরস্কার করিলেন। (১৩) অনন্তর তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রতি প্রীতিমান্ ও প্রসন্ন হইয়াছি। (১৪) যাহারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যশীল, সদাচারপরায়ণ, সৎপথপ্রবৃত্ত ও সর্ব্বদা লোকমঙ্গলসাধন নিরত, তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার এই প্রকার প্রসাদ ও প্রীতি লাভ করিয়া থাকে। (১৫।১৬) ফলতঃ সংসারে সদ্গুণের পুরস্কার হওয়া সর্ব্বথা বিধেয়। পুরস্কার দ্বারা গুণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং আমাদের দর্শন কখনো বিফল হয় না। অতএব তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। (১৭) বীরবর্ম্মা কহিলেন, তুমি আমার জামাতা, তোমার নিকট বর গ্রহণে

আমার ইচ্ছা হইতেছে না। যাহারা কন্যাবিত্তে জীবন ধারণ করে, তাহারা নিরয়গামী হয় (১৮) ধর্ম্মরাজ কহিলেন, তুমি দাতা, আমি প্রতিগ্রাহী; বিশেষতঃ আমি স্বয়ং ধর্ম্ম তোমার সদ্ব্যবহারে ও গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই জন্য আশীর্ব্বাদ সহকারে তোমার অভিনন্দনে উদ্যত হইয়াছি এ বিষয়ে বিস্ময় ও সংশয়ের আবশ্যক কি? (১৯।২০) আরও দেখ, মনুষ্যের সহিত দেবতার পরিণয় সম্বন্ধ কখন সম্ভব হয় না। আমি কেবল বরদানস্বরূপ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (২১) বলিতে কি, লোকে যে জন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহা সিদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহাই দেবত্ব। (২২) রাজা কহিলেন, যদি বরদানে একান্তই অভিলাষ ও আমার প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বরদান কর, আমি যেন ভগবান্ বাসুদেবের সাক্ষাৎকারে প্রাণত্যাগ করি। (২৩) হে রবিনন্দন! যেদিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিনেই যেন আমি নারায়ণ সন্দর্শন লাভ করিতে পারি। (২৪) ধর্ম্মরাজ! সংসারে বাসুদেব ভিন্ন গতিদাতা আর কেহই নাই। বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, স্বর্গ অপবর্গ এবং অভয় ও অমৃত সমস্তই বাসুদেব। (২৫) জ্ঞান, ক্রিয়া, ধর্ম্ম, সত্য, শান্তি ও ন্যায় সমুদায়ই তিনি এবং মাস, ঋতু, সম্বৎসর, অনয়, পক্ষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, লয়, নিমেষ, সমস্তই তাঁহার অবস্থা। (২৬) দৈব ও কর্ম্ম এবং অদৃষ্টও তিনি। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, পিতামহ ইহাঁরাও তিনি, এবং সমুদায় দেবতা, সমুদায় লোক, সমুদায় মন্ত্র ও সমুদায় ঔষধি তিনি। (২৭) দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও উনপঞ্চাশ পবন এবং ক্ষমা, পুষ্টি, তুষ্টি ঋদ্ধি, ধৃতি, মতি, লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী ও শোভা সমুদায়ই বাসুদেবময়। (২৮) গ্রহ, তারা নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরাও বাসুদেবময়। অগ্নি, জল পৃথিবী, আকাশ ও বায়ু এই পঞ্চভূত, এবং পঞ্চভূতের উপাদান অহঙ্কার, মহান ও প্রকৃতি সমস্তই তাঁহার প্রকৃতি। (২৯) ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে যাহা কিছু, সকলই তিনি। বাসুদেব ভিন্ন পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম স্থান আর কিছুই নাই। যাহারা ইহা জানে না, তাহারাই মূঢ়। হে ধর্ম্ম! বাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতার আরাধনা, হস্তী স্নানের ন্যায় সর্ব্বথা নিষ্ফল। (৩০।৩১) যম কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার হরিভক্তি দর্শনে পরম প্রীতি হইলাম। সত্যই বাসুদেব সর্ব্বদেবময়। (৩২) তাঁহার প্রতি ভক্তিযোগসম্পন্ন হইলেই যে, সকল দেবতার আরাধনা ও প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বিষ্ণুভক্তের মৃত্যু নাই। (৩৩) আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যাহারা তোমার ন্যায় বিষ্ণুভক্তির অনুসরণ করিবে, তাহাদের শাশ্বতী সুখসমৃদ্ধির কোনকালেই অভাব হইবে না। (৩৪) তাহারা আমার বরে মৃত্যু ও ভয়ের হস্ত অতিক্রম করিয়া নিত্য সুখপূর্ণ পরমধাম বৈষ্ণব-লোকে নিত্য বিরাজ করিবে। (৩৫) বৈষ্ণবপদে উন্নীত করাই ভক্তির পরিণাম। এই বৈষ্ণবপদই শ্রেষ্ঠ পদ। কাল, কর্ম্ম, দৈব, অদৃষ্ট ইত্যাদি সকলকে অতিক্রম ও পর্য্যুদস্ত করিয়া বৈষ্ণবপদ স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হইতেছে। (৩৬) সনক ও সনন্দাদি মহাপুরুষগণ তথায় বাস করেন এবং জয় ও বিজয়, অমৃত ও অভয়, যোগ ও ক্ষেম, মুক্তি ও পরভুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ইত্যাদি সংসারের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট, তৎসমস্তই একমাত্র বৈষ্ণবদিগের আশ্রিত ও অধিকৃত। (৩৭।৩৮) সর্ব্বপ্রকার ফল কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে নিষ্কারণ ও অকৃত্রিম ভক্তিযোগ নিয়োজিত করিলে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পদলাভে অধিকার জন্মে। (৩৯) শম, দম, তিতিক্ষা, দ্বন্দসহিষ্ণুতা, ক্ষমা, অক্রোধ, অসূয়া, লোভ রহিত, অপ্রমাদ, অনাত্মবিরাগ, আত্মানুরাগ, নিঃসঙ্গতা, বৈরাগ্য, উপশম, উপরতি, অনাস্তিক্য, সমদৃষ্টি, হিতৈষিতা, অপক্ষপাত, অনাধৃষ্টি, অচাপল্য, অক্রূরতা, ইত্যাদি উপায় সকল বাসুদেব সাধন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৌভাগ্য ও সুখের বিষয়, তোমাতে সে সকলের কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রত্যুত, সর্ব্বথা প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হইয়া

থাকে। এই জন্য আমি তোমার প্রতি পরম প্রীতিমান হইয়াছি ; বলিতে কি তুমি স্বতঃই বাসুদেবসিদ্ধ। (৪০।৪২) আমার বরে আবশ্যক নাই ; ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বতঃই তোমাকে সাক্ষাৎপ্রদান করিবেন। তথাপি আমি বরদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। (৪৩) আমিও ততদিন তোমার সান্নিধ্যে বাস করিব। (৪৪) ভগবান্ জনার্দ্দন তোমার সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইলেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব এবং যতদিন না সাক্ষাৎ হইবে, তাবৎ তোমার রাজ্য, দেশ ও সৈন্যাদি সমস্ত রক্ষা করিবে, ইহাই আমার বর। (৪৫।৪৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত মালিনীসিদ্ধিনামক পঞ্চাশত অধ্যায়।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্ ! ভগবান্ বাসুদেব এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ ধর্ম্মরাজ স্বয়ং তোমার সৈন্য সংহার করিতেছেন এবং রাজা বীরবর্ম্মা ঐ আগমন করিতেছেন, অবলোকন কর। (১) আমাকে দেখিবার জন্য ইহার নিয়ত ঔৎসুক্য উপস্থিত হইতেছে। মহারথগণ ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। (২) অতএব অন্যান্য বীরগণসহ তুমি সুসজ্জ হও। ময়ূরকেতু, বভ্রুবাহন, প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু প্রভৃতি সকলে কৌতুক অবলোকন কর। অদ্য মাতঙ্গকুলবিনাশন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হইবে। (৩)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ জনার্দ্দন এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে বীরবর্ম্মা সহসা তথায় সমাগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ ! তুমি অনেক যুদ্ধ করিয়াছ ও অনেক জয়লাভ করিয়াছ ; অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর। (৪।৫) আমি তোমার অধীনস্থ বীরদিগের সকলকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ। তোমাকে বিনাশ না করিয়া আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি না এবং আমার রণকণ্ডূয়নও উপশম প্রাপ্ত হইবে না। (৬।৭) হে গোবিন্দ! যদি তুমি বীর হও, হে পার্থ! তুমিও যদি বীর হও, আমার প্রহার একবার সহ্য কর। আমি দ্বিতীয়বার কাহাকেও আক্রমণ বা প্রহার করি না। (৮) এই বলিয়া বীরবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ ছয়বাণে অর্জ্জুনের ও অপর ছয়বাণে জনার্দ্দনকে হৃদয়ে আঘাত করিলেন (৯) এবং পুনরায় শরবৃষ্টিসহকারে তদীয় সুবিপুল সৈন্য বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণস্থলে মহামার উপস্থিত হইল। (১০) চতুর্দ্দিক হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ছেদ কর, ভেদ কর ইত্যাদি বীরবাক্যে গগনরন্ধ্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বীরগণের বজ্রবিস্ফূরণের ন্যায়, সাহঙ্কারে বাহ্বাস্ফোটন শব্দে কর্ণ বধির ভাবাপন্ন হইল। (১১।১২) রণস্থলে অনবরত চট্‌চটাশব্দ সমুত্থিত হইয়া, বর্ষাকালীন ঘনঘটার গম্ভীরগর্জ্জনবৎ সাড়ম্বরে দিক্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিল। (১৩) কেহ পিতা, কেহ মাতা এবং কেহ বা হায় প্রিয়ে! কোথায় রহিলে? বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করত হস্তীর পদতলে নিষ্পিষ্ট, অশ্বের খুরাঘাতে বিদারিত এবং রথের চক্রপ্রহারে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল। (১৪।১৫) কাহারও চক্ষু বহির্গত, জিহ্বা নির্গত, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদারিত, হস্তপদ খণ্ডিত, নাসাকর্ণ মোচিত হইয়া গেল। (১৬) কেহ শরাঘাতে শবের সহিত উৎপতিত ও কেহ ভল্লাঘাতে ভল্লের সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। (১৭)

মাংসাশী জন্তুগণের সমাগমে রণভূমি সহসা তুমুল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং সাক্ষাৎ শমননগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। (১৮) এক দিকে শৃগালেরা ধাবমান, অন্যদিকে কুক্কুরেরা শব্দায়মান, অপর দিকে গৃধ্রেরা নিনাদমান এবং অন্যদিকে উল্কামুখী তারস্বরে চীৎকার করিয়া সানন্দে সলম্ফে ও সগর্ব্বে লম্বমান হওয়াতে, বীরগণেরও ভয় উপস্থিত হইল। (১৯।২০) রাজেন্দ্র! অনন্তর বীরবর্ম্মা পাঁচশরে ময়ূরকেতু প্রভৃতি পাঁচজন প্রধান বীরকে মূর্চ্ছিত করিয়া সকলের বিস্ময় সমুৎপাদন পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (২১) তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় একান্ত অসহমান হইয়া শরবৃষ্টি সহকারে বলিতে লাগিলেন, আমার তুরঙ্গমযুগল সত্বর মোচন কর। (২২) বীরবর্ম্মা কহিলেন পার্থ! আমি যুদ্ধে যেমন অশ্বদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি, তেমনি এক্ষণে কৃষ্ণ ও তুমি তোমাদের দুই জনকে ধারণ করিব। আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন কর। (২৩) এই বলিয়া বীরবর বীরবর্ম্মা সহস্র সহস্র শরে বাসুদেব সহিত অর্জ্জুনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, সজল জলদের ন্যায় ঘোর গভীর গর্জ্জন করিলে অশ্ব ও হস্তী সকল ভয়ে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করত উৰ্দ্ধপুচ্ছে পলায়নপর হইল। (২৪।২৫) তাহাতে রণভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল, বীরগণের ভয় সঞ্চার ও অভীরুদিগের বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং তাহাতে বোধ হইল, যেন অকালপ্রলয় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। (২৬)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! জয়শীল বিষ্ণু অসহিষ্ণু হইয়া বীরবর্ম্মার বিসৃষ্ট শরধারা নিরাকৃত করিয়া, সুশাণিত সপ্তবাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। (২৭) বীরবর্ম্মা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া এতশত শরে অর্জ্জুনকে, অপর একশত বাণে কৃষ্ণকে এবং পুনরায় শতশরে হনুমান্‌কে এককালেই বিদ্ধ করিয়া স্বয়ং বাসুদেবের করধৃত অশ্বদিগকে ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ ও অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব সকল মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাতল আশ্রয় করিল। (২৮।২৯) পার্থ ভিন্ন অন্যান্য বীরগণ সকলেই বীরবর্ম্মার শরজালে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হইল এবং সৈন্যসকল মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। (৩০) শত শত যোধ নিমেষমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া শমনভবনের অতিথি হইল এবং রণভূমিতে ভীষণ রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। (৩১) সেই সুপ্রবল শোণিতপ্রবাহশালিনী তরঙ্গিণী-সকল ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী হইয়া প্রলয়লীলা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলে, ভৈরব ভৈরবী এবং বেতাল ও বেতালিগণ মহা আনন্দে তাহাতে সন্তরণ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য অতি অদ্ভূত। (৩২) হত ও পতিত যোধগণের ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে রণভূমি এককালে আকীর্ণ ও গহন ভাবাপন্ন হওয়াতে, জীবিতগণের সঞ্চরণ নিতান্ত ক্লেশময় হইয়া উঠিল। (৩৩) যে যেখানে, সে সেইখানেই দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত বীরবর্ম্মার প্রহার সহ্য করিতে ও অবসন্ন হইতে লাগিল। (৩৪) অশ্বসকল সহসা ভয়চকিত হইয়া প্রবলবেগে অনায়ত্তগতিতে ধাবমান হইলে, তাহাদের পদাঘাতে ও শরীর সংঘর্ষে অনেকেই বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। (৩৫) হস্তীসকল শরপাত শব্দে সমুত্তেজিত ও নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া প্রতিকূল গতিতে ধাবমান হইলে, রণভূমি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। (৩৬) দুর্দ্ধর্ষবর্ম্মা বীরবর্ম্মা অনবরত শরজাল বিস্তার করিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কখনও তীক্ষ্ণ আলোক এবং কখনও বা নিবিড় অন্ধকার আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। (৩৭।৩৮) এইরূপে তিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিয়া স্বপক্ষগণের হর্ষ ও বিপক্ষপক্ষের বিষাদ সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক দারুণ রণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি যমনগরীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। (৩৯।৪০) ভগবান্ বাসুদেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ!

বীরবর্ম্মা সামান্য ক্ষত্রিয় নহে যে, অনায়াসেই পরাজিত হইবেন। (৪১) বিশেষতঃ স্বয়ং ধর্ম্ম যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে পরাজয় করা একান্তই দুঃসাধ্য। কে তাঁহাকে রণরঙ্গে বিমুখ করিতে পারে? (৪২) রাজা স্বয়ং পুণ্যপ্রতিম, পুণ্যপ্রতিমা মালিনীর জনক এবং ধর্ম্মরাজ স্বয়ং জামাতৃরূপে তাঁহার অনুগত, কাহার সাধ্য, তাঁহাকে পরাজয় করে। আমি ব্যাকুল হইতেছি। বহুসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, এক্ষণে বীরবর বীরবর্ম্মার যুদ্ধে বা পরাজিত হইতে হয়। (৪৩-৪৫) এই কথা বলিতে বলিতে বীরবর্ম্মা তৎক্ষণাৎ সহস্র শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল; এই ব্যাপার অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। (৪৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বিষ্ণু সংশয় নামক একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর বীরবর্ম্মার উল্লিখিত অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শনে বাসুদেব মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, পার্থ! বীরবর্ম্মাকে জয় করা আমারও সাধ্য নহে। ঐ দেখ, ইনি তোমার সমস্ত উপায়ই অপকৃত করিয়াছেন। (১।২) দেবী পৃথিবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাঁর রথ গ্রাস করিতে পারিবেন না। কর্ণ অপেক্ষা ইহাঁর সামর্থ্য অধিক। (৩) যে সুদর্শন শিশুপালের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়াছিল, তাহা দ্বারাও ইহার কণ্ঠ ছিন্ন হইবে না। যে সকল শরে শিশুপালের মস্তক রণস্থল হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সে সকল শরও ইহার নিকট ব্যর্থ হইয়াছে। (৪।৫) অতএব হনুমানই ইহাকে লাঙ্গূলে বন্ধন করিয়া আরম্ভ করুক এবং ঊর্দ্ধে ঘূর্ণায়মান করিয়া অবশেষে মহাসাগরে নিক্ষেপ করুক। (৬) হনুমান্ কহিলেন, এ রাবণের সৈন্য নহে, জম্বু নহে, বালী নহে, অথবা সীতার ভয়বিধায়িনী নিশাচরীগণও নহে যে, অনায়াসেই দমন করিব। (৭) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইহার রথ লইয়া সাগরসলিলে নিক্ষেপ কর। অদ্য ধর্ম্মের জন্য তোমাকে ও আমাকে এই সকল কার্য্য সাধন করিতে হইবে। (৮)

জৈমিনি কহিলেন, বাসুদেব আজ্ঞা করিবামাত্র পবননন্দন তৎক্ষণাৎ অশ্ব, সারথি ও বীরবর্ম্মা সহিত তদীয় রথ সবলে গ্রহণ করিয়া সবেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। (৯) বীরবর্ম্মা তদ্দর্শনে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্দণ্ডে অর্জ্জুনের রথ গ্রহণ করিয়া আকাশগামী হনুমানের সমীপস্থ হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার রথ লইয়া আকাশে উত্থিত হইতেছ? আমিও এদিকে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের রথ অন্তরীক্ষে লইয়া যাইতেছি, দেখ। এক্ষণে তুমি আমার রথ যে স্থানে লইয়া যাইবে, আমি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে সেই স্থানে লইয়া যাইব, কোনমতেই ছাড়িব না। (১০-১২) দৈবাৎ তুমি আমার হস্ত অতিক্রম করিয়াছ, নতুবা তোমাকেও আমি এইরূপ করিতাম। (১৩) হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষীরসাগরগর্ভে শেষনাগের মস্তকে শয়ন করিয়া থাক। অর্জ্জুন ভক্তিভরে বরণ করাতে এদিকে রমা বিরহিণী হইয়া অনবরত ত্বদীয় ধ্যানধারণায় কাল যাপন করিতেছেন। অদ্য আমি তথায় তোমাকে অর্পণ করিলে তাঁহার স্বামীসমাগম সম্পন্ন হইবে। (১৪।১৫) হনুমান্ কহিলেন রাজন্! তুমি নিজমুখে নিজগুণ গান করিয়া, আপনার বর্দ্ধিত মহিমা নষ্ট করিতেছ। (১৬) দেখ, যে ব্যক্তি আপনার পৌরুষ প্রখ্যাপন করে, সাধুগণ তাঁহাকে

বর্ণনা বা গণনা করেন না। (১৭) বীরবর্ম্মা কহিলেন যাহাই হউক, তুমি আমার রথ লইয়া যাইতে পারিবে না। আমার প্রহার সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি সবেগে মুষ্টির আঘাত করিলে হনুমান্ প্রহার বেগে প্রতিহত ও প্রতিবারিত হইয়া আর যাইতে পারিলেন না। (১৮।১৯) রাজেন্দ্র! এইরূপে একাকী বীরবর্ম্মা যুদ্ধে তিনজনকে ধৃত করিলে, বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বীরবর্ম্মার হৃদয়ে সবেগে পদাঘাত করিলেন। (২০) রাজা সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত ও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে, পুনরায় প্রহার ব্যথা সংবরণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! আমি তোমাদের তিনজনকে ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমরা তিনজনেও একক আমাকে ধারণ করিতে পারিলে না। এই মুখে তোমরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ? (২১।২২) যাহা হউক ধর্ম্মরাজ যম কহিয়াছেন, আমার মৃত্যু তোমার অধীন। দেখ, আমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বদ্বয় গ্রহণ, যুদ্ধে বীরদিগের বিনাশ সম্পাদন ও স্বয়ং কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছি, তথাপি আমার মৃত্যু হইতেছে না কেন? (২৩।২৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর বাসুদেব স্বীয় রথে রাজা বীরবর্ম্মাকে সমাহিত দর্শন করিয়া, অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ফাল্গুনি! শ্রবণ কর। সহস্রবর্ষ যত্ন করিলেও বীরবর্ম্মাকে জয় করা তোমার বা আমার সাধ্য হইবে না। (২৫।২৬) এই রাজা মহাবল, মহাবিক্রম, প্রবলপরাক্রম, লঘুহস্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহে সবিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধে সকল বীরকে জয় ও আমারও সন্তোষ সাধন করিয়াছেন। (২৭) অর্জ্জুন কহিলেন নাথ! যে ব্যক্তি তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তাহারই বিজয় লাভ হইয়া থাকে। পৌরুষপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করা আমার একান্ত অসাধ্য। মহাবীর ধনঞ্জয় এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে বীরবর্ম্মা সত্বরতা সহকারে তাঁহাকে প্রতিষেদ করিয়া কহিলেন অর্জ্জুন! আমি অবসন্ন হইয়াছি, আর এ প্রকার কথা মুখে আনিও না। (২৮।২৯) দেখ, তুমি যুদ্ধে চরাচর জয় করিতে সমর্থ, সুতরাং তোমার এই কথা শুনিয়া আমার নিরতিশয় প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। (৩০) এই কথা কহিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। (৩১) অনন্তর তিনি প্রীতিভরে পার্থকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তাঁহাকে আপনার রাজ্য, ধন ও দেহ পর্য্যন্ত সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন, (৩২) এবং তাঁহাদিগকে স্বকীয় পুরে লইয়া গিয়া, যত্নসহকারে পরম সমাদরে সবিশেষ অভ্যর্থনা ও সভাজনাদি করিলেন। (৩৩) রাজা বীরবর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে আপনার সমুদায় বিত্তজাত, শশাঙ্কধবল সহস্র সহস্র হস্তী, একতঃ শ্যামবর্ণ ভূরি ভূরি অশ্ব ও বহুসহস্র সুন্দরী স্ত্রী দান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং সকলের অগ্রসর হইয়া যজ্ঞীয় তুরঙ্গমযুগল রক্ষা করিতে লাগিলেন। (৩৪।৩৫) রাজন্! গমন সময়ে পথিমধ্যে এক সুনির্ম্মল নদ পার্থপ্রমুখ বীরগণের নয়নগোচর হইল। ঐ নদ নক্রচক্রে পরিপূর্ণ, শত শত আবর্ত্তে আকীর্ণ, পর্ব্বতাকৃতি মৎস্য সকলে সমাচ্ছন্ন এবং তুমুল জলকল্লোলসহকারে যেন সাগরকেও উপহাস করিতেছে। তাঁহারা তাঁহার সলিলে অবগাহন ও তাহা পান করিয়া ক্ষণকাল তাহার তীরে বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর, হে জনমেজয়! অর্জ্জুনের সুবিপুলবাহিনী সেই সুবিশাল নদ সমুত্তরণ করিল। (৩৬-৪০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত বীরবর্ম্মার আত্মোৎসর্গ নামক দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অশ্বদ্বয় সারস্বতনগর হইতে বিনির্গত হইয়া যে স্থলে গমন করিল, আমি বিঘ্নবিনাশক লম্বোদরকে নমস্কার করিয়া তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব। (১) অশ্বদ্বয় নির্গত হইয়া বায়ুবেগে গমন করত চন্দ্রহাসপুরে প্রবেশ করিল; সে স্থানে রমণীয় কৌতলক বিরাজমান হইতেছে। (২) কৃষ্ণ, জিষ্ণু, প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু, হংসধ্বজ, শিখিধ্বজ, তাম্রকেতু, প্রবীর এবং অন্যান্য বীরগণ সকলেই তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। (৩) সহসা তাহাদিগকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যামোহাবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অশ্বদ্বয় কোথায় গেল, কে তাহাদিগকে লইয়া গেল, তাহারা কি পাতালে প্রবেশ করিয়াছে, না আকাশে উত্থিত হইয়াছে? এই বলিয়া সকলে যেমন আকাশের দিকে উদগ্রীব হইলেন, তৎক্ষণাৎ পরমপ্রভাব পরমদ্যুতি দেবর্ষি নারদকে দর্শন করিলেন। (৪-৬) তাঁহার তেজের সীমা নাই, দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায়, স্বকীয় তেজ বিরাজমান, যাবতীয় মুনিবৃন্দের প্রধান, সমুদায় বৈষ্ণববর্গের অগ্রে বর্ত্তমান, বেদ-বেদাঙ্গপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সবিশেষ জ্ঞানবান্ এবং কলহবিধানে সর্ব্বদাই অভিলাষবান্ পরম প্রতিভাবান্ ভগবান্ নারদকে দর্শন করিয়া, তাঁহারা সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করিলেন। মহর্ষি তেজে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইয়া গেল। (৭।৮) অনন্তর অর্জ্জুন স্বামিগৌরবপ্রযুক্ত সবিশেষ সমাদর ও অর্চ্চনাসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্! আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, বলুন। (৯) দেবর্ষি কহিলেন, পার্থ! তোমাদের অশ্ব কৌন্তলকপুরে গমন করিয়াছে। পরম ধার্ম্মিক ও পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস ঐ পুরের অধিপতি। (১০) রাজা কুতলক তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। সেই হইতে রাজা চন্দ্রহাস কুতলক নগরী শাসন করিতেছেন। (১১) প্রধান অমাত্য ধৃষ্টবুদ্ধির দুহিতার সহিত চন্দ্রহাসের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাজা মহিষীর প্রেমে পরমানন্দিত আছেন। (১২) হে পার্থ! মহারাজ চন্দ্রহাস কেরলাধিপতির পুত্র এবং কুলিন্দকর্ত্তৃক পরিপালিত হয়েন। ভগবান্ লক্ষ্মীপতির প্রসাদে তাঁহার কৌন্তলক রাজ্য লাভ হইয়াছে। (১৩) ফলতঃ মহাবাহু মহাবল চন্দ্রহাসের সমকক্ষ পুরুষ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তোমার সমভিব্যাহারে এই সকল রাজা তাঁহার ষড়াংশেরও যোগ্য নহেন। (১৪)

জৈমিনি কহিলেন, দেবর্ষির কথা কর্ণগোচর করিয়া কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের সাতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভূত হইল। তিনি প্রবল কৌতূহলবংশবদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্! বিস্তারপূর্ব্বক মহাবল চন্দ্রহাসের চরিত্র কীর্ত্তন করুন। সংক্ষেপ শ্রবণে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। (১৫।১৬) নারদ কহিলেন, পার্থ! তুমি অশ্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার সময় কোথা? বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ চিন্তিত হইয়া হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। (১৭) অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সেই কুরুক্ষেত্র সমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে কিরূপে বাসুদেবের প্রমুখাৎ কথামৃত শ্রবণ করিয়াছিলাম? (১৮) সৎকথা শ্রবণে যাহাদের সময় না হয়, তাহারা নিতান্ত বঞ্চিত ও হতভাগ্য; তাহাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ বৃথা। অতএব আপনি কীর্ত্তন করুন। (১৯) নারদ কহিলেন পার্থ! পূর্ব্বে কেরল প্রদেশে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সেই মেধাবী যথাবিধানে প্রজাপালন করিতেন। (২০) শুভ নক্ষত্রযোগ সমাগমে তাঁহার নিরতিশয় প্রভাসম্পন্ন এক সুকুমার কুমার

সমুৎপন্ন হয়, রাজা নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হন। (২১) কতিপয় দিবস অতীত হইলে, সহসা শক্রপক্ষ সমাগত হইয়া কেরলরাজ্য বেষ্টন করিলে, ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পরমধার্ম্মিক কেরলরাজ ঐ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। (২২) তাঁহার মহিষী সাতিশয় পতিব্রতা, তিনি স্বামীর পরলোক সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহমৃতা হইলেন। রাজকুমার সুতরাং আশ্রয়-হীন ও অনাথ হইয়া পড়িলেন। (২৩) এক ধাত্রী দয়া করিয়া তাহাকে কুন্তলকপুরে আনায়ন করিল এবং তথায় পুরস্ত্রীগণের সাহায্যে তাঁহাকে পালন করিতে লাগিল। (২৪) ধাত্রী রাজগৃহে চন্দন পেষণাদি নানাবিধ কার্য্য করিয়া বেতন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দারা বালকের ভরণ পোষণ করিত। (২৫) এইরূপে যত্নাতিশয় সহকারে পরিপালিত হইয়া, শিশুর বয়স তিন বর্ষে উপনীত হইল। ঐ সময়ে দিবারাত্রি একধ্যানে এক জ্ঞানে মৃত রাজা ও রাজ্ঞীর জন্য চিন্তা করত ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া, ধাত্রীর সহসা পরলোক হইল, সুতরাং বালক আবার আশ্রয় হারাইল। (২৬।২৭) কে তাহাকে লালন পালন করিবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। কিন্তু ভগবানের অপার কৃপা, তাহার প্রসাদ ও ইচ্ছায় বালকের শত শত রক্ষক আপনা হইতেই স্থিরীকৃত হইল। বালক স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গ ও রমণীয় রূপরাশির আধার এবং বিবিধ সুলক্ষণ লক্ষিত, যে দেখে, সেই ভালবাসে। (২৮) তাহার বামপদে একটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র অঙ্গুলী বিরাজমান, তাহাতেও তাহার শোভার সীমা নাই। যে দেখে, সেই স্নেহ করে। (২৯) পুরবাসিনী কতিপয় কামিনী নিয়মিতরূপে তাহার পরিপালন করিতে লাগিল; ক্রমে শিশু পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। (৩০) শিশু যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে, বিহার করে ও ক্রীড়া করে। কাহার প্রতি বিরাগ নাই, অস্নেহ নাই বা অপ্রীতি নাই। (৩১) যে আহ্বান করে, শিশু তাহারই নিকট গমন করে। পুরবাসী বালকগণের সহিত পথে পথে ক্রীড়া করে, ভোজন করে ও শয়ন করে। (৩২) পুররমণীগণ কেহ তাঁহাকে ভোজন ও কেহ স্নান করায়, কেহ সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তদীয় দেহ চর্চ্চা বিধান, কেহ অন্যান্য নানাপ্রকার অলঙ্কার সমাধান, কেহ আদর পূর্ব্বক তাঁহার দেহ পরিষ্করণ, কেহ কঞ্চু প্রদান, কেহ মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন, কেহ পাদুকাদান এবং কেহ বা অন্যান্য পরিচ্ছদ সম্প্রদান করিয়া যাহার যেরূপ সাধ্য ও ক্ষমতা, তদনুসারে শিশুর পরিচর্য্যাদি সম্পাদন করে। (৩৩-৩৪) এইরূপে সাধারণের অতীব প্রীতির পাত্ররূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, শিশু যদৃচ্ছা বিচরণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রধান সচিব ধৃষ্টবুদ্ধির বাসভবন সমীপে গমন করিল এবং তথায় প্রবেশ করিয়া ইতঃস্তত আপনা আপনি ক্রীড়া করিতে লাগিল। (৩৬।৩৭) তথাকার লোকের এই অলৌকিক গুণগ্রামভূষিত লোকাভিরাম সুকুমার শিশুকে সন্দর্শন করিয়া, নিরতিশয় বিস্ময় সমাবিষ্ট হইল। (৩৮) ঐ সময়ে ধৃষ্টবুদ্ধি বিনয়, পূজা ও অর্ঘ্যাদি ক্রিয়া সহকারে সুস্বাদু পায়স, সুরম্য মোদক ও সুমিষ্ট বটকাদি দ্বারা সেই সমবেত ব্রাহ্মণাদির ভোজন ব্যাপার সমাহিত করিলে, তাঁহারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পাণিপ্রক্ষালন ও আচমনান্তে সেই বালকের সহিত তৎসমস্ত উপযোগ করিলেন। (৩৯।৪০) অনন্তর তাঁহারা ধৃষ্টবুদ্ধির প্রদত্ত সুগন্ধি কর্পূর ও সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরম প্রীতি হইয়া, যাইবার সময় তাহাকে বলিতে লাগিলেন ধৃষ্টবুদ্ধে! অভিনন্দন করি, তুমি চিরকাল সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার অগ্রে ঐ যে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালক বিহার করিতেছে, উহার প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত হইয়াছে? (৪১।৪২) এই বালক কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিল, সমুদায় সবিশেষ নির্দ্দেশ কর। শুনিবার জন্য আমাদের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। (৪৩) তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এই নগরে কত

বালক জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কে তাহার নির্ণয় করে? এই বালক কে, আমি তাহার কিছুই জানি না। (৪৪) তখন তাঁহারা কহিলেন, এই বালক যেরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে এ রাজ্যধর হইবে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ধৃষ্টবুদ্ধি! তুমি ইহাকে পালন কর। পরিণামে এই বালকই তোমার সমস্ত সম্পদ অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই। (৪৫।৪৬)

জৈমিনি কহিলেন, ঋষিগণ এই কথা কহিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহাদের কথায় বালকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, (৪৭) 'এ কি! ঋষিগণ কি বলিয়া গেলেন? একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ বালক আমার সমস্ত সম্পদ অধিকার করিবে? ইহা কখনই হইতে দিব না। (৪৮) ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি নিতান্ত ব্যাকুল ও কাতর ভাবাপন্ন হইয়া, বালকের সংহার করাই অবধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চাণ্ডালদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, রে পশুনরবৃন্দ! তোমরা এই বালককে সত্বর অরণ্যগহ্বরে লইয়া গিয়া পশুর ন্যায় সংহার ও তাহার চিহ্নস্বরূপ ইহার শরীরের কোনও অংশ বিশেষ আনয়ন করিয়া, আমার পরিতোষ বিধান কর। আমি পুরস্কার স্বরূপ তোমাদিগকে বিবিধ মহিষাদি পশু প্রদান করিব। (৪৯-৫২) নারদ কহিলেন পার্থ! চাণ্ডালেরা মন্ত্রীর আজ্ঞা পাইবামাত্র অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া প্রমত্তহৃদয়ে শিশুকে ধারণপূর্ব্বক বনগহ্বরে লইয়া চলিল। (৫৩) ঐ অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই এবং সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক শ্বাপদগণের সর্ব্বদা সান্নিধ্যবশতঃ উহার ভয়ঙ্করতার সীমা বা উপমা নাই। (৫৪) দুর্ভেদ্য কণ্টকপূর্ণ প্রকাণ্ড মহীরুহ সকলে উহার চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত এবং ভয়ানক পক্ষীসকলের শ্রুতিকঠোর কর্কশ নিনাদে সর্ব্বদাই প্রতিশব্দিত। কাহার সাধ্য, তথায় গমন করে? (৫৫) চাণ্ডালেরা অনাথ রাজকুমারকে লইয়া অনায়াসেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে খরধার অস্ত্র সকল নিষ্কাষিত করিয়া, পরম ধার্ম্মিক কেরলপতির সেই সুকুমার কুমারকে কহিতে লাগিল, আমরা এখনই তোমাকে বধ করিব; তুমি এইবেলা দেবতাকে স্মরণ করিয়া লও। (৫৬।৫৭) পার্থ! ঐ শিশু ইতঃপূর্ব্বে ভ্রমণ সময়ে ভগবানের মনোহারিণী প্রতিমা যে শালগ্রাম শিলা দর্শন করিয়াছিল, তাহা মুখমধ্যেই রাখিয়াছিল। (৫৮) তাহার বয়স্য অন্যান্য শিশুগণ পাষাণগোলক সহযোগে ক্রীড়া করিবার সময়ে যখন বলিত সখে! অদ্য কি জন্য এই উপল বর্ত্তুল দ্বারা ক্রীড়া করিতেছ না? (৫৯) ঐ শিশু তখন উত্তর করিত, ভাই সকল! অন্যান্য অনেক বিচিত্রভাবাপন্ন পাষাণগোলক আছে, কিন্তু ঈদৃশ সুস্নিগ্ধ ও অনুপম বর্ত্তুল আর আমার নয়নগোচর হয় নাই। (৬০) যাহাহউক, আমি পূর্ব্বে যে সকল গোলক লইয়া ক্রীড়া করিতাম, তৎসমস্ত এখন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অধুনা আমি ইহারই দ্বারা ক্রীড়া করিব। (৬১) অর্জ্জুন! পূর্ব্বে ঐ বর্ত্তুলসহায়ে বিজয়ী হইয়া, শিশু বয়স্যবর্গের পরিতোষ বিধান করিত, এক্ষণে সেই রমণীয় শিলা ধারণ করিয়া, জয় জয় শব্দ সমুচ্চারণ করিতে পূর্ব্বে মহাভাগ ধ্রুব আমার অনুগ্রহে ও সাহায্যে যাঁহাকে লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিল, কেরলপতিকুমার চাণ্ডালগণের বাক্যে সেই ভগবান্ নারায়ণের ঐকান্তিক ধ্যানধারণে প্রবৃত্ত হইয়া নিস্তার লাভ করিল। (৬২।৬৩) শিশু চাণ্ডালকে বলিল, হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! হে জগৎপতে! চাণ্ডালেরা খরধার খড়্গসহায়ে আমার সংহারে সমুদ্যত হইয়াছে, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। (৬৪) হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমারে নমস্কার। হে অনাথনাথ পতিতপাবন! তোমা ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তুমি সকলের আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। (৬৫) ভগবান্ নারায়ণ শিশুর এই স্তবে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্ত্যজগণের মোহসমুৎপাদন

করিলেন। তাহারা সকলেই মোহাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! এই কুমার কি সুকুমার! ইহার বাহু দীর্ঘ, লোচন বিশাল, সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গই মনোহর এবং বিবিধ সুলক্ষণে লাঞ্ছিত। (৬৬।৬৭) হয়! ধৃষ্টবুদ্ধি কিরূপে ইহাকে অরণ্যমধ্যে লইয়া গিয়া বধ করিতে বলিলেন, তাঁহার প্রাণে কি দয়া নাই? (৬৮) আমরা পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, সেই জন্য এই জঘন্য চাণ্ডালযোনিতে আমাদের জন্ম হইয়া। অধুনা আবার এই শিশুহত্যা করিলে, না জানি সেই ঘোর পাপে জঘন্যযোনিতে পতিত হইতে হইবে। ধিক্ আমরা, আজি কি করিয়া কোন দোষে এই পিতৃহীন, মাতৃহীন ও সহায়বিহীন দেবরূপী কুমারকে বধ করিব? (৬৯।৭০) নারদ কহিলেন, চাণ্ডালেরা পরস্পর এই প্রকার সম্ভাষণ করিয়া, শিশুর আপাদমস্তক সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং তাহার বামপদে ক্ষুদ্র ষষ্ঠাঙ্গুলি সন্দর্শন করিয়া, ইহাই চিহ্নস্বরূপে দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধির সকাশে লইয়া যাইব। এই প্রকার কহিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন ও গ্রহণ করিল। (৭১।৭২) অনন্তর তাহারা শিশুকে সেই বিজন অরণ্যে একাকী পরিত্যাগ করিয়া, উল্লিখিত চিহ্নগ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে ধৃষ্টবুদ্ধির সকাশে সমাগত হইল এবং তাহাকে সেই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। (৭৩।৭৪) তদ্দর্শনে মুনিগণের বাক্য ব্যর্থ করিলাম ভাবিয়া, পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধির আহ্লাদের সীমা রহিল না। তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া, মহিষদানপুরঃসর চাণ্ডালগণের নিরতিশয় পরিতোষ সম্পাদন করিল। (৭৫।৭৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাস কীর্ত্তি নামক ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন অর্জ্জুন! শ্রবণ কর। সেই বালক বনমধ্যে নীত হইয়া, তদীয় মিত্র জগন্মিত্র মাধবের স্মরণপ্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ চাণ্ডালহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইল। (১) হে মহাবাহো! বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী বা পুরুষ, ইহারা দেবাদিদেব বাসুদেবকে স্মরণমাত্র তৎক্ষণাৎ যে সমস্ত ক্লেশ ও সমস্ত কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, এববিষয়ে কোনও প্রকার ব্যভিচার বা অন্যথাপত্তি সংঘটিত হয় না। (২-৩) সে যাহাহউক, চাণ্ডালেরা শিশুর ষষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া গেলে, দরদরিতধারায় রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। বালক নিতান্ত ব্যাকুল এবং বনচর তাবৎ প্রাণীকে মোহিত করিয়া গলদশ্রুলোচনে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। (৪।৬) তাঁহার রোদনে বনের হরিণীরা তথায় দৌড়িয়া আসিল এবং নিতান্ত কাতর হইয়া তদীয় রুধিরাক্তপদ লেহন করিতে লাগিল, (৭) পক্ষীরা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া তথায় সমবেত হইল এবং সকলে মিলিয়া পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক ছায়া করিল। (৮) বনদেবীরা সকলেই দুঃখ-প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার রক্ষাবিধানে প্রযত্নবতী হইলেন। সর্পেরা তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব ফেণমণ্ডল ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, (৯) বক সকল তাঁহার দুঃখে অসহমান হইয়া নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক যেন ধ্যানপর হইল এবং উলূকেরা আর বহির্গত না হইয়া কন্দরমধ্যেই অবস্থিতি করিল। (১০) পারাবতেরা শোকবিহ্বল হইয়া অনবরত পাষাণ দ্বারা উদরপূরণে প্রবৃত্ত হইল, এবংশিশুর শোকে বনভূমি ম্রিয়মতী হইল। (১১) পার্থ! বনের পক্ষী প্রভৃতি তাবৎ প্রাণী সকলেই এইরূপে শোকে ব্যাকুল ও ব্যস্তভাবাপন্ন, এমন সময়ে শবর দেশাধ্যক্ষ কুলিন্দ তথায় সমাগত হইল। (১২) ধৃষ্টবুদ্ধি বনবিভাগ রক্ষণার্থ তাহাকে

নিযুক্ত করিয়াছিল; কুলিন্দ মৃগয়াপ্রসঙ্গে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়া অবলোকন করিল, বর্ষাকালীন নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায়, ঐ অরণ্য অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। (১৩-১৪) কুলিন্দ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার সমভিব্যাহারী বনচরগণ ইতস্ততঃ সঞ্চারণপূর্ব্বক তত্রত্য পুষ্পিত লতাসকল বিদলিত করিতে লাগিল এবং চাণ্ডালগণের চীৎকারে ও কোলাহলে অরণ্যাণী ক্ষণমধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। (১৫) সেই কোলাহলে সিংহব্যাঘ্রাদি প্রবল পরাক্রান্ত পশুগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। (১৬) পার্থ! কুলিন্দ যদৃচ্ছা বনাতিক্রম করিতে করিতে সহসা সন্দর্শন করিল, একটি পরম সুকুমার বালক গলদশ্রুলোচনে অনবরত জপ করিতেছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বনের পশুপক্ষীরা তদনুরূপ ব্যাকুলভাবে স্থির-ভাবে উপবেশন করিয়া আছে। তদ্দর্শনে কুলিন্দের বিস্ময়সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। (১৭-১৮) তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালককে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিল এবং দুই হস্তে তাহার নেত্রজল পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক মধুরবচনে কহিল, রে শ্বপচগণ! তোরা সকলে কুক্কুরদিগকে ত্যাগ করিয়া, এই দিকে আগমন এবং এই সমাগত হরিবল্লভের আশ্রয় গ্রহণ ও ইহার বচনাবলী শ্রবণ কর্। (১৯-২০) আহা! আমি এই শিশুকে কি বলিব, কি করিব। হে বালক! তুমি কে, কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিলে? (২১) আমি কুলিন্দ! অকপটে বল, কে তোমার পিতা? তোমার জননী কোথায়? তোমার সুহৃদ্‌গণই বা কোথায়? (২২) তুমি এই অরণ্য প্রান্তরে পড়িয়া আছ, তোমার পিতামাতা কি আত্মীয়েরা ইহা কি জানিতেছে না? (২৩) আহা! এই বালক হরিধ্যানে একেবারেই মগ্ন হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য ইহার অন্য চিন্তা বা অন্য দর্শন নাই। (২৪) বুঝিয়াছি, এই বালক ধ্যানবলেই চাণ্ডালগণের বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। অথবা জগতের পিতামাতা কৃষ্ণ ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। (২৫) এই বালকের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে মদীয় পিতৃপুরুষগণ অবশ্যই সুখাবহ লোক লাভ করিবেন। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিব। (২৬) আমি বিষ্ণুভক্ত এবং নিঃস-ন্তান। এই বিষ্ণুপ্রিয় শিশু এক্ষণে আমার পুত্র হইবে। শাস্ত্রে দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, কানীন, সহোঢ়জ, স্বয়ংপ্রাপ্ত, কুণ্ড, গোলক এবং ঔরস, এই কয় প্রকার পুত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। ঔরসপুত্রের অভাবে লোকে যথাক্রমে ঐ সকল পুত্র পরিগ্রহ করিবে এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাব হইলে পরম্পর পুত্রগ্রহণ করিবে; অতএব এই বালক আমার পরম প্রীতিজনক স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র হইবে। (২৭-৩০) কুলিন্দ এই প্রকার অবধারণ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে বালককে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে পরম হর্ষভরে আপনার রাজধানী চন্দনাবতী নাম্নী সুপ্রসিদ্ধ পুরীতে প্রস্থান করিলেন। (৩১।৩২) গমন কালীন পথিমধ্যে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, অদ্য আমার দিন সার্থক ও জন্ম সার্থক। প্রতি-দিন আমি শোচনীয় মৃগ সকল মৃগয়ায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি, অদ্য আমার কৃষ্ণমৃগশাবক লাভ হইল। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের মৃগয়া করে, সেই কৃষ্ণমৃগার্ভক। এই বালকও কৃষ্ণের মৃগয়াতৎপর, অতএব কৃষ্ণমৃগার্ভক নামে পরিগণিত। আমি বহু ভাগ্যবলে ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বালক নিশ্চয়ই আমাকে এই দারুণ সংসারপাশ হইতে ছেদন করিবে ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। (৩৩-৩৬) ধীমান্ কুলিন্দ এই প্রকার বলিতে বলিতে হর্ষিত হইয়া সেই শিশুসমভিব্যাহারে চন্দনাবতীতে সমাগম ও স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া আপ-নার মেধাবিনী সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত বিষয় আদ্যপ্রান্ত জ্ঞাত করিয়া তাহার হস্তে লব্ধ পুত্ররত্ন ন্যস্ত করিলেন। (৩৭।৩৮) তদীয় পত্নী পুত্রলাভে পরম প্রীতিমতী হইয়া কহিতে

লাগিল নাথ! কেবল শোক নহে, অদ্য আমার সমস্ত মনোরথ সফল ও দিন সার্থক হইল। (৩৯) নারদ কহিলেন পার্থ! অনন্তর মহামতি কুলিন্দ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও গণকগণের পূজাবিধি যথাবিধি সমাধা করিলেন। (৪০) গণকেরা পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন কুলিন্দ! তোমার পুত্র স্বীয় সুকুমার মুখসৌন্দর্য্যে সুনির্ম্মল চন্দ্রকেও উপহাস করিতেছে; অতএব ইহার নাম চন্দ্রহাস রাখ। (৪১) যাহারা আশৈশব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও কৃষ্ণভক্তি বিবর্জ্জিত, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে অবস্থাপন জন্য চন্দ্রহাস নামে সুপ্রসিদ্ধ রাজা হইবে। (৪২) নারদ কহিলেন পার্থ! তদবধি ঐ বালক চন্দ্রহাস নামে অভিহিত হইয়া কুলিন্দভবনে তদীয় আশার সহিত দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। (৪৩) তাঁহার আবির্ভাবে পৃথিবী শস্যশালিনী, প্রজামণ্ডলী আনন্দনির্ভর ও গাভী সকল বহুদুগ্ধবতী ও সুখদোহা হইল। (৪৪) পার্থ! ক্রমে সপ্তাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, চন্দ্রহাস বর্ণপরিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল "হরি" এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন। গুরু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রহাস! তুমি কেবল "হরি" এই অক্ষরদ্বয়ই উচ্চারণ কর। অন্য কোনও বর্ণ কি তোমার মুখ হইতে বহির্গত হয় না? (৪৫) চন্দ্রহাস কহিলেন হরি, এই অক্ষরদ্বয় আলাপ করাতেই আমার সমগ্র বর্ণ সুসিদ্ধ বা পরিচিত হইয়াছে। আমি আপনাদের কিঙ্কর, কিন্তু আমার মুখ হইতে হরি ভিন্ন অন্য বর্ণ উচ্চারিত হয় না। কি করিব, বলুন। (৪৬।৪৭) গুরুমহাশয় এই বাক্যে কুপিত হইয়া বেত্র হস্তে কহিতে লাগিলেন রে দুর্ম্মতে! তুমি হরিনাম ত্যাগ করিয়া ককারাদি বর্ণ উচ্চারণ কর। (৪৮) চন্দ্রহাস ভীত ও কম্পিত হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর প্রদান করিলেন, গুরো! আপনি বেত্র দ্বারা বৃথা আমাকে পীড়ন করিবেন, কিন্তু আমি কখনই জিহ্বা পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিব না। (৪৯) আমার অন্য শাস্ত্রেও প্রয়োজন নাই। যে শাস্ত্রে হরি নাই, তাহা আবার শাস্ত্র কি? যে রসনা হরিনাম ব্যতিরেকে অন্য নাম উচ্চারণ করে, সে পাপ রসনায় ফল কি? যে কর্ণ হরিনাম শ্রবণ না করিয়া বৃথা নাম শ্রবণ করে, সে কর্ণ পর্ব্বতগহ্বর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অতএব আমি কেবল হরিনামই জপ করিব। (৫০) নারদ কহিলেন ধনঞ্জয়! বিষ্ণুভক্ত মহাবাহু চন্দ্রহাসের চরিত পুনরায় মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত ও কর্ণ পবিত্র হইয়া পরমপুণ্য সঞ্চিত করিয়া থাকে। (৫১) গুরুমহাশয় বালকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং তৎক্ষণাৎ কুলিন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তোমার পুত্রের শরীরে মহাভূতের সঞ্চার হইয়াছে। সে দিবারাত্রি কেবল হরি হরি বলিয়া নৃত্য করে। আমি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যাপন করিলেও সে তাহাতে মন দেয় না। ৫২।৫৩) কুলিন্দ কহিলেন, আমি দৈববশতঃ ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই নিমিত্ত সহসা বশীভূত করা সহজ হইবে না। যত্ন করুন, পরন্তু এই বালকের চরিত্র অতি বিচিত্র; (৫৪) বালক গুরুলোকের সহিত কখনও ভোজন করে না এবং একাদশী দিনে কদাচ অন্ন বা অমৃতও গ্রহণ করে না। (৫৫) বালকের জন্য আমাকেও উপবাস থাকিতে হয়। ইহার সহবাসে আমাদের এই প্রকার অবস্থান হইয়াছে। (৫৬) আপনারা এক্ষণে গৃহে গমন করুন। চন্দ্রহাস যথাসুখে আহার বিহারাদি করুক, অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে যখন ইহার মেখলাবন্ধন ক্রিয়া সমাধা করিব, তখন এই বালক বেদ অভ্যাস করিবে। (৫৭) ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া যথাগত প্রস্থান করিলে, মেধাবী কুলিন্দ হর্ষিত হইলেন এবং পুত্রকে কোলে বসাইয়া পরম প্রীতভরে বারম্বার আলিঙ্গন-পূর্ব্বক উৎফুল্ললোচনে কহিতে লাগিলেন আহা! আমার কি সৌভাগ্য! আমি পূর্ব্ব-

জন্মে অনেক তপস্যা ও পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহারই প্রভাবে ঈদৃশ হরিভক্ত ও হরিগতচিত্ত এবং হরিধ্যানৈকনিরত পরম পাবন প্রীতিজনক পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। (৫৮-৬০) এইরূপ একমাত্র পুত্রই যথেষ্ট এবং পিতার নাম রক্ষা করে। অন্যান্য নষ্টচরিত্র বহুপুত্রে প্রয়োজন কি? আহা! বৎস আমার লোকমাত্রেরই প্রীতিকর ও পরম স্নেহভাজন। (৬১।৬২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে চন্দ্রহাসের বিদ্যাভ্যাস নামক চতুঃপঞ্চাশত অধ্যায়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অনন্তর অষ্টবর্ষ উপনীত হইলে পরম পুলকিত কুলিন্দ চন্দ্রহাসের মেখলাবন্ধনক্রিয়া সমাহিত করিলেন। (১) পরে বেদাহুতি বিধান করিয়া তাঁহাকে সাঙ্গবেদপাঠে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। চন্দ্রহাস একমাত্র হরিকে ধ্যান করত বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। (২) তিনি নিখিল বেদ পাঠ করিয়া বলিলেন, ভগবান্ হরি প্রীত হউন। সমুদায় বেদ ও সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র সর্ব্বত্রই আমার হরি গীয়মান হইয়া থাকেন এবং এমন কোন স্থানও দেখিতে পাই না, যেখানে আমার হরির অধিষ্ঠান বা সান্নিধ্য নাই। ফলতঃ তিনি সর্ব্ববেদ ও সর্ব্বশাস্ত্রময় এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মা। (৩.৪) চন্দ্রহাস এইরূপে বেদার্থ আলোচনা করিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হৃদয়মূলে হরিকে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিয়া শরাসনে সাত্ত্বিক গুণরূপ বাণ সকল যোজনা করত সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার লক্ষ্যসিদ্ধি হইল। (৫।৬) অর্জ্জুন! যে পুরুষ জনসকলকে অর্দন করেন, তাঁহারই নাম জনার্দ্দন, সুতরাং জনার্দ্দনই একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয়। (৭) এই প্রকার বিধানে যে ব্যক্তি উল্লিখিত লক্ষ্য অবগত না হয়, তাদৃশ জনসকলকেই তিনি অর্দ্দন করেন, এই জন্যই ভগবানের অন্যতর নাম জনার্দ্দন। (৮) হে পাণ্ডুনন্দন! কুলিন্দনন্দন চন্দ্রহাসের শরীররূপ তূণ হইতে পঞ্চ বাণ একীভূত হইয়া জনার্দ্দন লক্ষ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল; ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। (৯) এইরূপে তিনি সমগ্র ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়া সমস্ত শত্রু জয় ও প্রজাদিগকে বীতভয় করিলেন। (১০) ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবে ও অনুগ্রহে তিনি সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, শত্রু মিত্র সমভাবে তাঁহার যশোগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং প্রজাগণ তাঁহার প্রতি পরম প্রীত ও ভক্তিমান হইয়া উঠিল। (১১।১২) অর্জ্জুন কহিলেন ব্রহ্মন্! যে দেশে তাদৃশ বিষ্ণুভক্তের অধিষ্ঠান এবং ধনুর্ব্বেদের আলোচনা হয়, সেই দেশই ধন্য। (১৩) আমি চিরদিন হরিভক্তদিগের সর্ব্বদাই এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকি। দেখুন, মহাভাগ ধ্রুব ব্যোমতলে, মহামতি বলি পাতালে, মহানুভাব বিভীষণ লঙ্কা নগরে, মদীয় পিতামহ স্বর্গে, হরিভক্তগণ এইরূপে বহু দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। কিরূপে তাঁহাদের দর্শন পাইব, (১৪।১৫) অধুনা চন্দ্রহাসকে অবলোকন করিব। আহা, বিধি আমাকে প্রতারিত করিতেছেন, চন্দ্রহাস তাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। (১৬) আপনি সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ এই মনোহর কথা পুনরায় কীর্ত্তন করুন। ভগবন্! মহাভাগ! মহারথ চন্দ্রহাস যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করুন। যে ব্যক্তি বাসুদেবে ঐকান্তিকচিত্ত ও অনুরাগবান্, তাঁহার কথা সর্ব্বথা পাপব্যথা বিনাশ করে। (১৭।১৮) নারদ কহিলেন, উনষোড়শ বর্ষ অতীত হইলে চন্দ্রহাস সুমধুর বাক্যে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

বিভো! ভৃত্যকে আজ্ঞা করুন, দিগ্বিজয়ে গমন করিব এবং বল ও মৈত্র প্রদর্শন-পূর্ব্বক রাজাদিগকে জয় করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। (১৯।২০) কুলিন্দ প্রত্যুত্তরে কহিলেন তুমি একাকী কিরূপে গমন করিবে? অনেক রাজা আছেন, যাঁহারা দুর্জ্জয় ও সুবিপুল সৈন্যে পরিবৃত। (২১) অথবা বাসুদেব স্মরণ করিয়া যদি একান্তই গমন কর, তাহা হইলে আমাদের স্বামী রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির অধিকৃত শতগ্রাম সংযুক্ত যে দেশ আমার শাসনাধীনে রহিয়াছে, যে সকল বলবান শত্রু সম্প্রতি তাহার পীড়ন করিতেছে, তাহাদিগকে দমন করিয়া আইস। (২২) মহাবল চন্দ্রহাস পিতৃদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপাৎ পাঁচজন রথীর সমভিব্যাহারে হর্ষভরে উল্লিখিত বৈরিগণের আশ্রিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং তাহাদের সকলকেই অনায়াসে জয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই সকল দুরাচার বৃথা রণমদে মত্ত হইয়া সেই ভবসিন্ধু-কাণ্ডারী ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা ত্যাগ করিয়াছিল, সেই পাপে ইহাদের পরাভব ও সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। (২৩-২৫) নারদ কহিলেন অর্জ্জুন! ভগবান্ বাসুদেবের কথা আলাপ করিলে কলিদোষ সমস্ত যেমন লীন হয়, তদ্রূপ ঐ সকল শত্রু চন্দ্রহাসের ভয়ে ভীতও অন্তর্হিত হইল। (২৬) মহাবীর চন্দ্রহাস নৃপতিদিগকে জয় করিয়া সহস্র সহস্র অশ্ব, গাভী এবং সুবর্ণ, রজত ও মুক্তাপূরিত বহুসংখ্য শকট সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পুরী চন্দনাবতীতে প্রবিষ্ট হইলেন। কুলিন্দ শত্রুবিজয়ী পুত্রকে প্রত্যুদ্গমন দ্বারা অভিনন্দন এবং তদীয় মহিষী দীপদীপিত পাত্র সহায়ে তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। (২৭।২৮) চন্দ্রহাস মাতাপিতাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মনুষ্যবাহ্য শিবিকায় আরোপিত ও তাহাদের পাদুকা বহন করতঃস্বয়ং পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন, পিতৃভক্তি ব্যতিরেকে সংসারে মানুষের কিছুই লভ্য হইবার উপায় নাই, এই কারণে আমি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও নারায়ণরূপে চিন্তা করিয়া থাকি। (২৯।৩০)

নারদ কহিলেন অর্জ্জুন! চন্দ্রহাস স্বভাবতঃ রতিপতির ন্যায় মনোহর শ্রীসম্পন্ন, সহাস্যবদন ও বিশাললোচন বিশিষ্ট এবং লোকমাত্রেরই প্রীতিকর। (৩১) তিনি চতুষ্পথে গমন করিতেছেন দেখিয়া পুররমণীরা পরস্পর তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। (৩২) এক জন কহিল সখি! চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম মুকুলিত হইয়া থাকে; কিন্তু সাক্ষাৎ চন্দ্রস্বরূপ চন্দ্রহাসকে দেখিয়া তোমার মুখপদ্ম নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে! (৩৩) চন্দ্রহাস এই সকল বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ ও সুহৃৎ মিত্র ও পিতা প্রভৃতি সকলের পরম সন্তোষ বিধান করিলেন। (৩৪) অনন্তর দশমী তিথি সমাগমে কুলিন্দ আনন্দিত হইয়া বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে পরম প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাসকে নিজপদে অভিষিক্ত করিয়া আত্মাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। (৩৫) পুরবাসীরা পরম আহ্লাদিত হইয়া এতদুপলক্ষে বিবিধ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল এবং সুললিত পদাবলী সমুচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগিল। (৩৬) অনন্তর তাহারা একত্রিত হইয়া সুগন্ধিচন্দন কেশর, সুরভিত চম্পকমালা এবং অগুরু ধূপ সহযোগে তাঁহার পূজা ও কর্পূর দীপাবলী দ্বারা তাঁহার নীরাজনা করিল। (৩৭) চন্দ্রহাস রাজ্যে অভিষিক্ত ও পুরবাসীকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি শুভদিন সমাগত হইলে নারায়ণের উদ্দেশে এক ভক্ত উৎসর্গ না করিবে, সে আমার শত্রু এবং যে ব্যক্তি বিষ্ণুতিথিতে অন্নভোজন করিবে সে আমার মহাশত্রু। (৩৮) একাদশী দিন পরম পবিত্র। উহা উপস্থিত হইলে, পাতক সকল ভীত ও অন্তর্হিত হয়, অতএব কেহই ঐদিনে অন্নগ্রহণ করিবে না। (৩৯) পাপভীরু, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত পুরুষ সর্ব্বথা উপবাসী হইবেন। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করে, সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। (৪০) হে পৌরগণ! লোকের

আয়ু অতি চঞ্চল ও জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। উহাতে বিশ্বাস করা কাহারও উচিত নহে। (৪১) এই শরীর গৃহস্বরূপ, অস্থি উহার স্তম্ভ, স্নায়ু উহার বন্ধন ও মাংসরুধির উহার লেপ। ঐ গৃহ যেরূপ দেহ ছিদ্রসঙ্কুল, এবং কাম ক্রোধাদি রিপুগণের উপদ্রবে উপদ্রুত। (৪২) এই দেহ কখন্ আছে, কখন্ নাই, অতএব এইরূপ অসার দেহের সার্থকতা জন্য তোমরা আমার আদেশানুসারে একাদশীব্রত পালনে তৎপর হও। (৪৩) পার্থ! পুরবাসীরা সকলেই চন্দ্রহাসের এই আদেশ সবিশেষ হিতকরবোধে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিল এবং তদনুষ্ঠানে নিরত রহিল। (৪৪) অনন্তর চন্দ্রহাস যথাযোগ্য সুবর্ণ, রত্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা ঐ সকল পুরবাসী এবং অন্যান্য বিবিধ কীর্ত্তিস্থাপন করিতে লাগিলেন। (৪৫।৪৬) নারদ কহিলেন অর্জ্জুন! দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চতুর্বর্ণ লোক সকল চন্দনাবতীতে আগমন করিতে লাগিলেন। (৪৭) চন্দ্রহাসের নিঃস্বার্থশাসনগুণে সকলেই মুগ্ধ। তাহারা পুত্রপৌত্রাদি পরিবৃত ও ধনধান্য সমন্বিত হইয়া আগমন করিলে, চন্দ্রহাস সকলকেই স্বনগরে স্থাপন করিলেন। (৪৮) এইরূপে হৃষ্টপুষ্ট ও অষ্টাদশবিধ প্রজা সমন্বিত হইয়া চন্দ্রহাসের হরিভক্তি দিন দিন যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তদীয় রাজধানী চন্দনাবতীও তেমনি তৎপ্রভাবে সমৃদ্ধিমতী হইয়া উঠিল। (৪৯) বাসুদেব প্রীত হউন বলিয়া তিনি অর্থীকে যে শ্রীদান করেন, তৎপ্রভাবে ঐ অর্থী সাক্ষাৎ ধনপতি কুবেরকেও তিরস্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। (৫০) তিনি উল্লিখিত বিধানে চন্দনাবতী পরিপালন করিতে লাগিলে, একদা তদীয় জনক কুলিন্দ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! কুন্তলপতিকে অযুত নিষ্ক, তাঁহার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধিকে তাহার অর্দ্ধ, এবং তদীয়পত্নীকে তদর্দ্ধ নিষ্ক আমাকে কর দিতে হয়। (৫১।৫২) হে উদারসত্ত্ব! তুমি আশু নির্দ্ধারিত অর্থ প্রদান করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির সন্তোষ সম্পাদন কর। বৎস! কৌতলকপুর এস্থান হইতে ছয় যোজন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। রাজা কৌতলক, পুরোহিত গালব ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি এই উভয়ের সাহায্যে তথায় রাজ্যশাসন করেন। (৫৩।৫৪) চন্দ্রহাস পিতৃবাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া রাজা, মন্ত্রী ও তদীয় পত্নীকে যে অর্থ প্রদান করিতে হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গালবের সান্নিধ্যে প্রেরণ করিলেন। (৫৫) এতদ্ভিন্ন তিনি ভূরি ভূরি মত্তমাতঙ্গ ও মনোরম তুরঙ্গম এবং উষ্ট্র, বাজী ও শকটসমূহ সহায়ে রাশি রাশি সুবর্ণ, কাঞ্চন, বিশুদ্ধ চন্দন, সুগন্ধি কর্পূর ও দুকূল পাঠাইয়া দিলেন এবং সবিশেষ বিনয়সহকারে সুলিখিত এক পত্রও প্রেরণ করিলেন। (৫৬।৫৭) কিঙ্করগণ সেই পত্র ও ধনরাশি গ্রহণ করিয়া একাদশী দিন সন্ধ্যাসময়ে কৌতলকপুরে সমাগত হইল এবং নগরীর উপকণ্ঠে সুনির্ম্মল সলিলশালিনী সুন্দর তরঙ্গিনী সন্দর্শন পূর্ব্বক পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা এই নদী জলে স্নানান্তর ভগবান্ মাধবের পূজা করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিব। (৫৮-৬০) নারদ কহিলেন, অনন্তর সকলে যথাবিধি স্নান করিয়া ভগবান্ নারায়ণের প্রণাম, জপ, ধ্যান ও পূজা করিতে লাগিল। (৬১) পরে হরিবল্লভা দেবী তুলসীকে মস্তকে ধারণ করিয়া এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সকলে রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির মন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। (৬২) তাহাদিগকে স্নানার্দ্রবস্ত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দুর্বুদ্ধি ধৃষ্টবুদ্ধি মনে করিল, মহাভাগ কুলিন্দের মৃত্যু হইয়াছে; এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেবকদিগকে দুষিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু কতদিন হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন? সেবকেরা বিনয় ও প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, শত্রুপক্ষের ঐরূপ অনিষ্ট সংঘটনা সংঘটিত হউক, প্রভু কুলিন্দের যেন কদাচ উহা না ঘটে। তিনি ভগবৎ প্রসাদে চিরজীবী হউন।। (৬৩-৬৫) মহাভাগ কুলিন্দের পুত্র পরম ভাগবৎ দিগ্বিজয় বিধানান্তে আপনাদের প্রীতির জন্য অর্থজাল প্রেরণ করিয়াছেন। (৬৬) ঐ দেখুন, হিরণ্য, রজত, কর্পূর, অগুরু, চন্দন ও দুকূলপূর্ণ শকট সকল আপনার মন্দিরে আসিতেছে। আবার এদিকে

দেখুন, ইঁহা অপেক্ষা সপ্তগুণ দ্রব্য স্বয়ং মহারাজ কুন্তলেশ্বরের প্রাসাদাভিমুখে নীয়মান হইতেছে। (৬৭।৬৮) ধৃষ্টবুদ্ধি যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া ঐ সকল দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া পাচকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, কুলিন্দের কিঙ্করদিগকে উত্তমরূপে সুশোভন অন্নপান প্রদান কর। (৬৯) তদনুসারে সূপকার সবিশেষ আদর সহকারে বারংবার অনুরোধ করিলেও সেবকেরা অন্নগ্রহণ করিল না। তখন পাচকেরা এ বিষয় প্রভুর গোচর করিল। (৭০) মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি জাতক্রোধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুলিন্দ যেমন মদগর্ব্বিত, তাহার সেবকেরাও তদ্রূপ মত্তভাবাপন্ন।০(৭১) সেই জন্য ইহারা আমার এমন উপাদেয় অন্নও গ্রহণ করিল না। ভাল, নিগড়ে বদ্ধ করিয়া কুলিন্দের সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। (৭২) সেবকেরা মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া সবিনয়ে কহিতে লাগিল স্বামিন্! আমরা গর্ব্বিত নহি, তবে একাদশী দিনে আমরা অন্নগ্রহণ করি না। (৭৩) ইহাতে যদি আমাদের অপরাধ হইয়া থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক। তাহাদের এই কথা শুনিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধি পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন, (৭৪) এবং স্বয়ং ভোজন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন! ধৃষ্টবুদ্ধির দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মদন ও কন্যার নাম বিষয়া। (৭৫) কুলিন্দের তাদৃশ বিভব দর্শনে মনে সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার উদয় হওয়াতে, তিনি স্বয়ং দুরভিসন্ধি সাধন মানসে চন্দনাবতী গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, নরপতির অনুমতি গ্রহনান্তর জ্যেষ্ঠপুত্র মদনকে তদীয় ব্যাপারে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা বিষয়াযৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। তিনি চন্দনাবতী গমনে কৃতোদ্যম হইলে, বিষয়া সহসা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সবিনয়ে কহিল, তাত! আমি প্রত্যহ জলসেক করিলে; যে রসালতরু ফল প্রসব করে, অদ্য তাহার বিপরীত ঘটনা লক্ষিত হইতেছে। আপনি রাজকার্য্যে গমন করিতেছেন; কিন্তু এবিষয় সবিশেষ বিবেচনা করিবেন। (৭৬-৮০) এই বলিয়া বিষয়া বিনিবৃত্ত হইলে, ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া সহর্ষে সেবকগণের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন, (৮১) এবং পথিমধ্যে দুই দিন অতীত হইলে চন্দনাবতীতে সমাগত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শ্রী সন্দর্শনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যে স্থান মহারণ্য ছিল, অধুনা তাহা অপূর্ব্ব নগরী হইয়াছে। (৮২।৮৩) নারদ কহিলেন, মন্ত্রী এই প্রকার সবিস্ময়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মহামতি কুলিন্দ পুত্রের সহিত একযোগে প্রত্যুদ্গমন পুরঃসর তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং পিতা পুত্রে তাঁহার বিশিষ্টরূপ পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলীপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। (৮৪।৮৫) মন্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে তোমার এই পুত্র জন্মিল? কি জন্যই বা তুমি আমাদিগকে পুত্রজন্ম সংবাদ বিদিত কর নাই? (৮৬) কুলিন্দ কহিলেন, এই পুত্র আমার ঔরসজাত নহে; স্বয়ংপ্রাপ্ত মনোরম পুত্র। একদা আমি মৃগয়ায় গমন করিয়া ইতস্ততঃ মৃগের অন্বেষণে বিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে ইহাকে বনগহ্বরে অবলোকন করিলাম। প্রথম দর্শনেই ইহার দিব্যরূপ, ভূয়িষ্ঠ গুণ ও বরিষ্ঠদেহ আমার মন ও প্রাণ যুগপৎ আকর্ষণ করিল। (৮৭।৮৮) তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে পরিগ্রহ করিয়া গৃহে আনায়ন পূর্ব্বক যত্নসহকারে পালন করিতে লাগিলাম। (৮৯) তদবধি ইহার সমাগমে ও আপনাদের প্রসাদে আমার উত্তরোত্তর বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইতেছে। (৯০) কুলিন্দের কথা শ্রবণকরিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির অন্তঃকরণ সহসা অতিমাত্র চকিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল, এই চন্দ্রহাসই তোমার সমস্ত বিষয় বিভবের প্রভু হইবে। (৯১) তুমি ঋষিগণের কথা শুনিয়া নিতান্ত পামরের ন্যায় যাহাকে বনমধ্যে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চাণ্ডালহস্তে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলে; সেই ব্যক্তিই এই চন্দ্রহাস, তোমার উৎপাৎ কেতুরূপে কুলিন্দের গৃহে

আবির্ভূত হইয়াছে। (৯২।৯৩) এই সকল চিন্তা করিয়া, চন্দ্রহাসের আকার প্রকার দর্শনে তাঁহার সুস্পষ্ট প্রতীত জন্মিল, এই বালক বাস্তবিকই সেই চন্দ্রহাস। (৯৪) তখন তিনি একান্ত অধীর হইয়া আপনরে ভাবী শত্রু চন্দ্রহাসের বধোপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুরাত্মার দুর্মন্ত্রণার অভাব নাই, (৯৫) ক্ষণপরেই উপায় অবধারিত হইল। তিনি স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া কপট প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সরলমতি কুলিন্দকে কহিতে লাগিলেন (৯৬) আয়ুষ্মন্। তোমার এইপ্রকার পুত্রপ্রাপ্তিতে আমি পরম প্রীতিমান্ হইলাম। প্রার্থনা করি, তুমি সপুত্রে চিরকাল সুখে থাক। (৯৭) নারদ কহিলেন, ধনঞ্জয়! ধৃষ্টবুদ্ধি এইরূপ কপট প্রীতি প্রদর্শনান্তে পুনরায় কুলিন্দকে কহিলেন, আমি ব্যস্ততাক্রমে আগমন করাতে কোনও অবশ্য প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয় রাজার গোচর করিতে ভুলিয়াছিলাম। এক্ষণে উহা সত্বর গোচর করা কর্ত্তব্য। অতএব এই পত্র দিতেছি, তোমার পুত্র চন্দ্রহাস সত্বর উহা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আসুন; এই বলিয়া দুরাচার ধৃষ্টবুদ্ধি এই মর্ম্মে স্বীয় পুত্রের নামে পত্র লিখিয়া দিল; হে মদনসন্নিভ মদন! তুমি নিঃসন্দেহ জানিবে, এই চন্দ্রহাস আমাদের পরম অনিষ্টকারী শত্রু এবং আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভাবী অধিকারী; অতএব তুমি দ্বিধা না করিয়া ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। কোনমতেই ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল, পদক্রম, কোন বিষয়েই দৃষ্টি করিবে না। (৯৮।১০২) নারদ কহিলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি এইপ্রকার পত্র লিখিয়া দিয়া চন্দ্রহাসকেও প্রশান্তমধুর স্নেহগর্ভ বাক্যে কহিলেন, অয়ি বিশালাক্ষ! আমার কথা শুন। গুরুতর কার্য্য উপস্থিত। (১০৩) তুমি সত্বর এই মুদ্রিত পত্র গ্রহণ করিয়া, কৌন্তলকপুরে আমার পুত্রের নিকট গমন কর। সাবধান, পত্র খুলিও না। আমার পুত্রকে পত্র প্রদান করিলে, তোমার বিশিষ্টরূপ উপকার হইবে। (১০৪) স্মরণ রাখ, পত্রের মুদ্রা ছিন্ন করিলে স্বীয় শরীরও ছেদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অন্যের পত্র উন্মোচন করে, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। (১০৫) ফলতঃ এই পত্র তোমারই কার্য্য। অতএব কোনরূপ অবৈধ আচরণপূর্ব্বক ঐ কার্য্য যেন পণ্ড করিও না। (১০৬) তুমি সত্বর অশ্বে আরোহণ করিয়া, চারিজন ভৃত্যের সহিত কৌন্তলকপুরে গমন কর। আর বিলম্ব করিও না। (১০৭) নারদ কহিলেন, চন্দ্রহাস তৎক্ষণাৎ পত্র গ্রহণ করিয়া পিতা কুলিন্দ ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি, উভয়কেই যথাযোগ্য নমস্কারাদি করত দ্রুতপদসঞ্চারে জননী মেধাবতীকে আমন্ত্রণ ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। (১০৮) মেধাবতী আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর নীরাজনা ও অভিনন্দন করিয়া পুত্রের ললাটপট্টে দধিদূর্ব্বাদিমিশ্রিত পরম প্রশস্ত তিলক অঙ্কিত করিলেন। (১০৯) পরে স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন বৎস! পথিমধ্যে সর্ব্বদা তোমার কল্যাণপরম্পরা সংঘটিত হউক। নারায়ণ তোমার মুখ, জনার্দ্দন বাহু, হৃষীকেশ বক্ষ, মাধাব উদর, যজ্ঞভোক্তা জানু, দামোদর পুলক, সহস্রপাৎ জঙ্ঘা, সহস্রাক্ষ অক্ষ এবং ত্রিবিক্রম তোমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। (১১০।১১১) বৎস! ইতঃপূর্ব্বে সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া তুমি যেমন বিজয়লক্ষ্মীর সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলে, তদ্রূপ পুনরায় শীঘ্র অনুরূপ পত্নী সমভিব্যারে আগমন কর। (১১২) অনন্তর চন্দ্রহাস জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বারোহণে প্রেষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে বনস্থলী দর্শন করিতে করিতে প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। (১১৩) চন্দ্রহাস পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন, গ্রামান্তর হইতে হরিদ্রাকুসুমে রঞ্জিতাঙ্গ মনোরমা বধূরা আগমন করিতেছে এবং নবপ্রসূতা ধেনু সকল বিচরণ করিতেছে। (১১৪) বনধ্যক্ষেরা সন্তুষ্ট হইয়া কেহ দাড়িম্বী ফল, কেহ চম্পকমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিল এবং কেহ পরম আনন্দিত হইয়া

তদীয় ভালদেশে বিবিধ কুসুমনির্ম্মিত মনোরম মুকুট বন্ধন করিয়া দিল। তাহাতে সহজ সুন্দর চন্দ্রহাসের শোভার আতিশয্য হইল। (১১৫।১১৬) অনন্তর তিনি কৌতলক নগরীর উপকণ্ঠে ক্রীড়াকানন সংস্থিত পরম মনোহর সরোবর তটে সমাগত হইলেন। তথায় হংসেরা হংসীর সহিত গার্হস্থ্য আশ্রয় পূর্ব্বক ঐ সরোবরে বাস করিতেছে সেই সরোবরে কমল, কুমুদ ও কহ্লারাদি বিবিধ জলজকুসুমের সুগন্ধে সর্ব্বদাই আমোদিত। (১১৭। ১৮) উহার সমীপদেশে সাক্ষাৎ বসন্ত বাসন করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। মধুমাসের সমাগমে তত্রত্য তরুমাত্রেই পল্লবিত ও মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। (১১৯) সুশোভন কিসলয় ও মনোজ্ঞ মুঞ্জরীর সান্নিধ্যযোগবশতঃ তত্রস্থ রসালতরুর শোভাসম্পদ্‌ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, (১২০) এবং কোকিলেরা সেই পল্লবিত রসালশেখরে সমাসীন হইয়া মধুর স্বরে গান করত কামজীনের চিত্তবৃত্তি দূতীবৎ আকর্ষণ করিতেছে। (১২১) পুন্নাগ, অশোক ও চম্পকসকল কুসুমশোভা বিস্তার করিয়া বিরাজ মান হইতেছে এবং মালতী, যূথিকা ও জাতী প্রভৃতি লতিকা সকল বিকসিত হইয়া কুসুমরূপ স্তনভারে নমিতাঙ্গী হইয়া, ভ্রমররূপ লোচন বিস্তার করত পুষ্পবৃষ্টি সহকারে স্বীয় স্বামী বসন্তের অভ্যর্থনা করিতেছে। (১২২।১২৩) চতুর্দ্দিকে আমোদ, সুগন্ধ, সুষমা ও সুস্বর ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। বোধ হয়, যেন পৃথিবীতে চৈত্ররথের আবির্ভাব হইয়াছে, অথবা স্বয়ং নন্দনকানন অবতরণ করিয়াছে, কিংবা শোভার নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (১২৪।১২৫) কুলিন্দনন্দন চন্দ্রহাস ঈদৃশী মনোজ্ঞ বসন্তশোভা ও মনোহর মাধবমহোৎসব সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অভীষ্টদেব বাসুদেবের ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় সমগ্র মনোবৃত্তি ভগবান্‌ধ্যানরসে বিবশ হইয়া, একেবারেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেল। (১২৬।১২৭) প্রভুর অপার মহিমার বারংবার চিন্তা বশে বিহ্বল হইয়া প্রেমপারাবার সুদুষ্পাররূপে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলে, তদীয় নয়নযুগলে অনর্গল অশ্রুসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। (১২৮) তখন তিনি স্নান করিয়া, মধুসম্ভব পুষ্পসকল চয়নানন্তর ভক্তিভরে ভগবানের পূজা ও তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, স্বয়ং ধীরে ধীরে পাথেয় ভোজন করিলেন। (১২৯) পরে সেবকের সম্মুখে দূর্ব্বা নিক্ষেপ করিলে, অশ্বকে সহকারমূলে বন্ধন করিয়া তিনি তাহার সুশীতল তলদেশে প্রহরদ্বয় শয়ন করিয়া রহিলেন। (১৩০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে চন্দ্রহাস সমাগম নামক পঞ্চ পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন অর্জ্জুন! ঐ সময়ে কৌতলকপতির দুহিতা ধৃষ্টবুদ্ধির রতিবিজয়া বিষয়াও অন্যান্য শত শত কন্যার সমভিব্যাহারে বসন্তসময়সমুদ্ভূত কুসুমসমূহে সুশোভিত এবং পরমমনোহর কুসুচয়নে অভিলাষিণী হইয়া, তথায় সমাগত হইলেন। (১।২) কন্যাগণ সকলেই সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষদেশীয়া, উদ্ভিন্ন যৌবনে চঞ্চলা এবং যৌমনোদ্ভেদ বশতঃ সাতিশয় চটুলা। (৩ তাহাদের সকলেরই পরিধান কৌসুম্ভ বসন, সকলেরই কঞ্চুকপল্লব স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, সকলেরই স্তনযুগল নূতন বিল্বফল তুল্য ও মনোরম মৌক্তিক হারে অলঙ্কৃত; তাহাতে তাহাদের সাতিশয় শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। (৪।৫) তাঁহারা সকলে পথিমধ্যে তানলয় মিলিত নূপুর রবে নৃত্য, গান, হাস্য ও তাম্বুল

চক্রক নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে গমন করিয়া ক্রীড়াকাননে পদার্পণ করিল। (৬) তাহাদের মধ্যে কোনও হস্তিনীরমণী পুষ্পলাভ কামনার বশবর্ত্তিনী হইয়া সম্মুখস্থিত কুঞ্জে ধাবমান হইলে, অপরা নিতান্ত ভীত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, অয়ি হস্তিনি! তুমি একাকিনী পুষ্পাভিলাষিণী হইয়া নিকুঞ্জকাননবিহারিণী হইও না। জানি কি, নৃ-কেশরী তোমার মুক্তাফল বিরাজিত স্তনকুম্ভ বিদারণ করিতে পারে। (৭।৮) তাহারা সকলে জাতী, যূথী, মল্লিকা, মালতী ও অন্যান্য বিবিধ জাতীয় কুসুমসকল চয়ন পূর্ব্বক পরস্পর কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে লাগিল। (৯) রাজকন্যা চম্পকমালিনী সুন্দর কুসুমভূষিত দামিনী সন্দর্শনে সবিশেষ বিস্মিতা হইয়া, বিষয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি সুভগে! সম্মুখে অতি-মাত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড অবলোকন কর। প্রথমে পুষ্প, পরে ফল, ইহাই চিরন্তন বিধি; কিরূপে ইহার বিপরীত ভাব সংঘটিত হইল? (১০।১১) বিষয়া সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন অয়ি বিল্বফলস্তনি! বনস্পতিদিগের ধর্ম্মই এই। তোমার ত ইহাতে কোনও আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই? (১২) অনন্তর বিষয়া পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে অবসন্নাঙ্গী হইয়া কুসুমদাম শিরোদেশে সংন্যস্ত করিয়া নিদ্রিতা হইলে, রাজকুমারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; অয়ি শুভাননে! তুমি কুসুমভূষিত মস্তকে শয়ন করিও না। কোনও সর্প মণিভূষিতা ফণিনী ভ্রমে তোমাতে সমাগতা হইতে পারে। (১৩।১৪) অয়ি সুন্দরি! তোমার মুখমণ্ডলে শশাঙ্কজয়িনী শোভা বিরাজমান হইতেছে। তোমার স্তনযুগলেরও শোভার সীমা নাই; বোধ হয়, স্বয়ং কামদেব রতির সহিত তোমাকে যেন স্বপ্ন দিয়া ত্বদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব সখি! তুমি এই দেহ পূজার্থ কাহাকে বরণ কর। (১।১৬) যে ব্যক্তি সুগন্ধি চন্দন, সুরভি মাল্য, সুরম্য কর্পূর ও সুশোভন পত্রাবলী দ্বারা স্বয়ং প্রাতঃ সন্ধ্যা অর্চ্চনা করিতে সমর্থ, তাদৃশ আলস্যহীন সুনিপুণ পুরুষকে অধুনা তুমি বরণ কর। (১৭) অধিক কি, তুমি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া তাদৃশ পূজক ব্যক্তিকে বশীকৃত কর, ইহাই আমাদের মনোগত অভিপ্রায়। (১৮) এই দেখ, তোমার বামবক্ষ প্রস্ফুরিতা হইয়া স্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতেছে যে, তোমার প্রিয়তম পূজক সন্নিহিত হইয়াছেন। (১৯) চম্পকমালিনীর এই কথা শুনিয়া. বিষয়া স্মেরাননা হইলেন। বোধ হইল, যেন পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনন্তর বিষয়া মধুর-বচনে কহিল, আর পুষ্পচয়নে প্রয়োজন নাই। আমরা সকলেই রবিকরে সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি, অতএব সুশীতল সলিলশালী কমলাকরে গমন করি, চল। (২০।২১) বিষয়ার কথা শুনিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ উপবন হইতে বিনির্গত হইল। কেহ দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক মধুর স্বরে গান ও পরস্পর কুচমণ্ডলে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং প্রহার বশে মৌক্তিক হার ত্রুটিত হইলে, অবশেষে দোলা হইতে অবতরণ করিল। (২২।২৩) কেহ পুষ্পরাশি চয়ন করিয়া রাজনন্দিনী চম্পকমালিনীর উদ্দেশে ধাবমান হইল এবং কেহ রাশি রাশি পুষ্পবর্ষণ করিয়া বিষয়াকে আকীর্ণ করিল। (২৪) কেহ দৃঢ়গুণে বদ্ধ পুষ্পময় চক্রকগ্রহণ পূর্ব্বক সহর্ষে বিষয়ার অধিবিধান করিল এবং কেহ বা তৎপর হইয়া মৃদঙ্গ ও পণব বাদনে প্রবৃত্ত হইল। (২৫) এইরূপে তাঁহারা পদ্মিনী বণ্ডমণ্ডিত মনোহর সরোবর তীরে সমাগত হইলে, হংসসকল সিঞ্জিত শ্রবণে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে লাগিল। (২৬) তাহারা ভাবিল, আমাদের মানসোল্লাসী সরোবর কলুষিত হইবে। কেননা পুষ্পবতী কামিনীরা কামুকী হইয়া আগমন করিতেছে। (২৭) নারদ কহিলেন, অনন্তর ঐ সকল কন্যকা সরোবরতীরে মনোরম দুকূল ও কার্পাসবস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলে, মর্ম্মর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। (২৮) সমীরণ তাহাদের গুণময় পাশে বদ্ধ হইয়া

এরূপ নিশ্চল ভাবাপন্ন হইলেন যে, তাহাদের সূক্ষ্ম দুকুল সকল বহন করিতেও তাঁহার ক্ষমতা হইল না। (২৯) অনন্তর ঐ সকল চম্পকাঙ্গী কন্যা বিবিধ লীলা সহকারে সরোবর মধ্যে অবগাহন করিলে তাঁহাদের সান্নিধ্যযোগে সেই অগাধ নির্ম্মল সরোবর পঙ্কিল ও কলুষিত হইল। (৩০) তাহারা পরস্পর বিবিধ হাস্য পরিহাস ও সুমধুর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলে, চতুর্দ্দিকে যেন অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহাদের ক্রীড়াচঞ্চল করাস্ফালনে মুক্তামালা ত্রুটিত হওয়াতে সরোবর তদ্দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের মণিবন্ধ হইতে প্রবাল ও মণি সকল স্খলিত হইয়া পড়াতে উহার বিচিত্রভাব সমুৎপন্ন হইল। তাহাদের বদনচন্দ্রমার শোভা ও সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। (৩১।৩২) তাহাদের সান্নিধ্যবশে সাক্ষাৎ রত্নাকরের ন্যায় সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। অর্জ্জুন! অনন্তর ঐ সকল কন্যকা আপনাদের স্তনকুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন ও অগুরু যোগে ঘনীভূত ও পরম আমোদিত জল দ্বারা পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। (৩৩,৩৪) বোধ হইল যেন, জলবালারা মনোহর জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছে। তাহাদের জলবিন্দু বর্ষণ সন্দর্শন করিয়া চাতকেরা মেঘসঞ্চার জ্ঞানে মুখব্যাদন করিতে লাগিল। (৩৫) কন্যারা পরস্পরকে মনোরম কমলনালে বন্ধন, হাস্য, ভ্রমণ, নৃত্য, গান, চীৎকার এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যাপার আরম্ভ করিল। (৩৬) এইরূপে তাহারা কুঙ্কুমরঞ্জিত জলপূর্ণ সরোবরে স্নান করিয়া তীরে উত্তরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান এবং তাড়ক, বরপত্র, মুক্তাহার, নিষ্ক, পূর্ণেন্দুপতিলক ও অন্যান্য বিবিধ অলঙ্কারযোগে অঙ্গভূষা সম্পাদন করিল। (৩৭) অনন্তর লক্ষ্মী যেমন সাগরতীরে নারায়ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, বিষয়া তেমনি সরোবর তীরবর্ত্তী রসালতলে ষোড়শবর্ষদেশীয় পরম সুকুমার মূর্ত্তি চন্দ্রহাসকে নয়নগোচর করিলেন। তাঁহার ললাট দীর্ঘ, হৃদয় সুবিশাল, লোচন আকর্ণ বিশ্রান্ত এবং শরীর সুপুরুষ লক্ষণে লক্ষিত। (৩৮-৪০) নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! ময়ূর যেমন উদ্গ্রীব হইয়া নবজলধরকে দর্শন করে, বিষয়া তেমনি হৃতহৃদয়ে ও তদ্গতা হইয়া বারংবার একদৃষ্টে চন্দ্রহাসকে দেখিতে লাগিলেন এবং মুগ্ধস্বভাবা হরিণী যেমন গীতধ্বনিতে মোহিত হইয়া ব্যাধ বাগুরায় বন্দিনী হয়, তিনিও তদ্রূপ সেই দর্শন মহোৎসবের আতিশয্যবশে একান্ত উন্মাদিনী হইয়া অজ্ঞাতসারে চন্দ্রহাসের প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। (৪১-৪৩) দুরাত্মা কামের বিচার নাই। সে তাদৃশ সরলহৃদয়া মুগ্ধস্বভাবা বালিকাকেও আপনার বিষম শরের পথবর্ত্তিনী করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। (৪৪) অথবা গুণ গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তরঙ্গিণী বহুদূর প্রবাহিণী হইয়া, সাগরগামিনী হয়, ইহার কারণ কি? (৪৫) যে যাহার উপযুক্ত, বিধিমতে তাহার সহিত তাহার শুভসম্মিলন হইয়া থাকে, এ ঘটনাও আশ্চর্য্য বা নূতন নহে। (৪৬) এই জন্য পরম সৎস্বভাব প্রশান্তচিত্ত গম্ভীরাশয় চন্দ্রহাসও সাক্ষাৎ কৌমুদী লেখার ন্যায় সুকুমার সৌন্দর্য্যশালিনী পদ্ম, কুমুদ ও শশাঙ্ক অপেক্ষাও নিরতিশয় বিচিত্রতার আস্পদ, সুবিশুদ্ধহৃদয়া বিষয়াকে দর্শন করিয়া শশধরদর্শী সাগরের ন্যায় বিকৃত ভাবাপন্ন ও তৎক্ষণাৎ দুর্নিবার মদন শরাসনের অপরিহার্য্যতা বশতঃ অনুরাগ বিধানে বিষয়ার বশবর্ত্তী হইলেন। (৪৭-৪৯) এতক্ষণে শুভদর্শন সম্পন্ন হইলে শুভমিলনের আর অণুমাত্র বিলম্ব রহিল না। রতিপতি মধ্যবর্ত্তী হইয়া সময়োচিত উপদেশ বিধান দ্বারা উভয়ের হৃদয় সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলে, পরস্পরের শুভ সঙ্গলাভের লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। (৫০।৫১) তখন লজ্জা ও অভিমান পরিহারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলে শুদ্ধাশয়া বিষয়া পরপুরুষ শঙ্কা বিসর্জ্জন ও পরম একাত্মতা প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই প্রিয়তম চন্দ্রহাসের সমীপে গমন করিলেন। গমন সময়ে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন নাথ! আমি না জানিয়া ও না

ভাবিয়া সরলচিত্তে তোমাকে প্রাণ মন সকলই সমর্পণ করিলাম, তুমি বিরুদ্ধ ভাবিয়া আমাকে যেন প্রত্যাখ্যান করিও না। (৫২-৫৪) নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! অনন্তর বিষয়া চন্দ্রহাসের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (৫৫) তৎকালে চন্দ্রহাস মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায়, অথবা সাক্ষাৎ শোভা রিদ্ধির ন্যায় তাদৃশী ললনার সমাগমে এরূপ মগ্ন ও বিহ্বল হইলেন যে কঞ্চুক হইতে দৈববশে ধৃষ্টবুদ্ধির লিখিত পত্র ভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেও জানিতে পারিলেন না। (৫৬) বিষয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভূমি হইতে গ্রহণ করিলেন এবং কৌতুকবশতঃ মুদ্রা মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহার পিতৃদেবেরই লিখিত। (৫৭) উহার মর্ম্ম এই, বৎস মদন! তোমার কল্যাণ হউক। এই চন্দ্রহাস আমাদের অহিতকারী শত্রু এবং আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু। (৫৮) অতএব তুমি অবিচারিত চিত্তে জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, বয়স, পদ, পরাক্রম, শীল বা সৌন্দর্য্য, কিছুই গণনা করিয়া অবিলম্বে ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। তাহা হইলে আমরা উভয়েই কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব। (৫৯।৬০) পত্র পাঠ করিয়া বিষয়ার কোমলহৃদয় বজ্রাহতবৎ ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ে ও শোকে বিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ভ্রাতা মদন পিতৃবাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই ইহার প্রাণ সংহার করিবেন, কিন্তু তাহা কোনও মতেই হইতে দিব না। কেননা বিধাতা ইহাঁকেই আমার পরম অভীষ্ট বররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। (৬১।৬২) এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ লালক্রম নির্য্যাস সংগ্রহ-পূর্ব্বক অঙ্গুলি নখযোগে অহিতের পরিবর্ত্তে হিত শত্রুর পরিবর্ত্তে মিত্র ও বিষের পরিবর্ত্তে বিষয়া শব্দ লিখিয়া দিয়া পত্রের মূলমর্ম্মের বৈপরীত্য সংঘটিত করিলেন। অনন্তর বলাস নির্যাস সহায়ে ছিন্নমুদ্রা সংযোগ পূর্ব্বক পুনরায় ধীরে ধীরে কঞ্চুকমধ্যে ঐ পত্র পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পৃষ্ঠভাগে বারম্বার সোৎসুক দৃষ্টিপাত সহকারে প্রিয়তমকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পদদ্বয়ও পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিল। (৬৩-৬৬) সখিগণ সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া সখীর মনোমোহনকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ও কৌতুক করিয়া কহিতে লাগিল, ভদ্রে! কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? (৬৭) হর্ষভরে তোমার দেহ অবশ এবং গমন মন্থর হইয়াছে কেন? তুমি পশ্চাদ্ভাগে বারম্বার সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ কেন? কোনও অভিমত পুরুষ কি তোমার নেত্রপথের অতিথি হইয়াছেন? (৬৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে বিষয়া চন্দ্রহাস সাক্ষাৎ নামক ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! সকলে প্রস্থান করিলে, অপ্রতিমপ্রভাব সিংহবিক্রান্ত চন্দ্রহাস সায়ংসময়ে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, মুখপ্রক্ষালন ও বস্ত্রশুদ্ধি বিধানপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং ভৃত্য চতুষ্টয়ে বেষ্টিত হইয়া কৌন্তলকপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ নগরে ধৃষ্টবুদ্ধিই রাজা। (১।২) চন্দ্রহাস ধৃষ্টবুদ্ধিভবনে প্রবেশ ও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, দ্বারবান্‌কে কহিলেন, তুমি তোমার প্রভু মদনের নিকট যাইয়া বল, চন্দ্রহাস ধৃষ্টবুদ্ধির আদেশানুসারে লিপিসহ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। (৩) দ্বারবান্ প্রণামপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বামীসমীপে এই সংবাদ প্রদান জন্য প্রস্থান করিল। পার্থ! আশ্চর্য্য কাণ্ড

শ্রবণ কর। (৪) প্রথম দ্বারবান্ দ্বিতীয় দ্বারবানের নিকট গমন করিয়া কহিল, চন্দ্রহাস আসিয়াছেন, স্বামীসকাশে নিবেদন করিতে হইবে। দ্বিতীয় দৌবারিক তৃতীয়ের নিকট গমন করিয়া ঐ কথা কহিলে, সে চতুর্থের নিকট, চতুর্থ পঞ্চমের নিকট, পঞ্চম ষষ্ঠের নিকট, ও ষষ্ঠ দ্বারপাল সপ্তমের নিকট এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। (৫।৬) এই বিবেক নামে সপ্তম দ্বারবান্ মদনের প্রিয়পাত্র এবং ইহার হস্তে শ্রদ্ধা-যষ্টি। সর্ব্ব প্রকার সংবাদ আদান প্রদান কার্য্য বিবেকের অধিকারে, বিবেক তৎক্ষণাৎ প্রভুর নিকট চন্দ্রহাসের কথা নিবেদন করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধা যষ্টি হস্তে সমাগত হইয়া অবলোকন করিল, শঙ্করপ্রিয় মদন সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বেদবিদ্বান্ ব্রাহ্মণবর্গ ও বাসুদেবগুণবক্তা সদুক্তিকর্ত্তা কবি-কদম্ব আসীন, সম্মুখে কৃষ্ণবেশে নটসকল কৃষ্ণগীতগানে মগ্নচিত্ত ও বন্দিগণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে সন্নিবিষ্ট, বামভাগে নানাদেশসমাগত বহুশাস্ত্রবিশারদ দূত ও কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ক্ষত্রিয়-মণ্ডলী বিরাজমান এবং দুই পার্শ্বে মনোহর চামর দোদুল্যমান হইতেছে। (৭-১০) দ্বারবান্ করপুটে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে কহিল প্রভো! আমিই কেবল আপনার প্রীতিপাত্র ভৃত্য, কিন্তু আপনার পিতা আমাকে প্রীতি করেন না। (১১) হিংসাযষ্টিধর ক্রোধনামা অন্যতর কিঙ্করই আপনার পিতৃদেবের প্রিয়। সে আসিতে না আসিতেই, সভ্যগণ সমভিব্যাহারে আমার নিবেদন গ্রহণে আজ্ঞা হউক। (১২) মহাভাগ! সকার্য্য-নিপুণ যোগিগণ সর্ব্বদা যে মধুসূদনের ধ্যানধারণা করেন, তাঁহার ভক্ত চন্দ্রহাস দ্বারদেশে আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন। (১৩) আমি আপনার পিতার ও তদীয় অনুচর ক্রোধের ভয়ে কোনও পুণ্যপ্রতিম ব্যক্তি আসিলেও আপনার নিকট সংবাদ দিতে পারি না। (১৪) ঐ সকল উদ্ধত প্রকৃতি সেবকদল সর্ব্বদাই লোকের যজ্ঞ পণ্ড, তপোবিঘ্ন এবং প্রকৃতি বর্গের বিবিধ উৎপাত করিয়া থাকে। (১৫) দ্বারবানের এই শাস্ত্রসম্মত মনোরম কথা শুনিয়া, ধীমান্ মদন তৎক্ষণাৎ সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সমুত্থিত হইলে, তাঁহার দুকূলাবরণ স্খলিত ও বলয় প্রাকার সমুৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। (১৬) তিনি তদবস্থায় প্রত্যুদ্গমণ পূর্ব্বক হরিপ্রিয় চন্দ্রহাসকে দর্শন করিয়া নমস্কার ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিলেন, (১৭) এবং তাঁহাকে বরাসনে সন্নিবিষ্ট করিয়া, পরম সাদরে কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! কুলিন্দ মহাশয় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত কুশলে আছেন? আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণবর্গ বেদপাঠ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ধনাদিবিতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের ত পূজা করিয়া থাকেন? প্রজারা ত অযথোর্চিত ও দুর্ব্বিসহ করভার বহন করিয়া প্রপীড়িত হয় না? আপনিও ত কুশলে আসিয়াছেন? অয়ি জনপ্রিয়! এক্ষণে নিজের আগমন কারণ বিজ্ঞাপন করিয়া অনুগ্রহ বিতরণ করুন। (১৮।১৯) চন্দ্রহাস কহিলেন, ভবাদৃশ সাধুগণের সংযোগ সংঘটিত হইলে, বিপদ বিদূরিত ও অবিচলিত কৃষ্ণভক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। (২০) আপনার পিতৃদেবের সন্দেশ আছে, এই পত্র লইয়া পাঠ করুন। কোন গূঢ় মহৎ কার্য্য আছে, তাহা আমি জানি না, অতএব একান্তে লইয়া গিয়া, পত্র পাঠ করুন। (২১) নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! তখন মদন পত্রপাঠ করিয়া দেখিলেন, পিতৃদেব ধৃষ্টবুদ্ধি কুল, শীল, রূপ, গুণ, শৌর্য্য বা পদ কিছুই পর্য্যালোচনা না করিয়া, চন্দ্রহাসকে বিষয়াসম্প্রদানে অনুমতি করিয়াছেন। (২২) তিনি পত্রার্থ অবগত হইয়া সহর্ষে সভাসমক্ষে কহিলেন, এতদিনে পিতৃদেব আমাদের বংশপরম্পরা ও বান্ধববর্গের পবিত্রতা ও সার্থকতা সাধন করিলেন। (২৩) আমি নিত্য যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, অদ্য তাহাই সংঘটিত হইল। চন্দ্রহাসের ন্যায়, সুপাত্র সংঘটন বহুভাগ্য সাপেক্ষ, অতএব ভগ্নী বিষয়া ধন্য। (২৪) নারদ কহিলেন, এদিকে মহাভাগা বিষয়া হর্ম্মের সপ্তম কক্ষে সখিগণের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক একদৃষ্টে চন্দ্রহাসকে দর্শন

ও মনে মনে দেবী পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবকে স্মরণ করত কহিতে লাগিলেন, হে জগতের পিতামাতা! তোমাকে নমস্কার। হে দেবী দাক্ষায়নি! তুমি আমাকে স্বামী দান কর। (২৫।২৬) আমি শ্রাবণ মাস উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া তিথিতে রাত্রিযোগে বিবিধ গন্ধ ধূপ, পক্কান্ন ও মোদকাদি দ্বারা পূজা করিয়া তোমার প্রীতির জন্য ব্রত করিব। (২৭) হে শুভে! তৎকালে তোমার পুষ্পমণ্ডিত বিচিত্র মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নক্তভোজন দ্বারা তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। (২৮) হে সৌভাগ্য দায়িনী দেবী মঙ্গলচণ্ডিকে! তোমার প্রসাদে ভ্রাতা মদনের মুখ হইতে বেদবৎ সত্যবাক্য বিনির্গত হউক। (২৯) তিনি একাগ্র-হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কোনও বয়স্যা সম্মুখীন হইয়া কহিল, অয়ি ভামিনি! তোমার মনোরথ সফল হইয়াছে; আর কি চিন্তা করিতেছ? (৩০) রাজনন্দিনী চম্পকমালিকা পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, অয়ি শুভাননে! কাম রতির সহিত তোমার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া কি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? তুমি ইঁহাদের পূজার জন্য কোন প্রিয়তম তাপসকে বরণ কর। সখি! ভাগ্যক্রমে সেই তাপস আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ কর। (৩১।৩২)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে মদন চন্দ্রহাস সংবাদ নামক সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, অতঃপর ধৃষ্টবুদ্ধিতনয় মদন কি করিলেন, বিষয়া চন্দ্রহাসের বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হইল এবং মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দনাবতী হইতে কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মদনকেই বা কি বলিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হউক। (১।২) নারদ কহিলেন, পার্থ! অনন্তর মহামতি মদন ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে আহ্বান ও জ্যোতিঃশাস্ত্র পর্য্যা-লোচনা পূর্ব্বক বিষয়া ও চন্দ্রহাসের লগ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। (৩) গণকেরা হর্ষিত হইয়া কহিলেন তাত! অদ্যকার লগ্ন অতি প্রশস্ত ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। শুক্র ও জীব, ইঁহারা উভয়ে অধিপতি এবং তৃতীয় তিথির সমাগমনিবন্ধন অদ্য অতি শুভদিন। এই দিনে কার্য্য করিলে উহা সর্ব্বথা সফল হইয়া থাকে। (৪।৫) তাঁহাদের কথা আকর্ণনপূর্ব্বক ধীমান্ মদন হর্ষ নির্ভর হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিব্রতা পুরস্ত্রীদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা অদ্য আর্দ্র পল্লব-সংযুক্ত সজল কলস সমূহ দ্বারা বিষয়া ও চন্দ্রহাস, উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্নান ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া যথাবিধানে আনয়ন কর। (৬।৭) এই বলিয়া তিনি চন্দ্রহাসের সমীপস্থ হইয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন, অয়ি মতিমন্! তোমার মঙ্গল হউক। সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া পতিব্রতা রমণীগণের হস্তস্থিত কলসসলিলে স্নান কর। (৮) নারদ কহিলেন, অনন্তর চন্দ্রহাস সুন্দরবিধানে স্নান করিলে, মদন তাঁহাকে রমণীয় পীঠে সন্নি-বিষ্ট করিয়া সাধুশব্দাদি দ্বারা পুরস্কৃত ও মধুপর্ক প্রদান করিলেন। (৯) পরে পাদপ্রক্ষালন পুরঃসর রমণীয় বেশ পরিধান করাইয়া গৃহমধ্যে আনায়ন ও বিষয়কে তাঁহার বামপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক চন্দ্রহাসের পিতৃপিতামহাদির নাম ও গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। (১০) চন্দ্রহাস প্রফুল্লবদনে কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও তৎপিতা প্রভৃতি। তিনি ভিন্ন আমার অন্য জ্ঞাতি ও বান্ধবাদিও কেহই নাই। (১১) মদন এই কথা শুনিয়া ভগবান জনার্দ্দন এই কন্যাদানে তৃপ্ত হউন, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অনন্যচিত্তে চন্দ্রহাসকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। (১২) তখন বধূ ও বর উভয়ে কুঙ্কুমচর্চ্চিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে বেদীতে সমাগত হইয়া প্রজ্বলিত পাবক পরিক্রমণ, সপ্তপদাগমন,

ব্রাহ্মণদিগকে নমস্করণ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এবং পতিব্রতারমণিগণের ভালদেশে তিলক ও পাণিতলে বিরচন প্রভৃতি তৎকালসমুচিত কার্য্যসকল বিধান করিলে, মদন অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া যৌতুকস্বরূপ ভূয়িষ্ঠ ধনরত্ন, মুক্তাফল, বস্ত্র, অগুরু, কর্পূর, চন্দন, ঘটদোহিনী ধেনু ও ক্ষীরবর্ষিণী মহিষী সকল ভূরিপ্রমাণ প্রদান করিলেন। (১৩।১৪) অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই চন্দ্রহাসকে আর কি প্রদান করিব? ইহাকে আত্মদান করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। (১৫) এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সর্ব্বলোক সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, এই চন্দ্রহাস পরম পবিত্র স্বভাব এবং নিরতিশয় ভগবদ্ভক্ত। (১৬) আমি ইহাঁকে আত্ম পর্য্যন্ত দান করিলাম। ইনিই এক্ষণে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সমস্ত রাজ্য শাসন করিবেন, তাহা হইলে আমার প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হইবে। (১৭) অনন্তর তিনি পুরোহিত গালবকে বিবিধ বসন ভূষণ সম্প্রদান পূর্ব্বক সবিশেষ পূজা করিয়া, সমবেত যাজক ও দ্বিজাতিদিগকে সবিনয়ে কহিলেন, আপনারা সকলেই পূজ্যতম। (১৮) প্রাতঃকালে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদার্পণ করিয়া আমার গৃহ অলঙ্কৃত করিবেন। আমি আপনাদের কিঙ্কর; যথাশাস্ত্র সকলের পূজা করিয়া, আত্মাকে কৃতার্থ করিব। এই বলিয়া তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণকে বিদায় করিয়া, বিষয়ার সহিত চন্দ্রহাসকে ভোজন করাইলেন পরে স্বজন সহিত স্বয়ং ভোজন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্য আস্যে ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা কেহ মণ্ডপ রচনা, কেহ চন্দন সলিল সেচন পূর্ব্বক মন্দির সম্মার্জ্জন, কেহ বা দণ্ডমণ্ডিত বিপুল পতাকা সকল সমুচ্ছ্রিত কর। (১৯।২০) নারদ কহিলেন ধনঞ্জয়! ভৃত্যেরা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। এদিকে বিনতানন্দন অরুণ সমস্ত দিক্‌বিভাগ সমুদ্ভাসিত ও নির্ম্মল করিয়া, স্বামিসমাগম সূচনা করত সমুদিত হইলেন। (২২) তদ্দর্শনে অন্ধকার ভয়ে পলায়ন করিল। ভগবান্ ভাস্কর প্রসন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক উদয়াচল শেখর অবলম্বন করিলে, সমস্ত সংসার পুলকিত হইয়া উঠিল। (২৩) তখন কার্য্যের স্রোত ও চেষ্টার প্রবাহ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল, এবং সংসার যেন পুনরায় সজীবতা লাভ করিল। লোকমাত্রেরই চন্দ্রহাস ও সূর্য্য দর্শনে স্বান্তধ্বান্ত অপক্রান্ত হইল। (২৪) ধীমান্ মদন বিষয়া ও চন্দ্রহাস উভয়কে সৈরিন্ধ্রিবর্গের সহায়তায় সুবিমল সলিলে স্নান, হরিদ্রামিশ্রিত তৈলে উদ্বর্ত্তন, এবং মুকুট ও বস্ত্রাদি বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দিলে, তাঁহারা দুইজনে স্ত্রীপুরস্কৃত ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃত স্বস্ত্যয়ন হইয়া, বেদিতে গমন ও বরাসনে উপবেশন করিলেন। (২৫।২৬) অনন্তর নানাস্থান হইতে বেদশাস্ত্রপারগ দ্বিজাতিগণ, নর, অশ্ব ও গজাদির চিকিৎসাবিদ্ ব্যক্তিগণ, নৃত্য, গীত ও বাদ্যবিশারদ পুরুষগণ, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ, বিবিধ বন্ধকুশল মল্লগণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণ এবং অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তথায় সমাগত হইলে মদনের আবাসমন্দির জনতাময় ও সংকীর্ণ হইয়া উঠিল; (২৭।২৮) রাজপুরীর চতুর্দ্দিক্ কোলাহলে পূর্ণ হইল এবং অনবরত দীয়তাং ভুজ্যতাং ইত্যাদি ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। (২৯) অর্জ্জুন! ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহ লাভ প্রত্যাশায়, কেহ বা কৌতুক দর্শন বাসনায় আগমন করিয়াছিল; কিন্তু যে, যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, তাহার তাহাই সম্পন্ন হইল। (৩০) ধীমান মদন সবিশেষ বিনয় ও শিষ্টবাদ সহকারে সম্যক্‌রূপে আপ্যায়িত করিয়া, যথাক্রমে সকলকেই বহুরত্ন ও বহুবস্ত্রাদি দান করিলেন। (৩১) সুহৃৎ ও সম্বন্ধিগণও সকলে যথানুরূপ সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহার সবিশেষ পূজা করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। (৩২) তিনি সাধ্য ও ক্ষমতা সত্ত্বে কাহাকেই বঞ্চিত করিলেন না।

তৎকালে সমস্ত কৌন্তলকপুর হৃষ্টপুষ্টজনসমূহে আকীর্ণ ও মহামহোৎসবময় হইয়া উঠিল। (৩৩) ধনঞ্জয়! বিষ্ণুভক্তির অপার গুণ ও অনন্ত ফল। যে ব্যক্তি নিষ্কপট চিত্তে সর্ব্বদা বাসুদেবের ধ্যান করে তাহার বিঘ্ননাশ বা বিপদসমূহ নিরাকৃত হয়? (৩৪) দেখ, ইহাকে বিষ প্রদান করিবে, ইত্যাদি হেতুতেই চন্দ্রহাস মন্ত্রিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিষের পরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়া লাভ হইল। (৩৫) অথবা বিষ্ণুভক্তের গতিই এই। যাঁহারা হরিপাদপদ্মে মন-প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিপদের পরিবর্ত্তে সম্পদ লাভ এবং দুঃখের স্থলে সুখ উপস্থিত হয়। (৩৬) মনুষ্য নিতান্ত পরাধীন, কাল কর্ম্মাদি তাহার প্রভু, সুতরাং তাহার সাধ্য কি, স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া ইচ্ছানুসারে সুখ ভোগ ও বিপদ্ বিঘ্নাদি দূর করে। অতএব লোকমাত্রেরই বিষ্ণুভক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতঃপর যাহা ঘটিল, তাহা মনযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর। (৩৭-৩৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে বিষয়া ও চন্দ্রহাসের বিবাহনামক অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এদিকে চন্দনাবতীতে ধৃষ্টবুদ্ধি সরলমতি কুলিন্দকে দৃঢ়নিগড়ে বদ্ধ করিয়া, প্রজাদিগকে নানাপ্রকারে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। (১) তিনি অর্থলালসায় তাহাদিগকে কণ্ঠে শিলাবন্ধনপূর্ব্বক কখনও জলে মগ্ন, কখনও বা প্রজ্বলিত অনলাভি-মুখে স্থাপন এবং শস্ত্রদ্বারা পুরবাসিগণের মাংস কর্ত্তন ও নাসারন্ধ্রে উষ্ণসলিল প্রবে-শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২) এইরূপে প্রজাপীড়ন করিয়া তিনি কুলিন্দকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি কি আমার দারুণ স্বভাব অবগত নহ? সেই জন্য চন্দ্রহাসের আশ্রয়ে ধনাগমপ্রযুক্ত গর্ব্বিত হইয়াছ? (৩) তুমি কোন্ সাহসে আমার নিকট প্রেষ্যগণ কর্ত্তৃক সেই সকল দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলে? রে পাপ! সেবকেরাও তোমার ন্যায় মত্ত ও মূঢ়-ভাবাপন্ন। (৪) আমার অন্নগ্রহণেও তাহাদের রুচি হয় নাই। সম্প্রতি তুমি ধনগর্ব্বিত হইয়া ব্রত ও দান করিতেছ, (৫) কিন্তু শৈশব পর্য্যন্ত কস্মিন্‌কালেও আমার এই পুরীতে শিবালয় কি বিষ্ণুনিলয়, কি অন্য কোন দেবালয়, অথবা বাপী, কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণ্যা-দির নামমাত্র ছিল না; কিন্তু অধুনা পুরীতন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আমারই দ্রব্য-জাত লইয়া এই সকল বিধান ও নির্ম্মাণ করিয়াছ? (৬।৭) রে পাপ! যে সকল দুরাত্মা শিল্পী আমার সমুদায় দ্রব্য নাশ করিয়াছে তাহারা এখন কোথায়? (৮) এইরূপ নানা-বিধরূপে কুলিন্দকে ভর্ৎসনা ও নিপীড়ন করিয়া, তিনি কৌন্তলক নগরে প্রস্থান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। (৯) ভাবিলেন, অদ্য তিনদিন হইল চন্দ্রহাস গমন করিয়াছে; সে নিশ্চয়ই সায়াহ্নে মদনসকাশে সমাগত হইবে এবং মদনও তাহাকে প্রাণসংহারার্থ বিষ প্রদান করিবে। আমি যামৈক মধ্যে গমন করিয়া সর্ব্বথা কৃতকার্য্য পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শিবিকায় আরোহণ করিলেন। মহাবল তিনশত ধীবর ঐ শিবিকা বহন করিতে লাগিল। (১০।১১) ধনঞ্জয়! দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি গমন সময়ে গ্রন্থিসম্পন্ন সুদীর্ঘ বেণুযষ্টি দ্বারা ধীবরদিগকে অতিমাত্র তাড়না ও প্রহার করিয়া কহিতে লাগিল, রে কালজীবিগণ! শীঘ্র গমন কর্। তাহারা কহিল রাজন্! আমরা দ্রুতপদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বর এস্থান হইতে গমন করিতেছি, আপনি অকারণ আমাদিগকে গমন সময়ে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিবেন না। (১২-১৪) তাহারা এই প্রকার কহিতেছে এমন সময় এক

সর্প সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া সুবিশাল ফণামণ্ডল বিস্তার-পূর্ব্বক ক্ষিতিপৃষ্ঠে পুচ্ছ সন্নিবিষ্ট করিয়া মনুষ্যবাক্যে কহিতে লাগিলেন, আমি নিত্য তোমার বস্তু রক্ষা করতঃ তোমার সুবর্ণ ঘটসমূহে বাস করিতাম; কিন্তু তোমার পুত্র আমাকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে। (১৫।১৬) এক্ষণে আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিলাম। 'তোমার মঙ্গল হউক। এই কথা বলিয়াই সেই' মহাবিষ আশীবিষ পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। ধৃষ্টবুদ্ধি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। (১৭) অনন্তর পুনরায় ধীবরদিগকে দণ্ডপ্রহার ও পেষণ করিয়া কহিলেন, আমি নিজপুরে গমন করিয়া তোমাদের সকলের পা কাটিয়া দিব। (১৮) এই বলিয়া তাঁহাদিগকে অতিমাত্র পীড়ন করতঃ কৌন্তলকপুরে সমাগত হইলেন। যামৈকমধ্যে তথায় গমন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তূর্য্যনিস্বন শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, পুত্র আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। (১৯।২০) নারদ কহিলেন, অনন্তর নিকটে গিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া মূঢ়মতি ধৃষ্টবুদ্ধি পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন এবং বস্ত্রাভরণভূষিত বহুসংখ্য সূত, মাগধ ও বন্দিদিগকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। (২১।২২) বন্দিরা ধৃষ্টবুদ্ধিকে দর্শন করিয়া কহিল, স্বামিন্! আপনার আর শীঘ্র গমন করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার মহাভাগ পুত্র সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এবং চন্দ্রহাসের ব্রহ্মার সমান পরমায়ু হউক। আপনার পুত্র মদন অতি দাতা। (২৩) ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, আঃ পাপাত্মা বন্দিগণ! কে সে চন্দ্রহাস? তোরা আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, নতুবা এখনি দণ্ডাঘাতে তোদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব। (২৪) পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সম্মুখে পুনরায় দর্শন করিলেন পরমপূজনীয় দ্বিজাতিবর্গ চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে বিবিধ ক্ষৌমবস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান-পূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে আগমন করিতেছেন। (২৫) এমন সময় তাঁহারা ধৃষ্টবুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি কোথা হইতে চন্দ্রহাসকে বর পাইলে? তোমার নিরতিশয় ভাগ্যোদয় লক্ষিত হইতেছে। (২৬) সেই জন্যই তুমি ঈদৃশী কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিলে। দুরাত্মা মন্ত্রী তাঁহাদের কথা শুনিয়া ক্রোধে তৎক্ষণাৎ দণ্ড উদ্যত করিয়া সরোষে কহিলেন, তোমরা আমার সম্মুখ দিয়া কোথায় যাইবে? (২৭) তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া বস্ত্র, হিরণ্য ও রজতাদি ফেলিয়া দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। (২৮) তাঁহাদের পদস্খলিত, কেশপাশ আলুলায়িত, উত্তরীয় বিক্ষিপ্ত, যজ্ঞোপবীত ভ্রষ্ট, ঘন ঘন নিশ্বাস বহির্গত, শরীর কম্পিত ও মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। অনন্তর গায়কেরা চন্দ্রহাস রাজা হউন, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তিনি দণ্ডাঘাতে তাহাদের করতাল, বীণা মৃদঙ্গ ও ঢক্কাদি সমুদায় বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন। (২৯।৩০) অনন্তর তিনি আভ্যন্তরীণ দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন চম্পকাঙ্গী রমণীরা দীপধারণপূর্ব্বক কুঙ্কুমচর্চ্চিত কলেবরে বরবধূকে নীরাজন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছে। (৩১) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিজন্য এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে? মদীয় পুত্র মদন কি কিছু লাভ করিয়াছে? (৩২) তাহারা উত্তর করিল, আপনার পুত্র অদ্য চন্দ্রহাসকে কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহাতেই এই উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (৩৩) দুরাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি কহিলেন, মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়াছেন? তাহারা কহিল এ কথা বলিবেন না, মদন চন্দ্রহাসকে সাক্ষাৎ বিষয়া সম্প্রদান করিয়াছেন। (৩৪) তাহাদের বাক্যশল্যে সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত ও বিদীর্ণপ্রায় হইলে ধৃষ্টবুদ্ধি রোষারুণলোচনে বলিলেন, রে বারযোষাগণ! আমার সম্মুখে তোদের লজ্জা হইতেছে না? দূর হ! দূর হ! (৩৫।৩৬) অনন্তর তিনি সপ্তম দ্বারে উপস্থিত হইলে তত্রত্য দ্বারপাল বিবেক শ্রদ্ধাযষ্টি হস্তে তাঁহার দর্শনমাত্র তথা হইতে অপসৃত হইল। (৩৭) ক্রোধ সমাগত হইলে

বিবেকের আর বার্ত্তা কি? তৎপরে ধৃষ্টবুদ্ধি অবলোকন করিলেন, কন্যা বিষয়া চন্দ্রহাসের অঙ্কতলে বদ্ধাঞ্জলী হইয়া পুষ্পমুকুট ধারণপূর্ব্বক বেদীমধ্যে আসীন রহিয়াছে। (৩৮) তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ক্ষিন্ন, বদন অতিমাত্র বিষন্ন ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। (৩৯) তখন তিনি ভাবিলেন, মদন কি করিয়াছে! সে হয়ত আমার পত্র দেখে নাই, অথবা মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারে নাই (৪০) তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে চন্দ্রহাস শ্বশুরকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পত্নীর সহিত গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন। (৪১) কিন্তু ধৃষ্টবুদ্ধি বাক্যের দ্বারাও তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। অনন্তর মদন সমাগত হইয়া ভক্তিভরে পদবন্দনা করিলে তিনি নিতান্ত ক্ষিন্ন হইয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুমি কি করিয়াছ? আমার মন এই ব্যাপারে কিছুতেই পরিতোষ লাভ করিতেছে না। (৪২।৪৩) মদন কহিলেন, তাত! আমি আপনার পত্র দেখিয়াই চন্দ্রহাসকে স্বীয় ভগ্নী সম্প্রদান ও কোটী কোটী মহিষ, ধেনু, বস্ত্র ও হিরণ্য দান করিয়াছি। (৪৪) আপনি কিজন্য আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইতেছেন? আমি এই বিবাহোপলক্ষে ধনাগার শূন্য করিয়াছি; এবং নানাদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগের সকলকেই রাশি রাশি দ্রব্য প্রদান করিয়াছি। (৪৫) ধৃষ্টবুদ্ধি করে করতল শব্দিত করিয়া কহিলেন, রে পাপাত্মা! তুমি ঘোর বনে গমন ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াও। (৪৬) মদন কহিলেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি আছে! রাম পিতৃ-বাক্যে বনে গিয়াছিলেন; আমিও সেইরূপ আপনার বাক্যে বনে গমন করিব। কিন্তু উপস্থিত বিধানে কি ন্যূনতা হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা করি। (৪৭) দেশপাল কুলিন্দ ও তদীয় পত্নীকে আহ্বান করা হয় নাই। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে আমি কোন্‌দিকে কি করিব! (৪৮) আপনি পত্রপাঠমাত্র তদীয় পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে লিখিয়াছেন। ইহাতে আমার অপরাধ কি? (৪৯) যাহা হউক অধুনা কি আমি একাকী গমন করিয়া কুলিন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিব ও সবিশেষ অভ্যর্থনা করিব? (৫০) ফলতঃ বিষয়ার এই বিবাহের আর কোন অংশেই আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। বলিতে কি আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই বিষ্ণুভক্ত পুজনীয় বরকে সমস্ত হস্তী ও অশ্ব দান করিয়াছি এবং বেদ-বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করাইয়াছেন। ধৃষ্টবুদ্ধি এতৎ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন মূর্খ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। আর তোর মুখাবলোকন করিব না। আমি যে পত্র দিয়াছি তাহা আনিয়া দেখাও এবং নিজেও দর্শন কর, তাহাতে কি লেখা আছে। (৫১) তখন মদন পত্র আনিয়া দেখাইলে ধৃষ্টবুদ্ধি উহা দর্শন ও পুনঃ পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। (৫২) এ সমস্তই বিধিলিপি ভাবিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধি ক্ষণ-কাল ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তাত! তুমি পত্রে যাহা দেখিয়াছ তাহা মিথ্যা নহে। আমি কিন্তু অন্য অভিপ্রায়ে গোপনে পত্র লিখিয়া চন্দ্রহাসকে পাঠাইয়াছিলাম। দৈববশতঃই বিষয়ার বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে। এ বিষয়ে তুমি বা আমি কিংবা অন্য কেহ কর্ত্তা নহে। দুরাত্মা মন্ত্রী এই বলিয়া পুত্রকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিয়া সগর্ব্বে চন্দ্রহাসকে পরিপূজা করতঃ চতুর্থ দিবসে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধান করিলেন। (৫৩-৫৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে ধৃষ্টবুদ্ধি সমাগম নামক ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

ষষ্টিতম অধ্যায়

নারদ কহিলেন, অনন্তর ধৃষ্টবুদ্ধি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! বিপরীত ঘটনা উপস্থিত হইল। মদন আমার প্রবল বৈরীকে বিষয়া সম্প্রদান করিল। (১) অতঃপর আমার কি করা কর্ত্তব্য, বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু পুত্র আমার বশীভূত নহে। ইহার স্বভাবও অতি বিশুদ্ধ। পুত্র কন্যা উভয়ে মিলিয়া আমার বংশনাশ করিল। (২) চন্দ্রহাস হইতেই আমার কুলনষ্ট হইবে; এখন উপায় কি? কিসে আমি এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি পাই। বিষয়া বিধবা হউক, আমি মুনিগণের বাক্য মিথ্যা করিব। (৩) এইপ্রকার চিন্তানন্তর পাপাত্মা ধৃষ্টবুদ্ধি চাণ্ডালদিগকে আহ্বান ও একান্তে অবস্থান-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে আদেশ করিল, এই নগরের বহির্ভাগে রমণীয় উপবনমধ্যে যে দেবী চণ্ডিকা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তোমরা সকলে করবাল করে তদীয় ভবন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দুই কোণে স্থিরচিত্তে অবস্থান কর। (৪।৫) যে কেহ সন্ধ্যাসময়ে তথায় গমন করিবে তাহাকেই সংহার করিবে ' এ বিষয়ে কোনও রূপ দোষগুণ বিচার করিও না। (৬) পূর্ব্বে যেমন আমাকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলে, এবারে যেন সেরূপ না হয়। আমি পুত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি, এবারেও তোমাদিগকে বিশিষ্ট-রূপে পুরস্কার প্রদান করিব। (৭) চণ্ডালেরা তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আমোদে উন্মত্ত হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া প্রচ্ছন্নবেশে তৃতীয় প্রহর সমাগমে চণ্ডীকাভবনে গমন করিল এবং করবাল করে লুক্কায়িত রহিল।

এদিকে ধৃষ্টবুদ্ধি সবিনয় বাক্যে চন্দ্রহাসকে কহিলেন, বৎস! তুমি বড় জ্ঞানবান্, আমার হিতবাক্য শ্রবণ কর। বিবাহান্তে আমাদের কুলদেবী চণ্ডীকার পূজা করা বিধি আছে। (৯) তুমি কৃতোদ্বাহ হইয়াছে, অদ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আইস। সত্বর সায়ংসন্ধ্যা বিধান এবং চন্দন ও পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক মাতা চণ্ডিকাকে নমস্কার ও পূজা করিবার জন্য একাকী প্রস্থান কর। পুরীর বহির্ভাগে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। (১০) দুরাত্মা এই প্রকার আদেশ করিয়া বিনিবৃত্ত হইলে সরলমতি চন্দ্রহাস যে আজ্ঞা বলিয়া তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। (১১) নারদ কহিলেন, পার্থ! এই সময়ে পরম বুদ্ধিশক্তি, বিশিষ্ট মহারাজ কৌন্তলপতি পুরোহিত গালবকে আহ্বান করিয়া সবিনয়ে আপনার দেহচেষ্টা নিবেদনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আর রাজ্য করিয়া আমার সুখ হইতেছে না। কেননা আমি নিজের মস্তকচ্ছায়া দেখিতে পাইতেছি না। (১২।১৩) নিঃসন্দেহ আমার উৎক্রান্তি সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি অরিষ্টাধ্যায় পাঠ করুন, উহা শুনিলে আমার নির্বৃত্তি লাভ হইবে। (১৪) গালব কহিলেন মহারাজ! মহাভাগ দত্তাত্রেয় মহাত্মা অলর্ককে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অরিষ্ট আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর। (১৫) যোগবিৎ ব্যক্তি অরিষ্ট সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মৃত্যু অবগত হয়েন। যে ব্যক্তি দেবমার্গ, ধ্রুব, শুক্র, সোম, ছায়া ও অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখিতে না পায়, তাহার সংবৎসর পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। (১৬) যে ব্যক্তি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে মলিন দর্শন করে, সে একাদশমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করে। স্বপ্নযোগে মূত্র, পুরীষ, সুবর্ণ ও রজতাদি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে দশমাসিক জীবিত ভোগ হইয়া থাকে। সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষ দর্শনে নয়মাসমাত্র বাঁচিতে পারা যায়। (১৭।১৮) স্থূলব্যক্তি সহসা কৃশ, কিংবা কৃশ সহসা

স্থূল হইলে প্রকৃতিবৈষম্যবশতঃ অষ্টমাসিক বিবিধ সুখ ভোগ করে। (১৯) কপোত, গৃধ্র, কোকিল, বায়স বা ক্রব্যাদ পক্ষী মস্তকে লীন হইলে ছয়মাস বাঁচিয়া থাকে। আপনার ছায়া অন্যরূপ দেখিলে চারিমাস পরেই মৃত্যু হয়। (২০) বিনা মেঘে দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ দর্শন করিলে দুই তিন মাস বাঁচিয়া থাকে। (২১) যে ব্যক্তি স্বপ্নে ঘৃতে, তৈলে, অথবা জলে আপনার দেহ মগ্ন দেখে, সে মাসার্দ্ধেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। (২২) যাহার গাত্রে শবগন্ধ বিনিঃসৃত হয়, তাহারও একপক্ষ মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। স্নাতমাত্রই যাহার হৃৎপদ্ম শুষ্ক ও জলপান সময়ে কেশ সঙ্কুচিত হয়, সে দশদিন মাত্র বাঁচে। (২৩) যে ব্যক্তি স্বপ্নে ঋক্ষ বা বানরযুগ্মে আরোহণ করিয়া গান করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করে, মৃত্যু তাহার কালপ্রার্থনা করে না। (২৪) রক্তকৃষ্ণবস্ত্রধারিণী রমণী যাহাকে স্বপ্নে হাস্য ও গান করিতে করিতে দক্ষিণদিকে লইয়া যায়; তাহার অবশ্য মৃত্যু সংঘটিত হয়; (২৫) অথবা যে ব্যক্তি স্বপ্নে লগ্ন ক্ষপণকে হাস্য করিতে দেখে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। (২৬) কিংবা স্বপ্নে আপনার মস্তক পর্য্যন্ত পঙ্কসাগরে মগ্ন দেখিলে সদ্য মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে করাল, বিকট, উদ্যতায়ুধ, কৃষ্ণবর্ণবপুঃ পুরুষগণ কর্ত্তৃক পাষাণ দ্বারা তাড়িত হইলে সেই দিনই মৃত্যু সংঘটিত হয়। (২৭) যে ব্যক্তি পরের নেত্রস্থ নিজমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। কর্ণদ্বয় পিহিত করিয়া নিজের শব্দ শুনিতে না পাইলে, তাদৃশ স্বভাববৈপরীত্যপ্রযুক্ত তাঁহার প্রাণবিযুক্ত হয়। (২৮।২৯) যে ব্যক্তি দেব, দ্বিজ ও গুরুপূজাপরিহারপূর্ব্বক তাহাদের নিন্দা করে, সাধুগণের বিদ্রোহ আচরণ করে, অকারণ বৈরী হইয়া লোকের অনিষ্ট করে, পিতামাতার অসৎকার করে এবং জ্ঞানবিৎ, যোগবিৎ ও অন্যান্য মহাত্মাগণের অবমাননা করে, তাহার কালপূর্ণ ও মৃত্যু উপস্থিত জানিবে। (৩০।৩১) যোগীপুরুষ সতত যত্নসহকারে অরিষ্ট অপনীত করিয়া থাকেন। আসনে উপবেশন করিয়া সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক পরম পদ ধ্যান করিবে। (৩২) যদ্দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাদৃশ সারভূত জ্ঞানচর্চ্চা করিবে, ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে যোগবিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। (৩৩) যে ব্যক্তি তৃষ্ণাকুল হইয়া যাহা তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, সে কল্প সহস্র-পরমায়ু হইলেও প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। (৩৪) সঙ্গত্যাগ, আহারত্যাগ, ক্রোধ জয় ও ইন্দ্রিয় জয় এবং বিষয় সকল পরিহার করিয়া মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করিবে। (৩৫) জলে জল নিক্ষিপ্তমাত্র যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ যোগনিরত হইলে আত্মা আত্মায় মিলিত হইয়া থাকে। (৩৬) নারদ কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল গালবের প্রমুখাৎ যোগসার শ্রবণ করিয়া রাজা সর্পের জীর্ণ ত্বকের ন্যায় রাজ্যত্যাগে কৃতচিত্ত হইলেন এবং তথায় উপবিষ্ট মদনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কর্ণে কর্ণে কহিলেন, সত্বর তোমাদের জামাতা চন্দ্রহাসকে এখানে আনয়ন কর, আমি আত্মহিত বিধান করিব। মদন যে আজ্ঞা বলিয়া জামাতার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। (৩৭।৩৮) ভগবান্ ভাস্কর জবাকুসুমকান্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলশিখর অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রহাস সন্ধ্যাবিধি সমাধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া একাকী সেই পথেই আগমন করিতেছেন। (৩৯।৪০) তাঁহার মস্তকে মুকুট, কলেবর হরিদ্রাকুঙ্কুমে রঞ্জিত, হস্তে পুষ্প, কর্পূর, কস্তূরী, চন্দন ও বস্ত্র এবং অন্যান্য পূজোপকরণ সমস্ত। (৪১) তদ্দর্শনে মদন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন চন্দ্রহাস! তুমি দ্রুতপদে কোথা গমন করিতেছ, বল। (৪২) চন্দ্রহাস কহিলেন, তোমার পিতা আমাকে বহিঃস্থিতা দেবী চণ্ডীকাকে নমস্কার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মদন তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে পুষ্পচন্দনাদি প্রদান করিয়া

সত্বর রাজভবনে গমন কর। (৪৩) এই বলিয়া চন্দ্রহাসের হস্ত হইতে মালাদি পাত্র আক্ষিপ্ত করিয়া একাকী চণ্ডিকাভবনে গমন করিতে লাগিলেন। (৪৪) পার্থ! পাছে ব্রতভঙ্গ হয়, এই জন্য তিনি ছত্রচামর পরিহার ও সেবকদিগকে সঙ্গে যাইতে প্রতিষেধ এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। (৪৫) চন্দ্রহাস সেই অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেই ভৃত্যগণে পরিবৃত ও ছত্রচামরে অলঙ্কৃত হইয়া দ্রুতপদে রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। (৪৬।৪৭) রাজা তাঁহাকে দেখিয়া গালবকে কহিলেন, বিভো! এই চন্দ্রহাস অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত সুতরাং দানের প্রকৃত পাত্র। (৪৮) ইহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব। মুনিবর গালব তাহাতে সম্মত হইলেন। (৪৯) তখন রাজা চন্দ্রহাসকে আপনার আত্মজা চম্পকমালিনীর সহিত সমুদায় রাজ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর বসন ও সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নগ্ন ও উর্দ্ধবাহু হইয়া বিমুক্তির জন্য অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (৫০) তথায় নির্ব্বাণপদ ও অতুল্য যোগসমৃদ্ধি লাভ করিয়া তৎকালে তিনি এই গাথা গান করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট, আমি প্রথমে অসার রাজ্যচর্চ্চায় বৃথা কাল নষ্ট করিয়াছি। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, যোগ অপেক্ষা আর কিছুই সুখ বা সুখজনক নাই। মনুষ্য ইহা না জানিয়াই বিবিধ গুণময় পাশে বদ্ধ ও বধ্যমান হইয়া অনর্থক ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য কোনকালেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া বারংবার সংসার-রূপ অন্ধকূপে পরিভ্রমণ করিয়া আপনার ক্লেশ পরম্পরা সম্ভোগ করে। (৫১-৫৪) ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্টকর আছে যে, অন্যান্যেরাও এই দৃষ্টান্তে সাবধান হয় না। প্রত্যুত, পরম সুখবোধে ইহার অনুসরণ করিয়া থাকে। (৫৫) নারদ কহিলেন, অর্জ্জুন! রাজা এইরূপে সংসারপার গমন করিয়া মুক্ত হইলে মহামতি চন্দ্রহাসকে যথাবিধানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। (৫৬) চন্দ্রহাস সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিধানে চম্পক-মালিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এদিকে সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে ধীমান্ মদন পুষ্পাদি পূজো-পকরণ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে সম্মুখে অবলোকন করিলেন, দুই বিড়াল আতুর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। (৫৭।৫৮) সহসা তাঁহার হস্ত হইতে চন্দন ও পুষ্পপাত্র স্খলিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। মুখ ও নেত্র হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর শব্দে সহসা তদীয় মস্তকে উলুক উপবেশন করিল। (৫৯।৬০) তিনি এ সকল গণনা না করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের জামাতা চন্দ্রহাস পরম বুদ্ধিমান্, ধীর ও বিষ্ণুভক্ত। (৬১) অধুনা, তাঁহার ত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি চণ্ডিকালয় প্রাপ্ত হইলেন এবং হস্ত দ্বারা কবাটযুগ্ম প্রসারণপূর্ব্বক অবাঙ্মুখে ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৬২) চাণ্ডালেরা শব্দ শুনিয়া হর্ষাবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক শস্ত্র সকল গ্রহণ করিল এবং ধীমান্ মদন প্রবেশ করিবামাত্র নিশিত খড়্গ, সুশাণিত শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু ও করবাল দ্বারা তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। (৬৩।৬৪) তিনি কহিলেন, হে চণ্ডিকে! আমি মহিষ নহি, শুম্ভ বা নিশুম্ভ নহি, অথবা আমি রক্তবীজ নহি। অতএব জননি! তুমি কি জন্য আমাকে শূলাঘাতে সংহার করিতেছ? মাতঃ মহিষের ন্যায় মদীয় কণ্ঠে পদপ্রদান কর; আমার মুক্তিলাভ হইবে। আমাকে বঞ্চনা করিও না। মাতঃ! আমি প্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না। এ বিষয়ে তুমিই আমার সাক্ষী। অদ্য আমি চন্দ্রহাসের জন্য শিরঃ প্রদান করিয়া অঋণী হইব। এই বলিয়া মন্ত্রীপুত্র মদন কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চাণ্ডালেরা তাঁহার কথা শুনিয়া হায়! আমরা স্বামিপুত্রকে সংহার করিলাম ভাবিয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। (৬৫-৬৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে ধৃষ্টবুদ্ধি তপস্যা নামক ষষ্টিতম অধ্যায়।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, এদিকে চন্দ্রহাস রাজ্যলাভ করিয়া রাজনন্দিনী চম্পকমালিনীর সহিত গজবরে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টবুদ্ধিকে নমস্কার করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। (১) তাঁহার চতুর্দ্দিকে মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। মদনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যও গমন করিতে লাগিলেন। (২) সেবকেরা ধৃষ্টবুদ্ধিকে তদীয় সমাগমসন্দেশ নিবেদন করিয়া মনোহর বাক্যে কহিল, বিভো! আপনার ও কৌন্তলপতির জামাতা রাজা চন্দ্রহাস আগমন করিয়াছেন, দর্শনদানে অনুমতি হউক। (৩) তাহাদের কথা শুনিয়া মন্ত্রী জাতক্রোধ হইয়া কহিলেন, আমি তোমাদের রসনা ছেদন ও শূলে আরোপণ করিব। কৌন্তলপতি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবে। সেবকেরা নিবেদন করিল, আপনি সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করুন। (৪।৫) ঐ সময়ে চন্দ্রহাস নবপরিগৃহীতা রাজদুহিতার সহিত সহসা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে মন্ত্রী নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনার পুত্র মদন আসিয়াছেন অনুমান করিয়া কহিলেন, বৎস! একি? এই প্রকার বলিতে বলিতে চন্দ্রহাস তাঁহার সম্মুখে গজ হইতে অবরোহণ করিয়া, তাঁহার পদযুগল বন্দনা করিলেন। (৬।৭) ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া কহিলেন, তুমি চণ্ডী পূজা করিতে যাও নাই? নিশ্চয়ই আমাদের বংশনাশ হইল! (৮) চন্দ্রহাস কহিলেন, আমি গমন করিতেছি এমন সময়ে মদন পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ ও প্রতিষেধ করিয়া, আমাকে রাজার আদেশ পালন করিতে কহিয়া স্বয়ং দেবী গৃহে গমন করিলেন। (৯।১০) এই মর্ম্মভেদী কঠোর কথা কর্ণগোচর করিয়া মন্ত্রী ঊর্দ্ধবাহু ও মুক্তকেশ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি পরের জন্য গর্ত্ত খনন করে; সে নিজেই তাহাতে পতিত হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণীগণের হিতানুষ্ঠান করিবে। (১১।১২) এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে উত্থিত ও পতিত হইতে হইতে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দেবীর মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বহির্দ্দেশস্থ শ্মশানস্থলীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চিতা সকল প্রজ্জ্বলিত ও ভস্মরাশি বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছে। (১৩।১৪) তাঁহাকে মত্তবেশে মুক্তকেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে দেখিয়া, ভূত, বেতাল ও পিশাচেরাও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। (১৫) তিনি দেবীর মন্দিরে সমাগত হইয়া দেখিলেন, তদীয় পুত্র মদন শূল-খড়্গ-বিদারিত কলেবরে পশুবৎ দেবীর সম্মুখে পতিত রহিয়াছেন। (১৬) বোধ হইল যেন, আকাশ হইতে কোন নক্ষত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে, কিম্বা কোন যোগসিদ্ধ যোগী ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, অথবা যেন প্রজ্বলিত শান্তিময় বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। (১৭) সাক্ষাৎ বংশমূল ও মনোরথ এইরূপে ছিন্ন হইতে দেখিয়া মন্ত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল। (১৮) তিনি পুত্রকে প্রসারিত ভুজযুগলে আলিঙ্গন ও উত্থাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! উত্থান কর; আমি কিছুই বলিব না। বৎস! আমি পিতার ন্যায় তোমাকে শাসন করিয়াছিলাম মাত্র; নতুবা কঠিন বাক্যে তোমাকে পীড়িত বা কুপিত করি নাই। হায়, আমি যে বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম, তাহার ফল ফলিল! বৈষ্ণবদ্রোহীর হৃদয় নিশ্চয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য অদ্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! আহা পুত্র আমার অতিমাত্র বিষ্ণুভক্ত ও শান্ত স্বভাব! এই প্রকার বিলাপ করিয়া তিনি শোকে ও দুঃখে রত্নভূষিত স্তম্ভে মস্তক আস্ফালিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (১৯।২২)

অনন্তর প্রভাত সময়ে দেবীর পুরোহিত পুষ্প ও সলিল হস্তে তাঁহার স্নান ও পূজার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী পুত্রের সহিত নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন। (২৩) কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপার চন্দ্রহাসের গোচর করিলেন। (২৪) চন্দ্রহাস শ্রবণমাত্র অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ চণ্ডীকে! যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকেই গ্রহণ করুন। ইহাদিগকে অকারণ হত্যা করিয়াছেন। (২৫।২৬) এই বলিয়া তিনি স্নাত ও শুচি হইয়া, চতুরস্র কুণ্ড খনন ও তাহাতে বলিদীপপুরঃসর হুতাশন স্থাপন করিয়া, আজ্য, তিল ও সিতা সহিত পায়সে আহুতি দিতে লাগিলেন। (২৭) পরে স্বদেহমাংস সমুদ্ধরণপূর্ব্বক সূক্তজপসমাধানান্তে হুতাশনে আহুতিদান করিলেন। (২৮) অনন্তর পাদ ও শিরোধরাদি সর্ব্বাঙ্গ আহুতি দিয়া শিরোদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, দেবী! তোমাকে চরাচরগুরু বিষ্ণুর চিৎশক্তি বলিয়া থাকে। তুমি সকল কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ সাক্ষিণী! আমি এই খড়্গ দ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করিতেছি। ভগবান্ মধুসূদন ইহাতে প্রীত হউন। (২৯।৩০) এই বলিয়া কণ্ঠে খড়্গনিধান করিবামাত্র, দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়া কহিলেন, তুমি আত্মহত্যা করিও না। ব্যক্তিমাত্রেই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইহারা পিতা-পুত্রে সেই কর্ম্মবশেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যাহাহউক, আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর। (৩১।৩২) চন্দ্রহাস কহিলেন দেবী! আপনার বরে আমার শাশ্বতী হরিভক্তি সমুদ্ভূত ও ইহারা পিতাপুত্রে পুনর্জ্জীবিত হউন। (৩৩) দেবী কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেবে তোমার অচলা ও সাত্ত্বিকী ভক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমার শূল ও হরিপ্রিয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। (৩৪) বৎস! তোমার চরিত্র শিশুকাল হইতেই পরম পবিত্র। কলিযুগে নরনারী মাত্রেই আদরপূর্ব্বক সতত উহা শ্রবণ করিবে এবং শ্রবণমাত্র তাহাদের হরিভক্তি লাভ হইবে। (৩৫) বৎস! তুমি পরম জ্ঞানী, সত্বর আমার সম্মুখে আইস এবং নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাক। (৩৬) নারদ কহিলেন, এই বলিয়া দেবী বৈষ্ণবী শক্তি খড়্গ, চর্ম্ম, গদা ও অন্যান্য আয়ুধসমূহে পরিবারিত ও উত্থিত হইয়া চন্দ্রহাসের মস্তকে জ্ঞানময় হস্ত ন্যস্ত করিলেন। (৩৭) তৎক্ষণাৎ তিনি ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনকে আপনার সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের রূপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তাঁহারা যেন, সুপ্তোত্থিত হইলেন; কিন্তু দেবীকে আর দেখিতে পাইলেন না। (৩৮) স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। চন্দ্রহাস পিতাপুত্রকে নমস্কার, আলিঙ্গন ও পূজা করিয়া কহিলেন, সমস্তই ভগবানের মায়া, সেই মায়াবশেই কাহারও জীবন ও কাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহারই উপাসনা করিব। (৩৯।৪০) নারদ কহিলেন, এইরূপে পরম বৈষ্ণব কুলিন্দনন্দন সর্ব্ববিপদ বিনির্মুক্ত ও সর্ব্বসম্পদসমন্বিত হইয়া রমণীয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৪১) অর্জ্জুন কহিলেন, পুত্রের এই দৈবলব্ধ রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটনা কুলিন্দের প্রতিবিষয়ে উপস্থিত হইল কি না, বলিতে আজ্ঞা হউক। (৪২) নারদ কহিলেন, চন্দ্রহাস প্রস্থান করিলে, কুলিন্দ ধৃষ্টবুদ্ধি কর্তৃক সেইরূপে নিপীড়িত হইয়া মনে মনে পুত্রের কল্যাণ কামনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, ভগবান্! তুমিই আমার চন্দ্রহাসকে পুত্ররূপে দান করিয়াছ; সেও তোমারই একমাত্র আশ্রিত ও ভক্ত। অতএব তুমিই তাহাকে রক্ষা কর। (৪৩।৪৪) এই বলিয়া নির্বিগ্নহৃদয়ে সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া পত্নীর সহিত প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। (৪৫) ধৃষ্টবুদ্ধি লোকমুখে এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহার পুত্রকে বিনাশ ও সমস্ত বিত্ত হরণ করিয়াছি। (৪৬) তাহাতেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে দৈবকর্তৃক নিপাতিত বৃদ্ধ কুলিন্দকে হত্যা করিয়া আর কি

হইবে। (৪৭) এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, কুলিন্দ! বিষাদ পরিহার কর। আমি পুনরায় তোমাকে ধন ও দেশ প্রদান করিব। (৪৮) চন্দ্রহাসও সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। এইরূপে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিয়া মন্ত্রী নিজমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (৪৯) এদিকে চন্দ্রহাসও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতামাতাকে আনয়ন করাইলেন। অর্জ্জুন! তিনি তিন শত বৎসর রাজ্য করিলেন। (৫০) বিষয়ার গর্ভে তাঁহার মকরধ্বজ ও চম্পকমালিনীর গর্ভে শূর নামে পদ্মপলাশলোচন পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এইরূপে তিনি শিশুকালে শালগ্রামশিলার সংসর্গপ্রযুক্ত ভবার্ণবে উত্তীর্ণ হইলেন। (৫১) নারায়ণ সাক্ষাৎ শালগ্রাম শিলা-রূপে বিরাজমান। তাঁহার দুইরূপ, বর ও অবর। তন্মধ্যে সন্ন্যাসীকে তাঁহার বররূপ ও চক্রকে অবররূপ কহিয়া থাকে। (৫২) সংসারসঙ্গরূপ দুস্পার পারাবার পারের অভিলাষ থাকিলে শালগ্রাম শিলা ভক্তিসহ নিত্য উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি এই শৈলনায়ককে স্কন্ধে করিয়া পথে বহন করে, তাহার ত্রিলোক জয় হইয়া থাকে। (৫৩) বৈষ্ণবকে এই শিলাচক্র প্রদান করিলে অক্ষয় ফল লব্ধ হয় এবং শৈলনায়কের পূজা, অর্চ্চনা, ধ্যান ও স্তব করিলে, পাপাত্মারও মুক্তিলাভ হয়। (৫৪) নৈমিষ প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর অপেক্ষাও শালগ্রাম শিলো-দকে দশগুণ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৫৫) শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে কোটীজন্মসমুদ্ভূত মহাপাতক সমস্তও দূরীকৃত হয়। তাহার আর কোনও বিপদ থাকে না। (৫৬) স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই শিলাত্যক্ত নির্ম্মাল্য মস্তকে বহন করিলে বহনকর্ত্তাকে সাক্ষাৎ হরির ন্যায় সম্মান করিবে এবং এই শিলাদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলে পাতক সকল দগ্ধ হইয়া যায়। (৫৭) ইহার সন্নিধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফললাভ হয় এবং পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকর্ত্তারন পিতৃলোক পবিত্র ও মুক্ত হইয়া থাকে। (৫৮) যে গৃহে শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠান, সে গৃহে সমস্ত তীর্থ, সমুদয় দেবতা ও সমস্ত যজ্ঞ বিরাজমান। (৫৯) ভক্তিপূর্ব্বক এই শিলার অর্চ্চনা করিলে সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করা হয় এবং অন্তকালে এই শিলোদক পান করিলে পাপাত্মারও পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৬০) নারায়ণের সমান বন্ধু নাই, দ্বাদশীর সমান তিথি নাই, বিষ্ণুপাদোদকের সমান তীর্থ নাই, তুলসীর সমান বৃক্ষ নাই। ইহার দর্শন মাত্রেই পাপ বিনষ্ট হয়। (৬১) তুলসীপত্র দ্বারা নিত্য বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ শালগ্রাম শিলার মহিমা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। আমি এক্ষণে স্বর্গ গমন করিব! (৬২) এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সুরপুরে প্রস্থান করিলে ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সাধুসঙ্গব্যতিরেকে সুখলাভের সম্ভাবনা নাই।' জানিয়া স্বজনসংহতি চন্দ্রহাসের পুরে প্রস্থান করিলেন। (৬৩)

জৈমিনি কহিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক এই ইতিহাস পাঠ ও শ্রবণ করিলে পরিণামে বিষ্ণুলোক লাভ হইয়া থাকে। (৬৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনের মুক্তি নামক একষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন ব্রহ্মণ! চন্দ্রহাস ঐ দুই অশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি। (১)

জৈমিনি কহিলেন, চন্দ্রহাসের দুই পুত্র প্রদোষকালে অশ্বদ্বয়কে আপনাদের পুরে চরিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ধৃত ও পিতার নিকট নীত করিলেন। (২) ঐ দুই অশ্ব অর্জ্জুনের অধিকৃত অবগত হইয়া কৃষ্ণ সমাগম সম্ভাবনায় তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। (৩) ভাবিলে

আমি আশৈশব যাঁহার চিন্তা করিতেছি, সেই বাসুদেব নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের সহিত আসিবেন। (৪) অনন্তর তিনি বিষয়ার তনকে কহিলেন, বৎস! সাক্ষাৎ ধর্ম্মের এই অশ্বদ্বয় তুমি সাবধানে মাসার্দ্ধ রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিও। (৫) একমাত্র সুকৃতই আমাদের প্রার্থনীয়; অশ্বে প্রয়োজন কি? বাসুদেবের দর্শন হইলেই সুকৃত লাভ হইবে। আমি হরির সন্তোষ সাধন জন্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। (৬)

জৈমিনি কহিলেন, তখন বিষয়ের পুত্র অশ্ব রক্ষার্থ গমন করিলে, চন্দ্রহাস স্বয়ং যুদ্ধার্থ সসৈন্যে নগরের বাহিরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। (৭) ঐ অবসরে স্ব সারথি বাসুদেব সহিত অর্জ্জুন তথায় উপনীত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও পরম গৌরবান্বিত বিষ্ণুভক্ত চন্দ্রহাসকে দর্শন করিলেন এবং কহিলেন, অদ্য ইহাঁকে দর্শন করিয়া আমার জন্ম ও কুল সফল হইল। (৮।৯) তখন বাসুদেব শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও আয়ুধ প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত হইয়া চতুর্ভুজ বিগ্রহে রথোপস্থে দণ্ডায়মান হইলেন। (১০) চন্দ্রহাস প্রেমময়কে তাদৃশ বেশে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ ও দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। (১১) বাসুদেব তাঁহাকে বাহু চতুষ্টয়ে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি উঠিয়া বৃদ্ধ, সদ্ধর্ম্মসেবক, মহাবাহু, ধ্রুবসন্নিভ, মদ্ভক্ত চন্দ্রহাসকে আলিঙ্গন কর। (১২) অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে আমাকে নিজধর্ম্ম পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছ, এক্ষণে কিরূপে তাহার বিপরীত বলিতেছ? আমি যুদ্ধ না করিয়া, কিরূপে রণমধ্যে বৃদ্ধ বলিয়া ইহাঁকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিব? (১৩।১৪) কৃষ্ণ কহিলেন, আমার ভক্তকে বিশেষরূপে নমস্কার ও আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য। শত শত কপিলা দান করিলেও যে ফল, আমার ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। আমার ভক্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহাই ধর্ম্ম; অতএব ইহাকে আলিঙ্গন কর জানিও আমি ইহাঁর শরীরে অধিষ্ঠিত আছি। (১৫।১৬)

জৈমিনি কহিলেন, তখন অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিলে, চন্দ্রহাসও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বাসুদেবই আমাদের আশ্রয়, অতএব সর্ব্বথা ইহাঁরই ভজনা করিব। (১৭) আমি স্বীয় পুত্রকে আপনাদের অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছি এবং নিজেও আপনাদের কামনাসিদ্ধির জন্য স্বসৈন্যে প্রস্তুত আছি। (১৮) এই বলিতে বলিতে বিষয়ানন্দন অশ্ব লইয়া, তথায় আগমন ও তাঁহাদের সকলকে প্রণাম করিলেন। তাহাকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর চন্দ্রহাস অর্জ্জুনসহিত কৃষ্ণকে নগরে প্রবেশ করাইয়া সবিশেষ পূজা করিলেন। তাঁহার সান্নিধ্যে সপুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি কৃতার্থ ও লোকমাত্রেই পরম পবিত্র হইল। (১৯।২০) অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন যোগিরাজ গালবকে নমস্কার ও সন্তুষ্ট করিয়া তিন রাত্রি তথায় বাস করিলেন এবং চন্দ্রহাস সমস্ত রাজ্য সমৃদ্ধি সহর্ষে তদীয় পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিলে, তথা হইতে বিনির্গত হইলেন। (২১।২২) ভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিলে আয়ু, আরোগ্য, বল, সমৃদ্ধি, পুত্র, কৃষ্ণভক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ একা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অতএব সকলে তদনুরত হইবে। (২৩।২৪)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত চন্দ্রহাসোপাখ্যানে চতুর্ভুজ দর্শন নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর চন্দ্রহাস বিষয়ার পুত্রকে পুরপাল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বাসুদেবসঙ্গ লাভ বাসনায় তাহার সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অশ্ব রক্ষাপ্রসঙ্গে প্রস্থান করিলেন। (১) জনমেজয়, অশ্ব যে যে জনপদে প্রবেশ করিল তত্রত্য নরপতিগণ মহাভয় সমাযুক্ত ও প্রণত হইয়া তাহাদিগকে পরিহার করিলেন। (২) অনন্তর অশ্বেরা উত্তর দিকে গমন করিয়া তত্রত্য মহাসাগরের অগাধ সলিলে সহসা প্রবেশ করিল। (৩) তদ্দর্শনে পার্থ প্রমুখ বীরগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে জনার্দ্দন কহিলেন, অর্জ্জুন, হংসধ্বজ, বভ্রুবাহন, ময়ূরকেতু ও প্রদ্যুম্ন এই পাঁচজনের রথ কেবল সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের পাঁচজনকে লইয়া সাগরগর্ভে প্রবেশ করিলেন। (৪।৫) অর্জ্জুন দূর হইতে অবলোকন করিলেন মহামুনি বকদাল্ভ্য ছিদ্রশত সমাকুল লতামন্দির মণ্ডিত, শুষ্ক, জীর্ণ-বট-পত্র হস্তে ধারণ করিয়া সাগরগর্ভস্থ দ্বীপমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার নয়ন-যুগল নিমীলিত। সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। (৬।৭) ধনঞ্জয় বিস্মিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনি শুষ্কপত্র ধারণ করিয়া আছেন; গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্রত নহেন। (৮) আপনার জানুযুগল ভেদ করিয়া এই যে দুই কিংশুক বৃক্ষ নির্গত হইয়াছে, ইহাতে শত শত পক্ষী কুলায় বন্ধন করিয়াছে। (৯) আপনার সম্মুখে ও পৃষ্ঠভাগে বিরাজমান এই সকল বল্মীক হইতে সর্পসকল বহির্গত ও আপনার স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া বায়ুভক্ষণ করিতেছে। আহা, আপনার কি নিস্পৃহতা! মৃগগণ আপনার অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিতেছে। (১০।১১) মহর্ষি হাস্য করিয়া পবিত্রবাক্যে কহিলেন, দার পরিগ্রহ ও গৃহবন্ধন সর্ব্বথা ক্লেশ ও পাপের হেতু। (১২) গৃহীকে সর্ব্বদা বন্দীভাবে ও পুত্রাদির প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা দুরন্ত চিন্তায় কালযাপন করিতে হয়। এই সুদুর্ভর চিন্তার পার নাই। (১৩) বিশেষতঃ স্ত্রীরূপ পাশবদ্ধ গৃহস্থের ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করা বড় সহজ নহে। এই নিমিত্ত আমরা দার পরিগ্রহ করি নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবান্! আপনার পরমায়ু কত হইয়াছে? (১৪) দাল্ভ্য কহিলেন, আমার এই বয়সে কত মার্কণ্ডেয় ও কত লোমশের জন্ম হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। (১৫) আমি এখানে থাকিতে বিংশতিজন ব্রহ্মা গত হইয়াছেন। তথাপি আমার আয়ু স্বল্পমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছে। (১৬) এক এক ব্রহ্মার পতন হয়, আর সমস্ত সংসার জলময় হইয়া থাকে এবং স্নিগ্ধ বিচিত্র এক বটপত্র আমার দৃষ্টিবিষয়ে নিপতিত হয়। (১৭) ঐ বটপত্রে একটি বালক শয়ন করিয়া, পাদসংগুষ্ঠ বদনমধ্যে সন্নিধান পূর্ব্বক কখন হাস্য ও কখনবা রোদন করেন, দেখিতে পাই। (১৮) তাঁহার নাসিকা ও মুখমণ্ডল পরম সুন্দর। সেই বালকই এই বিষ্ণুরূপে তোমাদের সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। (১৯) ভগবান্! আমি তোমাকে দেখিবার জন্যই এই অগাধ সলিল আশ্রয় করিয়াছি। তুমি কিজন্য আমাকে জলমধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া, দূরে দূরে প্রস্থান ও বিচরণ করিতেছ। (২০) তৎকালে তুমি বটপত্রশায়ী বালক, বালক বলিয়া তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অধুনা, তুমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছ; অতএব হে জগন্নিবাস! আলিঙ্গন কর। (২১) আমাকে তোমার ঐ বর বপু স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতে অনুমতি কর। আমাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও স্বীয় পুরী প্রদর্শন কর। (২২)

জৈমিনি কহিলেন, তখন ভগবান্ বাসুদেব মহর্ষি বকদাল্ভ্যকে সবিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন ভগবান্! আপনিই সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ এবং আপনিই আমাদের সকলের পরম পূজনীয়। (২৩) আপনি উপর্য্যুপরি বিংশতি ব্রহ্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব দর্শন করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সফল হউক। (২৪) বকদাল্ভ্য এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনার প্রসাদেও অনুগ্রহলাভে আমি যেমন পতিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেইরূপ আমার গর্ব্বও খর্ব্ব হইয়াছে। (২৫) অর্জ্জুন! মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা বেদপাঠ করিতে করিতে আমাকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি কিজন্য শুষ্ককর্ণ ধারণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি? (২৬) আমি গর্ব্বভরে কহিলাম, তোমার ন্যায় বিংশতিজন ব্রহ্মার পতন অবলোকন করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে কি দান করিবে? আমার নিকট হইতে তুমি সরিয়া যাও। (২৭) এই কথা বলিবামাত্র ঘোর বাত্যা আমাদের দুইজনকে আকাশে উড্ডীন করিল। তখন আমরা উভয়ে অষ্টমুখ ব্রহ্মার ভবনে প্রবেশ করিলে, তিনি সগর্ব্বে আমাদিগকে শৌচার্থ মৃত্তিকা আনায়ন করিতে বলিলেন। (২৮) তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বাত্যা প্রাদুর্ভূত হইলে আমরা তিন জনে তৃতীয় ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলাম। তথায় ষোড়শমুখ ব্রহ্মা বাস করেন। (২৯) তিনি অষ্টমুখ ব্রহ্মাকে দেখিয়া, গর্ব্ববশতঃ হাস্য করিলে পূর্ব্ববৎ ঘোরবাত্যা সহযোগে ষোড়শাস্য ব্রহ্মার সহিত আমরা অধোমুখে ও উর্দ্ধপদে ভ্রমণ করিতে করিতে চতুর্থ ব্রহ্মভবনে প্রবেশ করিলাম। (৩০) তথায় দ্বাত্রিংশ বদন ব্রহ্মা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনি ষোড়শাস্য ব্রহ্মার পরিচয় লইয়া সহাস্যসহকারে কহিলেন, আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা কে আছে? সূর্য্য যাবৎ উদিত না হয়, তাবতই খদ্যোত মালা শোভা পায়, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের নিকট আবার খদ্যোতের গর্ব্ব কি! (৩১।৩২) এই কথা বলিবামাত্র, পূর্ব্ববৎ ঘোর বাত্যাবশে তিনি আমাদের সকলের সহিত পরিচালিত হইয়া গোলকে সমাগত হইলেন। (৩৩) দেখিলেন, তথায় সহস্রবদন মহাপুরুষ বিরাজমান হইতেছেন। সনকাদি ঋষিগণ দেবগণের সহিত তাঁহার স্তব করিতেছেন। (৩৪) তাঁহাকে দেখিয়া সকলের গর্ব্বই খর্ব্ব হইল। তখন তাঁহারা সকলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি উল্লিখিত ব্রহ্মাদিগের প্রত্যেককেই পূর্ব্ববত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন এবং আমি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া একাকী এই সলিলগর্ভে অবস্থান করিলাম। (৩।৩৬) অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য যে, কোনমতেই গর্ব্ব করিবেন না। কেন না গর্ব্ব করিলে ব্রহ্মাকেও পতিত হইতে হয়। (৩৭) মুনির এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতি ও অশ্বদিগকে লইয়া তথা হইতে বিনির্গত হইলেন। (৩৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ব্রহ্মাবর্ণনা নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অশ্বেরা ব্যাবৃত্ত হইয়া জয়দ্রথের রমণীয় নগরে সমাগত হইল। জয়দ্রথের বালকপুত্র তখন সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। (১) তিনি পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাহাতে তাঁহার সর্ব্ব

শরীর স্বিন্ন, রোমাঞ্চিত ও নিতান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সিংহাসনে থাকিয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। (২) তদ্দর্শনে তদীয় জননী দুঃশলা হাহাকার ও অর্জ্জুনের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। অর্জ্জুন পূর্ব্বে আমার স্বামী হত্যা করিয়া অধুনা পুত্রহত্যা করিলেন। আপনি জগতের পতি, এই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। (৩।৪) অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভগিনীকে প্রণাম ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। (৫) আপনাকে সহস্র লক্ষ অশ্ব, গজ ও সমস্ত রাজ্যসম্পদ প্রদান করিব। আপনাকে এক্ষণে হস্তিনায় গমন করিতে হইবে। (৬) দুঃশলা পুনরায় কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, আপনি স্মৃতিমাত্র দ্রৌপদীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। (৭ আপনাকে দেখিলে সকল দুঃখ বিগলিত হয়। তবে কৃষ্ণ! আপনার সমাগমে আমি কেন পুত্রহীন হইলাম? হায়! অর্জ্জুন আমার স্বামীহীন, পুত্রহীন ও রাজ্যহীন করিয়া অশ্বগাভী প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় হস্তীনায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন! এই বলিয়া তিনি বহুবিধ বিলাপ সহকারে বাসুদেবের পাদদেশে লুণ্ঠন ও অশ্রুসলিলে সেই সর্ব্বসুন্দর চরণারবিন্দ অভিষেক করিতে লাগিলেন। (৮-১১) দুঃশলাকে সংসারমায়ায় অভিভূত ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি গাত্রোত্থান কর। এই বলিয়া তিনি পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্পর্শমাত্রে দুঃশলার পুত্রকে জীবিত করিলেন। (১২) তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন। পুরমধ্যে মহা মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইল। (১৩) নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যম সহকারে পুরবাসীরা কৃষ্ণসমাগম মহোৎসব, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আহ্লাদে সমাধান করিল। (১৪) অনন্তর অর্জ্জুন দুঃশলাকে সান্ত্বনা করিয়া সাদরে কহিলেন, অদ্য সংবৎসর পূর্ণ হইয়াছে; আমাকে হস্তিনায় গমন করিতে হইবে। (১৫) অতএব নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি কুন্তীকে দেখিবার জন্য তথায় সপুত্রে গমন করিবেন। সেই স্থানে গমন করিলে আপনার প্রতি সর্ব্বশান্তির বিধান হইবে। (১৬) দুঃশলা সম্মতা হইয়া অর্জ্জুনের পরম প্রীতি সম্পাদন এবং বাসুদেবকে ভক্তিভরে কহিলেন, আপনি ভক্তগণের অবলম্বন, আপনার প্রসাদে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। এক্ষণে ধর্ম্মরাজের দর্শন জন্য হস্তিনায় গমন করিব; এই বলিয়া তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন। (১৭।১৮)

জৈমিনি কহিলেন জনমেজয়! অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের অশ্ব রক্ষাকরতঃ অর্জ্জুনকে কহিলেন পার্থ! তুরঙ্গমযুগল স্বর্গ ও পৃথিবী সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছে। সংবৎসরও পূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ এই দীর্ঘকালই বিবিধ নিয়মানুষ্ঠানবশতঃ ক্লিষ্ট হইতেছেন। অতএব চল, হস্তিনাপুরে গমন করি। (১৯।২০) বিবিধ নৃত্য ও বাদ্যসহকারে অশ্বদ্বয় তোমাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুক এবং প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বৃষকেতু, বভ্রুবাহন, বীরবর্ম্মা, অনুশাল্য, বির্হকেতু, হংসকেতু, নীলধ্বজ, যৌবনাশ্ব, চন্দ্রহাস ও অন্যান্য নরপতিগণ সকলে বিবিধ অলঙ্কার, চামর ও পুষ্পাদি বিভূষিত ও রজনীযোগে দীপিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়া হস্তিনায় প্রয়াণ করুন। আমি সকলের অগ্রেই গমন করিব। (২১।২২)

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া তিনি হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গমন করিয়া গঙ্গাতীরে দিব্যমণ্ডপমণ্ডিত হরিক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। (২৩) দেবকী প্রমুখ মনোরমা রমণীসমাজ ও মুনিগণে পরিবারিত ধর্ম্মরাজ তথায় বিরাজ করিতেছেন। (২৪) বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে প্রণামপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া কহিলেন ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা অর্জ্জুন নিরাপদে অশ্ব লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ভবদীয় পুণ্যে রাজাদিগের সকলকেই জয় করিয়াছেন। (২৫।২৬) নরপতি নীলধ্বজ, ময়ূরকেতু ও অন্যান্য মহারাজসমূহ

সকলেই সমাগত হইয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি মণিপুরে অর্জ্জুনের প্রাণত্যাগ ঘটনাবধি সমুদায় ব্যাপার আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্তোষ সম্পাদনানন্তর ভীমকে কহিলেন, মধ্যম পাণ্ডব! আলিঙ্গন প্রদান করুন। (২৭।২৮) তখন ভীম আলিঙ্গন ও নমস্কারাদি করিলে তিনি কুন্তী, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও অন্যান্য গুরুদিগকে বন্দনা করিয়া কমললোচনা সুভদ্রা ও দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীকে অভিনন্দন করিলেন। (২৯) তাঁহারা উভয়ে হর্ষে ব্যাকুললোচনা হইয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। (৩০) অনন্তর তিনি রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা ও জাম্ববতী প্রভৃতি রমণীগণে পরিশোভিত স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলে, ঐ সকল ললনা তাঁহাকে সবিশেষ সংবর্দ্ধনা ও সমুচিত সমাদর সহকারে সন্দর্শন, সম্ভাষণ, আলিঙ্গন ও অভিনন্দনাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। (৩১,৩২) সত্যভামা কহিলেন নাথ! অর্জ্জুন যেমন অশ্বরক্ষা প্রসঙ্গে প্রমীলাকে লাভ করিয়াছেন, তোমারও তেমনি কুব্জা বা বামনী কোনও রমণী লাভ হইয়াছে ত?" (৩৩) এইরূপে বিবিধ আলাপ হইতেছে, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, আপনারা সকলে গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর রাজভবনে গমন করুন। হে যজ্ঞেশ্বর! ধর্ম্মরাজের আদেশ, আপনি যজ্ঞে ব্রতী হউন। (৩৪,৩৫)

জৈমিনি কহিলেন, তখন বাসুদেব নরদেব যুধিষ্ঠির সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া কহিলেন, আপনি এই যজ্ঞবাটে অবস্থিতি করুন। (৩৬) আমি ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ বৃদ্ধবর্গ, ঋষিগণ ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারী মহর্ষি বকদাল্‌ভ্যের প্রত্যুদ্গমন করিব। (৩৭) কুন্তী ও আমার স্ত্রীগণ, অন্যান্য রমণীসকল এবং ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ ও কুমারিকাগণ গজারোহণে লাজা বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণার্থ গমন করুন। (৩৮) রাজপুরুষেরা সমুদায় নগরী বিচিত্র পতাকায় অলঙ্কৃত, পুষ্পপ্রাকারে সমাকীর্ণ এবং চন্দনসলিলে সুশীতল করিয়া অর্জ্জুনের সমাগম মহোৎসব সমাধানে প্রবৃত্ত হউক। (৩৯) হৃষীকেশের আদেশমাত্র তৎসমস্ত তৎক্ষণাৎ সমাহিত হইল। পুরবাসীরা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া সানন্দে অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিল। (৪০) তখন রুক্মিণী আপনার বধূবৃন্দ সমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন, যেন উষা সহস্র সহস্র রমণী পুরস্কৃত করিয়া যাইতে লাগিলেন। (৪১) সত্যভামা পারিজাতকুসুম, ক্ষীরবিনিন্দিত দুকূল ও কৌসম্ভরঙ্গরঞ্জিত মনোহর কার্পাসবস্ত্রে অলঙ্কৃত স্ত্রীসমাজ সমভিব্যাহারে বাহির্গত হইলেন। (৪২) দেবী জাম্ববতী পরমমনোজ্ঞ মুক্তামালামণ্ডিত বিচিত্র কঞ্চুক ও বিচিত্র বস্ত্রে সুশোভিত ভামিনিগণে পরিবৃত হইয়া সহর্ষে প্রস্থান করিলেন। (৪৩) পৃথিবী তাঁহাদের পরস্পর সংঘর্ষ স্খলিত কুঙ্কুমে পঙ্কিল, ছিন্ন মৌক্তিক হারাবলীতে অলঙ্কৃত এবং কর্পূরামোদিত সুবাসে সুরভিত হইয়া উঠিল। (৪৪) দেবী দেবকী গজে, যশোদা হস্তিনীতে, কুন্তী মদমত্ত মাতঙ্গে এবং অন্যান্যেরা অন্যান্য যানারোহণে যাইতে লাগিলেন। (৪৫) ঐ সকল সর্ব্ব সম্মাননীয়া রমণীমণ্ডলীর মস্তকে অতিপত্র ধ্রিয়মাণ ও দুই পার্শ্বে চামর দোদুল্যমান হইতে লাগিল। (৪৬) স্বয়ং বাসুদেব অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে সেনাব্যূহিত করিয়া প্রস্থান করিলে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি পুরঃসর তাঁহার অগ্রগামী হইলেন। (৪৭) তাঁহাদের পত্নীরা আবার দধি দূর্ব্বা ও অক্ষত হস্তে তাঁহাদের পুরোগামিনী হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা স্বর্ণপাত্রে কর্পূরদীপ ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। (৪৮) কৌসুম্ভবসম্পর্কে সমধিক শোভিতাঙ্গী কৃশাঙ্গীবারযোষরা গোরচনা, কুঙ্কুম ও চন্দনহস্তে মহাজনগণের অগ্রে অগ্রে নৃত্যকরতঃ প্রস্থান করিল। (৪৮) তাহাদের প্রেমময় কটাক্ষবিক্ষেপে যুবাগণের চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে তাহারা সদ্‌ভাব, হাব, লয় ও তালসহকৃত মনোহর নৃত্যে ভগবানের সন্তোষবিধানকরত গমন করিতে লাগিল। (৫০)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনি কৃত যজ্ঞাশ্ব প্রত্যাগমন নামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন জনমেজয়! অর্জ্জুন কিয়ৎকালমধ্যেই ভূপতিগণের পরিবৃত হইয়া মহাজনমণ্ডলীমণ্ডিত বাসুদেবের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং স্বয়ং হস্তী হইতে অবতরণ ও অশ্ব দুইটিকে পুরস্কৃত করিয়া আপনার সৈন্যসজ্জা বিধান করিলেন। (১।২) সমভিব্যাহারী ভূপালগণ আসন ত্যাগ করিয়া হরির সম্মুখে গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, অর্জ্জুনের সুবিপুল সৈন্য, হরির সৈন্যে মিলিত হইয়া মহাসাগরবৎ বিচিত্র দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। (৩) তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণ ও নানা বস্তু দর্শন করিয়াছি; (৪) কিন্তু ধর্ম্মরাজের পুরীর ন্যায় বিচিত্র পুরী ও অতুল ঐশ্বর্য্য কখনও আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই। (৫) অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি জগৎপতি হরি যাহাদের আশ্রিত ও অধীনভাবাপন্ন, তাহাদের বিভবের ও ঐশ্বর্য্যের তুলনা কোথায়? (৬) ঐ দেখ ঐরাবত অপেক্ষাও মহাবল গজ সকল, উচ্চৈঃশ্রবা অপেক্ষাও বেগবান্ অশ্বগণের সহিত বিরাজমান হইতেছে। (৭) অর্জ্জুন আগমন করাতে কুমারিগণের কবরিমুক্ত রত্নমিশ্রিত মুক্তামালায় ভূপালগণ হার সংযুক্ত হইতেছেন। (৮) ভীম প্রভৃতি এই বীরগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ভাস্করসম বিদ্যোতিত হইতেছে এবং ঐ দেখ, সহস্র সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ যুধিষ্ঠির সহিত আগমন করিতেছেন। মনোহর ধূপগন্ধে তথাকার গগন পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছে। (৯) রাজারা এইরূপ বলিতে বলিতে হরির সহিত মিলিত হইলে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণপ্রমুখ মহাজনদিগকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিলেন এবং কুন্তী, গান্ধারী, দেবকী, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে বন্দনা করিয়া একে একে সমাগত রাজাদের পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইহাঁর নাম চন্দ্রহাস। (১০।১১) ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও ধার্ম্মিক। এই বীরবর্ম্মা সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও সকল বীরের অগ্রগণ্য। (১২) তাত ধৃতরাষ্ট্র! এই ময়ূরকেতু আপনাকে নমস্কার করিতেছেন। এই নীলধ্বজ আপনার বন্দনার্থ সম্মুখীন হইয়াছেন। (১৩) এই হংসকেতু সুধীগণের শ্রেষ্ঠ; ইহাঁকে সম্ভাষিত করিতে আজ্ঞা হউক। যে কর্ণপুত্র বিধুরূপ কুমুদখণ্ডের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবং সাক্ষাৎ তেজঃপুঞ্জ হুতাশনস্বরূপ বিপক্ষকানন দগ্ধ করিতে সমর্থ, এই সেই কর্ণপুত্র আপনার পদবন্দনা করিতেছেন; ইহাঁকে আলিঙ্গন করুন। (১৪।১৫)

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও সংবর্দ্ধনাদি করিলে ঐ সকল রাজা সমাগত হইয়া ধর্ম্মরাজের বন্দনা করিলেন। (১৬) অর্জ্জুন তাঁহাকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, ভীমসেন ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক সবিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। (১৭) কুন্তী, পুত্রকে শরতোমরার্দ্দিত দর্শন করিয়া গলদশ্রুলোচনে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিরতিশয় হর্ষাবিষ্টা হইলেন। অনন্তর তিনি বৃষকেতুরও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। (১৮) এই সকল সম্পন্ন হইলে ধর্ম্মরাজ ও সুমধ্যমা দ্রৌপদী উভয়ে ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃষভদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ষণার্থ ক্ষেত্রে গমন করিলেন। (১৯) তথায় ওষধি আহরণ পূর্ব্বক দীক্ষিত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ নরপতিগণ পৃষ্ঠচর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে লাগিলেন এবং দেবী দেবকী, বরবর্ণিনী কুন্তী ও মহাভাগা যশোদা, ইহাঁরা কর্পূরমিশ্রিত চন্দনসলিলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। (২০।২১) অনন্তর ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে যুধিষ্ঠির, ব্যাসদেবপ্রমুখ ঋষিগণ ও মহাভাগ বকদাল্ভ্যের অনুমতি লইয়া চতুঃশত ইষ্টকামাত্র

সমুচ্চারণপূর্ব্বক পুনরায় ইষ্টকাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। (২২) অনন্তর শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা অষ্টদ্বারসম্পন্ন সুন্দর পতাকাসমলঙ্কৃত মনোহর মণ্ডপ বিনির্ম্মাণ এবং যাজ্ঞিকেরা ছয়টি খদির সাতটি পলাশ ও পাঁচটি শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত যূপ সমুচ্ছ্রিত করিলে পর (২৩) চষালভূষিত রমণীয় বেদীত্রয় সুবিহিত হইল। স্বয়ং ব্যাসদেব আচার্য্যপদ গ্রহণ করিলেন। (২৪) মহাত্মা বকদাল্ভ্য পিতামহ হইলেন এবং বামদেব, বশিষ্ঠ, জাবালি, গৌতম, গালব, জামদগ্ন্য জাতুকর্ণী, ভাস্থরি, ভরদ্বাজ, সৌভরি, রৈভ্য ও লোমশ ইত্যাদি দিবর্ষিগণ ঋত্বিক্ পদ পরিগ্রহ করিলেন। (২৫) রক্ষোঘ্ন মন্ত্রে রক্ষাবিধান করিয়া দ্বারপালদিগকে নিয়োগ করা হইল এবং বিশ্বামিত্র, পুলহ, ধৌম্য, আরণি, উপমন্যু, মধুচ্ছন্দা ও বিভাণ্ডক এই সকল মহর্ষি সেই মনোরম যজ্ঞে দ্বারপাল হইলেন। (২৬) এইরূপে ধর্ম্মরাজ মৃগশৃঙ্গ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথাযোগ্যবিধানে পূজা করত বহুসংখ্য ঋষিকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। (২৭) অনন্তর মহাভাগ ব্যাস, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ও ভূপালদিগকে কহিলেন, আমার আদেশানুসারে যথাবিধানে জাহ্নবী সলিল আহরণ জন্য চতুঃষষ্টি দম্পতী গমন করুন। (২৮) অত্রি স্বপত্নীর সহিত, বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর সহিত, কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত, অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত, প্রদ্যুম্ন মায়াবতীর সহিত, অনিরুদ্ধ উষার সহিত, ভীম হিড়িম্বার সহিত, বৃষকেতু প্রভদ্রার সহিত, ময়ূরকেতু লীলাবতীর সহিত, যৌবনাশ্ব প্রভাবতীর সহিত, নীলধ্বজ সুনন্দার সহিত, অনুশাল্ব ধর্ম্মিল্লার সহিত, ক্ষেমধূর্ত্তি প্রমদ্বরার সহিত, যূপাশ্ব ক্ষেমার সহিত, হংসধ্বজ তারার সহিত, চন্দ্রহাস বিষয়ার সহিত, মাল্যবান্ শান্তির সহিত, কেরলপতি মালবীর সহিত, মালবেশ্বর নন্দার সহিত, অঙ্গরাজ সুবচনার সহিত, কলিঙ্গাধিপ বরাঙ্গনার সহিত, নকুল মাধবিকার সহিত, সহদেব হারাবতীর সহিত, তালধ্বজ বিমলার সহিত, কুশধ্বজ মহাশ্বেতার সহিত, কাশীরাজ ভদ্রার সহিত, মথুরেশ্বর মালতীর সহিত, সুহোত্র তমালিকার সহিত, তাম্রধ্বজ মহালয়ার সহিত, কর্ণাটরাজ বরাঙ্গীর সহিত, দ্রাবিড়পতি সুলোচনার সহিত, কোশলেশ্বর কোশলার সহিত, এবং অন্যান্য নরপতিগণ সস্ত্রীক কলস গ্রহণ করিয়া, সত্বর যুধিষ্ঠিরের জন্য জাহ্নবীসলিল আহরণ করুন। (২৯ ৩৫)

জৈমিনী কহিলেন, ব্যাসদেব এই প্রকার আদেশ করিলে, নরপতিরা বদ্ধপল্লব, হইয়া সহর্ষে সপত্নীক সলিল সংগ্রহার্থ গমন করিলেন। তখন ঘোরতর বাদ্যধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইল। কুমারিকারা গবাক্ষারোহণে মুক্তাফলবর্ষণ, মুনিগণ বেদপঠন, গায়কেরা গান, নর্ত্তকীরা নৃত্য ও বন্দিরা স্তবপাঠ করিতে লাগিল। (৩৬) শঙ্খধ্বনি, বংশীধ্বনি ও পটহধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ হইল এবং মনস্বিনী কুন্তী কৃষ্ণের বস্ত্রপল্লব গ্রহণ করিয়া রুক্মিণীর পট্টদুকূলপ্রান্তে বদ্ধ করিয়া দিলেন। (৩৭) পরমকৌতুকী দেবর্ষী নারদ এই কৌতুককর ব্যাপার দর্শন করিয়া, ইহা বলিবার নিমিত্ত সত্যভামার ভবনে প্রবেশ করিলেন। (৩৮) তিনি তথায় গমন করিয়া, সত্যভামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কৃষ্ণবল্লভে? যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে কত দিগ্দেশাগত নরপতিগণ, দেখিয়াছ ত? (৩৯) রুক্মিণী অদ্য তাঁহাদের সমক্ষে বহুমান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হরির সহিত জল আনিতে বহির্গতা হইয়াছেন। (৪০) তাঁহার মস্তকে আতপত্র ও পার্শ্বে চামর বিরাজমান হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য রমণীরা অদ্য এই রাজসম্মানে বঞ্চিতা হইলেন। (৪১) স্বয়ং কাম যাঁহার পুত্র ও অনিরুদ্ধ যাঁহার পৌত্র, তাঁহার এই প্রকার সম্মান সর্ব্বথা সম্ভবনীয়। কৃষ্ণ কেবল সম্মুখে মুখেমাত্র আপনার প্রতি অনুরাগাদি প্রদর্শন করেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি রুক্মিণীরই অনুরাগী। (৪২) সত্যভামা কহিলেন, মুনিসত্তম! আপনি কি বলিতেছেন? ঐ দেখুন, গোবিন্দ আমার গৃহে রহিয়াছেন। অতএব আমিই ইঁহার সহিত গমন করিব। (৪৩)

জৈমিনি কহিলেন, দেবর্ষি সত্যভামার গৃহমধ্যে কেশবকে দর্শন করিয়া অপ্রতিভ হইলেন এবং কহিলেন, এই আমি আপনাকে সভায় দেখিয়া আসিলাম, আবার এখানেও দেখিতেছি। ইহাতে আমার অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিতেছে। উত্তর না লইয়া দেবর্ষি লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। (৪৪) অনন্তর দেবর্ষি নারদ মাধবকে সত্যভামার গৃহ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া ভগ্নমনে জাম্ববতীর ভবনে সমাগত হইলেন। (৪৫) তাঁহাকে কহিলেন দেবি! আপনি কিজন্য গৃহে রহিয়াছেন; রাজভবনে গমন করেন নাই? মাধব তথায় রুক্মিণীসত্যভামাকে লইয়া, সলিল আহরণে গমন করিতেছেন। (৪৬) জাম্ববতী কহিলেন বৎস। তুমি পিতৃচরিত্র অবগত নহ। তিনি তোমার সকল জননীর প্রতিই সমান পক্ষপাতী। ঐ দেখ, তিনি আমার গৃহেও শয়ন করিয়া আছেন। (৪৭)

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! নারদ সেখানেও মাধবকে বদ্ধপল্লব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রত্যেক গোপীর ভবনে ভ্রমণ করিলেন। যেখানে যান, সেইখানেই মাধবকে অবলোকন করেন। তখন তিনি পুনরায় সভামণ্ডপে সমাগত হইলেন; দেখিলেন, মাধব তথায় আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। (৪৮।৪৯) অনন্তর সকলে জল আনিতে গমন করিলে, ব্যাসদেব জলদেবতার পূজা করিয়া জলকলস পূরণপূর্ব্বক একে একে সকলের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। (৫০) বশিষ্ঠের প্রিয়া অরুন্ধতী সকলের অগ্রগামিনী হইলেন। তিনি রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভদ্রে! তোমার মস্তক সামান্য পুষ্পভারেও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা জলপূর্ণ কলস ধারণ করিয়াও ক্লেশবোধ হইতেছে না? (৫১।৫২) সুভদ্রা তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলেন দেবি! যিনি গোকুলরক্ষার্থে এক হাতে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, রুক্মিণী সেই মাধবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভারসহ হইয়াছেন। সামান্য কলসভারে তাঁহার কি হইবে? ফলতঃ, ইনিই কেবল পতিব্রতাগণের ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। (৫৩।৫৪) রুক্মিণী কহিলেন, সুভদ্রাও আমার দেখাদেখি অর্জ্জুনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিত্য হৃদয় শীতল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (৫৫)

জৈমিনি কহিলেন, এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব স্বামীর সলিল সংগ্রহপূর্ব্বক সমাগত হইলে, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, হস্তিনানগরী তাঁহাতে যেন দেবসমাবৃত অমরাবতী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। (৫৬-৫৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত যজ্ঞ সলিলানয়ন নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাসমারোহে ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। স্বয়ং বাসুদেব সমাগত ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা পাদপ্রক্ষালনান্তে রাজদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বিবিধ দিব্য অলঙ্কার ও মনোজ্ঞ মাল্য পরিধান, চন্দনলেপন এবং কর্পূর বিটপ গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণময় পাঠে উপবেশন করিলেন। অনবরত দীয়তাং শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। (১।২) ইতর অর্থীরাও সেই যজ্ঞে স্বর্ণ, রজত, রত্ন, বস্ত্র, গজ, অশ্ব, রথ, যান, সহস্র সহস্র গো, চন্দন, ছত্র, চামর, দাসদাসী ও অন্যান্য বিবিধ অভিমত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। কেহই কোনরূপে বিমুখ বা অসন্তুষ্ট হইল না। (৩।৪) অনন্তর যুধিষ্ঠির কৃতস্নান ও দীক্ষিত হইয়া অশ্বকে আনয়নপূর্ব্বক যথাবিহিত শ্রুতিপাঠান্তে কহিলেন, এই তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (৫) তোমার স্বর্গলোক লাভ হইবে। অশ্ব এই কথা শুনিয়া

সহর্ষে কেশবের দিকে চাহিয়া, প্রোথদ্বয়সহায়ে নকুলকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত স্বীয় বদন প্রকম্পিত করিল, নকুল অশ্বের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! অশ্ব বলিতেছে যে, আমি তথায় যাইব না; কেন না, অনীশ্বর যজ্ঞে স্বর্গই চরম ফল. (৬।৭) কিন্তু এই যজ্ঞের ঈশ্বর হরি; তিনিই ইহার সাক্ষাৎ ফল। অতএব স্বর্গে প্রয়োজন কি? যাজ্ঞিকগণ সকলে অবলোকন করুন, ভগবান্ মধুসূদনের বদনমণ্ডলেই আমি অবস্থান করিব। (৮) অনন্তর কৃষ্ণপ্রমুখ দ্বিজাতিবর্গ অশ্বকে পয়পানপুরঃসর অভিমন্ত্রিত করিয়া যূপবদ্ধ করিলে, ধৌম্য ভীমকে কহিলেন. আমি যাবৎ এই অশ্বের পরীক্ষা করি, তাবৎ তুমি খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা কর। (৯) এই বলিয়া ধৌম্য অশ্বের বামকর্ণ নিপীড়ন করিলে, অনর্গল ক্ষীরধারা বিনির্গত হইতে লাগিল; রক্ত দৃষ্ট হইল না। (১০) ধৌম্য কহিলেন ভীম! তুমি এক্ষণে অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া, জগৎপতি জনার্দ্দনের প্রীতি বিধান কর। (১১) তখন বাদ্যধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইলে, ভীম তৎক্ষণাৎ অশ্বের মস্তক ছেদন করিলেন, কিন্তু ঐ শির অধঃপাতিত না হইয়া বহ্নিরূপে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। (১২) ঋষিগণ তৎকালে অশ্বের বক্ষঃস্থলে ক্ষীর ধারা নির্গত দেখিয়া, ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, আমরা কুত্রাপি কদাপি এরূপ দেখি নাই। (১৩) ভাগ্যক্রমেই আপনার যজ্ঞ সফল হইল। এই কথা বলিতে বলিতে অশ্বের কলেবর হইতে মহৎ তেজ বহির্গত হইয়া, বাসুদেবের বদনে প্রবিষ্ট হইলে, পশ্চাৎ তাহার দেহ কর্পূর হইয়া রুদ্রের গাত্রচ্যুত বিভূতিবৎ ধরাতলে পতিত ও বিরাজিত হইল। ঋষিগণ বিস্মিত হইয়া সেই কর্পূর লইয়া হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন। (১৪।১৫) অনন্তর ব্যাস ঐ কর্পূর গ্রহণপূর্ব্বক সপত্নীকে ও সকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন রাজেন্দ্র! এই কর্পূরাহুতি গ্রহণ কর; কলিযুগে ইহা একেবারেই দুর্ল্লভ হইবে। (১৬) তৎকালে ইন্দ্র সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইয়া ব্যাসকে কহিলেন, তুমি অগ্নিমুখে সত্বর আমাকে আহুতি প্রদান কর। (১৭) তখন ব্যাসদেব চৈত্রমাস শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে গুরুবাসরে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলে, সমস্ত ভুবন পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইল। রাজাও হোমধূমে পবিত্র ও প্রীত হইলেন এবং পৃথিবীও পরম প্রীতি লাভ করিলেন। (১৮)

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার যজ্ঞ যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অবভৃত স্নান করুন। (১৯) এই বলিয়া তিনি ভীমপ্রভৃতিবর্গ ঋষিগণের সহিত তাঁহাকে স্নান, সোমপান ও পুরোভাগ ভক্ষণ ও বাদ্যনিনাদপুরঃসর তাঁহার স্তব, গায়কেরা গান ও দেবকীপ্রমুখ স্ত্রীগণ তাঁহার নীরাজনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২০) তিনি পূর্ণাহুতি সমাধানপূর্ব্বক অলঙ্কৃত ও মহাত্মা কৃষ্ণের সহিত, উপবিষ্ট হইয়া ব্যাসকে পৃথিবী দক্ষিণা দান দিলেন। (২১) ব্যাস পুনরায় তাহা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিভাগ করিয়া প্রদান করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মহর্ষি বকদাল্‌ভ্যকে রত্নাদ্রিশিখরস্থ কনক, এক রথ, এক হস্তী দশ অশ্ব, স্বর্ণভার, হেমভূষিত শত গো ও মুক্তা; দ্বারপাল ও ঋত্বিকদিগের প্রত্যেককে ভৃত্যচতুষ্টয়সহিত বহুবিধ ইচ্ছা দান প্রত্যেক রাজাকে সহস্র সহস্র; শত শত হস্তী, বিবিধ অলঙ্কার এবং যাদবদিগকে তাহাদের দ্বিগুণ ও রুক্মিণীপ্রমুখ রমণীদিগকে অলঙ্কারদানে পরিতুষ্ট করিলেন। (২২-২৫) পরে কৃষ্ণকে রত্নালঙ্কারভূষিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট করিয়া যজ্ঞজনিত সমস্ত সুকৃত তদীয় হস্তে সম্প্রদান করিলেন। (২৬) তৎক্ষণাৎ বাদ্যধ্বনিসহকারে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। সমাগত নরপতি মাত্রেই পরম সভাজিত যূপনিবদ্ধ অন্যান্য পশুগণ মোচিত এবং মোচনমাত্রেই হৃষ্ট পুষ্ট হইল। শ্রদ্ধা সহকারে এই যজ্ঞপ্রকরণ শ্রবণ করিলে, সকলেরই পাপ মোচন হইয়া থাকে। (২৭।২৮)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত যজ্ঞবার্ত্তা নামক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভীমসেন প্রার্থনা করিয়া, ঋষি ও নরপতিদিগকে বিবিধ অন্নভোজন করাইলেন। (১) জনমেজয় কহিলেন ব্রহ্মন্! ভীমসেন কিরূপে রাজা, ঋষি, স্ত্রী ও বালকপ্রভৃতিকে যথারীতি ভোজন করাইয়াছিলেন; শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। (২।৩)

জৈমিনি কহিলেন রাজেন্দ্র! ভীম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। কাঞ্চনভূষিত রত্নাঢ্য মণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের বসিবার জন্য পুষ্পপ্রাকার পরিপূরিত বিচিত্র চন্দনকাষ্ঠের পীঠ সকল স্থাপন করিয়া, তিনি সুগন্ধি সলিলে পাত্র সকল প্রক্ষালিত করিলেন। প্রত্যেক পাত্রই সুবর্ণময় ও রত্নখচিত। (৪।৫) তাহাতে সরস পায়স ন্যস্ত হইলে, ব্রাহ্মণেরা চন্দ্রবিম্ব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুপান্বিত ভক্ত তাঁহাদের যূথিকাকুট্মল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল (৬) কোন ব্রাহ্মণ্ পুপদর্শনে অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বনে থাকি, কখনও এরূপ পদার্থ আমার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। (৭) অতএব ইহা কি, বলুন। তিনি আপনাকে ততোধিক ভাবিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ইহা চন্দ্রের বল্কল, পৃথিবীতে শতধা পতিত হইয়াছে জানিবেন। (৮) এই প্রকার বলিতে বলিতে ফেণিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। কোনও ব্রাহ্মণ স্থালমধ্যে উহা পতিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজের শতপত্র গত মরাল সমুৎপন্ন হইয়াছে। (৯) কোনও ব্রাহ্মণ মোদক সকলকে সুচারু ঔডুম্বর, ভক্তকে কুটজ পুষ্প, করঙ্গিকাকে কলিকা এবং কনকবর্ণ বটককে সূর্য্যের ভূপতিত রথচক্র জ্ঞান করিলেন। (১০) রাশি রাশি দুগ্ধ, ঘৃত, সিতা ও দধিপান করিয়া তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কেহ দ্রাক্ষারস ও কেহ বা ঘৃতরস পান করিতে লাগিলেন। (১১) এইরূপে ভীমসেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলকেই তাঁহাদের আশা ও ইচ্ছানুরূপে ভোজন করাইলেন। (১২) ভোজনান্তে ব্রাহ্মণেরা আচমন পূর্ব্বক কর্পূরবীটক দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, আমরা বনমধ্যে শুষ্কপত্র চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করি। অদ্য ধর্ম্মপুত্র আমাদিগকে বর তাম্বূলের রসজ্ঞ করিলেন। (১৩।১৪)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কৃষ্ণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে সভামধ্যে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমাদের উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন। (১৫।১৬) যুধিষ্ঠির কহিলেন, যেখানে বকদাল্ভ্য, বশিষ্ঠ ও অত্রিপ্রমুখ সভাসদ্বর্গ বিদ্যমান, সেখানে আবার বিবাদের কথা কি? অতএব আপনাদের বিবাদের কারণ পৃথক্ পৃথক্ নিরূপণ করুন। (১৭।১৮) প্রথম ব্রাহ্মণ কহিলেন, ইনি আমাকে ক্ষেত্র দিয়াছিলেন, কর্ষণ করিতে করিতে উহা হইতে নিবার নির্গত হয়। ঐ ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য মাত্রেই আমার প্রাপ্য; কিন্তু ইহাঁরা ঐ শস্য লইয়া আমাকে পীড়ন করিতেছেন। (১৯।২০) যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে কহিলেন, সত্য বলুন, কিজন্য ইহাঁকে পীড়ন করিতেছেন? আপনি যাহা ইহাঁকে দেন নাই, তাহাই আপনাকে লইতে হইবে। (২১) দ্বিতীয় কহিলেন, আমি পূর্ব্বে ইহাঁকে ক্ষেত্র সমর্পণ করিয়াছিলাম, অতএব ঐ ক্ষেত্রের উৎপন্নমাত্রেই ইহাঁর, আমার নহে। (২২) এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ সহাস্য আস্যে কহিলেন, আপনারা তিনমাস স্থির হইয়া থাকুন, পরে বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে। (২৩) এই

কথায় ব্রাহ্মণেরা রাজালয়ে বিত্ত ন্যস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষায় সন্তুষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণকে কহিলেন, সকলের সাক্ষাতে কি জন্য তুমি এই বিবাদ মীমাংসা করিলে না? ইহাতে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে। (২৪।২৫) কৃষ্ণ কহিলেন, আপনার যজ্ঞান্তে ঋষিগণ, নরপতিগণ, ফলতঃ লোকমাত্রেই আপনার সান্নিধ্যে সুখে ও আমোদে আছেন; ইহার মধ্যে বিবাদের কথা কি? তৃতীয় মাস উপস্থিত হইলে, ভয়ঙ্কর কলিযুগ প্রাদুর্ভূত হইবে। (২৬) তখন এই দুই ব্রাহ্মণ তৎপ্রভাবে মোহিত হইয়া পরস্পর বিবাদ ও তাড়না এবং কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি ও নখানখি যুদ্ধ করিতে করিতে আপনার সকাশে সমাগত হইবেন। (২৭) আপনিও এই ধনবিভাগ করিয়া উভয়কে দান করিবেন। (২৮) ইহাই আমার অভিপ্রায়। কলিযুগে ব্রাহ্মণমাত্রেই স্বাচার ও শ্রুতিবিবর্জ্জিত; রাজামাত্রেই ধর্ম্মহীন ও প্রজাপীড়ক; লোকমাত্রেই অধর্ম্মবহুল, ধর্ম্মদ্বেষী, মৎসরী, দ্যূতমন্ত্ররত, পরস্বাপহারী ও বিদ্রোহপর হইবে এবং দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, সাধ্বীস্ত্রীর ভরণে ও ব্রাহ্মণার্থে স্বল্প ধন দান করিয়া দুঃখভোগ করিবে; পাণিকা পরিগ্রহে বিপুল পুলক অনুভব করিবে। দ্যূতাদি ব্যসনে ভূরি ভূরি অর্থ বিয়োগ করিবে, জননীকে জীর্ণবস্ত্র বেষ্টন ও পাণিকাকে বিবিধ দুকুল প্রদান করিবে। শিবালয়ে করবীর পুষ্প আহরণ ও বেশ্যালয়ে উৎকৃষ্ট পঙ্কজমালা, কর্পূর, চন্দন, সুচারু কুমুদ ও উৎপলাদি লইয়া সমাগমন করিবে। (২৯-৩২)

জৈমিনি কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে ভয়ানক কলিধর্ম্ম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে যুধিষ্ঠির পিতাপুত্রের বিসংবাদ শ্রবণে পরম বিস্মিত হইলেন এবং সমীপস্থ মহামুনি বকদাল্‌ভ্যকে কহিলেন, আপনারা পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনও পিতাপুত্রের ঈদৃশ ভয়াবহ যুদ্ধঘটনা শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছেন? মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! বিস্মিত হইও না। (৩৩।৩৪) পূর্ব্বে রাম ও লবের ত্রৈলোক্যবিমোহন ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সকল কলুষ বিনষ্ট হয়। আমি আপনার নিকট উহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। (৩৫)

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! রাম ও লবের এই যুদ্ধঘটনা পূর্ব্বেই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। (৩৬)

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত যজ্ঞসমাধান নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ধীমান্ ধর্ম্মরাজ সবিশেষ পূজা করিলে, কৃষ্ণপ্রমুখ নৃপগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাদবদিগের বহুমান বিধান করিলেন। (১) যজ্ঞান্তে বাসুদেব পরাজিত রাজাদিগের সকলকেই স্বপদে স্থাপন করিলে, তাঁহারা পরম প্রীতিমান্ হইলেন। ফলতঃ যুধিষ্ঠিরের সদ্ব্যবহারে লোকমাত্রেই নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করিল। (২।৩) আপনার নিকট এই আশ্বমেধিক পর্ব্ব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পর্ব্বফল শ্রবণ করুন। নবতিসহস্র ধেনু দানকরিলে যে ফল, এই পর্ব্ব শ্রবণেও সেই ফল। (৪) গৌরীকন্যা বরণ ও নীল বৃষ দান এবং এই আশ্বমেধিক অধ্যায় শ্রবণ, সমান ফল প্রদান করে। (৫) ইহা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে কলিদোষ পরিহৃত, ব্রাহ্মণের বিদ্যা অধিগত, ধনার্থীর ধন হস্তগত ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব সমাগত ও বিজয় অধিকৃত এবং অপুত্রের

পুত্র, রোগীর রোগমুক্ত, অষ্টাদশ পুরাণ ও সমগ্র ভারত পাঠের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৬।৭) রাজেন্দ্র! এই পর্ব্ব পাঠ সমাপ্ত হইলে যেরূপে পূজা করিতে হয়, তাহাও শ্রবণ করুন। (৮) বিশিষ্টরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া অশ্ব, সুবর্ণ, ও বৃষভ দান করিবে; তাহা হইলে পর্ব্বফল লাভ হইবে। ফলতঃ যথাশক্তি শাস্ত্রসম্মত বিবিধ পূজার অনুসরণ করিয়া এই পর্ব্ব পাঠ ও শ্রবণ করিবে। (৯।১০)

ভগবান্ বাসুদেবের মহিমাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। পর্ব্বসমাপ্তিতে যথাভক্তি তাঁহার স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ও অর্চ্চনা করিবে। (১১) ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ॥ ১২॥

ইতি আশ্বমেধিক পর্ব্বে জৈমিনিকৃত ফলশ্রুতি নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সম্পূর্ণ